হযরত মুজাদ্দিদ আল্‌ফেসানী

রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

১ম খণ্ড

এ. এফ. এম. আবদুল আযীয
ও
সিদ্দিক আহমদ খান

হযরত মুজাদ্দিদ আল্‌ফেসানী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি

[জীবন-চরিত]

১ম খণ্ড

এ. এফ. এম. আবদুল আযীয
ও
সিদ্দিক আহমদ খান

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

হযরত মুজাদ্দিদ আল্‌ফেসানী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি
এ. এফ. এম. আবদুল আযীয
ও
সিদ্দিক আহ্‌মদ খান

ইফাবা প্রকাশনা : ২০২৭
ইফাবা গ্রন্থাগার : ৯২২.৯৭
ISBN : 984—06—0629—8

প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর ১৯৬১

দ্বিতীয় (ইফাবা প্রথম) সংস্করণ
ডিসেম্বর ২০০১
অগ্রহায়ণ ১৪০৮
রমযান ১৪২২

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

প্রচ্ছদ
জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
প্রকল্প ব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত)
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

মূল্য : ৭০.০০ টাকা মাত্র।

HAZRAT MUZADDED AL-FESANI RAHMATULLAHI ALAIHI [The Life-sketch of Hazrat Muzadded Al-Fesani (R.)]: Written by A.F.M. Abdul Aziz and Siddique Ahmad Khan in Bangla and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka 1207 November 2001

Price : Tk 70.00 ; US Dollar : 2.50

www.pathagar.com

পারিবারিক গ্রন্থাগার
জাহরীন বিনতে মুজাহিদ

মহাপরিচালকের কথা

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) সর্বশেষ নবী বিধায় তাঁর পরে আর কোন নবী আসবেন না। কিন্তু তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে হাক্কানী আলিমগণ তাঁর শিক্ষা ও আদর্শ প্রচার ও প্রসারের গুরুদায়িত্ব নায়েবে রাসূল হিসেবে পালন করে যাচ্ছেন। প্রতি শতবর্ষ ও সহস্র বছরে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দীনকে অনৈসলামিক রীতিনীতি ও কুসংস্কারের পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত করে সঠিকভাবে দুনিয়ার বুকে জিন্দা রাখার জন্য সংস্কারক বা মুজাদ্দিদ পাঠিয়ে থাকেন। এই ধারাবাহিকতায় হিজরী দ্বিতীয় সহস্রের মুজাদ্দিদ হিসেবে আবির্ভূত হন মুজাদ্দিদে আল্‌ফেসানী ইমামে রব্বানী শেখ আহমদ সিরহিন্দী (র)। তিনি সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলে উপমহাদেশ তথা মুসলিম বিশ্বকে দীনী ও আধ্যাত্মিক চেতনায় জাগ্রত করে খালেস ইসলামের দাওয়াত দেন। এ সময় আকবরের মতো পরাক্রমশালী সম্রাট 'দীনে ইলাহী' নামক একটি নতুন ধর্ম প্রবর্তনের চেষ্টা চালান। তখন মুজাদ্দিদে আল্‌ফেসানী অকুতোভয় আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবে তার প্রতিবাদ করেন এবং রাজরোষ উপেক্ষা করেও এ সংস্কারের জিহাদ চালিয়ে যান।

মুজাদ্দিদে আলফেসানী চারটি প্রসিদ্ধ আধ্যাত্মিক তরীকার অন্যতম 'মুজাদ্দিদিয়া' তরীকার প্রবর্তক। তাঁর রচিত মকতুবাত মুসলিম জাতির জন্য এক অমূল্য সম্পদ। বাংলা ভাষায় এই মহান মনীষী ও বুলন্দ শানের অলীর জীবনী গ্রন্থ খুব বেশি নেই। প্রসিদ্ধ আলিম ও ইসলামী চিন্তাবিদ এ.এফ.এম. আবদুল আযীয ও সিদ্দিক আহমদ খান ষাটের দশকে 'হযরত মুজাদ্দিদ আল্‌ফেসানী' শিরোনামে তাঁর একটি তথ্যবহুল জীবনী গ্রন্থ রচনা করেন। বইটির উপযোগিতা লক্ষ করে আমরা ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে তা পুনঃপ্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করি।

এই বইটিতে হযরত মুজাদ্দিদের জীবনের অনেক অজানা ইতিহাস আমাদের কাছে তুলে ধরা হয়েছে। আমাদের প্রত্যাশা ইসলামের এই মহান সাধকের জীবনী অধ্যয়ন ও অনুসরণ করে আমরা ইহকাল ও পরকালের সফলতা লাভ করতে সক্ষম হবো। বইটি আমাদের সুধী পাঠক মহলে সমাদৃত হবে এ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। অচিরেই আমরা তাঁর রচনাসমগ্র প্রকাশ করতে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ্। আল্লাহ্ আমাদেরকে তার দীনের পথে চলার তৌফিক দিন।

(মোঃ আব্দুর রশীদ খান)
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

হিজরী দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মহান সংস্কারক ও আধ্যাত্মিক সাধক হযরত শেখ আহমদ সির্‌হিন্দী (র) যিনি মুজাদ্দিদে আল্‌ফেসানী হিসেবে খ্যাত। তিনি যেমন ইসলামী শরীয়তগত দিক থেকে নানা কুসংস্কার বিদূরিত করে দীনের বিশুদ্ধ ধারাকে অব্যাহত রাখেন, তেমনি আত্মিক জগতেও তিনি 'মুজাদ্দিদিয়া তরীকা' নামে একটি নতুন ধারার প্রবর্তন করেন। বাংলাদেশসহ্ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাঁর অগণিত ভক্ত ও অনুসারী রয়েছেন। তাঁর সংগ্রামী ও আধ্যাত্মিক জীবন ছিল বর্ণাঢ্য, ঘটনাবহুল এবং আমাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। মুগল সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলে অনেক ফেতনার মোকাবেলা করেন এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসনকে খাঁটি ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য সংগ্রাম করেন। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিশুদ্ধ ইসলামী আদর্শ বিস্তৃত হয়। এ কাজে তাঁর অকুতোভয় ঈমানী চেতনা ও আল্লাহ্‌র প্রতি পরম নির্ভরতা এক গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। তাঁর সংগ্রামী জীবনের শিক্ষা ও আদর্শ আমাদেরকে সত্য, কল্যাণ ও ন্যায়ের পথে চলার জন্য অনুপ্রাণিত করে।

বিশিষ্ট আলিম, লেখক ও শিক্ষাবিদ এ.এফ.এম. আবদুল আযীয ও সিদ্দিক আহমদ খান বাংলা ভাষায় এই মহান মুজাদ্দিদের বিস্তারিত জীবনকাহিনী প্রণয়ন করেছেন। ১৯৬১ সালে এ বইটি বাংলাদেশে প্রথম প্রকাশিত হয়। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে তথ্যবহুল ও মূল্যবান এ বইটির উপযোগিতা বিবেচনা করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে বইটি পুনঃপ্রকাশ করা হলো। আমরা আশা করি বইটি পাঠ করে জনসাধারণ মহান মুজাদ্দিদের জীবন থেকে অনেক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবেন এবং নিজেদের জীবন সেই অনুযায়ী গঠন করার অনুপ্রেরণা লাভ করবেন।

আল্লাহ্ আমাদের খাঁটি ইসলামের পথে চলার তৌফিক দিন।

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

উৎসর্গ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰى نَبِيِّهٖ وَ نُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهِ الْكِرَامِ

আ'লা হযরত মুরশেদানা শাহ্ সূফী মাওলানা আবদুল খালেক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মুখরিত স্মৃতির প্রতি সোহবত, নিসবত ও খেদমতের সামান্যতম কদর-স্বরূপ এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাসুলভ কিতাবখানি উৎসর্গিত হইল।

তব পরশনে জীবনে মোদের জেগেছে আলোর বান,
তারি সৌরভে নবনীত করি এ ক্ষুদ্র এহসান—
নযরানা সম অক্ষয় করি রেখে দিনু সযতনে ;
কামরান হোক বুকের আকুতি ভালবাসা সিঞ্চনে
চলে যাওয়া ছবি সম্মুখে দেখি দিনরাত মহা সুখে,
আশীষের মত নব সোহবত জেগে রয় বুকে বুকে।
দিল খাহেশের শোহরত নয়, ছোট এই উপহার—
আমাদের তরে জীবনের পথে হোক শুভ সমাচার।
ভালবাসা সেত কাল্‌বে বিরাজে দেখাবার চীয নয়,
মোদের আকুতি তারি পিছে ঘুরি হ'য়ে থাক্ অক্ষয়।
এ জীবনে আর দেখা নাহি হবে মিলিবে না সোহবত,
রূহানী কুওতে ফয়েয মোদের ভরাক আশার পথ।

এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা তাঁহার স্মৃতির সহিত জড়িত হউক এবং আল্লাহ তা'আলা ইহা কবুল ফরমাইয়া অমর করুন। আমীন!

ঢাকা
২৭শে রমযান, ১৩৮০ হিজরী
১৫। ৩। ১৯৬১ ইং
১। ১২। ১৩৬৭ বাং

খাকছার
এ. এফ. এম. আবদুল আযীয
ও
সিদ্দিক আহমদ খান

www.pathagar.com

অভিমত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَّمَ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى -

হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী রাহ্‌মাতুল্লাহ আলাইহির এই জীবনী পুস্তকখানি দেখিলাম। এই পুস্তকে তাঁহার জীবনের বিস্তারিত ঘটনার উল্লেখ করিয়া আলোচনা করা হইয়াছে। বিশেষ করিয়া ঐ যমানার সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ইতিহাসের পটভূমিকায় যাচাই করিয়া দেখানো হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন উলামাগণের অবস্থাও দেখানো হইয়াছে। তাঁহার মুজাদ্দিদীয়াত ও কাইউমিয়াত—প্রয়োজনীয়তা ও কামিয়াবীর দৃষ্টিকোণ হইতে—তাঁহার কর্মপদ্ধতি ও বাতেনী কামালাতের আলোচনা বিশেষ দলীলের সহিত এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। বিশেষ করিয়া জযবায়ে মুজাদ্দিদী অধ্যায়ে হযরত মুজাদ্দিদ (রা)-এর মকতুবাত শরীফ হইতে দীন ইসলামের আ'কীদাগত ও আমল সম্পর্কিত বহু জরুরী ও সংস্কারমূলক বিষয়ের সন্নিবেশ করা হইয়াছে।

এই পুস্তকে নকশবন্দীয়া মুজাদ্দিদীয়া তরীকা ও উহার খুবী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত রহিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর আওলাদ ও খলীফাগণ সম্পর্কেও বিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে। এই পুস্তকের আর একটি আকর্ষণ তাঁহার ইবাদত বন্দেগী ও আদত অভ্যাসাদির সঠিক তালিকার সন্নিবেশ।

এই পুস্তকখানি আমার বিশেষ ভালো লাগিয়াছে। হযরত মুজাদ্দিদ (র) সম্পর্কে বাঙলা ভাষায় কোন প্রামাণ্য পুস্তক দেখি নাই এবং আমি আশা করি এই পুস্তক পাঠে তাঁহার সম্পর্কে সবিশেষ জানা যাইবে। এই পুস্তক পাঠে সাধারণ মুসলমান তথা তরীকতপন্থীদের বিশেষ উপকার হইবে। আমি আমার মুরিদীন, মুতাকেদীন ও ইসলামের সকল ভাইবোনকে এই পুস্তকখানি পড়িবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। আমি পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

আমি বারেগাহে এলাহীতে এই পুস্তকখানির কবুলীয়তের জন্য দোয়া করিতেছি-- আমি দোয়া করিতেছি লেখকদ্বয়ের ইসলামের খেদমত করার কামনা আল্লাহ্ পাক কবুল করুন এবং হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর পরিচিতি ঘরে ঘরে প্রচার লাভ করুক। আমীন!

ঢাকা

৭ই জমাদিউস সানী,
হিজরী ১৩৭৯ সাল।

আহকার আবু নছর মুহাম্মদ
আবদুল হাই সিদ্দিকী

www.pathagar.com

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বপালক আল্লাহ তা'আলা গাফুরুর রাহীমের অশেষ ফযল ও করমে ১৯৬১ ঈসায়ী সনের নভেম্বরে প্রকাশিত 'হযরত মুজাদ্দিদে আল্‌ফেসানী' গ্রন্থখানা অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সুধী সুজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয় এবং সমস্ত কপি নিঃশেষ হয়ে যায়। বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সহস্র বছরের পরম শ্রদ্ধেয় মুজাদ্দিদ রহমতুল্লাহি আলাইহির প্রামাণ্য জীবনী বাজারে একটিও নেই বলে প্রায় অর্ধ শত কোটি বাংলা ভাষাভাষী মানুষ এ মহান পুরুষের জীবনবৃত্তান্ত ও তাঁর আদর্শ অনবহিত ছিল। মরহুম প্রফেসর এ. এফ. এম. আবদুল আযীয ও জনাব সিদ্দিক আহমদ খান বহু পরিশ্রম করে এখন থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে ত্রিশখানার অধিক মুজাদ্দিদে আল্‌ফেসানী বিষয়ক আরবী, উর্দু, ইংরেজি, ফারসী গ্রন্থ ঘেঁটে এ মহামানবের একখানা প্রামাণ্য জীবনী গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। লেখকদ্বয়ের পরিশ্রম অক্ষরে অক্ষরে সার্থক হয়েছে। গ্রন্থখানা গুণী-জ্ঞানী ও বিদগ্ধ জনের নযরে পড়ে এবং সকল মহলে সাদরে গৃহীত হয়। বাজারে প্রকাশিত হবার পর অনতিকাল মধ্যে তার সবগুলো কপি বিক্রি হয়ে যায়।

এই উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের তিনটি ধারা শক্তিশালীভাবে কাজ করে চলেছে। সেগুলো হলো—ফুরফুরা, জৌনপুরী ও দেওবন্দী। এ ছাড়াও যেসব ধারায় ইসলাম প্রচার চল্‌ছে হক্‌কানী কোনো ধারাই মুজাদ্দিদে আল্‌ফেসানী (র)-এর বিরোধী নয়। প্রিয় নবী মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামার পর এক হাজার বছরে দীন ইসলাম ও মুসলমানগণের মধ্যে যে শির্‌ক, কুফরী ও বিদ্‌আত ঢুকেছিল, দ্বিতীয় সহস্র বছরের মুজাদ্দিদ এসে দীন ইসলামকে নবায়ন করেন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলিম সমাজকে সুসংস্কৃত করে ঢেলে মুছে সুসজ্জিত করেন। তাঁর অমূল্য অবদানের কথা বিশ্বস্বীকৃতি লাভ করে। আরব-অনারব সর্বত্র মুসলিম সমাজে শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে নবায়ন শুরু হয়। যাহেরী, বাতেনী শিক্ষার মধ্যে ঘষা-মাজা শুরু হয়। মাদরাসাহ্‌, মসজিদ, মক্তব, খানকাসহ যাবতীয় ইসলামী শিক্ষাঙ্গণে নবপ্রাণের সঞ্চার হয়।

ধর্মের নামে ভণ্ডামি শুরু হয়েছিল সর্বত্র। দিল্লীতে মোঘল সম্রাট আকবরের দরবারে মোল্লা মোবারক ও তার দুই ছেলে আবুল ফযল ও ফয়যী ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য পার্থিব ধন-সম্পদ, রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ও সম্মানের লোভী হয়ে নিজেদের ঈমান-ইসলামকে জলাঞ্জলি দিয়ে পবিত্র কুরআন-হাদীসের অপব্যাখ্যা করে বাদশাহ্‌ আকবরকে ভণ্ড নবী বানিয়ে 'দীনে এলাহী' নামক একটি বাতিল ভুয়া ধর্মের প্রবর্তন করে। তাদের মতো হীন স্বার্থান্বেষী কতিপয় দরবারী আলিম ও অমাত্য এ ধর্মে যোগ

www.pathagar.com

দেয়। বাদশাহী ফরমানে দেশবাসীকে বাধ্য করার চেষ্টা করা হয় নবধর্মে দীক্ষা গ্রহণের জন্য। বকলম বাদশাহ আকবর দুন্‌ইয়াদার আলিম ও চাটুকার দরবারীদের হীন মানসিকতা বুঝতে না পেরে এ পথে পা বাড়ায়। উপমহাদেশের নানা ধর্মের নানা মুনির নানা মতবাদের বিবদমান পরিস্থিতিকে জটিল করে বাদশাহকে তারা বোঝাতে থাকে যে, ধর্মান্ধতা এবং সাম্প্রদায়িকতা আপনার সাম্রাজ্যের সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে। হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্ট, জৈন, পারসিক ইত্যাদি সবই আপনার ইসলাম ধর্মের শত্রু। কোনো ধর্ম সহনশীল নয়। পরধর্ম ও পরমতসহিষ্ণুতা কোথাও নেই। কাজেই নানা মতদ্বৈধতার দরুন আপনার তখ্‌ত ও তাজ ধূলায় লুটিয়ে যাবে। উপমহাদেশে মুসলিম মোগল শাসনের প্রতিষ্ঠাতা যহীরুদ্দীন মুহাম্মদ বাবর একজন খাঁটি সুন্নী হানাফী মুসলমান। তাঁর ছেলে হুমায়ুন যখন শেরশাহ শূরীর আক্রমণ প্রতিহত করতে না পেরে দেশত্যাগ করে পারস্যে গিয়ে শিয়া সম্রাট তামাস্‌পের সাহায্যপ্রার্থী হন, তখন পারস্য সম্রাট তাকে বারো হাজার শিয়া সৈন্য ও একজন বিখ্যাত শিয়া সেনাপতি বৈরাম খাঁকে হুমায়ুনের সাহায্যে এদেশে পাঠিয়ে দেন। নিজের ভুলের জন্য একজন দক্ষ সুন্নী হানাফী শাসক শেরশাহের পতন হলো। উপমহাদেশে শিয়াদের দৌরাত্ম্য বেড়ে গেল। জ্ঞানী-গবেষক শিক্ষানুরাগী বিদ্যোৎশাহী হুমায়ুনের মৃত্যুর পর অপূর্ণবয়স্ক মাত্র তেরো বছরের কিশোর বকলম জালালুদ্দীন মুহাম্মদ আকবর শিয়া সেনাধ্যক্ষ বৈরাম খাঁর অভিভাবকত্বে মোঘল সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। এ সময়েই সারা দেশে শিয়া সুন্নী বিরোধ চরমে পৌঁছে। বাদশাহ আকবরের মনে রেখাপাত করে। সুযোগ বুঝে দরবারের অমাত্য ও দুন্‌ইয়াদার মোল্লারা বাদশাহ আকবরকে ধর্মে ধর্মে বিরোধ-বৈষম্য ও অসহিষ্ণুতার কথা শুনিয়ে কান ভারি করতে থাকে। বাদশাহর নিজের সম্যক জ্ঞানের অভাবহেতু ধর্মীয় সহানুভূতি, সহিষ্ণুতা এবং সত্যধর্ম ইসলামের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়। সত্যমিথ্যার বাছবিচার ভুলে সে সকল ধর্মের সমন্বয় করে দেশের আপামর জনসাধারণকে এক ও অভিন্ন ধর্মাবলম্বী করে গড়ে তোলার বিষয় চিন্তা করতে শুরু করে। বাদশাহকে সত্য ও ন্যায়ের জ্ঞান না দিয়ে বরং দরবারের সুযোগ-সুবিধা লাভের নেশায় মোল্লা মুবারক এবং তার দুই ছেলে আবুল ফযল ও ফয়যীসহ অমাত্যরা বাদশাহকে সকল ধর্মের সমন্বয়ে এমন একটি ধর্ম প্রবর্তনের জন্য পরামর্শ দিতে থাকে, যা এক দেশ এক জাতি এক সম্রাটের জন্য খুবই উপযোগী। তারপর বিশেষত নতুন ধর্মটি হবে বাদশাহর প্রতি সর্বাংশে আনুগত্যশীল। সাম্রাজ্যের আপামর জনসাধারণ সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে কেবলি সম্রাটের স্তবস্তুতিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলবে। ভাবে ভাষায় ধ্যানে জ্ঞানে বাদশাহ হবেন তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ অবিসংবাদিত পূজ্য দেবতা। সবাই সর্বক্ষণ ঝুঁকে থাকবে বাদশাহর অনুগ্রহ লাভের আশায়। তবে সূর্য দেবতারও পূজা চলবে—এ অর্থে যে সূর্য যেমন জগতময় সবাইকে আলো দিয়ে, কিরণ দিয়ে সবার কল্যাণ করে চলেছে, ঠিক সম্রাটও তেমনি সবাইকে দয়া-করুণা করেই চলেছেন।

www.pathagar.com

[নয়]

'দীনে এলাহী' প্রবর্তনের মাধ্যমে আরেকটি বড় সুবিধা হলো সাম্রাজ্যের সর্বত্র সবার কাছ থেকে নানাবিধ কর আদায়ের সহজলভ্যতা। ধর্মীয় অনুভূতিতে সিক্ত হয়ে সবাই অনায়াসে ব্যবসায়িক শুল্ক, ফসলের খাজনা, ভূমি রাজস্ব দিতে বাধ্য থাকবে। 'দীনে এলাহীর' আসল মতলবটাই ছিল 'রাজধর্ম' প্রতিষ্ঠা করে সাম্রাজ্যের সকলকে একরশিতে গ্রথিত করে রাজ-অনুজ্ঞা পালনে তৎপর করে তোলা।

মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি, চিন্তা সমস্তকে ধূলিসাৎ করে রাজার জ্ঞানবানে সবাইকে বন্দী করে রাখা। স্রষ্টা ও সৃষ্টি, জগত ও জীবন, জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য, সত্যের সন্ধান ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা চিরতরে রহিত করে দিয়ে মানুষকে কলুর বলদে পরিণত করা। সম্রাট ও তার আমীর-উমারা যা করবে, কখনো যেন তার প্রতিবাদ না হয়। নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে সম্রাট ও তার অমাত্যরা সাম্রাজ্যের সকল সুবিধা ভোগ করবে আর বেচারা জনসাধারণ সম্রাটের পূজায় রত থাকবে। টু শব্দটিও করতে পারবে না। সামান্যতম অবাধ্যতা হবে মহাপাপ, যে পাতকীর আর ক্ষমার পথ থাকবে না। এ মহাপাপের মহাশাস্তি থেকে নিস্তারের কোনো পথ নেই।

আশ্চর্যের বিষয়, একমাত্র শাইখ আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদ আল্‌ফেসানী রহমাতুল্লাহি ব্যতীত ভূ-ভারতে কেউ এ ধর্মের প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসেনি। হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান, জৈন, পারসিক কেউ এ বিষয়ে সামান্যতম বীতশ্রদ্ধ ভাবও দেখায়নি। তৎকালীন একমাত্র ঐতিহাসিক মোল্লা আবদুল কাদির বদাউনী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'মুন্‌তা খাবুত্‌-তাওয়ারীখে' 'দীনে এলাহী'র সকল আঙ্গিকের সবিস্তার আলোচনায় জগদ্বাসীকে সাবধান করে দিয়েছিলেন।

বাদশাহ আকবরের যুগ পেরিয়ে সম্রাট জাহাঙ্গীরের যুগে 'দীনে এলাহী' আরও প্রসার লাভ করতে থাকে। মর্দে মুজাহিদ হযরত মুজাদ্দিদে আল্‌ফেসানী (র) সুস্থ মস্তিষ্কে 'দীনে এলাহী'র প্রতিটি আঙ্গিকের অসারতা ব্যাখ্যা করে সম্রাটের দরবারের আমীর-উমারা, তৎকালীন শ্রেষ্ঠ আলিমে দীন ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট এমন সুন্দর সমাধানমূলক চিঠিপত্র লিখতে শুরু করলেন যে তাঁর ক্ষুরধার যুক্তির সামনে 'দীনে এলাহী'র কোন সারবত্তা খুঁজে পাওয়া গেল না। বাদশাহ জাহাঙ্গীর মুজাদ্দিদে আল্‌ফেসানী (র)-এর প্রতি প্রথমত অবিবেচকের মতো সদম্ভ আস্ফালন দেখালেও অনতিকাল বিলম্বেই 'দীনে এলাহীর' অসারতা বুঝে মহান আল্লাহ্‌র সত্য দীন ইসলামের প্রতি ঝুঁকে পড়ে হযরত মুজাদ্দিদে আল্‌ফেসানী (র)-এর হাতে বায়আত করে মুরিদ হয়ে যান।

'দীনে এলাহী'র মোহ কেটে গেলেও সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের মোহান্ধ হয়ে মুজাদ্দিদে আল্‌ফেসানী (র)-এর পুরাপুরি অনুসারী হয়ে উঠতে বেগ পেতে হয়েছিল। সবশেষে সম্রাট শাহজাহান ও আলমগীর দ্বিতীয় সহস্র বছরের মুজাদ্দিদের সার্থক অনুসারী সেজে সারা দেশে শরীয়তী সুশাসনের দ্বারা যে শান্তি সমৃদ্ধি, সভ্যসমাজ কাঠামো গড়ে তুলতে পেরেছিলেন জগতের ইতিহাসে তার তুলনা হয় না।

www.pathagar.com

হযরত মুজাদ্দিদে আল্‌ফেসানী (র)-এর সার্থক জীবনী গ্রন্থ সংকলনে আমাদের শ্রদ্ধেয় লেখকদ্বয় যারপরনাই পরিশ্রম করে সঠিক তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহ করে বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য সত্যি একটি মহৎ কাজ সম্পন্ন করেছেন। এ গ্রন্থ পাঠ করলে সুধী পাঠক তার মনের খোরাক পাবেন। বহু অজানা বিষয়ে অবগত হয়ে স্বস্তি বোধ করবেন। উপমহাদেশে আজ যে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা, শিক্ষা-দীক্ষা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এ সবের মূলে হযরত মুজাদ্দিদে আল্‌ফেসানী (র)-এর অবদান সকলের শীর্ষে। যাহেরী-বাতেনী, শরীয়তী মা'রেফতী সকল শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি কোণায় কোণায় তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর আজীবন সাধনার ফলেই আজ এ উপমহাদেশ কেন—মধ্যপ্রাচ্য, আরব জাহান, আফ্রিকা এবং পূর্বদেশীয় আরাকান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, চীন-জাপানের মুসলিম ঐতিহ্য দেদীপ্যমান হতে পেরেছে। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থে সুধী পাঠক প্রতি ছত্রে ছত্রে নব নব তথ্যে সমৃদ্ধ হয়ে মনেপ্রাণে আনন্দিত হবেন।

বিশেষত এ. এফ. এম. আবদুল আযীয সাহেব বিদগ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তি। ১৯২৮ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবীতে অনার্সসহ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে সর্বোচ্চ সম্মানের ডিগ্রী লাভ করেন। পরবর্তী বৎসরে ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়েও প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। মডার্ন এরাবিকেও ডিপ্লোমা পাস করেন। বি. টি. ডিগ্রী অর্জন করেন। আজীবন সরকারী কলেজের অধ্যাপনায় কাটিয়েছেন। বিদগ্ধ জনের সাহচর্যে ছিলেন। বাংলা ভাষায় অতুলনীয় গ্রন্থ সাইয়েদুল-মুরসালীন, সিরাজুস-সালেকীন. বঙ্গানুবাদ মুনাব্বিহাতের লেখক প্রফেসর আবদুল খালেক রহমতুল্লাহি আলাইহির মুরিদ তিনি। তাঁরই অনুপ্রেরণায় তিনি বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ রচনায় আগ্রহী হন। আপন পীরভাই জনাব সিদ্দীক আহমদ খানকে সঙ্গী করে নেন এ অর্থে যে, তিনি তথ্য সংগ্রহে পারদর্শী। প্রায় ত্রিশখানা জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থের মধ্য থেকে সত্য সঠিক তথ্য সংগ্রহ করে এ গ্রন্থ সম্পাদন করে তাঁরা যশস্বী হয়েছেন। বাংলা ভাষাভাষী জনের প্রতি তাঁরা যে অবদান রেখে গেলেন জগতে তা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিশেষ করে সূফীতত্ত্ব বা তাসাওউফ চর্চায় যাঁরা আগ্রহী, তাঁরা মুজাদ্দিদে আল্‌ফেসানী (র)-এর জীবনী গ্রন্থের এ সার্থক রূপকার দ্বয়ের কথা কখনো ভুলতে পারবেন না।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করায় দেশের সুধী মহলের প্রশংসা কুড়াতে সক্ষম হবে। কিতাবখানি সকল মহলে সমাদরে গৃহীত হবে, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ওয়া মা তাওফীকী ইল্লা বিল্লাহিল্ আলিয়্যিল 'আযীম।

কমতরীন খাদেম
মুহম্মদ ফরীদুদ্দীন আত্তার
হুজরায়ে ওয়াইসিয়াহ বোরহানিয়াহ, ঢাকা
২৭শে জুমাদাল-উলা, ১৪২২ হিজরী

www.pathagar.com

সূচিপত্র

মোকাদ্দমা ১৫

প্রথম পরিচ্ছেদ

সিরহিন্দ শরীফ ২৫

জন্ম, শৈশবকাল ও বংশ পরিচয় ২৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইলমে শরীয়ত ও তরীকত শিক্ষালাভ ৪১

তাঁহার নকশবন্দীয়া তরীকা হাসিল ৪৬

হাদীসের সিলসিলা জারিকরণ ৬০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সিলসিলায়ে নকশবন্দীয়া আলীয়ার আদি ইতিহাস ৬৪

নকশবন্দীয়া সিলসিলার বুযুর্গগণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৬৬

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাদশাহ আকবরের রাজত্বকাল ৭৫

বাদশাহ আকবর ও দুনিয়াদার আলিমগণের ফেতনা ৯২

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর মুজাদ্দিদীয়াত ১১৮

মুজাদ্দিদের ব্যাখ্যা ১২৬

ক্বাইউমিয়াত ১৩৬

ইমামত ১৩৮

একটি প্রশ্নের জওয়াব ১৪০

দ্বিতীয় প্রশ্ন ১৪১

বিবিধ বর্ণনা ১৪৩

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বাদশাহ জাহাঙ্গীর ও নূরজাহানের ফেতনা ১৪৮

হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর সমসাময়িক মাশায়েখ ও উলামায়ে কিরাম ১৬২

হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী (র)-এর আবির্ভাব ১৬৮

হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর তা'রীফ ১৭৩

বিদেশিগণের নযরে হযরত মুজাদ্দিদ (র) ১৭৫

www.pathagar.com

হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর সিলসিলার প্রচার ও প্রসার ১৭৬
সপ্তম পরিচ্ছেদ
কর্ম-পদ্ধতি ১৭৮
হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর গ্রেফতারী ও শাস্তি বিধান ২২০
হযরত মুজাদ্দিদ (র) গোয়ালিয়র দুর্গে নযরবন্দী ২৩০
কয়েদ হইতে অব্যাহতি ও শাহী লশকরে নযরবন্দী ২৩৬
বাদশাহকে ওয়ায ও নসীহত ২৩৯
কামিয়াবী ২৪১
অষ্টম পরিচ্ছেদ
বাতেনী কামালাত ২৪৪
সারওয়ারে কায়েনাত (সা)-এর তরফ হইতে কামালাতের সনদ ২৫২
তাঁহার কতিপয় তা'লীম ও হালের বর্ণনা ২৫৩
মুজাদ্দিদীয়া তরীকায় তা'লীমের নিয়ম ২৫৯
নবম পরিচ্ছেদ
স্বভাব-চরিত্র, গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য ২৬১
কাশফ ও কারামত ২৭০
কাশ্‌ফ ও কারামত সম্পর্কে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর দৃষ্টিভঙ্গি ২৭১
হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর কারামত ২৭৫
দশম পরিচ্ছেদ
হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর ইজতিহাদ ২৭৯
পাক ভারতে নবীর আবির্ভাব ২৮১
বিরোধী ও প্রশ্নকারিগণের নযরে হযরত মুজাদ্দিদ (র) ২৮৭
ওফাত ২৯২
একাদশ পরিচ্ছেদ
হযরত মুজাদ্দিদ (র) লিখিত কিতাবাদি ২৯৬
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ
হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী (র)-এর সন্তান-সন্ততি ৩০১
হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর খলীফাগণের নাম ৩০২
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ
হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী (র)-এর ইবাদত ও অভ্যাসাদি ৩০৪
গ্রন্থপঞ্জি ৩২২

www.pathagar.com

কতিপয় শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা

কুরবে এলাহী : আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র হওয়া। ফানা : লয়প্রাপ্ত হওয়া। ইমামে রব্বানী : আল্লাহ্‌র দীন ও মা'রিফাত সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। কুদ্‌ওয়াতুল আরেফীন : অলীগণের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। তছলীম : জাহের ও বাতেনকে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে সোপর্দ করিয়া আল্লাহ্‌র তরফ হইতে সর্ব অবস্থায় খুশি থাকা। তাওয়াজ্জুহ বা এল্‌কা : পীরের কাল্‌ব প্রভৃতি হইতে মুরীদের কাল্‌ব প্রভৃতির মধ্যে আল্লাহ্‌র যিকির ও মুহব্বত পৌঁছান। রেযা : দুঃখকষ্টকে সানন্দে বরণ ও কষ্টে পেরেশান না হওয়া। নিয়াজমান্দী : দীনতা হীনতা। মুহাক্কিক : বিচক্ষণ। মুছান্নেফ : গ্রন্থকার। তাহ্‌তাস্‌সারা : যমীনের নিম্নস্তর। এনায়েত : দান। হালাত ও কাইফিয়ত : অবস্থা। মোরাকাবা : যিকির করার পর আল্লাহ্‌র তরফ হইতে ফয়েযের প্রতীক্ষা করা। কুতুব : অলীগণের মধ্যে কুতুবের শান সবচেয়ে উঁচু। রূহানী জগতে প্রত্যেক কাজের ব্যবস্থাপনা তাঁহাদের উপর ন্যস্ত। আবদাল : ঐ সমস্ত অলী যাঁহাদের দরুন আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বকে কায়েম রাখেন। তাঁহারা সব সময় সংখ্যায় ৭০জন করিয়া থাকেন। আওতাদ : দুনিয়ার চারিপাশে অবস্থানকারী চারিজন অলী। গাওস : সমস্ত কুতুবের সর্দারের ডান ও বামে দুইজন গাওস থাকেন। ফরিয়াদ পৌঁছান কাজ তাঁহাদের উপর ন্যস্ত। নুজাবা (একবচন–নজীব)-সমস্ত বিশ্বে কর্মরত ৭জন অলী। নুকাবা (একবচন : নক্বীব) তাঁহারা আল্লাহ্‌র অলী। বিশ্বে তাঁহাদের সংখ্যা তিনশত। ইল্‌মে লাদুন্নী : যে ইল্‌ম কোন অসিলা ব্যতিরেকে মাব্‌দা এ-ফাইয়ায অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নিকট হইতে লাভ হয়। আহ্‌লে বাইত : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বংশধর। ইরশাদ : শিক্ষা ও উপদেশ। বরগুজিদা : মনোনীত। উলুল আ'যম পয়গাম্বর : বড়দর্জার পয়গাম্বর। নিসবতে ফরদিয়ত : ইহা তরীকতের একটি মাকাম ও উরুযের শেষ ধাপ। সুন্নতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুসরণের ফলে ইহা লাভ হয় এবং সমস্ত বিশ্বে এরূপ হাস্তী সংখ্যায় তিনজন থাকেন। তাঁহারা কুতুবের আওতা বহির্ভূত। ফয়েয : নূরের প্রবাহ। বেখুদী : অচৈতন্য।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
قَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ وَ عَلٰى اِخْوَانِهٖ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ
وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ

মোকাদ্দমা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য এবং ইহা কেবল তাঁহারই প্রাপ্য। তিনি অনন্ত, অসীম, অবিনশ্বর, চিরঞ্জীব, একক, বিচার দিনের মালিক, সর্বতত্ত্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান এবং একমাত্র মা'বুদ। তিনি যমীন, আসমান ও এতদুভয়ের অন্তর্গত সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং ইহাদের ব্যবস্থাদির প্রকৃত মালিক। তিনি নিজ প্রশংসা নিজেই করিয়াছেন। ঐ যাতে পাক স্বয়ং প্রশংসাকারী ও স্বয়ংপ্রশংসিত। সমস্ত বিশ্ব ও সৃষ্ট জীব কেহই তাঁহার প্রকৃত তা'রীফ আদায় করিতে অক্ষম ও অপারগ। তাঁহার সন্তোষ লাভই মানব জীবনের একমাত্র কাম্য ও লক্ষ্য।

আল্লাহ্ তা'আলার অসংখ্য রহমত ও সালাম নাযিল হউক আমাদের প্রাণের রাসূল সাইয়েদুল মুরসালীন হযরত আহমদ মুজতবা মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর। আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম তাঁহার নূরকে সৃষ্টি করিয়া উক্ত নূর হইতে সারা জাহান সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি সৃষ্টি জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত দীন ইসলাম লইয়া সর্বশেষ নবী রূপে ধরাধামে আগমন করেন। এই দীন রোজ কিয়ামত পর্যন্ত প্রচলিত থাকবে। বিশ্ব জ্ঞানের ভাণ্ডার—আল্লাহ তা'আলার কালাম—কুরআন মজীদ তাঁহার উপর নাযিল হয়। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন এবং সারা জাহানের রহমতরূপে আখ্যায়িত করিয়াছেন। তাঁহার উম্মত হইয়া—তাঁহার অনুসরণ ও তাঁহার শাফাআত আমাদের একমাত্র কাম্য।

আল্লাহ তা'আলা এই পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া ইহাতে মানব সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাদের আ'কল ও হিতাহিত জ্ঞান প্রদান করিয়া তাঁহার সমুদয় সৃষ্টিতে আশরাফুল

www.pathagar.com

মখলুকাতের আসন দান করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা পুনঃ তাঁহার মনোনীত বান্দাগণের মাধ্যমে ভালোমন্দ কার্যাবলির জ্ঞানসহ সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তা বিষয়ক জ্ঞান ও তাঁহার আদেশ-নিষেধ এবং আযাব পুরস্কারের বার্তা এই মানুষের নিকট পৌঁছাইয়াছেন। তথাপি মানুষ বিপথগামী হইয়াছে এবং অপার করুণাময় আল্লাহ তা'আলাও যুগে যুগে তাঁহার মনোনীত বান্দা—নবী প্রেরণ করিয়া এই মানুষকে হেদায়েত ও সতর্ক করিয়াছেন। অক্ষম মানুষ নিজ জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে রহমানুর রহীমের নিয়ামত ভোগ করিয়াও যুগে যুগে কেন বিপথগামী হইয়া নিজ হইতে ইচ্ছাধীনভাবে চলে ইহা সত্যই বিস্ময়কর। মানুষের চিরশত্রু শয়তান পার্শ্বে অবস্থান করিয়া মানুষকে বিপথগামী করিবার জন্য সচেষ্ট রহিয়াছে। মানুষ অদৃশ্য শয়তানের প্রভাবে মুগ্ধ ও গ্রেফতার হইয়া নফসে আম্মারা বা প্রবৃত্তিসম্ভূত পথে চলিবার প্রয়াসী হয়। ফলে তাহার দীন ও দুনিয়া উভয়ই বিপন্ন হয়।

যেহেতু মানুষ শয়তান ও নফসের প্রভাবে বাঁকা পথে চলে, তাই পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলাও যুগে যুগে এই দীন হেফাযতকল্পে মুজাদ্দিদ (সংস্কারক) প্রেরণ করিয়া ইহাকে কলুষমুক্ত ও পুনরুজ্জীবিত করেন। হাদীসে নববীতে এই উম্মতের আলিমগণকে বনী ইসরাঈলের নবীগণের মর্যাদার সুসংবাদ দান করা হইয়াছে, কেননা রাসূলুল্লাহ (সা) শেষ নবী এবং ধরাধামে আর কোন নবী আগমন করিবেন না। রাসূলুল্লাহ (সা) ইহাও সুসংবাদ দান করিয়াছেন যে, প্রতি শত বৎসর অন্তর দীন ইসলামের সংস্কারকল্পে মুজাদ্দিদ আগমন করিতে থাকিবেন। কুরআন মজীদ হইতে নবী ও রাসূল আগমনের সময়ের ব্যবধান দৃষ্টে মনে হয় যে, প্রতি সহস্র বৎসর অন্তর প্রায়ই একজন উলুল আযম পয়গাম্বর বা রাসূল আগমন করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উম্মতের মুজাদ্দিদগণের মধ্যেও সহস্র বৎসরের মুজাদ্দিদ সেইরূপ মর্যাদা সম্পন্ন হইবেন। এই বিষয়ে হযরত মুজাদ্দিদ (র) স্বয়ং মকতুবাত শরীফের প্রথম দফতরের ১৯৮ ও ২৩৪ নং মকতুবে ইশারা করিয়াছেন।

ইহা উল্লেখযোগ্য যে, হযরত শেখ আহমদ ফারুকী সিরহিন্দী (র)-এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা পাক ভারতের বুকে মুজাদ্দিদীয়াতের দ্বারোদঘাটন করেন এবং তাঁহাকে দ্বিতীয় হাজার বৎসরের মুজাদ্দিদের বিশিষ্ট মর্যাদাও দান করেন। এই বিষয়ে বহু মনীষী একমত। তাঁহার পর হইতে এতদুদ্দেশ্যে শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আগমন করিতে থাকেন ; যেমন দ্বাদশ হিজরীর মধ্যে হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (র) এবং ত্রয়োদশ হিজরীর মধ্যে হযরত শাহ্ সায়্যিদ আহমদ বেরেলভী শহীদ (র) ভারতবর্ষে শতাব্দীর মুজাদ্দিদরূপে খ্যাত। অনুরূপভাবে ভারতের বাহিরে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদরূপে হযরত আল্লামা ইমাম শাওকানী (র) প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

www.pathagar.com

দীন ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) অনৈসলামিক শক্তিগুলির সুসংবদ্ধ ও ধারাবাহিক চক্রান্তজাল ছিন্ন করিয়া ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হন। তেমনি আল্লাহ্র প্রেরিত মুজাদ্দিদগণ যুগে যুগে আল্লাহ প্রদত্ত শক্তিতে বলীয়ান হইয়া ময়দানে বলিষ্ঠ জোয়ানের মতো আবির্ভূত হইয়া এই দীনকে জারি ও অবিকৃত রাখিতে কঠোরভাবে অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করিয়া কামিয়াব হইয়াছেন।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতের পাঁচ শত বৎসর পর তাতারী ফেত্না ও উহা প্রতিহত হওয়ার কাহিনী অনেকেই জ্ঞাত আছেন। তৎপর হাজার বৎসর পর পাক-ভারতে দীন ইসলামের জন্য এক মহা দুর্যোগপূর্ণ ফেতনার সূচনা হয়। ইতিহাসখ্যাত 'দিল্লীর বাদশাহ' সম্রাট জালালুদ্দীন মুহাম্মদ আকবর এই ফেতনার অন্যতম নায়ক। তিনি সাম্রাজ্যের মোহে সকলের প্রতি আপোসের মনোভাব রাখার ছদ্মবেশে 'দীনে ইলাহী' নামে ইসলামবিরোধী এক অভিনব ধর্ম প্রবর্তন করেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের প্রভাব বিনষ্ট করিয়া এক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রবর্তন। আকবরের এই নীতির ফলে ধর্ম-বিরোধিতা ও ধর্মের প্রতি উদাসীনতার পথ উন্মুক্ত হয় এবং তাঁহার পুত্র বাদশাহ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে এই অবস্থা চরম আকার ধারণ করে। ইসলামবিরোধী সংস্থাগুলি শাহী উদাসীনতা তথা সমর্থনে ইসলামের প্রতি সংঘবদ্ধভাবে তীব্র আক্রমণ শুরু করে। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে দীন ইসলাম চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। দীন ইসলামের এই মহা সংকটক্ষণে দ্বিতীয় হাজার বৎসরের মুজাদ্দিদরূপে পাক-ভারতে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর আগমন না ঘটিলে একাদশ হিজরীতেই এতদ্দেশ্যে তথা পার্শ্ববর্তী দেশে দীন ইসলামের কি দুরবস্থা হইত—তাহা একমাত্র আলেমুল গায়েব আল্লাহ তা'আলাই জ্ঞাত। বাদশাহ আকবর স্বীয় পার্শ্বচরদের প্রভাবে ইসলামকে পঙ্গু করিয়াছিলেন এবং বাদশাহ জাহাঙ্গীরও ইসলামবিরোধী শক্তিগুলিকে সুযোগ-সুবিধা দান করিয়াছিলেন। হযরত মুজাদ্দিদ (র) তাহাদের সমুদয় সংকল্প ও চক্রান্ত নিস্ত-নাবুদ করিয়া দিয়া এরূপ সংস্কার পেশ করেন যাহাতে বাদশাহ তথা দেশের জনসাধারণ কুসংস্কারমুক্ত হইয়া প্রকৃত ইসলামের পথে চলিতে থাকে। তিনি এরূপ মর্দে মু'মিন ছিলেন যে, তাঁহার কর্মপদ্ধতিতে ও খেদমতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দীনের উপর আপতিত হাজারবছরী ফেতনা দূরীভূত হয়। অদ্যাবধি তাঁহার সংস্কারের দীপ্তি জাজ্বল্যমান রহিয়াছে।

তাঁহার মুজাদ্দিদ-সুলভ দীনী-কর্তব্য সম্পাদনে তিনি কোন দিন ভীত হন নাই বরং সর্ব অবস্থায় আযীমতের সহিত আমল করিয়াছেন ; এমন কি তৎকালীন প্রতাপশালী বাদশাহ জাহাঙ্গীরের রাজদরবারে নীত হইয়াও মাথা নত করেন নাই। তাঁহার এই দৃঢ় চরিত্রের বিষয়ে কবি ইকবাল সুন্দর বলিয়াছেন :

২—

www.pathagar.com

হাজার বছরী মুজাদ্দেদের মাযারে হাজির কবি,
এই খাক সেত নিল নভতলে নূর বিকশিত ছবি।
এ ভূমির অণু পরমাণু হতে তারকারা লাজ পায়,
রহস্যময় হাস্তী যে এক এ ভূমে লুকায়ে হায়।
জাহাঙ্গীরের দরবারে যাঁর ছের নহে অবনত,
যাঁর নফ্সের গরমীতে তাজা আজাদী দিলেরা যত।
হিন্দের বুকে দীনের পুঁজির তিনি যে নেগাহ্বান্,
আল্লাহ যে তাঁরে চরম লগনে দিয়েছেন সন্ধান।

বাদশাহ্ আকবর ও বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের ফেতনার কর্মসূচিতে ইন্ধন যোগাইয়াছিল দুনিয়াদার আলিম ও ভণ্ড পীরগণ। বাদশাহ্ আকবরের প্রাথমিক জীবন হইতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি ধার্মিক ছিলেন কিন্তু পরে ইহাদের কার্যকলাপে ইসলামের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হন এবং অন্যান্য ধর্মের প্রভাবে দীন ইসলামকে ধ্বংস করিবার মানসে অন্য একটা অভিনব ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন। তাই হযরত মুজাদ্দিদ (র) দীনের এই ফেতনার ব্যাপারে দুনিয়াদার আলিম ও ভণ্ড-পীরদের বিশেষভাবে দায়ী করিয়া কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। বাদশাহ আকবর ও জাহাঙ্গীরের যোগসাজশে তাহারাই দীন ইসলামকে কোণঠাসা করিয়া মুমূর্ষু অবস্থায় আনিয়া দিয়াছিল। উক্ত আবেষ্টনীতে দেশে বড় বড় আলিম ও মাশায়েখ বিদ্যমান থাকিলেও তাঁহারা শাহী দাপট ও শাহী সমর্থনপুষ্ট ইসলাম-বিরোধী সংস্থা এবং দুনিয়াদার আলিমের মোকাবিলায়—প্রকৃত ইসলামের খাতিরে বাস্তব কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে সাহসী হন নাই। ফলে তাঁহারা কেহ বা পুস্তক রচনা কার্যে বা মাদ্রাসায় অধ্যাপনায় এবং কেহবা খানকাহে পীরী-মুরিদীর কার্যে রত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত শরীয়ত ও তরীকত—মরীচীকারূপ এক ধাঁধা সৃষ্টি করিয়াছিল এবং রাশি রাশি বিদ'আত ধর্মের অংগে জড়িত হইয়া ধর্মকে আরও পঙ্গু করিয়া দিয়াছিল। এই অবস্থার যুগসন্ধিক্ষণে হযরত মুজাদ্দিদ (র) কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়েন এবং পরিপূর্ণ ইসলাহী পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনপূর্বক কামিয়াব হন। তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল—বাদশাহ হইতেছেন রূহ অর্থাৎ রূহের সহিত যেরূপ সম্পর্ক শরীরের—বাদশাহ ও দেশবাসীর সম্পর্কটিও তদ্রূপ। বাদশাহের ইসলাহ হইলেই দেশবাসীর ইসলাহ সহজসাধ্য হইবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া তিনি ক্রমে ক্রমে শাহী দরবারের প্রায় সমুদয় প্রভাবশালী ওমরাহবর্গকে নিজ হালকাভুক্ত করেন এবং তাঁহাদের মাধ্যমে বাদশাহের ইসলাহ করেন। কি করিয়া একজন নিঃস্ব ফকীর সিরহিন্দের পর্ণ কুটিরে অবস্থান করিয়া বাদশাহ্ আকবর ও জাহাঙ্গীরের মতো প্রতাপশালী বাদশাহের উৎকর্ষের আবেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়া—তৎকালীন ডাক ব্যবস্থার চরম অব্যবস্থার যুগে—বিনা রক্তপাতে একদিকে বাদশাহ তথা শাহী দরবারের প্রভাবশালী আমীরদের পূর্ণ ইসলাহ করিয়া

www.pathagar.com

দীন ইসলাম কায়েম করিয়া সমগ্র পাক-ভারতে ইসলামী আহকাম জারি করেন এবং অপর দিকে ইসলামবিরোধী সমুদয় শক্তিকে চিরতরে পঙ্গু করিয়া দেন। ইহা সত্যিকার অভাবনীয় এবং বুদ্ধিকে আড়ষ্ট করিয়া দেয়। তিনি এরূপ ইসলাহ্ করেন যাহার প্রভাব পরবর্তী মোগল বাদশাহগণের আমল ও আ'কীদায় যুগান্তকারী প্রভাব সৃষ্টি করিয়া ইসলামের খিদমতে নিয়োজিত হয়—ফলে তাঁহার সংস্কারের জের ও প্রভাব সুদূর-প্রসারী ফল প্রসব করে। কোন অলীর বাস্তব কারামত কেহ অবলোকন করিতে চাহিলে ইহা হইতে অধিক বড় কারামত আর কি হইতে পারে? হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর এই গৌরবোজ্জ্বল কর্মপদ্ধতি ও সফলতার মধ্যেই তাঁহার মুজাদ্দিদী জীবনের বৈশিষ্ট্য নিহিত। তাঁহাকে এই দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিতে হইবে এবং ইহার মধ্যেই তাঁহার প্রকৃত পরিচয়।

তৎকালে ইসলামবিরোধী শক্তি যেমন মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের ভিতর বহু পঙ্কিলতা ও ফেরকার উৎপত্তি হইয়াছিল। তাঁহার আবির্ভাবের বহু পূর্ব হইতে মুহাক্কিক আলিম ও তরীকতপন্থীগণের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না, কেননা শরীয়ত ও তরীকত দুইটি স্বতন্ত্র বস্তু—এই মরীচিকার বদৌলতে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি হইয়া পড়িয়াছিল ভিন্নধর্মী। তিনি আবির্ভূত হইয়া উভয়ের মধ্যে এই বলিয়া সন্ধি করিয়া দেন যে, শরীয়তই আসল—তরীকত হইতেছে শরীয়তের খাদেম। ফলে মাওলানা শিয়ালকোটী ও মাওলানা হামীদ বাঙ্গালীর ন্যায় তৎকালীন মুহাক্কিক আলিমও মুগ্ধ হন এবং তাঁহার হাল্‌কা ভুক্ত হইয়া ইসলাহী খিদমতে শরীক হন। তিনি হামাউস্ত পন্থীদেরও ইসলাহ্ করিয়া সঠিক পন্থাস্বরূপ হামা-আয-উস্ত মতবাদ কায়েম করেন।

তাঁহার পূর্বে দীন ইসলাম—বাদশাহী দাপট বা সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির অজুহাতে খানকাহের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল কিন্তু তিনি আবির্ভূত হইয়া এরূপ সংস্কার ও দাওয়াত পেশ করেন যাহার ফলে খানকাহের কার্যকলাপ মাদ্রাসায় রূপান্তরিত হয় এবং সংকীর্ণতার গণ্ডি সূর্যরশ্মির ন্যায় দিগ্বিদিকে বিস্তার লাভ করে। তিনি স্বয়ং স্বীয় মুজাদ্দিদী জীবনের ব্যাখ্যা দান করিয়া বলিয়াছেন যে, পীরী-মুরিদী করিবার জন্য আমার আগমন নহে, আমার উপর অন্য একটি বড় কারখানা সোপর্দ করা হইয়াছে। এই বড় কারখানাটি হইতেছে দীন ইসলামের প্রচার ও সর্বপ্রকার পঙ্কিলতা হইতে মুক্ত করিয়া পূর্ণ সংস্কার সাধন। সংস্কার কার্যই তাঁহার মুজাদ্দিদীয়াত এবং ইহাতেই তাঁহার কামিয়াবী। তাঁহার এই কর্তব্য কর্মে আল্লাহ তা'আলার মদদ ছিল সঙ্গী এবং এই শক্তিতে বলীয়ান হইয়া তিনি নির্ভীক যোদ্ধার ন্যায় কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া কামিয়াব হন।

তিনি সব সময় দেখিতে চাহিয়াছেন সমগ্র মুসলমান সমাজকে একটি পরিবারভুক্ত ভ্রাতারূপে। তাই মুসলমানগণের ঐক্য, সংহতি ও ভ্রাতৃত্ব যেন অক্ষুণ্ন থাকে ও বিশ্ব

www.pathagar.com

মুসলমান যেন সুখে-দুঃখে একই যোগসূত্রে গাঁথা থাকিয়া পরস্পর সমবেদনায় ভরপুর থাকে, এই আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গির ইঙ্গিত তিনি বারবার প্রতিটি মকতুবের মাধ্যমে পেশ করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর প্রতি সমালোচনা ও বিরূপ মনোভাব শেষ পর্যন্ত ইসলাম হইতে বিচ্যুত করিতে পারে এই আশংকায় তিনি তাঁহাদের গুণাবলি ও তাঁহাদের ইসলামী খেদমত সম্পাদনের শানদার ঐতিহ্যও বিশ্ব মুসলমান সমাজের ঐক্য ও সংহতির খাতিরে তুলিয়া ধরিয়াছেন। ইহাই আহলে সুন্নত ও জামায়াতের আদর্শ ও নীতি। তিনি একাধারে ইসলামের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারীদিগকেও পুনঃ পুনঃ প্রকৃত পথের দিশা দেখাইয়া ইসলাহী দাওয়াত পেশ করিয়াছেন। তিনি যে আদর্শ বহন করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহা ছিল খাঁটি ইসলামী জীবনব্যবস্থার শুদ্ধরূপ। নিজ জীবন সাধনা ও কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে তিনি ইহা সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করিয়া কৃতকার্য হইয়াছেন। তিনি ছিলেন নায়েবে-নবী এবং সত্যিকারভাবে তিনি নিজ জীবনধারায় নবীর আদর্শের পুরাপুরি বাধ্যগত হইয়া অতি সূক্ষ্ম বিষয়েও সুন্নতের অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন।

বর্তমান কালের ন্যায় তৎকালেও এক শ্রেণীর লোক দীনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির অজুহাতে সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর ব্যাপারে বিশেষ বাড়াবাড়ি করিত এবং এই দীনের খাতিরে তাঁহাদের অতুলনীয় খেদমত ও আত্মোৎসর্গ বিস্মৃত হইয়া তাঁহাদের সামান্য ভুলত্রুটি ও পরস্পর বিরোধিতার উপর অহেতুক সমালোচনা করিত। এই সকল লোক জানিত না যে, তাঁহাদের এইরূপ ভুল-ত্রুটিও ইজতিহাদের অন্তর্গত যাহা ভুল হইলেও একটি সওয়াব বহন করে। এইরূপ সমালোচনা ও বাড়াবাড়ি অতীব গর্হিত কার্য বলিয়া হযরত মুজাদ্দিদ (র) মকতুবাত শরীফে বিরোধী দলের মুখোশের আবরণ উন্মোচন করিয়া বিষয়টির সঠিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

তিনি সরকারী ঘাঁটিকে ইসলাহ করার সঙ্গে সঙ্গে শাহী দৃষ্টিভঙ্গিতেও পরিবর্তন আনয়ন করেন। ফলে দীন ইসলামের সমুদয় শেআর পুনঃ জারি হয় এবং অপরপক্ষে শাহী সমর্থন হইতে বঞ্চিত হওয়ার দরুন বিরোধী শক্তিগুলি পঙ্গু হইয়া পড়ে। এই ব্যাপারে তিনি কারাবরণ পর্যন্ত করিয়াছিলেন এবং কারাগারের মধ্যেও চির ডাকাত ও দস্যু বদমায়েশদিগকে ইসলাহ করিয়া স্বীয় হাল্‌কাভুক্ত করেন। সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহার মুজাদ্দিদসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি, কর্মপদ্ধতি ও খেদমত—দীনের মধ্যে অনুপ্রবেশিত সমুদয় কুসংস্কারের মধ্যে মহৌষধের ন্যায় কার্যকরী হইয়াছিল।

হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর কার্যসূচি কেবল উপমহাদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং বাহিরেও দিগ্বিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। তৎকালে বোখারা, সমরকন্দ, তাসখন্দ, ইরান, তুরান, খোরাসান, বদাখশান ইত্যাদি ইসলামী কেন্দ্রে দীনবিরোধী কার্যকলাপের সংবাদে তাঁহার ফারুকী ধমনী জোশ মারিয়া উঠে এবং এই সকল স্থানে তিনি মকতুবাত শরীফ

www.pathagar.com

ও নিজ খলীফা প্রেরণ করিয়া ইসলাহী কার্যক্রম পেশ করেন। এমন কি মূল আরব ভূমিতেও তাঁহার মকতুবাত শরীফ প্রচার লাভ করিয়া ফলপ্রসূ হয়। তাঁহার মুজাদ্দিদীয়াতের সৌরভ সমগ্র আরব ও আজমে বিস্তৃতি লাভ করিয়া দীন ইসলামের সংস্কার কার্য সম্পাদন করিয়া দীনকে সতেজ করিয়াছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, তিনি তদানীন্তন হিন্দুস্থানের বিখ্যাত মুহাক্কিক আলিম ও তাঁহার অন্যতম প্রধান খলীফা হযরত হামীদ বাঙ্গালী (র)-কে নিজ দেশ—বঙ্গদেশে তাবলীগ ও ইসলাহী কার্যের জন্য মনোনয়ন করিয়া পাঠাইয়া দেন।

তরীকতেও তাঁহার বিরাট অবদান রহিয়াছে। তিনি প্রায় সমুদয় তরীকতের নেয়ামতপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও কেবল নকশবন্দীয়া তরীকাকেই অগ্রাধিকার দান পূর্বক ইহার সহিত মুজাদ্দিদীয়া তরীকার বহুবিধ নূতন সূত্রের সংযোগ সাধন করিয়া এই তরীকাকে পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন।

হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর চারিত্রিক মান ও গুণাবলি ছিল অতুলনীয়। তিনি সকল সময় নিজ মুরিদ, মুতাকেদ ও অন্য সকলের সহিত অতিশয় বিনয় ও নম্র ব্যবহার করিতেন এবং অপরপক্ষে প্রয়োজনবোধে কঠোরতাও প্রকাশ করিতেন।

হযরত মুজাদ্দিদ (র) সব সময় নিজকে দীনহীন মনে করিতেন। এই বিষয়ে তাঁহার মকতুবাত শরীফের প্রথম দফতরের ২২২ ও ২৩৪ নং মকতুবের নিম্ন-উদ্ধৃত অংশ হইতেই ইহার সঠিক তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে। তিনি বলিয়াছেন, "একজন বুযুর্গ ফরমাইয়াছেন যে, সত্যিকার মুরিদ ঐ ব্যক্তি, যাঁহার আমলনামায় কুড়ি বৎসর যাবত বাম দিকের ফেরেশতাগণ কিছু লিপিবদ্ধ করিতে না পারেন ; কিন্তু এই ফকীর স্বীয় ত্রুটি সম্পর্কে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছে যে, তাহার ডানদিকের ফেরেশ্তা বিশ বৎসরের মধ্যে লিপিবদ্ধ করার যোগ্য কোনরূপ নেক আমল পায় নাই। আল্লাহ্ তা'আলা অবগত আছেন—ফকীর এই কথাটি বানোয়াটভাবে বলিতেছে না, বরং সে নিজ অনুভূতির দ্বারা মনে করে যে, তাহার চেয়ে ফিরিঙ্গী কাফেরও কয়েকগুণ শ্রেষ্ঠ। আমি অনুভূতির দ্বারা নিজকে অপরাধী মনে করিতেছি। আমার এরূপ মনে হয় যে, সর্বদা বাম দিকের ফেরেশতা লেখার কার্যে রত আছেন এবং ডানদিকের ফেরেশ্তা অকর্মণ্য বসা আছেন। আমার ডানদিকের আমলনামাটি শূন্য এবং বাম দিকের আমল নামাটি গোনাহের কালিতে পরিপূর্ণ। ইহা একটি আশ্চর্য মাকাম। ফয়েয ও ওয়ারেদাতগুলি যতই অধিকতর উপর্যুপরি বর্ষিত হয় এবং কামালাতের ধাপ যতই উন্নীত হয়, নিজের ত্রুটি ততই অধিক নজরে আসে।

তিনি যে বিরাট দায়িত্ব বহন করিয়া কামিয়াব হইয়াছেন সে বিষয়ে তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন যে, "হাজার বছরের দোয়া কবুল হইয়াছে।" তাঁহার এই উক্তি হইতেই তাঁহার মুজাদ্দিদী জীবনের সফলতার ইঙ্গিত উপলব্ধি হয়।

www.pathagar.com

হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর জীবনচরিত লেখার একমাত্র উদ্দেশ্য হইল তাঁহার বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ কর্মবহুল মুজাদ্দিদী জীবনকে জনসমক্ষে তুলিয়া ধরার নামে ফী-সাবীলিল্লাহ্ দীন ইসলামের তাবলীগ করা। ইসলাম ও ইসলামীয়তের দৃষ্টিকাণ হইতে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর জীবনী আলোচনার ক্ষেত্রে অন্যান্য কোন কোন ধর্ম বা সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িলেও ইহা ঘটনার অভিব্যক্তি বই আর কিছুই নহে এবং এক্ষেত্রে কোনরূপ কটাক্ষ বা ঘৃণা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য নহে।

হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর ন্যায় বিরাট হাস্তীর কর্মময় স্বর্ণ-সমুজ্জ্বল বিস্তারিত জীবন-আলেখ্য ইতিহাসের পটভূমিকায় আলোচনাপূর্বক প্রণয়ন করিবার খাহেশ সত্যিকার দুঃসাধ্য ব্যাপার, সন্দেহ নাই এবং এ ব্যাপারে আমাদের দীনতার বিষয়ে আমরা পূর্ণরূপে ওয়াকিফহাল। কেবল রাব্বুল আলামীনের মদদ একমাত্র আমাদের সঙ্গী। তাঁহার এক অলীর জীবন কথা দীনের তাবলীগের খালেস নিয়তে তাঁহারই তুষ্টিকে পেশ-নযর রাখিয়া লিপিবদ্ধ করা হইল। এই পুস্তক প্রণয়নের তৌফিক তিনিই দান করিয়াছেন এবং ইহার জন্য সমুদয় প্রশংসা একমাত্র তাঁহারই প্রাপ্য। পরিশেষে ইহা বড়ই দুঃখের সহিত উল্লেখ করিতে হইতেছে যে, পাক-ভারতের বর্তমান মুসলমান সমাজের এক বড় অংশ হইতে দীন ইসলাম আদর্শগত ও আমলসম্ভূত—উভয় দৃষ্টিকোণ হইতেই বহু দূরে সরিয়া পড়িয়াছে ; পক্ষান্তরে ধর্মের প্রতি হীনমন্যতার অভিব্যক্তি স্বরূপ নাস্তিকতাবাদসহ বহুবিধ দীন বিরোধী ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ইহাও দ্রষ্টব্য যে, নূতনত্বের সাফাই স্বরূপ চিন্তায় ও কার্যকলাপে অনেক আচার ও মতবাদ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। মুসলমান বলিতে কেবল নাম ব্যতীত কুরআন ও সুন্নাহ-বিরোধী কার্যে লিপ্ত সমাজই কেবল চোখে পড়ে। হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর জীবনী হইতে ইহা পরিস্ফুট হয় যে, সামান্যতম দীনবিরোধী কার্যেও তাঁহার ফারুকী ধমনী উত্তেজিত হইয়া উঠিত। সুতরাং বর্তমানকালীন এবম্বিধ দীনবিরোধী কার্যকলাপ অবলোকনে তাঁহার ন্যায় মুজাদ্দিদের মানসিকতার কিরূপ প্রতিক্রিয়ামূলক অশান্তি ঘটিত, তাঁহার জীবন ইতিহাস হইতে তাহা সহজেই অনুমেয়। আশা করা যায় যে, তাঁহার কর্মময় জীবন ও ইনকিলাবী জিহাদের আদর্শ—দেশ ও জাতীয় আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে—বর্তমান সমাজমনে দাগ কাটিতে সমর্থ হইবে এবং কল্পনাপ্রসূত তথা আধুনিকতার মোহ বিলাসময় আবেষ্টনী ছিন্ন করিয়া প্রকৃত দীনী আদর্শ উজ্জীবিত করিতে সহায়তা করিবে। আমাদের বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গির গতি পরিবর্তনে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রকৃত পথনির্দেশ করিতে সক্ষম হইলেই শ্রম সার্থক হইবে।

যাহা হউক, এই পুস্তকের সফলতার মূল্যমান নির্ণয়ের ভার সুধী পাঠকবর্গের উপর ন্যস্ত করা ইহল। ঘাত-প্রতিঘাত ও প্রতিকূল অবস্থা নিবন্ধন এই গ্রন্থে ভাষা ও মুদ্রণে ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হওয়া অস্বাভাবিক নহে। এক্ষেত্রে পাঠক সমাজের

www.pathagar.com

ক্ষমাসুন্দর মনোবৃত্তি আমাদের আকিঞ্চন। হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর সমগ্র জীবনী আলোচনার ক্ষেত্রে, প্রথম খণ্ডে তাঁহার ব্যবহারিক জীবন সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করা হইল। ইনশা আল্লাহ পরবর্তী খণ্ডে তাঁহার আদর্শ, তালীম ও জযবাত তৎসহ তাঁহার সুযোগ্য সন্তান ও খলীফাগণের কর্মবহুল জীবনী সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত আলোচনা সন্নিবেশ করা হইবে।

অত্র গ্রন্থে পাক-ভারতের সর্বজনখ্যাত মনীষী দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম আল্লামা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ তৈয়ব সাহেব কর্তৃক উর্দূ ভাষায় 'আল ফোরকান' পত্রিকায় লিখিত'মুজাদ্দেদের ব্যাখ্যা' শীর্ষক প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। আমরা এই প্রবন্ধের লেখকের এবং 'আল্ ফোরকান' পত্রিকার কর্তৃপক্ষ ও শানদার মাযীর লেখকের নিকট এইজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। তৎসহ এই পুস্তকের জন্য সাহায্য গ্রহণ হেতু অন্যান্য লেখকের নিকটও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। গ্রন্থপঞ্জি স্বতন্ত্রভাবে প্রদত্ত হইল।

ফুরফুরা শরীফের ছাজ্জাদানশীন, মুরশেদুনা, আমীরুশ শরীয়ত ও তরীকত আলা হযরত শাহ্ সূফী মাওলানা আবূ নছর মুহাম্মদ আবদুল হাই সিদ্দিকী সাহেব কেবলা অনুগ্রহপূর্বক সম্পূর্ণ পুস্তকের জন্য একটি সুচিন্তিত অভিমত দান করিয়াছেন। উক্ত অভিমতটি এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইল। এই পুস্তক রচনাকার্যের সূচনা হইতেই অনেক ভাই বিশেষ করিয়া জনাব সূফী সৈয়দ আহমদ চৌধুরী এম. এ ; চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যাপক এস. এ. কে. এম. জালাল উদ্দীন ও ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যাপক এ. টি. এম. আবদুল হাই ; ঢাকা কলেজের অধ্যাপক মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন ; মাওলানা খলীলুর রহমান এম. এ ; ঢাকা আশরাফুল উলুম মাদ্রাসার অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ প্রমুখ আমাদের আন্তরিক উৎসাহ-উদ্দীপনা, সহযোগিতা ও পরামর্শ দান করিয়াছেন। পুস্তক প্রকাশনা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার ব্যাপারে জনাব বোরহান উদ্দীন আহ্মদ বি.এ. এবং আমাদের তরীকতের ভাইগণের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের এই খেদমতের কদরস্বরূপ আমরা কৃতজ্ঞ এবং দোয়া করিতেছি যেন আল্লাহ তা'আলা উভয় জাহানে ইহার বিনিময়ে পুরস্কৃত করেন।

হে পরম করুণাময় দয়ালু, দোয়া কবুলকারী, সৃষ্টি জগতের একচ্ছত্র প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা—দীন ইসলামের খেদমতের নিয়তে হযরত মুজাদ্দিদ আল্ফেসানী (র)-এর যে জীবন আলেখ্য লিখিত হইল—তাহা কবুল করুন ও ইহাতে কোন ভুলত্রুটি হইলে তাহাও মার্জনা করিয়া দেন এবং ইহাতে যদি কিছু সওয়াব দান করেন তাহা আমাদের প্রাণের রাসূল রাহমাতুল্লিল আলামীন সাইয়েদুল মুরসালীন সারওয়ারে কায়েনাত হযরত আহ্মদ মুজতবা মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আম্বিয়ায়ে মুরসালীন, মালায়েকায়ে মুকাররাবীন, সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন, তাবে

www.pathagar.com

তাবেঈন, আয়েম্মা-ই-মুজতাহিদীন, আউলিয়ায়ে কামেলীন হযরত মুজাদ্দিদ (র) এবং তাঁহার পরিবারবর্গ ও তাঁহার খলীফাগণের সিলসিলা ; আমাদের পীর ও ওস্তাদগণ এবং তাঁহাদের সিলসিলা ; আমাদের আবা আজদাদ, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিগণ এবং জীবিত ও মৃত সকল আত্মীয়-পরিজন ; এই পুস্তক রচনা কার্যে শরীক ভাইগণ এবং তামাম উম্মতে মুহাম্মদী (সা)-এর উপর নাযিল করুন। আয় আল্লাহ্ তা'আলা পরওয়ার দেগার বে-নেয়ায—রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উসিলায় এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে দীন ইসলামের খেদমত স্বরূপ কবুল ফরমাইয়া আমাদের নিয়ত পুরা করিয়া দিন। আমীন !

رَبِّ يَسِّرْ وَلاَ تُعَسِّرْ وَ تَمِّمْ عَلَيْنَا بِالْخَيْرِ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ سِيْلَتِىْ اِلَيْكَ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ

ঢাকা
১৭ই রমযান ১৩৮০ হিজরী
২২শে ফাল্গুন ১৩৬৭ বাং
৫ই মার্চ ১৯৬১ ইং

এ. এফ. এম. আবদুল আযীয
ও
সিদ্দিক আহমদ খান

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

প্রথম পরিচ্ছেদ

সিরহিন্দ শরীফ

সিরহিন্দ শরীফ। এই শহরটি বর্তমান পূর্ব পাঞ্জাব প্রদেশের পাতিয়ালা রাজ্যের ওমরগড় নিজামাতের অধীন ফতেহ্গড় অথবা সিরহিন্দ তহসিলে অবস্থিত। ইহা ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব কোণে এবং পাকিস্তানের পূর্ব সীমানায় অবস্থিত।

হযরত মুজাদ্দিদ আল্ফেসানী রাহ্মাতুল্লাহ আলাইহির জন্মস্থান ও হেদায়েতের কেন্দ্র এই সিরহিন্দ শরীফ। সিরহিন্দ শব্দটি 'সিহেরেন্দ' শব্দের অপভ্রংশ। সিহেরেন্দ শব্দের অর্থ ব্যাঘ্রের আবাস। স্থানটি প্রথম দিকে দুর্গম জঙ্গলময় ও ব্যাঘ্রের আবাসভূমি ছিল বলিয়া সম্ভবত ইহার সিরহিন্দ নামকরণ হইয়া থাকিবে। পাঠান সম্রাট ফিরোজ শাহ্ তোগলকের রাজত্বকালে এই স্থানটি আবাদ হয়। বাদশাহী কর্মচারিগণ খাজনা লইয়া লাহোর হইতে দিল্লী যাইবার পথে এই জঙ্গল দিয়া গমন করিতেছিলেন। এই দলে একজন কামেল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নিজ অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা এই স্থানে একটি নূর লক্ষ করিলেন যাহা তাহ্তাস্সারা হইতে আরশ পর্যন্ত পরিবেষ্টিত ছিল। তাঁহার এইরূপ মনে হইল যে, ইহা নিশ্চয়ই কোন এক বড় অলীর নূরের বিকাশ এবং এক বিশিষ্ট বুযুর্গ ব্যক্তি এই স্থান হইতে প্রকাশ হইবেন। তিনি দিল্লী উপস্থিত হইয়া হযরত সৈয়দ জালালুদ্দীন বোখারী ওরফে মখদুম জাহানিয়া (র)-এর সহিত এই বিষয় আলোচনা করেন। হযরত মখদুম জাহানিয়া (র) তদানীন্তন বাদশাহ ফিরোজ শাহের পীর ছিলেন। তিনি সেই সময় তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। এই ঘটনা শ্রবণ করিয়া তিনি বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হন। তিনি গোপনে বাদশাহকে অবহিত করেন যে, হিজরী ৭৬০ সাল হইতে আমাদের তরীকায় ধারাবাহিকভাবে (ছিনা-ব-ছিনা) এই

www.pathagar.com

ওসীয়ত চলিয়া আসিতেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানার এক হাজার বৎসর পর হিন্দুস্থানে এক বুযুর্গ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিবেন, যিনি হইবেন এই যুগের ইমাম ও মুজাদ্দিদ এবং বেলায়েতের ফয়েজ দ্বারা পরিপূর্ণ ও নবুয়তের নিগূঢ় তত্ত্বে ভরপুর। বিগত অলীগণের সমস্ত নেয়ামত তাঁহার হাসিল হইবে। আজ অমুক জঙ্গল এরূপ ব্যক্তির বিকাশের স্থান বলিয়া জানা গেল। উক্ত স্থানে কিছু আবাদীর বন্দোবস্ত হইলে খুবই ভালো হয়। বাদশাহ স্বীয় পীরের জবানীতে এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ ঐ স্থানে একটি দুর্গ নির্মাণের আদেশ প্রদান করিয়া উজীর রাজা ফৎহুল্লাহকে এই কাজ সম্পাদনের ভার অর্পণ করিলেন। উজীর সাহেবও সঙ্গে সঙ্গে কয়েক হাজার লোকসহ উক্ত জঙ্গলের দিকে রওয়ানা হইলেন। তিনি সেই স্থানে পৌঁছিয়া একটি উচ্চ স্থান পছন্দ করিয়া দুর্গের ভিত্তি স্থাপন করিলেন এবং দুর্গ নির্মাণ কার্যে মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু এই কার্যে একটি আশ্চর্য ঘটনা দেখা দিল। দুর্গের যে পরিমাণ অংশ দিবসে তৈয়ার করা হইত, রাত্রিকালে তাহার সমস্তই পড়িয়া যাইত। বহু চেষ্টা করিয়াও ইহার কোন সন্ধান জানা গেল না এবং অগত্যা বাধ্য হইয়া বিষয়টি বাদশাহের গোচরীভূত করা হইল। বাদশাহ উক্ত খবর শ্রবণ করিয়া স্বীয় পীর হযরত মখদুম (র)-এর খেদমতে উহা পেশ করিলেন। হযরত মখদুম (র) স্বীয় খলীফা ও উক্ত উজীরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শাহ রফীউদ্দীন (র)-কে এই কাজ সম্পাদনের ভার অর্পণ করিয়া রওয়ানা করিলেন। তাঁহাকে উক্ত স্থানের কুতুবিয়ত ও বেলায়েত অর্থাৎ খেলাফতও দান করা হইল। শাহ রফীউদ্দীন (র) সরে জমিনে উপস্থিত হইয়া স্বীয় অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা ইহার কারণ জানিতে পারিলেন যে, শাহী কর্মচারিগণ শাহ শরফ বু-আলী কলন্দর (র)-কে দিয়া জবরদস্তী বিনা মজুরিতে কাজ করাইতেছে। তিনি রাত্রিকালে নিজ কালবের প্রভাব বিস্তার করিয়া তৈয়ারী সমস্ত ইমারতকে ফেলিয়া দেন। শাহ রফীউদ্দীন (র) নিজ পীরের হুকুম অনুযায়ী ঘটনাস্থলে পৌঁছিয়া হযরত কলন্দর (র)-কে শনাক্ত করেন এবং তাঁহার প্রতি ঐকান্তিক সম্মান ও ইজ্জত দেখাইয়া এই ভুলের জন্য মার্জনা ভিক্ষা করেন। হযরত কলন্দর (র) বলিলেন, "আল্লাহ তা'আলা আপনাকে এই স্থানে আনাইতে চাহিতেছিলেন। আপনি আগমন করিয়াছেন। এখন দুর্গ নির্মাণ করুন। আমি আপনাকে সুসংবাদ প্রদান করিতেছি যে, কয়েক শত বৎসর পরে এই স্থানে আপনার বংশধরগণের মধ্যে এক অলী-এ-বরহক (তাপসরত্ন) জন্মগ্রহণ করিবেন, যিনি বেলায়েতের এক গৌরবময় স্থান লাভ করিবেন এবং সমস্ত পৃথিবী হইতে কুফর ও শিরকের অন্ধকার বিদূরিত করিবেন।" তৎপর উভয়েই একত্রে বিসমিল্লাহ বলিয়া নূতনভাবে দুর্গের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে এক দুর্ভেদ্য দুর্গ তৈয়ার হইয়া গেল। কালক্রমে শহরটি আবাদ হইল এবং ইহার জাঁকজমকও বহুলাংশে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল।

www.pathagar.com

সিরহিন্দ শরীফ দিল্লী ও লাহোরের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইমাম রফীউদ্দীন (র) সিরহিন্দের দুর্গ নির্মাণ ও শহরটি আবাদ করিলে, উক্ত শহরের এনতেজামের ভার তাঁহার উপর সোপর্দ করা হইল। বাদশাহ বহু গ্রাম তাহাকে নেয়াজস্বরূপ দান করিলেন। ইমাম সাহেবের মাজার সিরহিন্দ শরীফে অবস্থিত। তাঁহার সহিত সাতাশটি খাঁটি নছবসম্পন্ন কোরায়েশ পরিবার সিরহিন্দ শরীফে আগমন করিয়া বসতি স্থাপন করেন। পাঠান ও মোগলদের হাজার হাজার লোকও এই স্থানে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। বংশমর্যাদা ও আভ্যন্তরীণ গুণাবলির দিক দিয়া এই স্থানের বাসিন্দাগণ খুবই সম্মানী ছিলেন। মুসলমানদের অন্যান্য ঐতিহাসিক শহরের ন্যায় এই শহরটিকেও বিশেষ সম্মানের চক্ষে দেখা হয়।

ঈসায়ী ১৯২৩ সালের ভারতীয় রাজকীয় গেজেটে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তদানীন্তন দিল্লীর সম্রাট তৃতীয় ফিরোজ শাহ্ তোগলক তদীয় পীর সৈয়দ জালালুদ্দীন বোখারীর আদেশক্রমে এই শহরটি আবাদ করেন। পুরাতন শামানা জেলাকে বিভক্ত করিয়া একটি নূতন জেলা তৈয়ার করা হয় এবং ঈসায়ী ১৩৬১ সালে সিরহিন্দ এই নূতন জেলার রাজধানীতে পরিগণিত হয়। তৃতীয় ফিরোজ শাহ্ এই শহরের পার্শ্ব বরাবর শতদ্রু নদী হইতে একটি খাল খনন করান, যাহাতে এই শহরের গুরুত্ব বাড়িয়া যায় এবং ইহা দিল্লীর বাদশাহগণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্গে পরিণত হয়।

এই শহরটি তৎকালে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কেননা হযরত মুজাদ্দিদ (র) এক পত্র মারফত ছদরে জাহানকে অচিরে এই শহরের জন্য একজন কাযী নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করিতে অনুরোধ করেন। ইহা হইতেই শহরটির তৎকালীন গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। (মকতুব নং ১৯৫, জিলদ-১)

হযরত মুজাদ্দিদ (র) স্বীয় মকতুবাত শরীফে মদীনা ও মক্কার (ইয়াসরেব ও বাতহা) পরেই সিরহিন্দ শরীফের দরজা কায়েম করিয়াছেন। তিনি স্বীয় অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা পূর্বকালীন ভারতীয় হিন্দুগণের হেদায়েতের জন্য প্রেরিত নবী (আ)-গণের মাজার শরীফের অবস্থিতি সিরহিন্দ শরীফের নিকটবর্তী স্থানে ছিল বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। এই কারণেও সিরহিন্দ শরীফের বড় মরতবা। সিরহিন্দ শরীফ হইতে আনুমানিক বিশ মাইল পূর্ব দিকে 'বরছ' নামক স্থানে উক্ত মাজার শরীফসমূহ অবস্থিত।

পরবর্তীকালে বাদশাহ শাহজাহান হিজরী ১০৪৪ সালে সিরহিন্দ শরীফে একটি আলীশান মহল ও বাগ নির্মাণ করান। তিনি হযরত মুজাদ্দিদ (র) ও তাঁহার পুত্রগণের মুরিদ ও বিশেষ ভক্ত ছিলেন। হিজরী ১০৭৭ সাল পর্যন্ত শহরটির উত্তরোত্তর আবাদী ও তরক্কী হইতেছিল। বাদশাহ আলমগীর যখন দাক্ষিণাত্যের রাজ্য বশে আনিবার কাজে ব্যাপৃত হন, সেই সময় সুযোগ পাইয়া শিখগণ এই শহরে লুঠতরাজ চালাইয়া

www.pathagar.com

ইহাকে জনশূন্য করিয়া দেয়। বর্তমানে সিরহিন্দ শহরে সামান্য আবাদী বিদ্যমান রহিয়াছে, তবুও শহরটিকে নির্জন ও বিরান বলা চলে। এই স্থানে প্রতি বৎসর ২৬শে সফর হইতে ২৮শে সফর পর্যন্ত হযরত ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদ আলফেসানী (র)-এর মাজার শরীফে ইসালে সওয়াব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং উক্ত মহফিলে হাজার হাজার বরগুজিদা বুযুর্গ শরীক হইয়া ফয়েজ হাসিল করেন। এই মহফিলে শরা-শরীয়তের পাবন্দীর উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয় এবং সোবহে শাম কেবল কালামুল্লাহ শরীফ খতম করা হয়। কোন কোন ছাহেবান উত্তম উত্তম কাসিদা না'তিয়াও পাঠ করিয়া থাকেন।

সিরহিন্দ শরীফ হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর অভ্যুত্থানে মুসলিম জগতে অমরতা লাভ করিয়াছে। ইহা আজ বিশ্ব মুসলিমের জিয়ারতগাহ এবং আদর্শ ও সম্মানের কেন্দ্র।

সিরহিন্দ আজ ছেহেরিন্দ নয়—ভাস্বর পরিচয়,
নোতুন আলোর পরশ যোগাত্তে বুকে বুকে তাজা রয়।

www.pathagar.com

জন্ম, শৈশবকাল ও বংশ পরিচয়

সময় অনন্ত। ইহা কাহারও জন্য মুহূর্তকাল বিলম্ব করে না। আল্লাহ তা'আলা জ্ঞানের সৃষ্টিকর্তা এবং একমাত্র তিনিই সময়ের এই অনন্তের জ্ঞান রাখেন। এইরূপ দিন আসে আবার চলিয়া যায়, কিন্তু যাহা যায় তাহা পুনঃ ফিরিয়া আসে না। সময়ের রাজ্যে পুরাতনের কোন কথা নাই। ইহা সব সময় সম্মুখের দিকে আগাইয়া চলে। ইহা রাব্বুল আ'লামীন আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির এক মহান হেকমত ও রহস্য।

সময়টি ১৪ই শাওয়াল, হিজরী ৯৭১ সাল মোতাবেক ঈসায়ী ১৫৬১ সাল। সিরহিন্দ শরীফে জুমআর রাত্রে অর্ধ রাত্রি অতিবাহিত হইবার পর হযরত মখদুম আবদুল আহাদ (র)-এর ঘরে এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঐ পুত্রের নামকরণ করেন শেখ আহমদ। এই পুত্র রত্নটি মাতৃগর্ভে অবস্থানকালীন বহু অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পায়। হযরত মখদুম আবদুল আহাদ (র)-এর এই পুত্ররত্নটিই কালে মুজাদ্দিদ আলফেসানী ও প্রথম কাইউম রূপে বিখ্যাত হন। তাঁহার কুনিয়াত ছিল আবুল বারাকাত ও লকব ছিল বদরুদ্দীন।

মখদুম আবদুল আহাদ (র) বংশপরিক্রমায় ছাব্বিশতম মতান্তরে সাতাইশতম স্তরে পিতৃপক্ষে হযরত ওমর ফারূক (রা) এবং মাতৃপক্ষে হযরত ইমাম হুসাইন (রা)-এর সহিত সম্পর্ক রাখেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দোয়া : "আয় আল্লাহ্ তা'আলা! ওমর বিন খাত্তাব দ্বারা দীন ইসলামকে শক্তিশালী করুন।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই দোয়া তাঁহার জীবদ্দশায় হযরত ওমর (রা) কর্তৃক সফলকাম হইয়াছিল। তাঁহার খেলাফতকালে দীন ইসলাম উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। ইতিহাসে ইহার সাক্ষাৎ মিলিবে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতের হাজার বৎসর পরেও যখন কুফর, শিরক, বিদ'আত ইত্যাদি সারা জাহান ছাইয়া ফেলিয়াছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে হযরত ওমর (রা)-এর বংশধর হযরত মুজাদ্দিদ আল্‌ফেসানী (র) কর্তৃক দীন ইসলাম পুনরায় শিরক-বিদ'আত হইতে মুক্ত হইয়া শক্তিশালী হয়।

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর ফারূক (রা) একজন বড় দরজার সাহাবী ছিলেন। তিনি হযরত ইমাম হুসাইন (রা)-এর কন্যা হযরত ফাতেমা (র)-কে বিবাহ করেন। তাঁহাদের বংশই হযরত মুজাদ্দিদ (র) পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। এইজন্য আবুজাফর মুহাদ্দিস

www.pathagar.com

(র)-এর মতে তাঁহার সন্তানগণ 'সৈয়দ'। শেখ নাছের ও ইব্রাহীম–সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর তাবেঈন এবং ইসহাক ও ইব্রাহীম–তাবে তাবেঈনের অন্তর্গত।

হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর পূর্বপুরুষগণের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও অবস্থার আলোচনা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

পূর্বপুরুষগণের আলোচনা : ওয়ায়েজে আসগর পর্যন্ত এই খান্দান আরবের হেজাজ প্রদেশেই বসবাস করিতেছিলেন। তদানীন্তন খলীফাগণের জিদের ফলে শেখ মসউদ আব্বাসী রাজধানী বাগদাদ শরীফে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। শেখ সুলায়মান নিজবংশীয় ইল্‌ম হাসিল করার পর হযরত ছেররী ছাক্‌তী (র) হইতেও খেলাফত লাভ করেন। এই সিলসিলার নাম ছেররী ছাকাতিয়াহ্।

ফর্‌রুখ শাহ কাবুলী : তাঁহার প্রকৃত নাম হযরত শেখ শেহাবুদ্দীন ওরফে ফররুখ শাহ্ কাবুলী। তিনি ফরীদুদ্দীন মসউদ গঞ্জে শাকের (র)-এর প্রপিতামহ অর্থাৎ ফরীদুদ্দীন বিন শেখ জামালউদ্দীন সুলায়মান বিন কাজী শোয়াইব বিন মুহাম্মদ আহমদ বিন মুহাম্মদ ইউসুফ বিন শেখ মুহাম্মদ বিন ফররুখ শাহ্। তিনি ছিলেন কাবুলের সুলতানগণের শ্রেষ্ঠ উজিরগণের অন্যতম। মুসলমান বাদশাহগণের মধ্যে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি হিন্দুস্থানের উপর আক্রমণ চালাইয়া মূর্তির ঘর ধ্বংস করেন এবং মসজিদ নির্মাণ করেন। তিনি মূর্তিপূজকদিগকে অপদস্থ এবং কাফের ও মুশরিকদিগকে হত্যা করেন। ইহার পর তিনি ইরান, তুরান, বদাখশান ও খোরাশান প্রভৃতি দেশ করতলগত করেন।

কাবুলে তিনি আফগান ও মোগলদের মধ্যে জমিদারী বাটোয়ারা করিয়া দেন এবং দেশের সীমান্ত এলাকা সুদৃঢ় করেন, যাহা অদ্যাবধি সুদৃঢ় রহিয়াছে। শেষকালে তিনি রাজত্ব পরিত্যাগ করিয়া কাবুল শহরের অনতিদূরে একটি ডেরার মধ্যে নিভৃতে বসিয়া আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতে মশগুল হন। উক্ত ডেরা আজও ডেরায়ে ফররুখ শাহ কাবুলী নামে মশহুর । প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, হযরত মুজাদ্দিদ (র) যেরূপ বিদ'আত ও কুফরীর বিরুদ্ধে জিহাদ করিয়াছিলেন, ইহার বীজ তাঁহার পূর্বপুরুষগণের মধ্যেও যথাক্রমে উপ্ত ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহার পিতামহ হযরত ফররুখ শাহ্ কাবুলীর কুফর-বিরোধী কার্যাবলি ইহার প্রমাণ।

শেখ ইউসুফ তাহার বুযুর্গ পিতা হযরত ফররুখ শাহ কাবুলীর স্থলাভিষিক্ত হন। শেষ বয়সে তিনিও সমস্ত পার্থিব শান-শওকত পরিত্যাগ পূর্বক জনগণ হইতে দূরে গমন করিয়া আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে মশগুল হন।

আহমদ বিন ইউসুফ বিন ফররুখ শাহ্ কাবুলী স্বীয় খান্দানী তা'লীম ছাড়াও হযরত শেখ শেহাবুদ্দীন সুহরাওয়ার্দী (র) হইতে খেলাফত লাভ করেন।

www.pathagar.com

তৎপর তাহার পুত্র শেখ শোয়াইব খলীফা ও স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁহার পর তদীয় পুত্র শেখ আবদুল্লাহ জায়নশীন হন। তিনি হযরত বাহাউদ্দীন জাকারিয়া মুলতানী (র) হইতেও খেলাফতপ্রাপ্ত হন। তাহার পর পর্যায়ক্রমে হযরত ইমাম রফীউদ্দীন (র) সুহ্রাওয়ার্দীয়া তরীকায় খলীফা ও জায়নশীন হন।

ইমাম রফীউদ্দীন (র) : তিনি প্রথমত ছমনাম শহরের অধিবাসী ছিলেন। তিনি জাহেরী ও বাতেনী ইল্মের কর্ণধার ছিলেন। প্রথমত তিনি তাঁহার পিতার নিকট হইতে খেলাফতপ্রাপ্ত হন এবং তৎপর অসংখ্য বড় বড় মাশায়েখ হইতে ফয়েজ হাসিল করেন। শেষে তিনি মুলতান এলাকার উছ নামক স্থানে গমন করিয়া হযরত সৈয়দ জালালুদ্দীন বোখারী ওরফে মখদুম জাহানিয়া (র)-এর অন্যতম খলীফা হন। তাহার বাতেনী কামালাতের দিকে লক্ষ করিয়া হযরত মখদুম (র) তাহাকে ইমাম নিযুক্ত করেন। তাহার তরফ হইতে বহু কারামত প্রকাশ লাভ করে।

দিল্লীর সম্রাট ফিরোজ শাহ তোগলকের সময়ে তিনি সিরহিন্দ শরীফে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। এই প্রসঙ্গটি পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর পিতা হযরত মখদুম আবদুল আহাদ (র) উক্ত ইমাম সাহেবেরই বংশধর ও সাজ্জাদানশীন।

মখদুম আবদুল আহাদ (র) : হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর পিতা ও তরীকতের পীর কুদওয়াতুল আরেফীন হযরত মখদুম আবদুল আহাদ (র) হিজরী ৯২৭ সালে সিরহিন্দ শরীফ শহরে জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁহার বায়'আত গ্রহণ : আল্লাহ তা'আলার প্রতি জজ্বা ও এশ্কের জোশে তিনি যৌবনকালেই হযরত কুতুবুল্ আলম শেখ আবদুল কুদ্দুস গাংগুহী চিশতী কাদেরী (র)-এর খেদমতে হাজির হইয়া বায়'আত গ্রহণ করেন ও তাহার নিকট হইতে যিকির ও জরুরী ওজিফা হাসিল করেন। তিনি তাঁহার আস্তানা শরীফে অবস্থান করিয়া সুলুক হাসিল করিবার জন্য অনুরোধ জানাইলে শেখ সাহেব (র) বলেন, "আপনি প্রথমে দীনী ইল্ম শিক্ষা করুন। তৎপর বাতেনী ইল্ম শিখিবার জন্য প্রস্তুত হইলে অধিকতর ভালো হইবে, কেননা বে-ইল্ম দরবেশ--নিমকহীন খাদ্যের মত।" তৎপর তিনি আরজ করেন, "আমার ত বাঁচিয়া থাকার উপর ভরসা নাই।" ইহাতে শেখ সাহেব (র) বলেন, "ঐ সময় এখনও অনেক দূরে। আল্লাহ পাক আপনার দ্বারা একটি বিশেষ কাজ লইবেন। আপনার পেশানীতে একজন বড় অলীর (অলী-এ-বরহক) নূর উদ্ভাসিত। ইহার বিকাশ জরুরী। আমি জীবিত থাকিলে তাঁহাকে আমার কুরবে ইলাহীর উসিলা বানাইব।" ইহার পর হযরত মখদুম (র) পীর সাহেবের বার্ধক্যের বিষয় চিন্তা করেন। শেখ সাহেব (র) তৎক্ষণাৎ উহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বলেন, "আমি আপনার দীনী ইল্ম শিক্ষা সমাপ্ত করা পর্যন্ত জীবিত না থাকিলে আমার পুত্রই

যথেষ্ট।" তিনি জাহেরী ইল্‌ম হাসিল করার পূর্বেই পীর সাহেবের ওফাতের সংবাদ-প্রাপ্ত হন এবং বড়ই দুঃখ প্রকাশ করেন। ইল্‌ম শিক্ষা লাভ করার পর তিনি বহু স্থান ও শহর ভ্রমণ করেন এবং কয়েক বৎসর পর পুনঃ হযরত শেখ আবদুল কুদ্দুস (র)-এর পাক আস্তানায় আসিয়া উপস্থিত হন।

কুতুবুল্‌-আলম হযরত শেখ আবদুল কুদ্দুস গংগুহী (র) তাঁহার পুত্র হযরত শেখ রুকনউদ্দীন (র) সাজ্জাদানশীনকে হযরত মখদুম (র)-এর তা'লীম দিবার জন্য হেদায়েত করিয়া গিয়াছিলেন। হযরত মখদুম (র) তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে অতিশয় আদর অভ্যর্থনা প্রদর্শন করেন। তিনি অতি শীঘ্র তাঁহাকে তরীকতের সমস্ত বিষয়ে তলকীন করিয়া যাবতীয় বরাকাত ও ফয়ূজাত হাসিল করান এবং হিজরী ৯৭৯ সালে কাদেরীয়া ও চিশতীয়া ছাবেরীয়া তরীকায় খেরকা ও খেলাফত এনায়েত করেন। এই খেলাফতটি আরবী ভাষায় প্রদত্ত হয়।

ইহার পর হযরত মখদুম (র) হযরত শাহ কামাল কায়থলী কাদেরী (র)-এর খেদমতে উপস্থিত থাকিয়া কাদেরীয়া তরীকার ছুলুক হাসিল করেন এবং এই নিসবতের ফয়েজ ও বরাকাত—বিশেষ করিয়া নিসবতে ফরদিয়ত হাসিল করেন। হযরত শাহ কামাল কায়থলী (র) প্রায়ই সিরহিন্দ শরীফ হইতে অনতিদূরে অবস্থিত কছবায়ে পায়েলে অবস্থান করিতেন।

হযরত ইমামে রাব্বানী মুজাদ্দিদ আল্‌ফেসানী (র) স্বীয় মাব্‌দা ও মায়াদ কিতাবে হযরত শাহ কামাল (র)-কে বড় জজ্‌বাওয়ালা ও বহু অসাধারণ ঘটনা প্রকাশকরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি জজ্‌বা অবস্থায় দিবারাত্রি জঙ্গল ও মরুভূমিতে চলাফেরা করিতেন। রাত্রিতে প্রায়ই মরুভূমি ও ময়দানে শহর প্রকাশ হইত এবং তিনি ঐ স্থানে গমন করিতেন। ঐ শহরের বাসিন্দাগণ তাঁহার খেদমত করিত ও পানাহার করাইয়া তাঁহাকে আরামে রাখিত। প্রত্যূষে উক্ত শহর ও উহার অধিবাসী অদৃশ্য হইয়া যাইত।

হযরত মুজাদ্দিদ (র) ইহাও বলিয়াছেন, "আমার যখন খান্দানে কাদেরীয়ার মাশায়েখগণের কাশ্‌ফ হয়, তখন হযরত গাওছে ছাকালাইন আবদুল কাদের জিলানী (র)-এর পরে শাহ কামাল (র)-এর মত এরূপ কোন বুযুর্গ নজরে আসে না।" হিজরী ৯৮১ সালের ১৯শে জমাদিউসসানী ৮০ বৎসর বয়সে শাহ কামাল (র)-এর ওফাত হয়। সিরহিন্দ শরীফের এলাকাধীন কছবায়ে কায়থলে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

হযরত মুজাদ্দিদ আল্‌ফেসানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির বুযুর্গ পিতা হযরত শাহ মখদুম আবদুল আহাদ (র)-এর বুযুর্গী সম্পর্কে নিম্নে কিছু আলোচনা করা হইল। তিনি কাবুল হইতে বঙ্গদেশ পর্যন্ত ভ্রমণ করেন। তিনি রাহ্‌তাছ নামক শহরে হযরত

www.pathagar.com

শেখ আল্লাহ্ দাদ ও জৌনপুরে হযরত সৈয়দ আলী কেওয়ামে নেজামী ও অন্যান্য মাশায়েখ হইতে ফয়েজ হাসিল করেন।

হযরত মখদুম (র)-এর কারামাত ও কামালাত : প্রায়ই লোকে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিত, "আপনার সহিত মক্কা মোয়াজ্জমা, মদীনা মুনাওয়ারা অথবা বাগদাদ শরীফে আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল।" তিনি দীনতা-হীনতার সহিত উত্তর দিতেন, "ভাই, আমি তো ঐ সকল স্থানে কখনও গমন করি নাই।"[১]

একবারের ঘটনা : কোন ব্যক্তি ঘটনাক্রমে রাত্রিতে তাঁহার হুজরায় গমন করেন এবং তাঁহার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পৃথক পৃথক বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখিতে পান। তিনি ভীত হইয়া বাহিরে আসিয়া লোকের নিকট ইহা বর্ণনা করেন। এই অবস্থার খবর শুনিয়া লোকজন ভিতরে গমন করিয়া দেখেন যে, তিনি মসনদ শরীফে যিকিরে মশগুল অবস্থায় উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার নিকট উক্ত অবস্থার ঘটনা আরজ করা হইলে তিনি বড় তাকিদের সহিত বলেন, "এই ঘটনাটি আর কাহারও নিকট বলিবেন না।"

তাঁহার গ্রন্থাবলি : তিনি ইল্‌মে শরীয়ত ও তরীকতের কয়েকখানি পুস্তিকা লিখিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে (১) اسرار تشهد (আছরারে তাশাহুদ) ও (২) كنز الحقائق (কুনুযুল হাকায়েক) প্রভৃতি বিখ্যাত। উক্ত পুস্তক দুইখানি পাঠ করিলে মনে হয় যে, ইহাতে সন্নিবেসিত রহস্যাবলির সমস্তই ইলহামী।

তাঁহার আকায়েদ ও তা'লীম : তিনি তাসাউফের মূলনীতি ও এতদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য নীতির দিক দিয়া হযরত শেখ আকবর (র)-এর তাঁবেদার ও তাঁহার আকীদার মুকাল্লিদ ছিলেন। তাঁহার সূক্ষ্ম ও রহস্যপূর্ণ বাণীগুলির বর্ণনা করিতে তিনি বড়ই দক্ষ ছিলেন। তিনি শেখ আকবর (র)-এর তাসাউফের কিতাবগুলি যথা : (১) عوارف المعارف (আওয়ারেফুল মা'য়ারিফ) (২) فصوص الحكم (ফছুছুল হেকাম) (৩) مواقع النجوم (মাওয়াকেয়ূন্ নুজুম) এবং অন্যান্য কিতাবও ভালরূপে পড়াইতেন। তিনি 'হামাউস্ত' মতবাদ পোষণ করিতেন। তিনি বলিতেন, "আমার আকীদা (মাশরাব) এই যে, যাহা কিছু দেখা যায় তাহা একমাত্র হাকীকী অর্থাৎ (কাছরাত দার ওয়াহ্‌দাত)

---

১. অনেক সময় আউলিয়ায়ে কেরামগণের লতিফাগুলি নানা স্থানে ভ্রমণ করেন অথচ তাঁহারা এই বিষয়ে কোন খবর রাখেন না। কোন কোন সময়ে আউলিয়াগণের কারামত জাহির হয় কিন্তু তাঁহারা এই বিষয়েও কোন খবর রাখেন না। হযরত মুজাদ্দিদ (র) মকতুবাত শরীফে এইরূপ বহু ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। এইরূপ একটি বর্ণনা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। "যেইভাবে কোন অলীর বেলায়েত লাভ হওয়া সম্পর্কে তাঁহার উক্ত বেলায়েতের ইল্‌ম থাকা শর্ত নয় এইরূপ মশহুর আছে, অনুরূপভাবে তাঁহার তরফ হইতে কোন কারামত জাহির হওয়ার ইল্‌ম হওয়াও শর্তাধীন নহে। বরং অনেক সময় এইরূপ হইয়া থাকে যে, লোকগণ কোন অলীর কারামত নকল করিতে থাকেন কিন্তু ঐ অলী উক্ত বিষয় সম্পর্কে একেবারেই কোন খবর রাখেন না।"
(মকতুব নং ২১৬, জিল্‌দ ১--মীর্জা হুছামুদ্দীনকে লিখিত)

www.pathagar.com

বহুত্বের মূলে একত্বের বিকাশ।" তিনি বলিতেন, "শরার খেলাফ ও বিদ'আত ভুক্ত বিষয়গুলিকে আমি অন্তরের সহিত ঘৃণা করি। কোন দরবেশকে বেশরা দেখিলে আমি তাহার সোহবত পরিত্যাগ করি। আমার কোন কাশ্‌ফ হইলে—কুরআন ও হাদীস এই দুই ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীর নিকট ইহা পেশ করি। উক্ত কাশ্‌ফ ইহাদের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইলে গ্রহণ করি নতুবা বর্জন করি।"

তাঁহার শাগরিদ : তাঁহার হাজার হাজার মুরিদ ও শত শত ছাত্র ছিল। তিনি শরীয়ত ও তরীকতের ইল্‌ম শিক্ষা দান করিতেন। বহু বড় বড় শেখ এমন কি শেখ মীরক লাহোরীও তাঁহার শাগরিদ ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, শেখ মীরক লাহোরী পরবর্তীকালে দিল্লীর সম্রাট শাহজাহানের পুত্র দারাশেকোর ওস্তাদ ও পীর হন এবং তিনি 'শাতহিয়াত' ও 'ছাফিনাতুল আউলিয়া' শীর্ষক বিখ্যাত কিতাবদ্বয়ের গ্রন্থকার। হযরত মখদুম (র) কোন কোন সময় লোকের নিকট এরূপ ভেদরাজি ও উঁচু দরজার মারিফাত বর্ণনা করিতেন যাহা বড় বড় উলামার পক্ষেও বোধগম্য না হইয়া চিন্তা ও গবেষণার বিষয়বস্তু হইত।

তাঁহার ওফাত : তাঁহার অন্তিম সময় উপস্থিত হইলে তিনি কয়েকবার ইরশাদ করেন, "কথা--প্রকৃত কথা উহাই যাহা আমার পীর মুরশেদ শেখ আবদুল কুদ্দুস গংগুহি (র) বলিয়াছিলেন।" তাঁহার পুত্র হযরত মুজাদ্দিদ (র) সেই সময় খেদমতে হাজির ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "হুযূর ঐ বিষয়টি কি ?" উত্তর হইল, "হক তা'আলা হইতেছেন হাস্তীয়ে মতলক, কিন্তু পর্দায় ঢাকাদের চক্ষে সৃষ্ট রূপ আবরণ দিয়া তাহাদিগকে দূরে ফেলিয়া রাখে।" তিনি আরজ করেন, "হুযূর আমাকে কিছু ওসীয়ত করুন।" হযরত মখদুম (র) বলেন, "আমি তোমাকে ওসীয়ত করিতেছি এবং আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আহলে বাইতের মুহাব্বতে মস্ত ও নিয়ামতের সমুদ্রে নিমজ্জিত আছি।"

হযরত মুজাদ্দিদ (র)—খাজা মুহাম্মদ তকীকে লিখিত এক সুদীর্ঘ মকতুবে অন্যান্য বিষয়ের সহিত আহলে বাইতের প্রশংসা করিয়া আলোচনা করিয়াছেন। উক্ত আলোচনায় উপরিউল্লিখিত বিষয়টির উল্লেখ করা হইয়াছে। মকতুবাত শরীফ হইতে উহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :

"এখন আমি প্রকৃত কথা বর্ণনা করিতেছি যে, আহলে সুন্নতের পক্ষে আহলে বাইতের জন্য মুহাব্বত না হওয়া কিরূপে ধারণা করা যাইতে পারে, যখন এই মুহাব্বত ঐ বুযুর্গগণের নিকট ঈমানের অংশ এবং এই মুহাব্বতের মজবুতী শেষ অবস্থার নিরাপত্তার সহিত সংশ্লিষ্ট। এই ফকীরের ওয়ালেদ বুযুর্গ জাহেরী ও বাতেনী আলিম ছিলেন। তিনি অধিকাংশ সময় আহলে বাইতকে মুহাব্বত করিবার জন্য

www.pathagar.com

ঔৎসুক্য প্রদান করিতেন এবং ফরমাইতেন, 'এই মুহাব্বত—খাতেমা বিল খাইর হইবার ব্যাপারে বড়ই শক্তি রাখে। এই বিষয়ে বিশেষ যত্নবান থাকা উচিত।' তাঁহার মৃত্যুশয্যায় ফকীর উপস্থিত ছিল। তাঁহার অন্তিম সময়ে যখন এই জাহানের জ্ঞান লুপ্ত হইয়া গেল তখন ফকীর তাঁহাকে তাঁহার উক্তি স্মরণ করাইয়া ঐ মুহাব্বত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ফরমাইলেন, 'আমি আহলে বাইতের মুহাব্বতে নিমজ্জিত।' তখন আমি আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করিলাম।" (মকতুব নং ৩৬, জিল্‌দ ২)

এলাহী বহক্কে বনী ফাতেমা
কে বর তাওলে ইমাঁ কুনি খাতেমা।
আগার দাওয়াতন রদ কুনি অর কবুল
মান ও দাস্ত দামানে আলে রাসূল।
হে আমার প্রভু! বনী ফাতেমার উসিলার বরকতে,
মোদের ঈমানে—খাতেমা মোদের ক'রে দেন সালামতে।
এ দোয়া কবুল হোক নাহি হোক দরবারে আপনার,
আলে রাসূলের দামান ধারণ করেছি আমি যে সার।

হিজরী ১০০৭ সালের ১৭ই রজব ৮০ বৎসর বয়ক্রম কালে তাঁহার ওফাত হয়। সিরহিন্দ শরীফের উত্তরে এক মাইলের মধ্যে তাঁহার মাজার শরীফ অবস্থিত।

তাঁহার আওলাদ : হযরত মখদুম (র)-এর সাত পুত্র ছিল। নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল :

১. শেখ শাহ মুহাম্মাদ। তিনি তাঁহার পিতার নিকট হইতে জাহেরী ও বাতেনী ইল্‌ম হাসিল করিয়া খেলাফতপ্রাপ্ত হন।
২. শেখ মসউদ। তিনি হযরত বাকীবিল্লাহ (র)-এর নিকট মুরিদ হন।
৩. শেখ মাহমুদ। তাঁহার সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। প্রসঙ্গত কারামত পরিচ্ছেদে ২১ নং কারামত দ্রষ্টব্য।
৪. শেখ আহমদ—ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদ আল্‌ফেসানী।
৫. শেখ গোলাম মুহাম্মাদ ও।
৬. শেখ মাওদূদ।
এই দুইজনের অবস্থা সম্পর্কে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর মকতুবাত শরীফের প্রথম খণ্ডে আলোচনা দৃষ্ট হয়।
৭. সপ্তম পুত্রের নাম ও অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায় নাই।

www.pathagar.com

হযরত মুজাদ্দিদ রাহ্‌মাতুল্লাহ আলাইহির বংশের সমস্ত বুযুর্গ বেলায়েতের আসমান-মারেফাতের আফতাব, হেদায়েতের উৎস ও ঈমানের মাহতাব ছিলেন।

হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর বংশ তালিকা : ইমাম শাহ রফীউদ্দীন (র) হইতে তৎপুত্র শেখ হাবীবুল্লাহ (র), তৎপুত্র শেখ মুহাম্মাদ (র), তৎপুত্র শেখ আবদুল হাই (র), তৎপুত্র শেখ জয়নুল আবেদীন (র) ও তৎপুত্র মখদুম আবদুল আহাদ (র) পর্যায়ক্রমে খানকায়ে পাকের সাজ্জাদানশীন হন ও সুহরাওয়ার্দীয়া তরীকায় খেলাফত লাভ করেন। হযরত মখদুম আবদুল আহাদ (র)—হযরত শেখ আবদুল কুদ্দুস গংগুহী (র)-এর হেদায়েত অনুযায়ী চিশতীয়া তরীকায় কিছু ফয়েজ হযরত শেখ রুকনুদ্দীন (র) হইতে প্রাপ্ত হন। তিনি তৎপর হযরত শেখ কামাল কায়থলী (র) হইতে কাদেরীয়া তরীকায় তা'লীমপ্রাপ্ত হন। ইহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে।

তিনি জীবিত কালেই চিশতীয়া, কাদেরীয়া ও সুহরাওর্দীয়া তরীকার নিসবত ও স্বীয় খানকায়ে পাকের খেলাফত হযরত মুজাদ্দিদ (র)-কে সোপর্দ করিয়াছিলেন। ইহার পর হযরত মুজাদ্দিদ (র)—হযরত বাকীবিল্লাহ (র) হইতে নক্‌শবন্দীয়া তরীকায় খেলাফত লাভ করিয়া সমস্ত তরীকায় ওয়াকেফহাল হন।

হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর বংশতালিকা নিম্নরূপ :

১. হযরত আমীরুল মু'মিনীন ওমর ফারুক (রা)
২. হযরত শেখ আবদুল্লাহ (রা)
৩. হযরত শেখ আছেম (র)
৪. হযরত শেখ হাফ্‌ছ (র)
৫. হযরত শেখ ওমর (র)
৬. হযরত শেখ আবদুল্লাহ (র)
৭. হযরত শেখ নাছের ওরফে আদহাম (র)—বলখের বাদশাহ
৮. হযরত শেখ ইব্রাহীম বিন আদহাম (র)—বলখের-রাজত্ব পরিত্যাগকারী
৯. হযরত শেখ ইসহাক (র)
১০. হযরত শেখ আবুল ফত্‌হে (র)
১১. হযরত শেখ আবদুল্লাহ ওয়ায়েজে আকবর (র)
১২. হযরত শেখ আবদুল্লাহ ওয়ায়েজে আছগর (র)
১৩. হযরত শেখ মাসউদ (র)
১৪. হযরত শেখ সোলাইমান (র)
১৫. হযরত শেখ মাহমুদ (র)

www.pathagar.com

১৬. হযরত শেখ নাছীরুদ্দীন (র)
১৭. হযরত শেখ শেহাবুদ্দীন ওরফে ফররুখ শাহ্ কাবুলী (র)
১৮. হযরত শেখ ইউসুফ (র)
১৯. হযরত শেখ আহমদ (র)
২০. হযরত শেখ শোয়াইব (র)
২১. হযরত শেখ আবদুল্লাহ (র)
২২. হযরত শেখ ইসহাক (র)
২৩. হযরত শেখ ইউসুফ (র)
২৪. হযরত শেখ সুলাইমান (র)
২৫. হযরত শেখ নাছীরুদ্দীন (র)
২৬. হযরত শেখ ইমাম রফীউদ্দীন (র)
২৭. হযরত শেখ হাবীবুল্লাহ (র)
২৮. হযরত শেখ মুহাম্মাদ (র)
২৯. হযরত শেখ আবদুল হাই (র)
৩০. হযরত শেখ জয়নুল আবেদীন (র)
৩১. হযরত শেখ মখদুম আবদুল আহাদ (র)
৩২. হযরত ইমামে রব্বানী কাইউমে জামানী আবুল বরাকাত বদরুদ্দীন শেখ আহমদ ফারুকী সিরহিন্দী মুজাদ্দিদ আল্ফেসানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি।

উপরিউক্ত বংশতালিকাটি 'জওয়াহেরে মাছুমিয়া' গ্রন্থের গ্রন্থকারের তাহকীক অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করা হইল। অন্যান্য অধিকাংশ গ্রন্থেই ৩ নং হইতে ৬ নং নামের উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয় না।

হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর জন্মের পূর্বাভাস : 'রওজাতুল কাইউমিয়া' গ্রন্থে লিখিত আছে যে, হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর জন্মের পূর্বে তাঁহার পিতা হযরত মখদুম আবদুল আহাদ (র) মোরাকাবায় অবলোকন করেন যে, "সমস্ত পৃথিবী অন্ধকারে পরিপূর্ণ এবং ব্যাঘ্র, বানর, ভালুক ইত্যাদি পৃথিবীর মানুষকে ধ্বংস করিতেছে। ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁহার বক্ষ হইতে একটি নূর বাহির হইল। ইহাতে সমস্ত কিছু আলোকিত হইয়া গেল এবং একটি বিদ্যুৎ উক্ত নূর হইতে চমকাইয়া সমস্ত বানর, ভালুক ইত্যাদি জ্বালাইয়া দিল। এই নূরের মধ্য হইতে একটি সিংহাসন প্রকাশ হইল যাহাতে একজন জ্যোতির্ময় পুরুষ নূরানী তাকিয়া লাগাইয়া উপবিষ্ট আছেন এবং হাজার হাজার নূর বিশিষ্ট লোক ও আসমানের ফেরেশতা তাঁহার সম্মুখে আদবের সহিত দণ্ডায়মান। 'তিনি আরও অবলোকন করিলেন যে, "পৃথিবীর সমস্ত ধর্মভ্রষ্ট ও আল্লাহ তা'আলার

অবিশ্বাসী লোকগণকে তাঁহার সম্মুখে আনয়ন করিয়া বকরীর ন্যায় যবেহ করা হইতেছে। একটি মানুষ অতি উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছেন,

وَ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا –

"এবং বলুন, হক প্রকাশ হইয়াছে ও বাতেল বিলোপ হইয়াছে। নিশ্চয়ই বাতেলের ধ্বংস অনিবার্য।" (সূরা বনী ইসরাঈল)

তিনি এই বিষয়টি উক্ত যামানার কুতুবে মাদার হযরত শাহ কামাল কায়থলী (র)-এর নিকট বর্ণনা করিয়া ইহার ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করেন। হযরত শাহ কামাল (র) তাওয়াজ্জুহে বাতেনী দ্বারা বলেন, "তোমার এরূপ একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে যাহার দ্বারা সমস্ত বিদ'আত ও অন্ধকার দূর হইয়া সুন্নতে মুহাম্মাদী কায়েম হইবে।" আল্লাহ তা'আলার ফজলে এইরূপ ঘটিয়াছিল।

'রওজাতুল কাইউমিয়া' গ্রন্থ হইতে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর জন্মের পূর্বাভাসের কতিপয় ঘটনা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :

১. উম্মতের সমস্ত আউলিয়া তাঁহার বুযুর্গ পিতাকে মোবারকবাদ দান করেন এবং তাঁহার উঁচু মাকামের বর্ণনা করেন।

২. তাঁহার পিতা অবলোকন করেন যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও অন্যান্য নবী আগমন করিয়া হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর দুই কানে আযান ও তাকবীর বলিলেন এবং তাঁহার উঁচু মাকামের বর্ণনা করিলেন।

৩. তাঁহার পিতা--আম্বিয়ায়ে মুরসালীন ও আউলিয়ায়ে কামেলীন এবং মুকাররবীন ফেরেশতাগণকে সত্তর হাজার সবুজ রঙের ঝাণ্ডাসহ তাঁহার ফযীলত বর্ণনা করিতে নিরীক্ষণ করেন।

৪. হযরত শেখ আবদুল কুদ্দুস গংগুহী (র)-এর খলীফা শেখ আবদুল আজীজ তাঁহার জন্মের সময় সিরহিন্দ শরীফে মওজুদ ছিলেন। তিনি নিরীক্ষণ করেন যে, অসংখ্য ফেরেশতা ভিড় করিয়া তাঁহার ফযীলত বর্ণনা করিতেছেন।

৫. শেখ আবুল হাসান চিশতী (র) তাঁহার জন্মের সময় সিরহিন্দ শরীফে মওজুদ ছিলেন। তিনি নিরীক্ষণ করেন যে, সমস্ত নবী (আ) ও আউলিয়া (র) একত্রিত হইয়াছেন। একজন বুযুর্গ মিম্বরের উপর আরোহণ করিয়া বর্ণনা করিলেন যে, এই পর্যন্ত যে সমস্ত কামালাত পূর্ববর্তী আউলিয়াকে পৃথকভাবে দেওয়া হইয়াছিল তাহা সমষ্টিগতভাবে তাঁহাকে দান করা হইয়াছে।

৬. তাঁহার জন্মের পর হইতে এক সপ্তাহ কাল পর্যন্ত বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি অকেজো হইয়া যায় এবং বহু গায়ক, কাওয়াল ও গানবাদ্যে মত্ত লোক হায়রাত হইয়া তওবা করে।

www.pathagar.com

৭. তাঁহার জন্মের পর এক সপ্তাহকাল পর্যন্ত ছেমাকারী সূফীগণের কাইফিয়ত বা হাল বন্ধ থাকে এবং তাঁহাদের কাশ্‌ফী নজরে তাঁহার ফযীলত ও উঁচু মাকামের ভেদ প্রকাশ পায়। এই কারণে তাঁহার প্রকাশের পর অধিকাংশ আউলিয়া তাঁহার দিকে রুজু করেন ও তাহার নিকট হইতে তা'লীম হাসিল করেন।

৮. হযরত গাওছে আজম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একদিন কোন জঙ্গলে মোরাকাবায় মশগুল ছিলেন। হঠাৎ একটি নূর আসমান হইতে প্রকাশ হইল এবং উহাতে সমস্ত বিশ্ব আলোকিত হইল। তাঁহাকে অবহিত করান হইল যে, এখন হইতে পাঁচশত বৎসর পরে যখন পৃথিবীতে শিরক ও বিদ'আত ছড়াইয়া পড়িবে, তখন একজন অতুলনীয় বুযুর্গ অলী--উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে পয়দা হইবেন। তিনি দুনিয়া হইতে শিরক ও বিদ'আতের নাম নিশ্চিহ্ন করিবেন এবং দীনে মুহাম্মদীকে সতেজ করিবেন। তাঁহার সোহবত কিমিয়াসদৃশ হইবে এবং তাঁহার পুত্র ও খলীফাগণও দীনী খেদমত উত্তমরূপে সম্পাদন করিবেন। ইহার পর হযরত গাওছে আজম (র) স্বীয় খাস খেরকাকে কামালাতে ভরপুর করিয়া নিজ পুত্র সৈয়দ তাজুদ্দীন আবদুর রাজ্জাক (র)-কে সোপর্দ করিয়া আদেশ করেন, "যখন ঐ বুযুর্গের প্রকাশ হইবে তখন যেন ইহা তাঁহাকে সোপর্দ করা হয়।" সেই সময় হইতে ঐ খেরকা পর্যায়ক্রমে হস্তান্তরিত হইয়া হযরত পীরানে পীর (র)-এর দৌহিত্র হযরত সৈয়দ শাহ সেকান্দর (র) কর্তৃক হযরত মুজাদ্দিদ (র)-কে প্রদত্ত হয়। যথাস্থানে এই ঘটনার অবতারণা করা হইবে।

জন্ম ও পরবর্তী ঘটনা : হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী (র)—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ন্যায় মখতুন অর্থাৎ খাতনা হওয়া অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হন। তিনি শৈশব কালেও কুত্রাপী উলঙ্গ থাকিতেন না। কোন কারণবশত কখনও এইরূপ অবস্থায় পড়িলে তিনি তৎক্ষণাৎ নিজ শরীর কাপড় দ্বারা আচ্ছাদিত করিতেন। অন্যান্য ছেলের ন্যায় তিনি ময়লা ও অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় থাকিতেন না বরং সর্বদা হাসিমুখে থাকিতেন। দুগ্ধ পান করাইবার মধ্যে যদি কিছু গাফলতি হইত তথাপি তিনি কোনরূপ কান্নাকাটি করিতেন না। তাঁহার প্রতিটি চালচলনের মধ্যে এক বিশিষ্ট নিদর্শন পরিলক্ষিত হইত। একদা দুগ্ধ পানকালে তিনি এরূপ অসুস্থ হইলেন যাহাতে তাঁহার বাঁচিবার আশা রহিল না। ঘটনাক্রমে ঐ সময়ে হযরত শাহ কামাল কায়থলী (র) উক্ত স্থান দিয়া গমন করিতেছিলেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে দম করাইবার উদ্দেশ্যে শাহ সাহেবের নিকট লইয়া যান। শাহ সাহেব তাঁহার দিকে লক্ষ করা মাত্র জোশে আসিয়া বলেন, "আল্লাহ তা'আলা এই শিশুর ওমর দারাজ করুন। শিশুটি কালে একজন বা-আমল আলিম ও আরেফে কামিল হইবেন এবং আমার ও আপনার ন্যায় হাজার হাজার বুযুর্গ তাঁহার রূহানী তরবিয়তের দ্বারা উপকৃত হইবেন। কিয়ামত পর্যন্ত তাঁহার নূর আলোকিত

www.pathagar.com

থাকিবে। অধিকাংশ আউলিয়া তাঁহার শুভাগমনের সুসংবাদ দান করিয়া গিয়াছেন। সুসংবাদপ্রাপ্ত বুযুর্গগণ তাঁহার অভ্যুত্থানের জন্য মুনতাজের ও দর্শনপথ পানে চাহিয়া রহিয়াছেন।" হযরত শাহ সাহেব (র) তাঁহাকে নিজ ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার জিহ্বা শিশু মুজাদ্দিদ (র)-এর মুখে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন। শিশু মুজাদ্দিদ (র) দীর্ঘ সময় পর্যন্ত উক্ত জিহ্বা লেহন করিতে থাকেন। তখন শাহ সাহেব (র) তাঁহার পিতাকে সান্ত্বনা দিয়া বলেন, "চিন্তা করিও না। ইনশাআল্লাহ্ শিশু আরাম লাভ করিবেন। শিশু আমাদের কাদেরিয়াহ তরীকার সমস্ত নেয়ামত লাভ করিবেন। আল্লাহ্ তা'আলা এই শিশুর দ্বারা অনেক কাজ করাইবেন।" হযরত শাহ সাহেব (র) তাঁহাকে নিজ পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। আল্লাহ্‌র রহমতে তিনি তৎক্ষণাৎ আরোগ্য লাভ করেন।

দুগ্ধপানকালীন সংঘটিত এই ঘটনাটি পরবর্তী কালেও হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর ভালরূপ স্মরণ ছিল।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইল্‌মে শরীয়ত ও তরীকত শিক্ষালাভ

হযরত মুজাদ্দিদ (র) জন্মগ্রহণের পর দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে একটির পর একটি ফিতরতের ক্রমবিকাশ হইতে লাগিল। আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি বিধানে ইহার ব্যতিক্রম নাই। শিশু মুজাদ্দিদ (র) ক্রমে তা'লীম গ্রহণ করিবার যোগ্যতায় পদার্পণ করিলে তাঁহার বুযুর্গ পিতা তাঁহাকে এই দিকে মনোনিবেশ করাইলেন।

হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী (র) প্রথমে কালামুল্লাহ শরীফ হেফ্‌জ করিতে আরম্ভ করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি সমগ্র কুরআন মজীদ মুখস্থ করিয়া 'হাফেজ' হন। তৎপর তিনি স্বীয় বুযুর্গ পিতার নিকট হইতে জাহেরী ইল্‌ম হাসিল করা শুরু করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সবকের সমস্ত পরিচ্ছেদ ও শক্ত শক্ত বিষয়গুলি তিনি আয়ত্ত করিতে সমর্থ হন। তিনি তাহকীক করিবার শক্তিসহ প্রত্যেক বিষয়ের মূল বা উৎস উপলব্ধি করিবার শক্তি অর্জন করেন এবং শক্ত শক্ত বিষয়গুলি সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে ও সহজেই সমস্যার সমাধান করিতেও সক্ষম হন। মোট কথা তিনি অতি অল্প দিনের মধ্যেই পাঠ্য-পুস্তকসহ সমুদয় জরুরী ইল্‌ম আয়ত্ত করেন। তিনি পাঠ্যাবস্থায় হৃদয়গ্রাহী ভাষায় কয়েকখানি কিতাবের টীকা লিপিবদ্ধ করেন।

তাঁহার অন্যান্য শিক্ষক ও তরীকায়ে কাব্‌রবিয়ার এজাযত

তৎপর তিনি শিয়ালকোট গমন করিয়া অন্যতম বিশিষ্ট উলামা মাওলানা কামালুদ্দীন কাশ্মীরীর নিকট হইতে আজুদী প্রভৃতি কঠিন কিতাবাদি ও আসানির সহিত ইল্‌মে মানতেকের কঠিন কিতাবাদি অতিশয় তাহকীক সহকারে আয়ত্ত করেন। তিনি শেখ হুসাইন খারজামীর খলীফা—কাশমীরের শেখ ইয়াকুব মুহাদ্দিসকে হাদীসের কিতাবাদি শুনাইয়া হাদীসের সনদ ও কাবরবিয়া—সুহরাওয়ার্দীয়া তরীকার এজাযত হাসিল করেন। শাইখুল মুহাদ্দিসীন শেখ আবদুর রহমান ইবনে ফাহাদের ছাত্র কাযী বাহলুল

www.pathagar.com

বদখ্‌শানীর নিকট হইতে তিনি তাফসীরে ওয়াহেদী, তৎপ্রণীত অন্যান্য কিতাব, তাফসীরে বায়জাবী, বায়জাবীর অন্যান্য কিতাব, সহীহ বোখারী, মেশকাত, তিরমিযী শরীফ, শামায়েলে তিরমিযী, জামে সগীর, কাসীদায়ে বুরদা ইত্যাদির এজাযত হাসিল করেন। এই ব্যক্তি পরবর্তীকালে তাঁহার মুরিদ ও খলীফা হন। তিনি মাত্র সতের বৎসর বয়সে ইল্‌ম হাসিল সমাপ্ত করেন। বশারত হইল যে, তিনি মুহাদ্দিসীনের তবকায় দাখিল হইয়াছেন। ইহার পর তিনি হিদায়েতের মসনদে সমাসীন হন। বিভিন্ন দেশ হইতে তাঁহার নিকট দলে দলে ছাত্র আসিতে আরম্ভ করে এবং দিবারাত্র শিক্ষা দেওয়ার কাজ চলিতে থাকে। তাঁহার হাদীস ও তাফসীরের হালকা সরগরম থাকিত। বহু লোক তাঁহার নিকট শিক্ষা শেষ করিয়া সনদ হাসিল করেন। সর্বশেষে তিনি জাহেরী ইল্‌মে এরূপ কামালাত অর্জন করেন যাহাতে তিনি ইজতিহাদের দর্জায় উন্নীত হন।

এই সময়ে দুই-একবার তিনি তৎকালীন রাজধানী আকবরাবাদ গমন করেন এবং তথায় আবুল ফজল ও ফৈজীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁহাদের সহিত বহু কিছু আলোচনা করিয়া সত্যপথ প্রদর্শনের জন্য চেষ্টা করেন। কেননা এই দুই ব্যক্তি বাদশাহ আকবরের ফেতনার নায়কগণের অন্যতম। তৎপর তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

সনদে মোসাফাহা ঃ ইহার পর তিনি মোসাফাহার সনদ লাভে সৌভাগ্যবান হন। তিনি এই মোসাফাহার সিলসিলায় ধারাবাহিক নামিয়া আসা হাজী আবদুর রহমান বদখ্‌শানী হইতে মোসাফাহা করেন, যিনি হাফেজ সুলতান আদহমী হইতে, যিনি শেখ মাহমুদ হইতে, যিনি শেখ সাইদ মামুন হাবশী হইতে এবং যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম হইতে মোসাফাহা করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে একজন ছিলেন জিন।[১]

---

১. এইরূপ নজির রহিয়াছে যে, জিনগণের মারফতেও দীন ইসলামের বহু খেদমত সাধিত হইয়াছে এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীসও বর্ণিত হইয়াছে। জিনগণ দীর্ঘকাল জীবিত থাকেন, কাজেই তাঁহাদের মাধ্যমে বর্ণিত হাদীসের মধ্যস্থতা কম দৃষ্ট হয়। নিম্নবর্ণিত ঘটনাই ইহার সাক্ষ্য দেবে।

ইয়াদগারে ছল্‌ফ—মুসনাদে খল্‌ফ—শেষ যামানার বিশিষ্ট আলিম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ মুনাওওয়ার-উল-আলী (র) মুহাদ্দিস রামপুরী এই ধরনের একটি নিজ রেওয়ায়েত বর্ণনা করিতেছেন, "হিজরী ১৩২৩ সালের ১লা জিলহজ্জ তারিখে মক্কা মোয়াজ্জমায় নিম্নলিখিত হাদীসটি মক্কা শরীফের মালেকী মযহাবের মুফতী আল্লামা শেখ মুহাম্মদ আবেদ বিন মাওলানা শেখ হোসাইন হইতে এই হাকীরের নিকট পৌঁছিয়াছে। ইহা উক্ত শেখের লিখিত ও মোহরকৃত অবস্থায় আমার নিকট মওজুদ রহিয়াছে। উক্ত শেখ হাদীসটির সনদ এইরূপে বর্ণনা করিতেছেন ঃ

"আমি আল্লামা মুহাদ্দিস শামশ মুহাম্মাদ আবু খোজায়ের মদনীর নিকট হইতে এই হাদীসটি শ্রবণ করিয়াছি। আমি উক্ত মুহাদ্দিসের সহিত বিগত ১৩০৪ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পয়দায়েশের উৎসবের দিনে রওজায়ে পাকে ছিলাম। উক্ত মুহাদ্দিস সৈয়দ আবদুল ফাত্তাহ কাফরাবী হইতে, যিনি শেখুল ইসলাম আবদুল্লাহ শারকাভী হইতে, যিনি মুহাম্মাদুল হাফ্‌নী হইতে এবং যিনি আবু মুহাম্মাদ কাজী শমহুর আবদুর রহমান আল জিন্নী আছ ছাহাবী হইতে যিনি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করিতেছেন,

www.pathagar.com

তাঁহার ইল্‌মে তরীকত, অন্যান্য তরীকায় খেলাফত লাভ ও বিবাহ

তিনি প্রথমত স্বীয় বুযুর্গ পিতা মখদুম আবদুল আহাদ (র)-এর নিকট মুরিদ হন এবং তাঁহার সোহবতের কিমিয়াকে আঁকড়িয়া ধরেন। তিনি ইবাদত ও রিয়াজতে মশগুল হইয়া ক্রমে তাঁহার নিকট হইতে পনরটি সিলসিলায় খেলাফত প্রাপ্ত হন।

শরা-শরীয়ত ও মারিফাত বিশারদ নিজ পিতা হযরত মখদুম আবদুল আহাদ (র) হইতে তিনি বিশিষ্ট ইল্‌মে তা'লীম প্রাপ্ত হন এবং খাস করিয়া তাসাউফের কিতাবাদি, 'আওয়ারেফুল মায়া'রিফ', 'ফছুছুল হেকাম' শিক্ষা করেন। তিনি নিসবতে ফরদিয়ত ও ইবাদাতে নাফেলা আদায় করার তওফীকও হাসিল করেন। তিনি স্বীয় 'মাব্‌দা ও মায়াদ' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, "শাহ কামাল কায়থলী (র) হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত নিসবতে ফরদিয়ত ও নফল ইবাদত করিবার তওফীকও এই দরবেশ স্বীয় বুযুর্গ পিতা হইতে হাসিল করেন।"

হিজরী দশম শতাব্দীর শেষভাগে শাহানশাহে আকবর প্রকাশ্যভাবে সুন্নতে নববীর বিরোধিতা করেন। কেহ কেহ বলিতেন যে, তিনি দীনে মুহাম্মদী পরিত্যাগ করিয়াছেন কিন্তু সরাসরি এইরূপ বলা সঙ্গত নয়। বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, কতিপয় দুনিয়াপরস্ত আলিম বাদশাহ আকবরের প্রিয়পাত্র হইবার মানসে ধর্ম সম্পর্কে বাদশাহের ধর্মবিরোধী মতবাদ সমর্থন করেন। এহেন গর্হিত কার্যে তৎকালীন দুনিয়াপরস্ত আলিম

"اَلرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمٰنُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ"

অর্থ ঃ দয়াশীলগণের প্রতি পরম করুণাময় ও গৌরবময় আল্লাহ তা'আলার রহমত বর্ষণ করেন-- পৃথিবীবাসীর উপর করুণা প্রদর্শন কর, আল্লাহ তোমাদের উপর করুণা করিবেন।"

এই বর্ণনায় উক্ত বর্ণনাকারী ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মধ্যে ছয়টি মধ্যস্থতা বিদ্যমান এবং এই বান্দাকে লইয়া সাত মধ্যস্থতা হয়।

এই হাদীসটির আর একটি সনদও মক্কা মোয়াজ্জমায় হিজরী ১৩২৩ সালের ২রা জিলহজ্জ তারিখে ফাছ রাজ্যের অন্তর্গত কাত্তানের অধিবাসী হযরত শেখ সৈয়দ মুহাম্মদ আবদুল হাই হইতে এই হাকীরকে পৌছিয়াছে। ইহার মধ্যস্থতা পূর্ব বর্ণিত হাদীস হইতেও নিকটতম অর্থাৎ উক্ত শেখ এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মধ্যে মাত্র চারিটি মধ্যস্থতা বিদ্যমান এবং এই বান্দা হাকীরকে লইয়া পাঁচটি হয়। সনদটি এই ঃ উক্ত শেখ--সৈয়দ মুয়াম্মর মুহাম্মাদ বিন আহমদ আল উরাইফি হুসাইনী হইতে, যিনি শেখ মুহাম্মাদ আল আমীরুল কবীর মিছরী হইতে ; যিনি শেখ মুহাম্মাদ হাফনী হইতে এবং যিনি কাজী শমহুরুশ আল জিন্নী আছ ছাহাবী হইতে ; যিনি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করিতেছেন,

قَالَ "اَلرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمٰنُ اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ"

অর্থ ঃ দয়াশীলগণের প্রতি পরম করুণাময় আলাহ তা'আলা রহমত বর্ষণ করেন--পৃথিবীবাসীর উপর করুণা প্রদর্শন কর, আল্লাহ তোমাদের উপর করুণা করিবেন।"
(মাওলানা আবু মনছুর মুহাম্মাদ মুনাওওয়ার-উল-আলী (র) নকশবন্দী মুহাদ্দিস রামপুরী কৃত "উসুলে হাদীস, উসুলে তাফসীর ও উসুলে ফিকাহ।")

www.pathagar.com

সম্প্রদায়ভুক্ত আবুল ফজল, ফৈজী এবং তাঁহাদের পিতা প্রমুখ আলিম স্বীয় স্বার্থের ছদ্মবেশে অন্ধভাবে তাহা সমর্থন করেন।

হযরত মুজাদ্দিদ (র) ইল্‌ম হাসিল করার পর যৌবনের প্রারম্ভে সম্রাট আকবরের রাজধানী আকবরাবাদ গমন করেন। বাদশাহের সমস্ত লশকর তাঁহার ইল্‌মী যোগ্যতা নিরীক্ষণ করিয়া আশ্চর্যান্বিত হয়। তৎকালীন আলিমগণ তাঁহার নিকট হইতে তাফসীর ও হাদীসের কিতাবগুলির সনদ গ্রহণ করিতে থাকেন। ইহার দ্বারা তাঁহার ইল্‌ম ও ইজতিহাদের দর্জার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে। একদা হযরত সলীম চিশতী (র)-এর একজন খলীফা তাঁহাকে দেখিয়া বলেন, "আমি ইহাকে পূর্বেই স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম। তিনি আমার নিকট একজন বুযুর্গ হাস্তি বলিয়া প্রতীয়মান হইলেন কিন্তু এখনও তাঁহার প্রকাশে বিলম্ব রহিয়াছে।"

পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সতের বৎসর বয়সে তিনি জাহেরী ইল্‌ম শিক্ষা শেষ করিয়া তাঁহার পিতা হযরত আবদুল আহাদ (র) হইতে চিশতীয়া তরীকায় নিসবত হাসিল করিয়াছিলেন। ইল্‌ম হাসিল করার পর তিনি আগ্রা গমন করিয়া শিক্ষা দান কার্যে কয়েক বৎসর তথায় অবস্থান করেন। ঐ স্থানে তাঁহার শিক্ষাগারে অতি শীঘ্র তিনি এত সুখ্যাতি অর্জন করেন যাহাতে আবুল ফজল ও ফৈজীর ন্যায় তৎকালীন দর্শন ও তর্কশাস্ত্রের বিখ্যাত ও বিচক্ষণ আলিমও তাঁহার সাক্ষাৎ লাভের জন্য আগ্রহান্বিত হন।

আগ্রায় এই অবস্থানের মধ্যে তিনি 'রদ্দেশীয়া' নামক একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। কেননা ঐ সময় হিন্দুস্থানে শীয়া প্রভাব খুব বিস্তার লাভ করিতেছিল। এই সময় তিনি 'রেছালায়ে তাহলীলিয়া' প্রভৃতিও রচনা করেন। ইত্যবসরে আকবরী ফিতনার অন্যতম নায়ক আবুল ফজল ও ফৈজীর সহিতও তাঁহার পরিচয় হয়।

আবুল ফজল মানতেক ও ফালছাফায় মুগ্ধ ছিলেন। একদা তিনি উলামায়ে মিল্লাতের বেইজ্জতি করিয়া দার্শনিকদের প্রশংসা করেন। হযরত মুজাদ্দিদ (র) ইহা বরদাশত করিতে না পারিয়া বলেন, "ইমাম গাযালী (র) তাঁহার 'মুনকেজ আনিদ দালাল' পুস্তিকায় লিখিয়াছেন—"দার্শনিক ও চিকিৎসকদের সমস্ত ইল্‌ম নবী (আ)-গণের শিক্ষা হইতে চুরি করা হইয়াছে।" এতদশ্রবণে আবুল ফজল বিজ্ঞজনোচিত উত্তর প্রদান না করিয়া বরং রাগান্বিত হন এবং ইমাম গাযালী (র)-কে নানারূপ অসঙ্গত বাক্যবাণে কটাক্ষ করেন। ইহাতে হযরত মুজাদ্দিদ (র) রাগভরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলেন, "যদি ইল্‌ম শিক্ষা করিবার আগ্রহ রাখেন তাহা হইলে আলিমগণকে অপদস্ত করা হইতে নিজের রসনা সংযত করুন।" তিনি এই কথা বলিয়া চলিয়া আসিলে পরে আবুল ফজল তাঁহার নিকট মার্জনা চাহিয়া লন এবং পুনরায় দেখা-সাক্ষাতের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ঐ সময় ফৈজী তাঁহার নুক্তাবিহীন কুরআন শরীফের তাফসীর 'ছাওয়াতেউল

www.pathagar.com

ইল্‌হাম' লিখিতেছিলেন। আল্লামা বদরুদ্দীন সিরহিন্দীর মতে হযরত মুজাদ্দিদ (র) এই তাফসীর রচনা কার্যে তাঁহার সাহায্য করিয়াছিলেন।

চাঁদ দেখার ব্যাপারে মতভেদ হওয়ার বিষয়টি ঐ সময়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। শরীয়তের বিধান অনুযায়ী চন্দ্রের উদয় প্রমাণিত হওয়ার পূর্বেই বাদশাহ আকবর ঈদের ঘোষণা করিয়া জনগণের রোযা ভঙ্গ করাইয়াছিলেন। হযরত মুজাদ্দিদ (র)-ও এই দিন আবুল ফজলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিয়াছিলেন। আবুল ফজল জানিতে পারেন যে, হযরত মুজাদ্দিদ (র) রোযাদার। তিনি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে হযরত মুজাদ্দিদ (র) উত্তরে বলেন, "চন্দ্রের বিষয়ে এ যাবত শরীয়ত অনুযায়ী কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।" আবুল ফজল ইহা শ্রবণ করিয়া পুনঃ বলেন, "বাদশাহ স্বয়ং চাঁদ দেখিয়াছেন।" হযরত মুজাদ্দিদ (র) বলেন, "বাদশাহ বে-দীন, তাঁহার কথা নির্ভরযোগ্য নহে।" এই কথা শুনিয়া আবুল ফজল অবাক হইয়া রহিলেন। কিন্তু তবুও তিনি পানির পেয়ালা উঠাইয়া তাঁহার মুখে লাগাইলেন। হযরত মুজাদ্দিদ (র) হাত ফিরাইয়া দিয়া সেই মুহূর্তে এই বলিয়া নিজ বাসস্থানে ফিরিয়া আসেন, "আদব ও তা'জীমের প্রতি লক্ষ্য রাখা হইতেছে আলিমগণের সহিত মেলামেশার শর্ত।" আবুল ফজল দুঃখিত হইয়া মাফ চাহিলে পুনরায় দেখা-সাক্ষাৎ জারি হয়।

একদিন আবুল ফজল রিসালাত সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিলে হযরত মুজাদ্দিদ (র) বেসামাল হইয়া পড়েন। ইহার পর আবুল ফজল ওজর পেশ ও মাফ চাওয়া সত্ত্বেও হযরত মুজাদ্দিদ (র) তাঁহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন নাই। আবুল ফজলের রিসালাত সম্পর্কে বিতর্কের খণ্ডন কল্পে তিনি 'এছবাতুন নবুয়ত' নামক পুস্তিকা রচনা করেন। এই ঘটনার অল্পদিন পরেই আবুল ফজল এক হিন্দু কর্তৃক নিহত হন। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এই নিহত হওয়ার ব্যাপারটি শাহজাদা সলীমের চক্রান্ত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। হিজরী ১০১১ সাল মোতাবেক ঈসায়ী ১৬০১ সালে আবুল ফজলের মৃত্যু হয়।

হযরত মুজাদ্দিদ (র) দীর্ঘকাল পর্যন্ত আকবরাবাদে অবস্থান করেন। অতঃপর তাঁহার পিতা—মখদুম আবদুল আহাদ (র) তাঁহাকে সিরহিন্দ শরীফ লইয়া যান। পথিমধ্যে বাদশাহ আকবরের এক বিশেষ দরবারী শেখ সুলতানের কন্যার সহিত হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর বিবাহ সুসম্পন্ন হয়। কথিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হইতে স্বপ্নযোগে শেখ সুলতানকে এই বিবাহ সম্পর্কে ইশারা করা হইয়াছিল।

শেখ সুলতান—বাদশাহ আকবরের দরবারের বিশিষ্ট এক আমীর ছিলেন। তিনি খাব ও কাশ্‌ফযোগে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর পদমর্যাদার বিষয়ে ওয়াকিফহাল হইয়া স্বীয় কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন।

www.pathagar.com

বাদশাহ আকবরের বিশিষ্ট উমারা খান আজম এবং সৈয়দ ছদরে জাহানও অনুরূপ স্বপ্ন দেখেন এবং এইজন্য হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর প্রতি মুগ্ধ হন।

হযরত খাজা হাশেম কাশানী উক্ত যামানায় একজন বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি স্বীয় 'জুব্দাতুল মাকামাত' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "এক সৈয়দা রমণী স্বপ্নে দেখেন যে, মখদুম আবদুল আহাদ (র)-এর এক পুত্র উম্মতের আউলিয়ার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপে পরিগণিত হইবেন। এইজন্য উক্ত সৈয়দা রমণী নিজ ভগিনীর সহিত মখদুম আবদুল আহাদ (র)-এর বিবাহ সম্পন্ন করান। মখদুম আবদুল আহাদ (র)-এর স্ত্রীর গর্ভেই হযরত মুজাদ্দিদ (র) জন্মগ্রহণ করেন।" এই ঘটনার দ্বারা হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর বুযুর্গী ছাবেত হইতে পারে কিন্তু মুজাদ্দিদীয়ত ছাবেত হয় না। মুজাদ্দিদীয়তের উৎকৃষ্ট আকলী দলীলের ভিত্তি ঘটনাবলির উপর স্থাপিত অর্থাৎ হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর সময় দীনে মুহাম্মদীর এছলাহ ও তাজদীদের এক নূতন সুরত সৃষ্টি হয়। ইহার বিচার-বিশ্লেষণই মুজাদ্দিদীয়তের ভিত্তির অবতারণা।

এই বিবাহ দ্বারা হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর আর্থিক অবস্থা সচ্ছল হয়। তিনি নিজ ব্যবহারের জন্য সিরহিন্দ শরীফে একখানি নূতন হাবেলী নির্মাণ করেন। ইহার পর তিনি তাঁহার পিতার ওফাতের সময় পর্যন্ত সিরহিন্দ শরীফে অবস্থান করেন। এই সময়ে তাঁহার পিতা তাঁহাকে হযরত আবদুল কুদ্দুস গংগুহী (র) হইতে প্রাপ্ত চিশতীয়া তরীকার খেলাফত, হযরত শাহ কামাল কায়থলী (র) হইতে প্রাপ্ত কাদেরীয়া তরীকার খেরকা এবং বংশানুক্রমে চলিয়া আসা সুহরাওয়ার্দীয়া তরীকার খেরকা এনায়েত করিয়া স্বীয় কায়েম মাকাম করেন। ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। তিনি হযরত ইয়াকুব ছরফী (র) হইতে কাব্‌রবিয়া তরীকাও হাসিল করিয়াছিলেন।

তাঁহার নক্‌শবন্দীয়া তরীকা হাসিল

নক্‌শবন্দীয়া তরীকার বৈশিষ্ট্য ঃ হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নক্‌শবন্দ বোখারী (র)-এর এনায়েত হইতেছে সুলুকের উপর জযবাকে প্রাধান্য দান করা। তিনি পনর দিন পর্যন্ত সিজদায় মস্তক রাখিয়া আল্লাহ তা'আলার দরবারে কাঁদাকাটি করিয়া দোয়া করেন, "ইয়া এলাহী! আমাকে এরূপ তরীকা এনায়েত করুন যাহা আপনার দরবারে পৌঁছিতে সমস্ত তরীকা হইতে নিকটতম হয়।" আল্লাহ তা'আলা তাঁহার দোয়া কবুল ফরমাইয়া তাঁহাকে এরূপ একটি তরীকা দান করেন যাহা অবশ্যই অভীষ্ট বস্তুর দিকে পৌঁছিতে সবচেয়ে শক্তিশালী ও নিকটতম। অন্য তরীকায় শেষ পর্যায় যাহা হাসিল হইয়া থাকে, এই তরীকায় প্রথম পর্যায়েই উহা হাসিল হয়। ইহার দশটি মাকাম যথা ঃ

www.pathagar.com

তওবা, এনাবত, যুহদ, কানায়াত, অরা, সবর, শোকর, তাওয়াক্কুল, তাসলীম ও রেজা ইত্যাদি ব্যতিরেকে বেলায়েতের মরতবায় পৌঁছা যায় না। সায়ের ও সুলুক হাসিল হওয়া এই দশটি মাকামের উপর নির্ভর করে। কিন্তু এই তরীকায় জযবাকে সুলুকের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়। ইহার প্রভাব এইরূপ হয় যে, দশটি লতিফার তাজকিয়ার ভিতর দিয়া এই মাকামাতগুলিও মোটামুটিভাবে অতিক্রম করা হয়। কিন্তু অন্যান্য তরীকায় সুলুককে জযবার উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়। এই তরীকায় জযবা-- তালেবকে আকর্ষণ করিয়া করিয়া অগ্রসর করাইতে থাকে এবং সামান্য তাওয়াজ্জুহ্, অল্প পরিশ্রম ও রিয়াজত হওয়া সত্ত্বেও তালেবগণের মধ্যে অত্যাশ্চর্য হাল ও ওয়ারেদাত হাসিল হয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এইরূপ বুলন্দ মাকাম হাসিল হয় যাহা হাজার বৎসর সাধনা করিয়াও ক্বচিৎ হাসিল হয়। অর্থাৎ জযবা হাসিল হইলে অতি অল্প সময়ে এই নিয়ামতগুলি হাসিল হইয়া থাকে, যেমন সাহাবায়ে কেরাম (রা)-গণ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চেহারা মোবারক দেখার সঙ্গে সঙ্গে অচিন্তনীয় আকর্ষণ দ্বারা ফয়েজ হাসিল করিতেন।

এই তরীকায়—মাশায়েখগণ—জমরী'য়ত, হুযূর, জয্বাত ও ওয়াবেদাতকে[১] বেলায়েতের মূল উপাদান বলিয়া নির্ধারিত করিয়াছেন এবং অপর পক্ষে কাশ্ফ, আনোয়ার, নানারূপ আকার ও রঙের বিকাশ ইত্যাদির উপর অধিক আস্থাবান নহেন।

নক্শবন্দীয়া তরীকার তা'রীফ ঃ হযরত মখদুম (র) তাঁহার বুযুর্গগণের নিকট নক্শবন্দীয়া তরীকার ফজিলত জ্ঞাত হইয়াছিলেন। তিনি কয়েকবার বলিয়াছেন, "এই মরুভূমির দুর্গম পথ ও দায়েরার কেন্দ্র যদি কেহ পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহা নক্শবন্দীয়া তরীকার অলীগণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এই দেশে বর্তমানে এই সিলসিলার কোন বুযুর্গ নাই। আমি এই বুযুর্গদের ফয়েজ হইতে মাহরুম রহিলাম।"

তিনি নক্শবন্দীয়া তরীকার বড়ই প্রশংসা করিতেন এবং বলিতেন, "কাশ্ফী নজরে এই তরীকাটি একটি কেন্দ্র ও শাহ রাহের উপর প্রতিষ্ঠিত রূপে দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু বড়ই আফসোস যে, এই তরীকায় এতদুদ্দেশে এইরূপ কোন বুযুর্গ নজরে আসে না যাঁহার সোহবতের দ্বারা এই তরীকার নিয়ামত ও বরকতগুলি হাসিল করা যায়।" হযরত মুজাদ্দিদ (র) স্বীয় পীর—হযরত খাজা বাকীবিল্লাহ নক্শবন্দী (র)-এর নিকট

---

১. জয্বাত—আল্লাহ তা'আলার তরফ হইতে লতিফার মধ্যে যে আকর্ষণ হয় তাহাকে জয্বা বলে।

ওয়ারেদাত—যিকির আজকার করার পর সালেকের কালবের উপর আল্লাহ তা'আলার তরফ হইতে যে অবস্থার প্রকাশ হয় তাহাকে ওয়ারেদাত বলে।

জময়ী'য়ত—কাল্বের উপর খাত্রা বা ওয়াসওয়াসা কম আসা বা একেবারে কোনরূপ খাত্রা না হওয়াকে জময়ীয়ত বলে

হুজুর—তালেবের কাল্ব-- আল্লাহ তা'আলার দিকে মুতাওয়াজ্জুহ্ হওয়ার অবস্থাকে হুজুর বলে।

সুলুক—নিয়ম মাফিক তরীকতের সবকগুলি পরপর শিক্ষা ও অতিক্রম করাকে সুলুক বলে।

www.pathagar.com

তাঁহার বুযুর্গ পিতার এই আফ্‌সোসের কাহিনী বর্ণনা করিলে তিনি বলেন, "একদা আমি সিরহিন্দের দিকে গমন করিয়াছিলাম কিন্তু ঐ সময় মখদুম আবদুল আহাদ (র) ইন্তিকাল ফরমাইয়া ছিলেন।"

নক্‌শবন্দীয়া তরীকার শ্রেষ্ঠত্ব : নক্‌শবন্দীয়া তরীকার মূলনীতি হইল—(১) নিজ পীরকে সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করা, (২) নবী (আ)-গণের পরে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা)-কে শ্রেষ্ঠ মানব বলিয়া আকীদা পোষণ করা। এইরূপ করিলে শরীয়ত ও তরীকত—উভয়েরই পূর্ণতা সাধন হয়। ইহা ছাড়াও সুন্নতের পায়রবী ও বিদ'আত বর্জন করা—পুরাপুরিভাবে এই তরীকার মূলনীতির অন্তর্গত। অর্থাৎ বিশিষ্ট সাহাবী (রা)-গণের ন্যায় বেশ-ভূষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, জীবন-যাপন ও তাঁহাদেরই মত যিকির আজকারে নফসের হিসাব-নিকাশ এবং ঐরূপ সব সময়েই হুযূরী, ঐরূপ পীরের প্রতি আদব ও শিষ্টাচার প্রদর্শন, কম রিয়াজত, বহুল পরিমাণে ফয়েজ জারি হওয়া, কামালাতে বেলায়েত ছাড়াও কামালাতে নবুয়তের তা'লীম এই তরীকায় আছে। ইহাতে চিল্লা করিতে হয় না এবং সজোরে যিকির ও বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে ছেমা ইত্যাদির নিয়মও নাই। কবরের উপর বাতি জ্বালান, গেলাফ ও চাদর ইত্যাদির সাহায্যে কবর ঢাকা, স্ত্রীলোকদের ভিড় করা, সিজদায়ে তাজীমী, পীরের সম্মুখে মাথা ঝোঁকান, চুমা দেওয়া, তৌহীদে অজুদী, আনাল হক, সুবহানা মা আ'যামা শানী ও হামাউস্ত ইত্যাদির দাবি, মুরিদ কর্তৃক পীরের কদমবুসি করা, স্ত্রীলোক মুরিদের জন্য পীরের সম্মুখে বে-পর্দা হওয়া ইত্যাদির এজাযত এই তরীকায় নাই। (জওয়াহেরে মুজাদ্দিদীয়া)

হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর এই তরীকায় নিসবতের আদি ইতিহাস : (পূর্বাভাস): হযরত খাজা বাকীবিল্লাহ (র)-কে হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নক্‌শবন্দ (র)-এর তরফ হইতে সুসংবাদ দেওয়া হইল, "হিন্দুস্থানে একজন মুজাদ্দিদ প্রকাশ লাভ করিবেন। তিনি এই নিসবতের ওয়ারিস। এই নিসবতটি হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) হইতে আমানতস্বরূপ চলিয়া আসিতেছে। আপনি আমার খলীফা খাজা আমকাংগী (র)-এর নিকট গমন করুন এবং তাঁহার নিকট হইতে এই নিসবত হাসিল করত হিন্দুস্থানে গমন করুন ও এই নিসবতটি উক্ত আজীজকে সোপর্দ করুন।" হযরত খাজা বাকীবিল্লাহ (র) নিসবতে সিদ্দিকীর এই আমানতটি হাসিল করার পর হযরত মুজাদ্দিদ (র) অনুসন্ধানে বহির্গত হন।

হযরত খাজা বাকীবিল্লাহ (র) কাবুলের অধিবাসী ছিলেন। তিনি উপরিউক্ত নির্দেশ মোতাবেক হিন্দুস্থানে আগমন করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল নির্দেশিত নিসবতে সিদ্দিকী সোপর্দ করা ও এতদুদ্দেশে নক্‌শবন্দীয়া সিলসিলার প্রচলন করা। এই সম্পর্কে তিনি বলেন, "এই পাক বীজকে আমি সমরকন্দ ও বোখারা হইতে আনয়ন

www.pathagar.com

করিয়া হিন্দুস্থানের পাক জমিনে বপন করিয়াছি। আলহামদুলিল্লাহ! খোদাওন্দ আলমের এনায়েতে এক বিরাট মহীরুহ তৈয়ার হইল যাহার মূল জমিনে ও শাখা-প্রশাখা আসমানব্যাপী প্রসারিত।"

হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর দিল্লী সফর ও হযরত খাজা বাকীবিল্লাহ (র)-এর সহিত নিয়াজমান্দী ঃ হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর মনে পূর্ব হইতেই বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্জ ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রওজা পাকের জিয়ারত করিবার আন্তরিক অনুপ্রেরণা ও খাহেশ ছিল। এই জন্য তিনি সর্বদা অস্বস্তিবোধ করিতেন। তাঁহার বুযুর্গ ওয়ালেদ বড়ই বৃদ্ধ হইয়াছিলেন ; এই জন্য তাঁহার খেদমতগুজারী করাও তাঁহার পক্ষে ছিল অতিশয় জরুরী। হিজরী ১০০৭ সালে তাঁহার পিতা ইন্তিকাল করিলে ঐ বৎসরই তিনি হজ্জ করিবার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়া দিল্লী উপস্থিত হন। ঐস্থানে তাঁহার অন্যতম বন্ধু ও হযরত খাজা বাকীবিল্লাহ (র)-এর প্রিয় মুরিদ মাওলানা হাসান কাশমিরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। মাওলানা সাহেব তাঁহার নিকট হযরত খাজা (র)-এর কামালাতের বিষয় প্রকাশ করিয়া তাঁহার সহিত মোলাকাত করিবার জন্য তাঁহাকে উৎসাহিত করেন। মাওলানা সাহেব আরও বর্ণনা করেন, "খাজা সাহেব এই নক্শবন্দীয়া তরীকার একজন অতুলনীয় রত্ন এবং এইরূপ লোক বর্তমানে দুর্লভ। তাঁহার একটি নেক নজরে তালেবগণ এইরূপ ফয়েজ লাভ করেন যাহা দীর্ঘকাল রিয়াজত ও চিল্লা ইত্যাদির দ্বারাও হাসিল হয় না।" যেহেতু হযরত মুজাদ্দিদ (র) এই তরীকা সম্বন্ধে তাঁহার বুযুর্গ ওয়ালেদের নিকট হইতে বহু কিছু শুনিয়া ও অন্যান্য কিতাব পাঠ করিয়া জ্ঞাত হইয়াছিলেন এবং এই সিলসিলা হইতে ফয়েজ প্রাপ্ত হইবার কাবেলীয়ত ও যোগ্যতা তাঁহার মধ্যে পূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল, তিনি শুনিবামাত্র মাওলানা সাহেবের সহিত হযরত খাজা সাহেব (র)-এর খেদমতে উপস্থিত হন।

কোনরূপ খাহেশ বা আগ্রহ প্রকাশ করা হযরত খাজা (র)-এর অভ্যাসগত ছিল না ; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তিনি নিজ আদতের খিলাফ হযরত মুজাদ্দিদ (র)-কে কিছুদিন তাঁহার খানকায় অবস্থান করিবার জন্য ইরশাদ করেন। হযরত মুজাদ্দিদ (র) এক সপ্তাহকাল অবস্থানের ওয়াদা করিয়া দুই মাসের উপরও কয়েক সপ্তাহ অবস্থান করেন। দুই দিবস অতিবাহিত হইতে না হইতেই তাঁহার নিকট হযরত খাজা (র)-এর আকর্ষণ ও প্রভাব বিস্তারের লক্ষণাদি প্রকাশ পাইল। এই খাজেগান (র)-গণের তরীকাভুক্ত হওয়ার পূর্ণ ঔৎসুক্য তাহার উপর গালেব হইল এবং শেষ পর্যন্ত তিনি হযরত খাজা (র)-এর হস্তে বাইআত করিবার দরখাস্ত পেশ করেন। তিনি আরজ করা মাত্রই ইসতিখারা ব্যতিরেকে হযরত খাজা (র) নিজ আদতের খেলাফ হযরত মুজাদ্দিদ (র)-কে নিভৃতে তলব করিয়া মুরিদ করেন ও কালবের যিকিরের তা'লীম দেন।

www.pathagar.com

হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর কালব তৎক্ষণাৎ জারি হইয়া গেল এবং যিকিরকালীন পূর্ণ লজ্জত ও আরাম হাসিল হইল। তিনি দিন দিন তরক্কী ও উরুজ হাসিল করিতে লাগিলেন। এই প্রসঙ্গের অন্যান্য বিবরণী বাতেনী কামালাত অনুচ্ছেদে বর্ণিত হইবে।

হযরত খাজা (র)-এর এনায়েত ঃ হযরত মুজাদ্দিদ (র) বলিয়াছেন, "একদিন হযরত খাজা (র) যিকির করিতেছেন, তখন আমি তাঁহার খেদমতে হাজির হই। প্রায় সময়ই তাঁহার সোহবতের বদৌলতে আপনা-আপনি আমার উপর বেখুদী জারি হইত। ইহা ফানার আলামত। হযরত খাজা (র) আমার পীর ভাই তাজ ছম্ভলীকে হুকুম দিয়াছিলেন যেন তিনি প্রত্যেক মুরিদ হইতে তাহাদের হালাত ও কাইফিয়ত অবগত হইয়া তাঁহার খেদমতে বয়ান করেন। কিন্তু আমার উপর খাসভাবে হুকুম ছিল যেন আমি স্বয়ং নিজের হালাত তাঁহার খেদমতে পেশ করি। আমার জন্য কোনরূপ উসিলার প্রয়োজন নাই। বরং কোন কোন সময় হুযূর নিজে আমাকে স্মরণ করিতেন ও আমার অবস্থা জানিতে চাহিতেন। কিন্তু আমি আদবের দরুন প্রায়ই নীরব থাকিতাম ও কিছু বলিতাম না। এমন কি একদিন তিনি স্বয়ং আমাকে বলেন, "ভাই, তুমি কেন স্বীয় অবস্থা বর্ণনা করিতে এরূপ নীরবতা অবলম্বন ও ইতস্তত কর ?" আমি ধারণা করিতাম যে, আমি কি এবং আমার অবস্থাই বা কি হইতে পারে যাহা হুযূর সকাশে বর্ণনার যোগ্য ? তিনি ইরশাদ করেন, "যাহা কিছু কাইফিয়ত হয়, ঠিক ঠিক তাহা আমার কাছে বর্ণনা কর।" ইতিমধ্যে ঘটনাক্রমে একটি ঘটনা সংঘটিত হয়। আমি শেখ তাজের দিকে মুতাওয়াজ্জুহ হই ও প্রভাব বিস্তার করি ; তাহাতে তিনি বেহুঁশ হইয়া জমিনে পড়িয়া যান। হুযূর বারংবার জিজ্ঞাসা করায় এই বিষয়টি খেদমত মোবারকে আরজ করি। বিষয়টি শ্রবণমাত্র তাঁহার চেহারা মোবারক বিবর্ণ হইল। উপস্থিত সালেকগণ ইহাতে দীর্ঘ সময় মৌন হইয়া থাকেন।"

হযরত খাজা (র) হইতে তাঁহার খেলাফত লাভ

হযরত খাজা আলাইহির রহমত—হক সুব্হানাহু তা'আলার বারেগাহে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর মত এইরূপ সুযোগ্য মুরিদের তরবীয়ত করা ও তাহার দরজায়ে কামালাতে পৌঁছিবার শুকরিয়া আদায় করেন। তিনি তাঁহার কামালাত ও হালাতের তা'রীফ ও বিবরণী দান করিয়া এক মোবারক সময় খেলাফতের খালয়াতে তাহাকে বিভূষিত করেন এবং তাঁহাকে সিরহিন্দ শরীফে রোখ্ছত করেন। হযরত মুজাদ্দিদ (র) নিজ স্বদেশভূমি সিরহিন্দ শরীফে প্রত্যাবর্তন করিয়া নিজ বুযুর্গ পীরের হেদায়েত ও ইরশাদ অনুযায়ী তালেবগণের তরবীয়ত ও হেদায়েত কার্যে নিজকে নিয়োজিত করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার শিক্ষা-দীক্ষায় শত শত তালেব মারিফাতের বুলন্দ দরজায় পৌঁছেন।

www.pathagar.com

তাঁহার দ্বিতীয়বার দিল্লী সফর ও হযরত খাজা (র)-এর আরও এনায়েত

হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর ফয়েজ ভরপুর ছিনায় পুনঃ মুরশেদের দীদারে জামাল ও কামাল দেখিবার ঔৎসুক্যের ঢেউ জাগিল এবং এক অচিন্তনীয় আকর্ষণ তাহার মুহব্বতের সমুদ্রে যোশ মারিল। তিনি সোহবত হাসিল করিবার জন্য সিরহিন্দ শরীফ হইতে দিল্লী আগমন করেন। হযরত খাজা (র) তাঁহার দিল্লী শুভাগমনের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সমুদয় খাদেম ও সালেক সমভিব্যাহারে এস্তেকবালের জন্য দিল্লীর কাবুলী দরওয়াজা পর্যন্ত গমন করেন এবং অতিশয় সম্মান ও এজাজের সহিত স্বীয় নূরে নজর ও তরীকা রেওয়াজকারী খলীফায়ে আজমকে নিজ খানকায় লইয়া আসেন। এই স্থানে আগমনের পর হইতে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর বিশেষ কামালাত ও উরুজ পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার বুলন্দ এছ্‌তেদাদ হইতে মারিফাতের যে সমস্ত রহস্যের বিকাশ ঘটে, তাহা উস্তাদ হইতে ছাত্রের হাদীস নকল করার ন্যায় স্বয়ং হযরত খাজা (র) তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করিতেন।

হযরত খাজা (র)-এর কোন কোন খলীফা ও মুরিদীনের অন্তঃকরণে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর প্রতি বিরূপভাব পয়দা হয়। হযরত খাজা (র) তৎক্ষণাৎ কুওতে বাতেনী দ্বারা উহা অবগত হইয়া তাঁহাদের উপর বড়ই রাগান্বিত হন এবং ইরশাদ করেন, যদি তোমরা স্বীয় ঈমানের নিরাপত্তা কামনা কর, তাহা হইলে তাঁহার [হযরত মুজাদ্দিদ (র)] প্রতি আদব ও আকীদার বিশেষ লক্ষ্য রাখ, কেননা তিনি রূহানী সূর্য স্বরূপ, তাঁহার নূরের জ্যোতিতে আমাদের ন্যায় হাজার হাজার তরীকা অস্তিত্বহীন। মনে রাখ–এই উম্মতের মধ্যে যে চারিজন শ্রেষ্ঠ আউলিয়া আছেন তিনি তাহাদের অন্যতম।"

কোন কোন সময় হযরত খাজা (র) তাঁহাকে হালকার মুয়াল্লিমরূপে বসাইয়া নিজে সমুদয় মুরিদ ও খলীফাসহ ফয়েজপ্রাপ্ত হইবার মানসে তাঁহার হালকায় শরীক হইতেন এবং ফারেগ হইবার পর বড়ই আদবের সহিত ফিরিয়া যাইতেন যেন তাঁহার দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা না হয়। তিনি তাঁহার সমস্ত খাদেমকেও অনুরূপ হেদায়েত করিতেন যেন তাঁহারা সকল সময় এইভাবে তাহার প্রতি আদব ও শিষ্টাচার প্রদর্শন করেন ও তাহার মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া স্বীয় বাতেনকে তাঁহার দিকে মুতাওয়াজ্জাহ রাখেন।

হযরত মুজাদ্দিদ (র) একদিন হযরত খাজা (র)-এর দরবারে অত্যন্ত আদবের সহিত আরজ করেন, "এই দীনহীন গোলামের প্রতি হুজুরের এহেন আদব ও শিষ্টাচার প্রদর্শন করার দরুন আমার বড় লজ্জা ও অনুশোচনা বোধ হইতেছে।" উত্তরে হযরত খাজা (র) বলেন, "আমি যাহা কিছু করিতেছি তাহা আল্লাহ তা'আলার আদেশ

www.pathagar.com

অনুযায়ী। আমি গায়েব হইতে এইরূপ করার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি ও করার জন্য বাধ্য হইতেছি।"

একবারের ঘটনা ঃ হযরত খাজা (র) খাজা বেগী নামক তাঁহার এক মুরিদকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। একদিন অত্যন্ত মুহব্বত ও স্নেহাধিক্যবশত তাঁহাকে তিনি ইরশাদ করেন, "ইমামে রব্বানী সিরহিন্দ হইতে তশরীফ আনিলে আমাকে স্মরণ করাইয়া দিও। আমি তাহার দ্বারা তোমার উপর তাওয়াজ্জুহ করাইব। দিন দশেকের মধ্যেই তোমার কার্য সমাধা হইবে।" হযরত মুজাদ্দিদ (র) দিল্লী পৌঁছিলেন। হযরত খাজা (র)-এর ইরশাদ অনুযায়ী তিনি ঐ ব্যক্তির উপর তাওয়াজ্জুহ ফরমাইলেন। দুই-এক তাওয়াজ্জুহের বদৌলতে খাজা বেগীর মকসুদ হাসিল হয় এবং তিনি কামালাত হাসিল করেন।

আর একটি ঘটনা ঃ হযরত ইমামে রব্বানী (র) নিজ হুজরায় নিদ্রিত ছিলেন। সেই সময় হযরত খাজা (র) তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আগমন করেন। খাদেম হযরত মুজাদ্দিদ (র)-কে নিদ্রা হইতে জাগাইতে চাহিলে তিনি নিষেধ করিয়া স্বয়ং হুজরার বাহিরের দরওয়াজার নিকট প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান হন। হযরত মুজাদ্দিদ (র) ঘোর নিদ্রায় অচেতন থাকা সত্ত্বেও তৎক্ষণাৎ জাগ্রত হইয়া উঠিয়া বসিলেন এবং চৌকি হইতে নিম্নে অবতরণ করিলেন। তিনি পেরেশান হইয়া আওয়াজ দেন, "বাহিরে কে?" উত্তর আসে, "ফকীর মুহাম্মাদ বাকী।" ইহা শ্রবণমাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ খেদমত মোবারকে হাজির হন।

তাঁহার সিরহিন্দ শরীফে প্রত্যাবর্তন

হযরত খাজা (র) স্বীয় হাসিলকৃত সমুদয় বাতেনী নিয়ামত ও নিসবতে কামালী হযরত ইমামে রব্বানী (র)-কে দান করেন এবং ইরশাদের ঝাণ্ডা তাহার শির মোবারকে উত্তোলন করিয়া সমস্ত খলীফার হেদায়েত ও মুরিদগণের তরবীয়ত তাহার উপর সোপর্দ করেন। ইহার পর তাঁহাকে তাহার স্বদেশ ভূমি সিরহিন্দ শরীফে রোখ্‌ছত করেন।

দীর্ঘদিন যাবত হযরত মুজাদ্দিদ (র) সালেকগণের তা'লীম ও তরবীয়তের মধ্যে মশগুল থাকেন এবং তাঁহারাও তাহার কিমিয়া সদৃশ সোহবত হইতে বরাকাত ও ফয়ুজাত হাসিল করিতে থাকেন। এই সময় বড় বড় ঘটনা ও উচ্চ মাকামাদির কাইফিয়ত এবং মুরিদগণের তরক্কীর অবস্থাদি তিনি স্বীয় পীর বুযুর্গকে অবহিত করিয়া হাল ও মাকামাদি সংশোধন করিয়া লইতেন। পীর বুযুর্গও হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর হালাতের কবুলীয়তের সুসংবাদ প্রদান করত তাঁহার নিকট হইতে তরবিয়তপ্রাপ্ত

www.pathagar.com

সালেকগণের কাইফিয়ত, যিকির, শোগল ইত্যাদি অবগত করাইতেন। সালেকীনের কোন কোন অবস্থার বিশ্লেষণ তিনি তাঁহার নিকট হইতে জিজ্ঞাসা করিতেন। তিনি তাঁহাদের কাবেলীয়ত ও তরক্কীয়তের বিষয় সিরহিন্দ শরীফ হইতে হৃদয়ঙ্গম করিয়া সহীহ সহীহ জওয়াব দান করিতেন। তিনি তাঁহার নির্ভুল কাশ্‌ফের প্রশংসা করিতেন।

হযরত খাজা (র)-এর প্রতি তাঁহার আদব ও শিষ্টাচার

হযরত মুজাদ্দিদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এত উচ্চ মাকাম লাভ করা সত্ত্বেও স্বীয় পীর বুযুর্গের প্রতি এরূপ তা'জীম ভক্তি ও আদব শিষ্টাচার প্রদর্শন করিতেন যাহার দৃষ্টান্ত বিরল। 'জুব্‌দাতুল মাকামাত' গ্রন্থের গ্রন্থকার লিখিতেছেন, "হুছামুদ্দীন (র) নামক হযরত খাজা (র)-এর একজন খলীফা হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর অনেকানেক তা'রীফ ও প্রশংসা করার পর বয়ান করিতেন যে, তিনি এত উচ্চ মরতবাসম্পন্ন ও ফজিলতের কর্ণধার হইয়াও স্বীয় পীর দস্তগীরের আদবের প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রাখিতেন। হুযূরের মুরিদগণের মধ্যে তাঁহার ন্যায় এত বাআদব কোন খলীফা বা মুরিদ ছিলেন না। এই কারণেই তিনি তাঁহার নিকট হইতে সবচেয়ে অধিক বরাকাত ও ফয়েজ হাসিল করেন।" একদিনের ঘটনা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিতেছেন, "আমি এক দিবস হযরত খাজা (র)-এর নির্দেশ মোতাবেক তাঁহাকে ডাকিতে গমন করি। যেইমাত্র আমি বলি যে, হুযূর আপনাকে স্মরণ করিতেছেন, তখনই তাঁহার চেহারা মোবারকের রং বিবর্ণ হইয়া যায় এবং ভয় ও ত্রাসে তিনি এত পেরেশান হন যে, তাঁহার সমস্ত শরীর কাঁপিতে থাকে। ঐ সময় সূফিয়ায়ে কিরামগণের ঐ বাণী আমার মনে উদয় হয়—"মোকাররবগণের অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য হাসিলকারিগণের পেরেশানী অধিকতর হয়।"

হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ (র) সম্পর্কে তাঁহার আকীদা

হযরত মুজাদ্দিদ (র) নিজ পীর সম্পর্কে অতিশয় উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। তিনি স্বীয় 'মাব্‌দা ও মায়া'দ' কিতাবে উহার কাইফিয়ত স্বরূপ যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, এই স্থানে তাহা উদ্ধৃত করা হইল,—"আমার হযরত খাজা (র)-এর সহিত প্রত্যেক মুরিদ নিজ নিজ যোগ্যতা (লিয়াকত) অনুযায়ী পৃথক পৃথক আকীদা রাখিতেন এবং ঐ আকীদা অনুযায়ী প্রত্যেকে ফয়েজপ্রাপ্ত হন। পরন্তু আমার আকীদা এই ছিল যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে এইরূপ সোহবত, তরবিয়ত ও ইরশাদ হযরত খাজা (র) ব্যতিরেকে কাহারো নসিব হয় নাই। কাজেই হাজার হাজার শোকর যে, আমি আমার এই আকীদা অনুযায়ী তাঁহার নিকট হইতে ফয়েজ প্রাপ্ত হইয়াছি।"

www.pathagar.com

তাঁহার তৃতীয়বার দিল্লী সফর ও হযরত খাজা (র)-এর ইরশাদাত

হযরত মুজাদ্দিদ (র) সিরহিন্দ শরীফ হইতে তৃতীয়বার দিল্লী আগমন করেন। এই সময় হযরত খাজা (র) কাশ্‌ফের দ্বারা উপলব্ধি করিয়া ইরশাদ ফরমান, "এখন আমার শরীরে দুর্বলতা ও শক্তিহীনতার চিহ্নাদি খুব বেশি দেখা দিয়াছে এবং বাঁচিবার আশা কমই।" তিনি খাজা উবায়দুল্লাহ ও খাজা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ তাঁহার দুই ছেলেকে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর সম্মুখে পেশ করিয়া তাঁহাদের উপর তাওয়াজ্জুহ করিবার জন্য ইরশাদ ফরমান। উক্ত সাহেবযাদা দ্বয় তখন মাতৃদুগ্ধ পান করিতেছিলেন। হযরত মুজাদ্দিদ (র) তাঁহার পীরযাদাদ্বয়ের উপর তাওয়াজ্জুহ ফরমাইলে উহার প্রভাব হযরত খাজা (র)-এর উপরও প্রতিফলিত হয়। ইহার পর তিনি ইরশাদ অনুযায়ী স্বীয় পীর আম্মার প্রতিও গায়েবানা তাওয়াজ্জুহ ফরমান।

ইহার পর হযরত খাজা (র) নিম্নবর্ণিত ইরশাদ করেন ঃ

১. "মিয়া শেখ আহমদের তুফাইলে আমি জানিতে পারিলাম যে, তওহীদে ওয়াজূদী (হামাউস্ত—সবই খোদা) একটি সংকীর্ণ রাস্তা—তরীকতের রাজপথ অবশ্য ভিন্ন বটে।"

২. "মিয়া শেখ আহমদ একটি সূর্য। আমাদের ন্যায় বহু তারকা উহার জ্যোতিতে অস্তিত্বহারা।"

৩. "আমার ও মিয়া শেখ আহমদের উদাহরণ হইল খাজা আবুল হাসান খেরকানী ও তাঁহার মুরিদ আবদুল্লাহ আনছারের ন্যায়। পীর জীবিত থাকিলে তাঁহার মুরিদ হইতেন।"

৪. " মিয়া শেখ আহমদ কামাল মুরাদ (প্রেমাস্পদ) ও মাহবুবগণের অন্তর্ভুক্ত।"

৫. "মিয়া শেখ আহমদের সমকক্ষ আসমানের নিচে বর্তমানে কেহ নাই।"

৬. "সাহাবী (রা)-গণ ও তাবেয়িগণের পর মিয়া শেখ আহমদের সমকক্ষ মুষ্টিমেয় বুযুর্গ চলিয়া গিয়াছেন।"

৭. "মিয়া শেখ আহমদ হইতেছেন কুতুবে ইরশাদ ও কুতুবে মাদারের জামে (একত্রকারী)।"

৮. "আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ, আমার তিন-চারিবারের সোহবত অনর্থক যায় নাই। বরং শাইখ আহমদের ন্যায় দুর্লভ ব্যক্তির তরবিয়ত লাভ হইয়াছে।"[১]

---

১. হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর পীর ভ্রাতা শেখ তাজ বলেন যে, হযরত খাজা (র) তাঁহার লিখিত কোন কোন পত্রে 'আজীজে মুতাওয়াক্কিফ' অর্থাৎ ছুলুকের রাস্তায় সম্মুখে অগ্রসর হইতে বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি—এই কথা লিখিয়া এই অবস্থা হইতে নাজাতের উপায় তাঁহার নিকট হইতে জানিতে চাহেন। এই স্থলে উক্ত 'আজীজ' শব্দের মুরাদ হইতেছেন—স্বয়ং পীর সাহেব কেব্‌লা।

www.pathagar.com

হযরত খাজা বাকীবিল্লাহ্ (র) নক্শবন্দীয়া সিলসিলায় হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর মুরশিদ ছিলেন। তিনি বলিতেন, "আমার পীর মুরশিদ হযরত খাজা আমকাঙ্গী (র) আমাকে হুকুম দেন যে, তুমি হিন্দুস্থানে পৌঁছিয়া এই সিলসিলাটি প্রচলন কর। ইহা একটি দায়িত্বপূর্ণ খেদমত। এই বিষয়ে আমি নিজকে যোগ্য মনে করিতাম না। আমি ওযর পেশ করিলে হযরত পীর সাহেব আমাকে এই ব্যাপারে ইসতিখারা করিবার জন্য আদেশ প্রদান করেন।

আমি ইসতিখারা করিয়া এইরূপ অনুভব করি যে, একটি গাছের ডালে একটি সুন্দর তুতী বসিয়া আছে। আমার মনে এইরূপ ধারণা হয় যে, যদি এই তুতী পাখিটি আমার হাতে আসিয়া বসে তাহা হইলে আমার উপর সোপর্দ করা খেদমতে আমি বড়ই সফলকাম হইব। এইরূপ ধারণার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত পাখিটি গাছের শাখা হইতে উড়িয়া আসিয়া আমার হাতের উপর বসিল। আমি পাখির চঞ্চুতে নিজ মুখের লালা ঢালিতে লাগিলাম আর তুতীটিও আমার মুখে চিনি ঢালিয়া দিল।"

"প্রত্যুষে এই ঘটনাটি আমি আমার পীর মুরশিদের গোচরীভূত করিলে হযরত শেখ (র) বলেন, 'তুতী হিন্দুস্থানের পাখি। এইজন্য অতিশীঘ্র তোমার হিন্দুস্থানে যাওয়া দরকার। আশা করা যায় যে, তোমার তরবীয়তের দ্বারা এক আজীজ দুর্লভ হাস্তী মিলিবে যদ্দ্বারা সারা জাহান আলোকিত হইবে এবং তুমিও তাহা হইতে ফায়দা প্রাপ্ত হইবে।"

হযরত খাজা বাকীবিল্লাহ্ (র) বলেন, "দেশ হইতে রওয়ানা হইয়া হিন্দুস্থানের সিরহিন্দে আসিয়া উপনীত হইলে আমাকে কাশ্ফী নজরে জ্ঞাত করা হয় যে, তুমি এক কুতুবের নিকটবর্তী অবতরণ করিয়াছ। উক্ত কুতুবের দৈহিক আকৃতিও আমাকে অবহিত করান হয়। পরদিন প্রত্যুষে এই কুতুবের অনুসন্ধানে সিরহিন্দের সমুদয় খানকাহের দরবেশগণের সহিত মোলাকাত করি। কিন্তু তাঁহাদের কাহারও মধ্যে কুতুবিয়াতের চিহ্ন আমি দেখি না এবং আমাকে অবহিত করান মাফিক দৈহিক-আকৃতিবিশিষ্ট কোন হযরত আমার দৃষ্টিগোচর হইল না। শেষকালে আমি এইরূপ ধারণা করি যে, সম্ভবত এই শহরের কোন ব্যক্তি আগামীতে এই দর্জায় পৌঁছিবেন এবং এখন হয়তো কেবল যোগ্যতা ও কাবেলিয়ত তাঁহার মধ্যে সুপ্ত রহিয়াছে।"

আপনি [হযরত মুজাদ্দিদ (র)] তশরীফ আনিলে যখন আমি আপনাকে দেখি, তখনই আমাকে পূর্বে অবহিত করা ঐ আকৃতির কথা আমার স্মরণ হয় এবং আপনাকে উক্ত চেহারাবিশিষ্ট রূপে দেখি এবং আরও দেখি যে, কুতুবের কাবেলিয়তের চিহ্নাদিও আপনার মধ্যে বিদ্যমান।

এইরূপও বর্ণিত আছে যে, হযরত খাজা বাকীবিল্লাহ (র) বলিয়াছেন, "সিরহিন্দে অবস্থানকালীন আমি ইহাও দেখি যে, সিরহিন্দে আমি একটি বড় আলোক প্রজ্বলিত

www.pathagar.com

করি যাহার আলো উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে এবং লোকজন ইহা হইতে বহু আলোক উজ্জ্বল করিতেছে। ইহাও আপনার [হযরত মুজাদ্দিদ (র)] সম্পর্কে ইশারা ছিল।"

তিনি আরও ফরমাইয়াছেন, "আমি সিরহিন্দের নিকটবর্তী পৌঁছিলে বনে-জঙ্গলে বহু মশাল প্রজ্বলিত দেখি। এই ঘটনাটিও আমি আপনার সম্পর্কে ইঙ্গিত বলিয়া মনে করি।" ফলকথা খাজেগান শ্রেষ্ঠ হযরত খাজা বাকীবিল্লাহ (র)-এর দুই-তিন মাসের তরবীয়তের বদৌলতে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর যাহা হাসিল হয় তাহা বর্ণনা করার বা ভাষায় প্রকাশের অবকাশ রাখে না।

ইহার পর হযরত খাজা (র) স্বীয় কোন বন্ধুর নিকট লিখিত এক পত্রে বলেন, "শেখ আহমদ সিরহিন্দী (র) এক বড় হাস্তি। তিনি বড়ই ইল্‌ম রাখেন এবং আমলেও বড় কঠোর। তিনি কয়েক দিবস এই ফকীরের সহিত ওঠা-বসা করিয়াছেন। তাঁহার হালাত হইতে অনেকানেক আশ্চর্য জিনিস লক্ষ করা হইয়াছে। মনে হয় তিনি এরূপ একটি আলোক যাহা সারা জাহানকে আলোকিত করিবে। আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ ! তাঁহার কামেল হাল সম্পর্কে আমার একীন হইয়া গিয়াছে। তাঁহার ভ্রাতাগণ ও আত্মীয়-স্বজন সকলেই নেক ও বড় আলিম। তাঁহাদের কয়েকজনের সহিত আমার নেয়াজ হাসিল হইয়াছে। তাঁহারা বড়ই উচ্চ দর্জার তবিয়তবিশিষ্ট এবং তাঁহারা বড়ই আশ্চর্য রকম শক্তি রাখেন। এখনও শিশু হইলেও তাঁহার সন্তানগণের প্রত্যেকে আল্লাহ্ তা'আলার ভেদ। ফলকথা ইহা একটি পাক-পবিত্র বৃক্ষ যাহাকে আল্লাহ তা'আলা বড়ই সুন্দররূপে সৃষ্টি করিয়াছেন।"

হযরত খাজা (র) বলেন, "শেখ আহমদ এইরূপ একটি সূর্য যাহার কিরণ প্রভায় আমাদের ন্যায় হাজার হাজার নক্ষত্র নিখোঁজ হইয়া যায়।"

("হাদীয়া মুজাদ্দেদীয়া", "হালাতে মশায়েখে নকশবন্দ" ও "মাকামাতে ইমাম রব্বানী" প্রভৃতি)

হযরত খাজা বাকীবিল্লাহ (র) ইরশাদ ও তালকীনের সিলসিলা হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর উপর সোপর্দকালীন বলেন, "আসমানের নিচে বর্তমানে উচ্চ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এই সিলসিলার মধ্যে তাঁহার [শেখ আহমদ (র)] সমকক্ষ কেহ নাই। তিনি মোকাম্মেল মুরাদ, মাহবুব ও কুতুব। সাহাবা, তাবেঈন, কামেলীন, মুজতাহীদ ইমামগণের পরে তাঁহার ন্যায় এইরূপ খাস হইতেও খাস খুব অল্পই নজরে আসে। এই তিন-চারি বৎসর আমি মুর্শিদী করি নাই,-কয়েক দিন আমি খেল-তামাশা করিয়াছি। কিন্তু আল্‌হামদুলিল্লাহ! আমার সামান্য চেষ্টা বিফল হয় নাই বরং তাঁহার মত এক বিরাট হাস্তির জহুর হইয়াছে।" (মাকামাতে ইমাম রব্বানী)

কেবল ইহাই নহে, বরং হযরত খাজা বাকীবিল্লাহ (র) তাঁহার সমস্ত মুরিদ,

www.pathagar.com

মুতাকেদীন ও দোস্ত আহ্বাবকে তাওয়াজ্জুহ ও তকমীলের জন্য হযরত মুজাদ্দিদ (র)-কে সোপর্দ করেন। তিনিও স্বয়ং তাওয়াজ্জুহ লইবার জন্য তাঁহার মহফিলে হাজির হইতেন। হযরত খাজা (র) বলিতেন, "শেখ আহ্মদ এরূপ এক আফতাব যাহার ফয়েজ ও নূরের প্রভাবে দুনূ জাহান নূরানী হইতেছে।" (খাযীনাতুল আসফীয়া)

এই এরশাদাত ভিন্ন হযরত খাজা (র) তাঁহার নামে যে সমস্ত পত্র লিখিয়াছেন উহাতে তাঁহার উচ্চ দর্জা ও কামালাত লাভের উল্লেখ রহিয়াছে। উক্ত পত্রে তিনি হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর সৌজন্যে কিরূপ আজিজী, এনকেছারী ও দীনতা-হীনতার বিরল দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন তাহার আন্দাজ করাও সম্ভবপর হইবে। তাবারুকান কয়েকটি পত্র হইতে নমুনাস্বরূপ নিম্নে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হইল।

"........আল্লাহ তা'আলা আপনাকে কামালাতের গৌরব শিখরে আরোহণ করান। বুযুর্গদের পেয়ালায় জমিনেরও অংশ থাকে। যাহা হাকীকতে হাল তাহাই লেখা হইতেছে। পীর আবদুল্লাহ আনছার (কু) ফরমান, 'আমি হযরত আবুল হাসান খেরকানীর মুরিদ। কিন্তু এই সময় তিনি মওজুদ থাকিলে পীর হওয়া সত্ত্বেও তিনি আমার মুরিদ হইতেন।' যখন বেসেফাতীদের এই সেফাত হয় তাহা হইলে যে সেফাতের প্রভাবে গ্রেফতার হইয়াছে, কেন সে জান ফেদায়ীর তালাশী করিবে না এবং খুশবু পাইবার জন্য কেন সে পশ্চাদ্ভাবন করিবে না ?...."

".........আমীর সালেহ নিশাপুরী স্বীয় বাকীমান্দা মকসুদ তলবের এজহার করিয়াছেন এখন যখন সময় ইহা চাহে না–তাঁহার সময়কে নষ্ট করা মুসলমানী হইতে দূর বলিয়া মনে হয়। এইজন্য তাঁহাকে আপনার সোহবতে রওয়ানা করিলাম। ইনশাআল্লাহ! তাঁহার এসতে'দাদ (ধারণ শক্তি) অনুযায়ী ফয়েজপ্রাপ্ত হইবে এবং কামেল তাওয়াজ্জুহ ও মেহেরবানী হাসিল করিবে। ...."

হযরত খাজা (র) হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর নামে লিখিত আর একটি পত্রের প্রথম দিকে লিখিয়াছেন, "অনেকদিন যাবত হুযূরের নিকট নেয়াজমান্দী আরজ করিতে পারি নাই।" শেষের দিকে লিখিয়াছেন–"....এবং আর কি লিখিব, আপনার দরবারের দরবেশগণের কথা উল্লেখ করা বড়ই লজ্জার কথা এবং সূফীদের হালাত বর্ণনা করা অসমীচীন। ফলকথা আমাকে আমার সীমার মধ্যে রাখা উচিত।...."

হযরত মুজাদ্দিদ (র) এই সকল পত্রের জওয়াব বড়ই আজিজী ও এনকেছারার সহিত দিয়াছেন। মকতুবাত শরীফে ইহা সঙ্কলিত হইয়াছে।

তাঁহার সিরহিন্দ শরীফে প্রত্যাবর্তন ও লাহোর সফর

ইহার পর তিনি এজাযত লইয়া স্বীয় মাতৃভূমি সিরহিন্দ শরীফে প্রত্যাবর্তন করেন ও পীর বুযুর্গের ইরশাদ মোতাবেক কিছুদিন এইস্থানে অবস্থান করিয়া লাহোর শহরের

www.pathagar.com

দিকে রওয়ানা হন। তাঁহার আম ফয়েজ ও পূর্ণ কামালাতের শোহরত দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িল। বড় বড় আলিম এমন কি মাওলানা জামালুদ্দীন তিল্‌বী ও মাওলানা আবদুল হাকীম শিয়ালকোটির[১] ন্যায় বিখ্যাত আলিমগণ তাঁহার নিকট বায়আত গ্রহণ করেন। তাঁহারা তাঁহাকে মুজাদ্দিদ লকবে ভূষিত করেন। ইহা ছাড়াও ঐ সময়ের আরও অনেক বিখ্যাত মাশায়েখ তাঁহার নিকট হইতে ফয়েজ হাসিল করেন। হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর নিকট হইতে মাওলানা জামালুদ্দীন তিলবীর বায়আত গ্রহণের একটি কারণ রহিয়াছে। কারণটি এই যে, উক্ত মাওলানা সাহেব 'ওয়াহ্‌দাতুল অজুদ' বিষয়ক মাসয়ালাটি অস্বীকার করিতেন। তিনি হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর খেদমতে এই উদ্দেশ্যে বহস করিবার জন্য আগমন করেন। হযরত মুজাদ্দিদ (র) তাঁহাকে নিজ খাস কামরায় লইয়া এক মুহূর্তে তাওহীদের মাকাম দেখাইয়া দিলেন। ঐ সময়েই মাওলানা সাহেবের চক্ষু হইতে অশ্রুজারি হইতে লাগিল এবং তিনি মুরিদ হইলেন।

হযরত খাজা বাকীবিল্লাহ (র)-এর ওফাত

তিনি লাহোরে অবস্থান করিয়া হালকায়ে যিকিরে মশগুল থাকাকালীন হযরত খাজা বাকীবিল্লাহ রাহমাতুল্লাহ আলাইহির ওফাতের সংবাদপ্রাপ্ত হন। হযরত খাজা বাকীবিল্লাহ (র) বিগত ২৫শে জমাদিউল আখের হিজরী ১০১২ সালে দিল্লীতে ইন্তিকাল করেন। হযরত মুজাদ্দিদ (র) এই সংবাদ পাওয়া মাত্র 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, পড়া অবস্থায় তখনই লাহোর হইতে দিল্লী রওয়ানা হন এবং পথিমধ্যে সিরহিন্দ শরীফে নিজ পরিবারবর্গের সহিত মোলাকাত না করিয়া রাত্র-দিন পথ অতিক্রম করার পর দিল্লী পৌঁছেন। তিনি সরাসরি পীর মুরশিদের মাজারে গমন করিয়া মাজার জিয়ারত করেন এবং স্বীয় পীরযাদা ও পীর-ভাইগণকে সান্ত্বনা প্রদান করেন। দিল্লীতে অবস্থান করিবার জন্য সকলেই তাঁহার নিকট অনুরোধ জানাইলে তিনি কিছুদিন তথায় অবস্থান করিয়া তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা প্রদান করেন। তাঁহার পীর সাহেব কেব্‌লার সময় হইতেও ইরশাদ ও তরবীয়তের কার্যে তিনি অধিকতর উন্নতি সাধন করেন। হযরত খাজা (র)-এর ওসীয়ত ও ইরশাদ অনুযায়ী তাঁহার মুরিদিন ও খলীফাগণ হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর হালকায়ে যিকিরে মুরিদের ন্যায় শরীক হইয়া ফয়েজ হাসিল করিতেন এবং তাঁহার প্রতি তা'জীম ও ভক্তির আতিশয্য প্রদর্শন করিতেন।

তাঁহার কতিপয় পীরভাই-এর বিরোধিতা

ইতিমধ্যে কয়েকজন অদূরদর্শী, ঈর্ষাপরায়ণ মুরিদ হযরত খাজা (র)-এর মোকাবিলায় হযরত মুজাদ্দিদ (র) হইতে ফয়েজ ও তা'লীম প্রাপ্তির বিষয়ে সমালোচনা

---

১. মাওলানা আবদুল হাকীম শিয়ালকোটির বিষয়ে অন্যত্র আলোচনা করা হইবে।

www.pathagar.com

আরম্ভ করেন। ইহাতে হযরত মুজাদ্দিদ (র) অসন্তুষ্ট হন। ফলকথা কতিপয় অনভিজ্ঞ পীর-ভাই তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। তিনি ওয়াজ-নসিহতের মাধ্যমে তাঁহাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া বিফল হন। অতঃপর তিনি কতিপয়ের নিসবত ও কামালাত ছলব (ছিনাইয়া লওয়া) করেন কিন্তু ইহাতেও তাহাদের জ্ঞান চক্ষুর উন্মেষ হইল না। ইহার পর তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

বিরোধিগণের তওবা ও ওজরখাহী

হযরত খাজা (র)-এর খলীফা শেখ তাজুদ্দীন সম্ভলী ছিলেন এই বিরোধী দলের নেতা। তিনি নিজ নিসবতকে ছলব পাইয়া হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর খেলাফ খতম পড়িতে শুরু করেন। উক্ত খতম পাঠকদের মধ্যে একজন ছিলেন সাহেবে কাশ্‌ফ। তিনি অবলোকন করেন, "আমাদের মধ্যে সকলেই বাতি রওশন করিলাম। হঠাৎ প্রচণ্ড বাতাস বহিয়া—বিদ্যুৎ চমকাইয়া মুহূর্তের ভিতর সকলের বাতি নির্বাণ করিয়া দিল এবং গায়েব হইতে আওয়াজ আসিল যে, এই বাতিগুলি ছিল হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানীর বিরোধিতার বাতি যাহা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসন্তুষ্টির দরুন নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে।" এই ঘটনার পর বিরোধিগণ হয়রান ও পেরেশান হয়। শেখ তাজ সাহেব স্বয়ং স্বপ্ন দেখেন, "একটি আজিমুশশান মহফিল। বড় বড় অলী তথায় তশরীফ আনিয়াছেন। হযরত ইমামে রব্বানী (র) উক্ত মহফিলে সভাপতি। তাঁহাদের মধ্য হইতে এক বুযুর্গ শেখ তাজুদ্দীনকে খেতাব করিয়া বলেন যে, তাঁহার [হযরত মুজাদ্দিদ (র)] প্রতি বিরোধিতার দরুন তোমার নিসবতের ছলব ও বরবাদী।" শেখ তাজুদ্দীন ছাড়াও অন্যান্য মুখালেফের নিকটও অনুরূপ খাব জাহির হয়। খাজা হুছামুদ্দীন আহমদ ও মাওলানা মুহাম্মাদ মিলহ্ ছিলেন হযরত খাজা (র)-এর জামাতা। শেখ তাজুদ্দীন এই দুই ব্যক্তিকে নিজ ভুলের বিষয় ও খাবের কাইফিয়ত ওয়াকিফহাল করাইয়া প্রার্থনা করেন যেন তাঁহারা সকলের তরফ হইতে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর নিকট মার্জনা করার দরখাস্ত পেশ করেন।

হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর মার্জনা

খাজা হুছামুদ্দীন আহমদও মোরাকাবায় দেখেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাজির আছেন ও খোত্‌বা প্রদান করিতেছেন। ইহাতে তিনি হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর গুণ বর্ণনা করিয়া তাঁহার মুজাদ্দিদীয়ত ও কাইউমিয়াতের তছদিক ফরমাইতেছেন। খাজা হুছামুদ্দীন এই ঘটনাটিও বিরোধী ভাইগণের নিকট বর্ণনা করেন। অতঃপর সকলে তওবা ও ইস্‌তেগফার করিয়া হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর দিকে রুজু' করেন। শেখ তাজ নিজে ও অন্যান্য পীর-ভাইয়ের পক্ষ হইতে ভুল-ত্রুটি

www.pathagar.com

মার্জনার জন্য হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর খেদমতে একটি দরখাস্ত পেশ করেন। হযরত মুজাদ্দিদ (র) হযরত খাজা (র)-এর ওরস উপলক্ষে দিল্লী তশরীফ আনিলে শেখ তাজ ও সকল পীর-ভাই নগ্নশিরে প্রত্যেকে পাগড়ি গলায় বাঁধিয়া হযরত মুজাদ্দিদ (র)-কে এস্তেকবালের নিমিত্ত দিল্লী হইতে কয়েক মাইল দূর পর্যন্ত গমন করেন এবং নিজ অপরাধ ইত্যাদি আন্তরিকতার সহিত মাফ চাহেন। হযরত মুজাদ্দিদ (র)-ও সিলসিলার ভাই হিসাবে দয়া প্রদর্শন করত সকলের কসুর মাফ করিয়া দেন।

হাদীসের সিলসিলা জারিকরণ

হযরত শেখ আহমদ সিরহিন্দী (র) দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নতের পুরাপুরি তাজ্‌দীদ[১] হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে হাদীসের কিতাবগুলির শিক্ষা-দীক্ষার সিল্‌সিলাও জারি হয়। এই কারণেও তাঁহাকে মুজাদ্দিদ রূপে মান্য করা দরকার।

এই প্রসঙ্গের মোটামুটি বিবরণ এই যে, 'ফেকাহ'-এর কিতাবগুলি কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফের উপর ভিত্তি করিয়া প্রণয়ন করা হইয়াছে। ইহা শাসন ও ইবাদত সংক্রান্ত উদ্দেশ্যের জন্য যথেষ্ট বলিয়া ছাবেত হইয়াছে। আখ্‌লাকী ও মযহাবী ইল্‌মের জন্য সূফীয়ায়ে কেরামের গ্রন্থরাজি সাধারণ লোকের নিকট অধিকতর পছন্দনীয় হইয়াছে। ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, উলামায়ে ছিয়াছত –'ফেকাহ'-এর দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন এবং দীনের পেশোয়াগণ তাসাউফের কিতাব লইয়া সন্তোষ লাভ করেন। হাদীসের তা'লীম বন্ধ না হইলেও এই দিকে বড়ই উদাসীনতা পরিলক্ষিত হয়। ইসলামী মযহাবে হযরত নবী করীম (সা) এবং সাহাবায়ে (রা)-এর সোহবতের এক খাস তাসির ছিল। হাদীসের কিতাবগুলির তা'লীম—তালেবে ইল্‌মগণকে মোটামুটিভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁহার সাহাবী (রা)-গণের সোহবতের দিকে পৌঁছায়। হাদীসের কিতাবাদির দিকে লক্ষ্যহীনতা ও উদাসীনতা প্রদর্শনজনিত ফলস্বরূপ মুসলমানদিগের ধর্মীয় ও নৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটিয়াছে।

হিজরী একাদশ শতাব্দীর শুরুতে এইদিকে মনোযোগ দেওয়া হয়। হযরত মুজাদ্দিদ (র) প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত হাদীস ও ফেকাহ-এর কিতাবের দিকে লোকজনের মনোযোগ আকর্ষণ করেন, কেননা রাসূসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নতের পায়রবীকে তিনি বাতেনী ইল্‌মের উপর প্রাধান্য দান করিতেন। অতএব, হাদীসের ইল্‌মের প্রচলনের দিকে মনোযোগ না দিয়া এইদিকে তিনি স্বীয় মনোবাঞ্ছা পূরণে কিরূপে সফলকাম হইতেন ? হযরত মুজাদ্দিদ (র) জাহেরী ইল্‌মকে বাতেনী ইল্‌ম হইতে শ্রেয় মনে করিতেন। তাঁহার অধিকাংশ মকতুব হইতে ইহার সত্যতা প্রতিপন্ন হয়। উদাহরণ

১. তাজ্‌দীদ— ভ্রান্ত ধারণা, বিদ'আত হইতে সুন্নতকে পাকসাফ করিয়া সুরতে আমলীতে লওয়া।

www.pathagar.com

স্বরূপ শেখ নিজামুদ্দীন থানেশ্বরীর নিকট লিখিত মকতুব হইতে নিম্নে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হইল ঃ

"বিশ্বস্ত লোকদের মারফতে জানিতে পারিলাম যে, আপনার কতিপয় খলীফাকে তাঁহার মুরিদগণ সিজদা করে, এমন কি জমিন চুমা দিবার উপরও তাহারা সন্তুষ্ট নয়। ধর্মের নেতাদের জন্য এরূপ শরীয়তবিরোধী কাজ হইতে পরহেজ করা অত্যন্ত জরুরী। কেননা তাঁহার কার্যের অনুসরণকারিগণ মুসিবতে গ্রেফতার হইবে।

আপনার মজলিসে তাসাউফের আলোচনা হইয়া থাকে। 'ফেকাহ্'-এর কিতাবের আলোচনাও হওয়া দরকার। তাসাউফের আলোচনা না হইলেও কোন ভয় নাই। কেননা ইহা কাল্বের হালের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে ও বাহ্যিক অবস্থায় আসে না। 'ফেকাহ'-এর কিতাব আলোচনা না হওয়ার দরুন ক্ষতির সম্ভাবনা রহিয়াছে।" (মক্তুব নং ২৯ দফতর ১)

ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে, হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর সমসাময়িক শেখ মাওলানা শাহ আবদুল হক দেহলভী (র) হাদীসের কিতাবাদিকে আদ্যন্ত তা'লীমের শামিল করেন। কিন্তু এইরূপ প্রসিদ্ধি লাভের যুক্তি স্বরূপ বলা হইয়া থাকে যে, হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর ইল্‌মে বাতেনের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়াতে হাদীসের প্রচার কার্যের রেওয়াজ দেওয়া তাঁহার দিকে নির্দেশ করা হয় নাই। অপর পক্ষে হযরত শাহ আবদুল হক (র) এই দিকে মশহুর হন। কিন্তু উপরিউক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর কামিয়াবী উভয় দিকেই সমান।

যাহা হউক হযরত মুজাদ্দিদ (র) সুন্নতের পায়রবীকে সূফিয়ায়ে কিরামের ইলহাম ও কাশ্‌ফের উপর প্রাধান্য দান করিয়াছেন। এই কারণে উলামায়ে জাহের ও বাতেনের মধ্যে যে বিভেদ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল তাহা রোধ হয়। এই জন্য অন্য দলীল না দিয়াও হযরত শেখ আহমদ সিরহিন্দী (র)-কে মুজাদ্দিদ আল্‌ফেসানী বলা যায় এবং এখনও তিনি দ্বিতীয় হাজারের মুজাদ্দিদ রহিয়াছেন। হযরত মুজাদ্দিদ আল্‌ফেসানী (র)-এর মুজাদ্দিদীয়তে কোনরূপ এনকার হইতে পারে না, কেননা তাঁহার মুজাদ্দিদীয়ত সম্পর্কে যামানার আলিমগণের এজমা' একমত। অদ্যাবধি সাড়ে তিন শত বৎসরের অধিককাল সময়ের মধ্যে হাজার হাজার উলামা ও ফুকাহা গুজরিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই হযরত শেখ আহমদ সিরহিন্দী (র)-কে মুজাদ্দিদ আল্‌ফেসানী রূপে মানিয়া লইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে মাওলানা আবদুল হাকীম শিয়ালকোটির নাম উল্লেখযোগ্য। হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র) এবং শাহ আবদুল আজীজ (র) তাঁহাদের নিজ নিজ গ্রন্থাবলিতে হযরত শেখ আহমদ সিরহিন্দী (র)-কে মুজাদ্দিদ আল্‌ফেসানীর লকবের দ্বারা স্মরণ করিয়াছেন।

www.pathagar.com

হযরত কাযী সানাউল্লাহ্ পানিপথী (র)-এর অভিমত

তাফসীরে মযহারীর মুসান্নেফ হযরত কাযী সানাউল্লাহ্ পানিপথী (র) শেষ যামানার শ্রেষ্ঠ আলিমগণের অন্যতম। সকলের মতে তিনি আলিমে বাআমল ও সাহেবে তাকওয়া ছিলেন এবং ইহা সকলেই মানিয়া লইয়াছেন। তাঁহার লিখিত 'এরশাদুত্ তালেবীন' কিতাব হইতে এই প্রসঙ্গে তাঁহার মতামতের কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইতেছে ঃ

"বেলায়েত এবং কামালাতে নবুয়ত ও রিসালাতের প্রত্যেক মাকামে সূফীদের দুই অবস্থা হয়। প্রথম—মখলুক হইতে দূরে থাকা ও সম্পর্ক ত্যাগ করা এবং আল্লাহর দিকে وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلاً –"স্বীয় পরওয়ারদিগারের নাম স্মরণ কর এবং তিনি ছাড়া অন্য হইতে পূর্ণ ভাবে পৃথক হইয়া যাও" (সূরায়ে মুয্যাম্মেল) এই আয়াত শরীফের মর্মানুযায়ী মনোনিবেশ করা এবং দ্বিতীয়—রুজু' আনিল্লাহে বিল্লাহে অর্থাৎ তৎপর মখলুকের সহিত নূতনভাবে সম্পর্ক লাভ যাহা তাবলীগ ও ইরশাদের মাকামের জন্য বড়ই জরুরী। আল্লাহ্ তা'আলা ফরমাইতেছেন– لَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلاً "যদি আমি রাসূলকে ফেরেশতা বানাইয়া পাঠাইতাম তাহা হইলে তাহাকে মানুষের সুরতেই বানাইতাম।" (সূরায়ে আনয়াম) তাহা হইলে যেন ফয়েজদাতা ও ফয়েজপ্রাপ্তদের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে, কেননা উভয়ের মধ্যে মিল না থাকিলে ফয়েজ হাসিল হয় না। প্রথম অবস্থায় কাশ্ফের দৃষ্টিতে এইরূপ প্রতীয়মান হয় যেন আল্লাহর দিকে ছায়র এবং দ্বিতীয় অবস্থায় প্রতীয়মান হয় যেন দর্গাহে ইলাহী হইতে মানুষের দিকে প্রত্যাবর্তন। এই অবস্থায় সূফী চিন্তিত থাকে এবং যেই পরিমাণ তাহার নুযূল পূর্ণ হয় সেই পরিমাণ ফয়েজ—আলমের মধ্যে অধিক বিস্তার লাভ করে। এই উরুজের এই সকল মাকামগুলি হাজার বৎসর পর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুজাদ্দিদ আল্ফেসানী (র)-কে দান করিয়াছেন। তাঁহার পূর্বে কোন আউলিয়া কর্তৃক এই মাকামগুলির উল্লেখ করিতে শোনা যায় নাই।

প্রথম উম্মতগণের মধ্যে মানুষের হেদায়তের জন্য প্রত্যেক যুগে একই সময়ে কয়েকটি গ্রামে নবী (আ)গণকে প্রেরণ করা হইত।

হাদীসে নববীতে আসিয়াছে–নবীগণের সংখ্যা ১ লক্ষ ২৪ হাজার ও রাসূলগণের সংখ্যা ৩১৩ এবং হাজার বৎসরের পরে বা ইহার নিকটবর্তী সময়ে একজন উলুল আ'যম পয়গাম্বর পয়দা হন।

হযরত আদম (আ)-এর হাজার বৎসর পর হযরত নূহ (আ) এবং এইরূপ ভাবে তাঁহার পরে হযরত ইবরাহীম (আ), তাঁহার পরে হযরত মূসা (আ), তৎপর হযরত

www.pathagar.com

ঈসা এবং তাঁহার পরে হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ নবী হন। তাঁহার ওফাতের পর তাঁহার উম্মতগণের অলীগণ মানুষের হেদায়তের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নায়েব হন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "আলিমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী।"

তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেক শতাব্দীতে একজনকে বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হয় যেমন নবীগণের মধ্যে রাসূল হইতেন এবং তিনি তাজদীদ করেন। আবু দাউদ প্রমুখ রেওয়ায়েত করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতের মধ্যে প্রত্যেক শতাব্দীতে একজন এইরূপ ব্যক্তি পয়দা করিবেন যিনি তাঁহার দীনের তাজদীদ করিবেন।"

যখন হাজার বৎসর অতিক্রম হইয়াছে এবং উলুল আ'যম পয়গাম্বরের আগমনের সময় উপস্থিত তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁহার ক্বদীম আ'দত মোতাবেক দ্বিতীয় হাজারের জন্য একজন মুজাদ্দিদ পয়দা করেন যিনি সমস্ত অলীগণের মধ্যে এইরূপ মর্যাদা রাখেন যেরূপ নবী (আ)গণের মধ্যে রাসূলগণের দর্জা। তাঁহাকে রাসূলে করীম (সা)-এর অবশিষ্ট খামির হইতে পয়দা করিয়াছেন এবং এরূপ মাকামাত ও কামালাত দান করিয়াছেন যাহা কেহই দেখেন নাই এবং তাঁহার তুফাইলে এই কামালাত আখেরী যামানায় প্রচারিত হয়। (এরশাদুত্ তালেবীন্—মূল ফারসী হইতে)

www.pathagar.com

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সিলসিলায়ে নক্শবন্দীয়া আলীয়ার আদি ইতিহাস

হযরত মুজাদ্দিদ (র) দ্বিতীয় হাজার বৎসরের মুজাদ্দিদ। তাঁহার জীবন ইসলামী শরীয়ত ও তরীকতের সংস্কারের সমাহার। তাঁহার মুজাদ্দিদী জীবনের পরিধিতে তিনি নক্শবন্দীয়া তরীকার বিষয় বহু কিছু আলোচনা করিয়াছেন এবং ইহার খুবী বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মক্তুবাত শরীফ হইতে এতদসংক্রান্ত আলোচনা যথাস্থানে করা হইবে। আলোচ্য পরিচ্ছেদে এই সিলসিলার আদি ইতিহাসের উপর আলোকপাত করা হইতেছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হইতে হযরত আবূ বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু পূর্ণভাবে বাতেনী ইল্মের তা'লীম হাসিল করেন। তাঁহার ভয় হইত পাছে উম্মতে মুহাম্মদী (সা) অন্যান্য উম্মতের ন্যায় শরীয়তে মুহাম্মদী হইতে পথভ্রষ্ট হয়। তিনি কুরআন মজীদের নিম্নলিখিত দুইটি আয়াত শরীফ দ্বারা অনেক আশ্বস্ত হন ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

"তোমরা উম্মতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষের হেদায়েতের জন্য সৃষ্টি হইয়াছ।
(সূরা আলে ইমরান)

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ

"আমি কুরআন নাযিল করিয়াছি এবং আমিই উহার হেফাযতকারী।" (সূরা হিজর) আল্লাহ জাল্লা শা নূহুর তরফ হইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবগত হন যে, মানুষের জাহেরী হেদায়েতের জন্য উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে বহু আলিম, আউলিয়া ও নেকলোক পয়দা হইবেন।

তিনি বলিয়াছেন ঃ عُلَمَاءُ اُمَّتِیْ كَاَنْبِيَاءِ بَنِیْ اِسْرَائِيْلَ

www.pathagar.com

"আমার উম্মতের আলিমগণ বনী ইসরাইলের নবীগণের ন্যায়।" তাঁহার সহিত আল্লাহ তা'আলার যে খাস নিসবত ছিল তাহা কামালাতে মুহাম্মদীর শেষ মাকাম। তিনি বিশেষ করিয়া উক্ত খাস নিসবত হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা)-কে দান করেন। এই নিসবতের মায্হার বা বিকাশ তিনি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহাকে এই বলিয়া ওসীয়ত করেন যে, 'যাহারা এই নিসবতটির যোগ্য হইবে তাহাদিগকে যেন এই নিসবতটি আমানতস্বরূপ সোপর্দ করা হইতে থাকে। শ্রেণীমত হাজার বৎসর পরে এই নিসবতের যিনি ওয়ারেস হইবেন তিনি দীন ও মিল্লাত নূতনভাবে তাজা করিবেন। উক্ত সাহেবে নিসবতের বিকাশ এইরূপ সময় হইবে যখন পৃথিবী পাপ ও কলংকে পরিপূর্ণ থাকিবে এবং সুন্নতে নববী জীবিত করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িবে। তাঁহার দ্বারা শরীয়ত, তরীকত ও হাকীকত এক হইয়া যাইবে এবং দীন ইসলামের সৌন্দর্য ও গৌরবের এক নব যুগের সূচনা হইবে।

যদিও ইতিহাসের পৃষ্ঠা দ্বারা এই আলোচনার সত্যতা প্রমাণিত হয় না কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মানব রচিত জাগতিক বিক্ষিপ্ত তথাকথিত ঘটনা সম্বলিত ইতিহাসের সহিত এই আলোচনা যাচাই করিবার কোন দরকার নাই। ইল্‌মে বাতেনপন্থীদের জন্য এই আলোচনা অতীব মূল্যবান। বিশেষ করিয়া মুজাদ্দিদীয়া তরীকার অনুসারিগণের নিকট এই আলোচনা সত্যরূপে গৃহীত এবং তাঁহারা তথা এই দিকের অনুগামিগণই এই আলোচনার লক্ষ্য বস্তু; কেননা মানব রচিত ইতিহাসের মূল কাঠামো হইতেছে রাজনৈতিক ঘটনাবলির রোজনামচা। আল্লাহ্‌র সৃষ্টি বৈচিত্র ও আল্লাহ্‌র দীনের সহিত ইহার যোগসূত্র বড় কম।

হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা) হইতে এই নিসবতটি ধারাবাহিকভাবে হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী (র) পর্যন্ত পৌছিয়া পূর্ণতা লাভ করিয়াছে যাহার দরুন তিনি মুজাদ্দিদ আল্‌ফেসানী ও কাইউমে আউয়াল-এর লকবে মশহুর হন।

এই নিসবতের ধারাবাহিক পূর্ণ তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

১. হযরত আবূ বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু
২. হযরত সাল্‌মান ফার্‌সী রাদিয়াল্লাহু আনহু
৩. হযরত কাছেম বিন্ মুহাম্মাদ বিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু
৪. হযরত ইমাম জা'ফর সাদেক (রা)
৫. হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (র)
৬. হযরত শেখ আবুল হাছান খেরকানী (র)
৭. হযরত শেখ আবু আলী ফারমাদী (র)
৮. হযরত খাজা ইউসুফ হামদানী (র)
৯. হযরত খাজা আবদুল খালেক গুজদুয়ানী (র)

৫—

www.pathagar.com

১০. হযরত খাজা আ'রেফ রেওগড়ী (র)
১১. হযরত খাজা মাহ্মুদ আনজির ফাগনাবী (র)
১২. হযরত শেখ আলী রামিতিনি (র)
১৩. হযরত খাজা মুহাম্মাদ বাবা ছাম্মাছী (র)
১৪. হযরত খাজা শামসুদ্দীন আমীর কোলাল (র)
১৫. হযরত খাজা সৈয়দ বাহাউদ্দীন নক্শবন্দ বোখারী (র)
১৬. হযরত খাজা আলাউদ্দীন আত্তার (র)
১৭. হযরত খাজা মাওলানা ইয়াকুব চর্খী (র)
১৮. হযরত খাজা ওবায়দুল্লাহ্ আহ্রার (র)
১৯. হযরত খাজা মাওলানা মুহাম্মাদ যাহেদ ওয়াখশী (র)
২০. হযরত মাওলানা দরবেশ মুহাম্মাদ আমকাঙ্গী (র)
২১. হযরত মাওলানা খাজেগী আমকাঙ্গী (র)
২২. হযরত খাজা মুহাম্মাদ বাকীবিল্লাহ (র)
২৩. হযরত ইমামে রব্বানী কাইউমে জামানী মুজাদ্দিদ আল্ফেসানী আবুল বরাকাত বদরউদ্দীন শেখ আহমদ ফারুকী সিরহিন্দী রাহ্মাতুল্লাহ আলাইহি।

নিম্নে নকশ্বন্দীয়া সিলসিলার উপরিউক্ত বুযুর্গগণের ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করা হইল।

নকশ্বন্দীয়া সিলসিলার বুযুর্গগণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

সাইয়েদুল মুরসালীন, রাহমাতুল্লিল আ'লামীন, সারওয়ারে কায়েনাত হযরত আহমদ মুজতাবা মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত বান্দা ও রাসূলরূপে আল্লাহ তা'আলার দীন—ইসলামের পয়গাম লইয়া আগমন করেন পাপ পংকিলে নিমজ্জিত আরবের বুকে। তিনি শেষ নবী এবং মাত্র তেইশ বৎসর দীনের প্রচার করিয়া এমন এক বিশিষ্ট দীন ও নেজাম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন যাহার কোন তুলনা নাই। তাঁহাকে আল্লাহ তা'আলার তরফ হইতে দীন ইসলামের পূর্ণতার বশারত দেওয়া হইয়াছে। তিনি তেইশ বৎসর যাবত আল্লাহ্ তা'আলার বাণী প্রচার করিয়াছেন এবং এই সময়ের ব্যবধানে ক্রমে ক্রমে বিশ্ব জ্ঞানের ভাণ্ডার আল্লাহ্ তা'আলরা কালাম কুরআন মজীদ নাযিল হইয়াছে। তাঁহার নবুয়তের এই স্বল্পকালীন জিন্দিগীর মরতবা—সমস্ত সৃষ্টির একত্র মরতবা হইতেও বহু গুণে বেশি। তাঁহার এই দীন ইসলাম রোজ কিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকিবে এবং তাঁহার পরে আর কোন নবী ধরাধামে আগমন করিবেন না।

www.pathagar.com

তাঁহার পর হযরত আবূ বকর সিদ্দিক, হযরত ওমর ফারুক, হযরত ওসমান গনী ও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুম পর পর কামালাতে নবুয়ত ও বেলায়েতের দর্জায় তাঁহার জায়েনশীন ও খলীফা হন এবং তাঁহারা প্রত্যেকেই তাঁহার নূরে নবুয়ত হইতে ফয়েজপ্রাপ্ত।

হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা) এই গোপন ইল্‌মটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হইতে প্রাপ্ত হন।

হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশিষ্ট সাহাবী ও সহচর হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা) ইসলাম জগতের প্রথম খলীফা। তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনীর অবতারণা নূতনভাবে না করিয়া এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবুয়তের জীবনের প্রথম হইতেই ইসলামের খেদমতে তাঁহার বিশ্বাস, সাহায্য ও সাহচর্য এত বেশি অঙ্গাঙ্গিভাবে পরিস্ফুট যাহার দরুন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন কথার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আলোচনাও জড়িত থাকে এবং এই কারণেই তিনি ইসলাম জগতে তথা পৃথিবীর বিদ্বান সমাজে বিশেষ সুপরিচিত। এ কথা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে, নক্‌শবন্দীয়া সিলসিলা সর্বপ্রথম তাঁহার নিকট হইতেই সূচনা হইয়া ধারাবাহিক নামিয়া আসে। তিনি আ'মুল' ফিল—হস্তী বৎসরের ঘটনার দুই বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করেন এবং জমাদিউল আখের মাসে হিজরী ১৩ সালে ইন্তিকাল ফরমান।

হযরত সাল্‌মান ফার্‌সী (রা)

হযরত সালমান ফারসী (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গোলাম। তাঁহার পরিবারবর্গ পারস্য দেশ হইতে তাঁহাকে লইবার জন্য আগমন করিলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহাকে আযাদ করিয়া চলিয়া যাইবার অনুমতি দান করেন। কিন্তু তিনি সারওয়ারে কায়েনাত (সা)-এর সোহবত ত্যাগ করিতে রাজী হন নাই। তাঁহাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আহলে বাইতের মধ্যে গণ্য করা হয়। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সোহবত ছাড়াও হযরত আলী (রা)-এর সোহবতে থাকেন কিন্তু তাঁহার বাতেনী নিসবত ছিল হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা)-এর সহিত। হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর খেলাফতের যামানায় তিনি মাদায়েনের হাকীম হন এবং বায়তুল মাল হইতে তাঁহার বাৎসরিক অজিফাস্বরূপ পাঁচ হাজার দিরহাম নির্ধারিত হয় কিন্তু তিনি স্বীয় বেতন গরিবদিগকে বিতরণ করিয়া দিতেন এবং স্বহস্তে জাম্বিল বুনিয়া সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতেন। তিনি

www.pathagar.com

একটি কম্বল দিবসে পরিধান করিতেন এবং রাত্রিতে উহা গায়ে দিয়া নিদ্রা যাইতেন। একদা তিনি বাজারের দিকে গমন করিতেছিলেন। কোন এক ব্যক্তি তাঁহাকে বোঝাবাহক মনে করিয়া এই কার্যে নিয়োগ করিল এবং তিনি ঐ ব্যক্তির বোঝা মাথায় লইয়া চলিতে লাগিলেন। রাস্তায় চলাকালীন যখন ঐ ব্যক্তি বুঝিতে পারিল যে, তাহার বোঝাবাহক ব্যক্তি হইতেছেন ঐ স্থানের হাকীম, তখন ঐ ব্যক্তি অত্যন্ত ভীত হন; কিন্তু তিনি ঐ ব্যক্তির বোঝা গন্তব্য স্থান পর্যন্ত পৌছাইয়া দেন। এ ব্যাপারে তাঁহার মনে কোনরূপ রেখাপাত করে নাই। একটি স্থানের হাকীম এবং তাঁহার বেশভূষা এরূপ সাদাসিধে ধরনের—সর্বোপরি তাঁহার জীবন যাপনের ধারা সত্যিকার চিন্তাধারাকে আড়ষ্ট করিয়া দেয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবী (রা)-গণ তাঁহার কিমিয়ারূপ সোহবতে কত উচ্চাঙ্গের রত্নে পরিণত হইয়াছিলেন। এতদসত্ত্বেও হযরত খালেদ বিন ওলীদ (রা)-এর ন্যায় ব্যক্তির হাকীম হওয়ার অযোগ্যতা ও হযরত সালমান ফারসী (রা)-এর ন্যায় এরূপ সাদাসিধে মেজাজের ব্যক্তিকে যোগ্য মনে করার মধ্যে হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর বিরাট দূরদর্শিতার সন্ধান পাওয়া যায়। এই কারণেই গৃহহীন অনাহারক্লিষ্ট মুসলমানগণের জমায়াত মাত্র তেত্রিশ বৎসরের ব্যবধানে কৃষ্ণসাগর হইতে দক্ষিণ সাগর এবং আফগানিস্তানের ছেরহদ ও জাইহুন নদী হইতে মরক্কো পর্যন্ত কেবলমাত্র দেশগুলি নহে বরং উক্ত দেশগুলির অধিবাসীদের দিলের মালিক হইতে পারিয়াছিলেন। কারণস্বরূপ মনে হয় যে, ঐ সময়ে জাহেরী ও বাতেনী খেদমতগুলি পরবর্তী সময়ের ন্যায় পৃথক ছিল না। খোলাফায়ে রাশেদীনগণের পরবর্তী কালে সুলতান এবং কুতুব ও কুতুবুল আক্‌তাবগণের দর্জা পৃথক পৃথক কায়েম হইয়াছে।

তিনি হিজরী ৩২ মতান্তরে ৩৩ সালে রজব মাসে মাদায়েনে ইন্তিকাল ফরমান। তিনি কোন কোন বর্ণনামতে ২৫০ অথবা ৩৫০ বৎসর জীবিত ছিলেন।

হযরত কাছেম বিন মুহাম্মাদ-বিন আবূ বকর (রা)

হযরত কাছেম-বিন-মুহাম্মাদ বিন আবূ বকর (রা) ছিলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা)-এর দৌহিত্র। বাতেনী ইল্‌মে তাঁহার নিসবত ছিল হযরত সালমান ফারসী (রা)-এর সহিত। তিনি ইমাম জয়নুল আবেদীন (রা)-এর সোহবতে অবস্থান করেন এবং হযরত আলী (রা) হইতেও নিসবত হাসিল করেন। জাহেরী আলিমগণ তাঁহাকে ফকীহ্‌গণের মধ্যে গণ্য করেন। তিনি সম্পর্কে হযরত জয়নুল আবেদীন (রা)-এর খুল্লতাত ভ্রাতা ছিলেন, কেননা ইরানের বাদশাহ ইয়াজদেগার্দের এক কন্যার বিবাহ হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (রা) এবং অপর কন্যার বিবাহ হযরত মুহাম্মাদ

বিন আবূ বকর (রা)-এর সহিত সম্পন্ন হয়। তিনি ২৪শে জমাদিউল আউয়াল হিজরী ১০৬ মতান্তরে ১০৭ সালে ইন্তিকাল ফরমান। মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের মধ্যবর্তী কোন একস্থানে তাঁহার মাযার শরীফ অবস্থিত।

হযরত ইমাম জা'ফর সাদেক (রা)

হযরত ইমাম জা'ফর সাদেক (রা)—ইমাম বাকের (রা) ইবনে জয়নুল আবেদীন (রা)-এর পুত্র ছিলেন এবং মুহাম্মাদ-বিন আবূ বকর (রা)-এর দৌহিত্র ছিলেন। তাঁহার নিসবত ছিল তাঁহার পিতামহ কাছেম (রা)-এর সহিত। তাঁহার নিজ পিতা মুহাম্মাদ বাকের (রা)-এর সহিতও তাঁহার নিসবত ছিল। এইজন্য বলা হইয়া থাকে যে, তাঁহার মধ্যে হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত আলী (রা)—এই উভয়েরই নিসবত ছিল; কিন্তু তাঁহাদের পর এই নিসবত দুইটি পৃথকভাবে কায়েম হয়। এই নিসবত দুইটির একটি নক্শবন্দীয়া সিলসিলায় নিসবতে সিদ্দিকী ও দ্বিতীয়টি কাদেরীয়া সিলসিলায় নিসবতে হায়দারী (আলী) নামে মশহুর হয়। তিনি হিজরী ৮০ সালের রমযান মাসে জন্মগ্রহণ করিয়া হিজরী ১৪৮ সালের রজব মাসে ইন্তিকাল ফরমান। তাঁহার মাযার শরীফ মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থিত।

হযরত শেখ বায়েজীদ বোস্তামী (র)

হযরত শেখ বায়েজীদ বোস্তামী (র) অনেক পীর-মুরশিদ হইতে বরকত হাসিল করেন। হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রা) তাঁহাদের অন্যতম। কাহারও মতে তিনি হযরত ইমাম জা'ফর সাদেক (রা)-এর ওফাতের পরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার তরফ হইতে রূহানীভাবে তরবিয়তপ্রাপ্ত হন। তিনি স্বীয় যামানায় অতি উচ্চস্তরের বুযুর্গ রূপে গণ্য হইতেন এবং তিনি হযরত যুন্নুন মিসরী (র)-এর সমসাময়িক ছিলেন। তিনি হিজরী ১৩৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

কোন কোন পুস্তকে তাঁহার নাম হযরত আবু ইয়াজীদ বুসতামী (র) রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল তাইফুর ইবনে ঈসা ইবনে আদম। তিনি ৭৩ বৎসর বয়সে হিজরী ২৬১ মতান্তরে হিজরী ২৩৪ সালের ১৫ই শা'বান–জুময়ার দিবসে ইন্তিকাল ফরমান। বোস্তাম নগরীতে তাঁহার মাযার শরীফ অবস্থিত।

হযরত শেখ আবুল হাসান খেরকানী (র)

হযরত শেখ আবুল হাসান খেরকানী (র)—হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (র)-এর ওফাতের পর জন্মগ্রহণ করেন এবং তৎকর্তৃক রূহানীভাবে তরবীয়তপ্রাপ্ত হন। তিনি বলিয়াছেন, "শয়তান হইতে দীনের ক্ষতি হওয়ার ভয় নাই বরং দুনিয়ালোভী আলিম

www.pathagar.com

ও বে-ইল্‌ম দরবেশ হইতে ক্ষতি হওয়ার বেশি ভয়।" তাঁহার এই উক্তি স্বর্ণাক্ষরে লেখার যোগ্য। হিজরী ৪২৫ সালের রমযান মাসে তাঁহার ওফাত হয়। তাঁহার মাযার শরীফ খেরকানে অবস্থিত।

হযরত শেখ আবু আলী ফারমাদী (র)

হযরত শেখ আবু আলী ফারমাদী (র)-এর নিসবত ছিল হযরত শেখ আবুল হাসান খেরকানী (র)-এর সহিত এবং হযরত শেখ জুনাইদ বাগদাদী (র) প্রমুখের মাধ্যমে তাঁহার সিলসিলা হযরত আলী (রা)-এর সহিত মিলিত হয়। তিনি শেখ আবু সাঈদ আবুল খায়ের (র) হইতে খেরকা হাসিল করিয়াছিলেন। তাঁহার আসল নাম ফয্‌লুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ। তিনি খোরাসান শহরে হিজরী ৪৩৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শেখ আবুল হাসান খেরকানী (র)-এর খলীফা শেখ আবুল কাসেম গোরগানী (র) হইতে তক্‌মীল লাভ করিয়াছিলেন। এইজন্য কেহ কেহ শেখ আবুল হাসান খেরকানী (র) ও শেখ আবু আলী ফারমাদী (র)-এর মাঝে শেখ আবুল কাসেম গোরগানী (র)-এর নামও সিলসিলাভুক্ত রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি হিজরী ৪৭৭ মতান্তরে ৫১১ সালের রবিউল আউয়াল মাসে ইন্তিকাল ফরমান। তাঁহার মাযার শরীফ তুস নগরীতে অবস্থিত।

হযরত খাজা আবু ইউসুফ হামদানী (র)

হযরত খাজা আবু ইউসুফ হামদানী (র) হিজরী ৪৪০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শেখ আবু আলী ফারমাদী (র)-এর মুরিদ ছিলেন। ইহাও উল্লেখ করা হইয়া থাকে যে, কোন মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে হযরত আবুল হাসান খেরকানী (র)-এর সহিত সরাসরি তাঁহার নিসবত ছিল। তিনি গাউসুল আ'যম হযরত শেখ মহিউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানী (র) এবং শেখ আহমদ গাযালী (র)-এর সমসাময়িক ছিলেন। তাঁহার লিখিত কিতাব জিনাতুল হায়া, মানাজেলুছ সালেকীন ও মানাজেলুছ ছায়েরীন বিশেষ প্রসিদ্ধ। তিনি হিজরী ৫৩৫ সালের ২৭শে রজব ইন্তিকাল ফরমান। মার্‌ব নগরীতে তাঁহার মাযার শরীফ অবস্থিত।

হযরত খাজা আবদুল খালেক গুজদুয়ানী (র)

হযরত খাজা আবদুল খালেক গুজদুয়ানী (র)-এর পিতা ইমাম আবদুল জলীল (র) ছিলেন বড় বড় আউলিয়ার অন্যতম। তিনি ছিলেন ইমাম মালেক (র)-এর বংশধর। তাসাউফের মধ্যে তাঁহার নিসবত ছিল হযরত ইউসুফ হামদানী (র)-এর সহিত। তিনি হিজরী ৫৭৫ মতান্তরে ৬১৫ বা ৬১৭ সালের রবিউল আউয়াল মাসে ইন্তিকাল ফরমান। বোখারার নিকটবর্তী গুজদুয়ান নামক স্থানে তাঁহার মাযার শরীফ অবস্থিত।

www.pathagar.com

হযরত খাজা আরিফ রেওগড়ী (র)

হযরত খাজা আ'রেফ রেওগড়ী (র)—হযরত খাজা আবদুল খালেক গুজদুয়ানী (র)-এর প্রধান খলীফা ছিলেন। বোখারার সন্নিকটবর্তী রেওগড় নামক স্থানে তাঁহার জন্ম হয় এবং ঐ স্থানেই তাঁহার মাযার শরীফ অবস্থিত। তিনি হিজরী ৬১৫ বা ৬১৭ সালের শাওয়াল মাসে ইন্তিকাল ফরমান।

হযরত খাজা মাহমূদ আন্‌জির ফাগ্‌নাবী (র)

হযরত খাজা মাহমুদ আন্‌জির ফাগ্‌নাবী (র)—হযরত খাজা আ'রেফ রেওগড়ী (র)-এর খলীফা ছিলেন। তাঁহার জন্মস্থান ছিল আন্‌জির ফাগনা নামক স্থানে। ইহা বোখারা নগরীর এলাকাধীন। হিজরী ৭১৭ মতান্তরে ৭১৫ সালের রবিউল আউয়াল মাসে তাঁহার ওফাত হয়। বোখারা নগরীর এলাকাধীন ওয়াবকেনা নামক স্থানে তাঁহার মাযার শরীফ অবস্থিত।

হযরত খাজা আলী রামিতিনি (আযীযান) (র)

হযরত খাজা আলী রামিতিনি (র)-হযরত খাজা মাহমুদ (র)-এর খলীফা ছিলেন। বোখারা নগরী হইতে চারি মাইল দূরে রামতিন নামক কসবায় তাঁহার জন্মস্থান। তিনি লোক-সমাজে হযরত আযীযান (র) নামেও পরিচিত। তিনি হযরত শেখ আলাউদ্দৌলা ছাম্‌নামী (র)-এর সমসাময়িক ছিলেন। তিনি ১৩০ বৎসর বয়সে, হিজরী ৭১৫ মতান্তরে ৭২১ সালের মাহে রমযানে ইন্তিকাল ফরমান। খারজাম নগরীতে তাঁহার মাযার শরীফ অবস্থিত।

হযরত খাজা মুহাম্মাদ বাবা ছাম্মাছী (র)

হযরত খাজা মুহাম্মাদ বাবা ছাম্মাছী (র) বোখারার নিকটবর্তী ছাম্মাছ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং এই স্থানেই তাঁহার ওফাত হয়। তিনি হযরত খাজা আলী (র)-এর খলীফা ছিলেন। হিজরী ৭৫৫ সালের জমাদিউল আখের মাসে তিনি ইন্তিকাল ফরমান।

হযরত খাজা শামসুদ্দীন আমীর কোলাল (র)

হযরত খাজা শামসুদ্দীন আমীর কোলাল (র) খাঁটি নসব হিসাবে সৈয়দ বংশজাত ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল শামসুদ্দীন। তিনি ছুখারা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। উক্ত স্থানটি বোখারার এলাকাধীন। মাটির সুরাহী নির্মাণকার্য ছিল তাঁহার

www.pathagar.com

ব্যবসা। বোখারা দেশের ভাষায় ইহাকে কোলাল বলা হয়। কথিত আছে যে, হযরত আমীর কোলাল (র) আখড়াতে কুস্তি খেলায় মশগুল ছিলেন। এই সময়ে হযরত খাজা ছাম্মাছী (র) উক্ত স্থান দিয়া গমন করিতেছিলেন। এই স্থানে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি বলেন, "আমার নজর এখন এই নওজোয়ান আমীর কোলালের দিকে। আমি তাহার মধ্যে যোগ্যতা দেখিতেছি এবং তাহাকে 'আমার প্রিয়পাত্র করিতে চাই" আল্লাহ্‌র রহমতে এইরূপই হইল। তিনি হিজরী ৭৭২ সনের জুমাদাল-উখরা মাসে ইন্তিকাল ফরমান। তাঁহার জন্মস্থান ছুখারাতেই তাঁহার মাযার শরীফ অবস্থিত।

হযরত খাজা সৈয়দ বাহাউদ্দীন নক্‌শবন্দ বোখারী (র)

হযরত খাজা সৈয়দ বাহাউদ্দীন নক্‌শবন্দ বোখারী (র)-এর প্রকৃত নাম ছিল মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ বোখারী। তিনি হিজরী ৭০৮ মতান্তরে ৭১৮ সালে বোখারা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি জাহেরীভাবে হযরত আমীর কোলাল (র)-এর মুরিদ ছিলেন কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি ছিলেন হযরত আবদুল খালেক গুজ্‌দুয়ানী (র)-এর ওয়েছী (রূহানী) ফয়েজপ্রাপ্ত। খাজা আলী রামিতিনি (র)-এর সময় হইতে নীরবে যিকির করার স্থলে সশব্দে যিকির প্রচলিত হয়। তিনি ইহা নিষেধ করিয়া নীরবে যিকির করা জারি করেন। তিনি বহু মাশায়েখের সহিত নিজ সোহবত সতেজ রাখিয়াছিলেন। একদা খাজা মাওলানা জয়নুদ্দীন (র) তাঁহাকে বলেন, "আমার নক্‌শও বাঁধুন।" অর্থাৎ আমার হালের উপর তাওয়াজ্জুহ ফরমান। তিনি আজিযী ও এনকেছারীর সহিত উত্তর করেন, "আমি স্বয়ং নক্‌শ হইবার জন্য আসিয়াছি।" ইহার পর তিনি উক্ত মাওলানা সাহেবের উপর তিন দিবস যাবত তাওয়াজ্জুহ ফরমাইলেন। সম্ভবত উক্ত সময় হইতেই তাঁহার লকব 'নক্‌শবন্দ' হয়। ইহাও বলা হইয়া থাকে যে, তাঁহার সহিত প্রথম সোহবতেই সালেকের দিল হইতে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য সমস্ত কিছুর নক্‌শা মিটিয়া যাইত; এইজন্য তিনি নক্‌শবন্দ নামে মশহুর হন। ইহাও বলা হইয়া থাকে যে, নক্‌শবন্দের অর্থ "যে সুরত বানায় বা দান করে।" তাঁহাকে যখন তকমীলের সিফত দান করা হইল, তখন তিনি আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে নক্‌শবন্দী খেতাবও প্রাপ্ত হইলেন। ইহা হইতে অধিক তাহ্‌কীকের প্রয়োজন নাই অর্থাৎ ইহা বলাই যথেষ্ট হইবে যে, লোকগণ তাঁহাকে নক্‌শবন্দ বলিতে লাগিল এবং এই কারণেই তাঁহার সিলসিলা 'নক্‌শবন্দ' নামে মশহুর হয়। তিনি হিজরী ৭৯১ সালের রবিউল আউয়াল মাসে ইন্তিকাল ফরমান। বোখারায় কাছরে আ'রেফ'ানে তাঁহার মাযার শরীফ অবস্থিত।

www.pathagar.com

হযরত খাজা আলাউদ্দীন আত্তার (র)

হযরত খাজা আলাউদ্দীন আত্তার (র)-এর প্রকৃত নাম ছিল মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ বোখারী।

হায়রাতুল কুদ্‌ছ গ্রন্থে খাজা আলাউদ্দীন আত্তার (র)-এর নাম এই সিলসিলার শিজ্‌রাভুক্ত করা হয় নাই। হযরত খাজা নক্‌শবন্দ (র)-এর মুরিদগণের মধ্যে খাজা আলাউদ্দীন গুজ্‌দুয়ানী (র)-এর নাম দৃষ্ট হয়। কিন্তু হযরত মাওলানা ইয়াকুব চর্‌খী (র)-এর পীরের নাম আলাউদ্দীন আত্তার বা আলাউদ্দীন গুজদুয়ানী রূপে উল্লেখ করা হয় নাই। অন্যান্য কিতাবে তাঁহার নাম যথারীতি এই সিলসিলার শিজ্‌রাভুক্ত করা হইয়াছে এবং তাঁহাকে হযরত নক্‌শবন্দ (র)-এর খলীফা রূপে দেখান হইয়াছে।

তিনি হিজরী ৮০১ মতান্তরে ৮০২ সালের রজব মাসে ইন্তিকাল ফরমান। মৌজা জাফানিয়া নামক স্থানে তাঁহার মাযার শরীফ অবস্থিত।

হযরত মাওলানা ইয়াকুব চর্‌খী (র)

হযরত মাওলানা ইয়াকুব চর্‌খী (র) গজনী শহ্‌রের এলাকাধীন চর্‌খ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। কোন কোন বর্ণনায় তাঁহাকে হযরত খাজা নক্‌শবন্দ (র)-এর খলীফারূপে দেখান হইয়াছে এবং কোন কোন বর্ণনা মতে তিনি হযরত খাজা নক্‌শবন্দ (র)-এর মুরিদ ছিলেন। কিন্তু হযরত খাজা নক্‌শবন্দ (র)-এর খলীফা হযরত খাজা আলাউদ্দীন আত্তার (র) হইতে তা'লীমপ্রাপ্ত হন। এই কারণেই নক্‌শবন্দীয়া সিলাসিলার মধ্যে কেহ কেহ হযরত খাজা আলাউদ্দীন (র)-এর নাম উল্লেখ করেন এবং কেহ কেহ করেন না। তিনি হিজরী ৮০৮ মতান্তরে ৮৫১ সালের সফর মাসে ইন্তিকাল ফরমান। হেছার এলাকাধীনে হাল্‌ফাতুর অথবা হাফ্‌নুতে তাঁহার মাযার শরীফ অবস্থিত।

হযরত খাজা ওবায়দুল্লাহ্ আহ্‌রার (র)

হযরত খাজা ওবায়দুল্লাহ আহ্‌রার (র) হিজরী ৮০৬ সালের মাহে রমযানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হযরত মাওলানা ইয়াকুব চর্‌খী (র)-এর খলীফা ছিলেন। তিনি শাহে সমরকন্দ মীর্জা সুলতান আবু সাঈদের সমসাময়িক ছিলেন এবং তাঁহার রায় অনুযায়ী শাহ সাহেব বাবরের সহিত মোকাবিলা করিয়া কৃতকার্য হইয়াছিলেন। তিনি মোল্লাজামীরও পীর ছিলেন। কোন কোন বর্ণনায় তাঁহার নাম হযরত খাজা ওবায়দুলাহ্ আ'রেফ খাজা আহ্‌রার রূপে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

হিজরী ৮৯৫ সালের রবিউল আউয়াল মাসে তিনি ইন্তিকাল ফরমান। তাঁহার মাযার শরীফ সমরকন্দে অবস্থিত।

www.pathagar.com

হযরত মাওলানা খাজা মুহাম্মাদ যাহেদ ওয়াখ্শী (র)

হযরত মাওলানা খাজা মুহাম্মাদ যাহেদ ওয়াখ্শী (র)—হযরত খাজা ওবায়দুল্লাহ আহ্রার (র)-এর খলীফা ছিলেন। হেছার এলাকায় ওয়াখ্শী নামে এক গ্রাম আছে যাহাকে ওয়াখ্শাওয়ারও বলে। ইহাই তাঁহার জন্মস্থান এবং এই স্থানেই তাঁহার মাযার শরীফ অবস্থিত। হিজরী ৯৩৬ মতান্তরে ৯৩৭ সালে তিনি ইন্তিকাল ফরমান।

হযরত মাওলানা দরবেশ মুহাম্মাদ আমকাঙ্গী (র)

হযরত মাওলানা দরবেশ মুহাম্মাদ আমকাঙ্গী (র)—স্বীয় মাতুল হযরত যাহেদ (র)-এর খলীফা ছিলেন। শহরে নছ্তর প্রদেশের অন্তর্গত শহরে ছব্জ সংলগ্ন দেরার নামক গ্রামে তাঁহার মাযার শরীফ অবস্থিত। তিনি হিজরী ৯৭০ মতান্তরে ৯৯৭ সালের মুহার্‌রম মাসে ইন্তিকাল ফরমান।

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ খাজেগী আমকাঙ্গী (র)

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ খাজেগী আমকাঙ্গী (র) হিজরী ৯১৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বীয় বুযুর্গ পিতা হযরত মাওলানা দরবেশ মুহাম্মাদ (র)-এর খলীফা ছিলেন। তুরানের গভর্নর—আবদুল্লাহ খান তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন। হিজরী ১০০৮ সালের শাবান মাসে ৯০ বৎসর বয়সে তিনি ইন্তিকাল ফরমান। সমরকন্দ এলাকাধীন আমকাঙ্গে তাঁহার মাযার শরীফ অবস্থিত।

হযরত খাজা মুহাম্মাদ বাকীবিল্লাহ (র)

হযরত কাজা মুহাম্মাদ বাকীবিল্লাহ (র) হিজরী ৯৭১ সালে কাবুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নিসবত হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ খাজেগী (র)-এর সহিত ছিল। এবং তিনি হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নক্শবন্দ (র) ও হযরত খাজা আহরার (র)—উভয়ের রূহানিয়ত দ্বারা তরবিয়তপ্রাপ্ত। তাঁহার বুযুর্গ ওয়ালেদ কাজী আবদুস সালাম খিলজী ছিলেন সমরকন্দ নিবাসী কোরায়েশ বংশসম্ভূত। তিনি মাওলানা সাদেক হালওয়াই (র) হইতে জাহেরী ইল্ম হাসিল করেন। হিজরী ১০১২ সালে তাঁহার ওফাত হয়। দিল্লী শহরে শাহজাহান আবাদের বাহিরে কদম শরীফের নিকটবর্তী স্থানে তাঁহার মাযার শরীফ অবস্থিত।

www.pathagar.com

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাদশাহ্ আকবরের রাজত্বকাল

হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর জীবনীর প্রধান আলোচ্য বিষয় হইল তাঁহার মুজাদ্দিদীয়তের তাৎপর্য। এই তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিতে হইলে সর্বপ্রথম তৎকালীন শাসক ও শাসন ব্যবস্থা, তৎকালীন সামাজিক অবস্থা, দীনের উলামাগণের কার্যকলাপ এবং তৎপর তাঁহার আগমনের প্রয়োজনীয়তার উপর আলোকসম্পাত করা দরকার। পরবর্তী পর্যায়ে তাঁহার মুজাদ্দিদী জীবনের সহিত সম্পর্কশীল এই সমস্ত প্রসঙ্গের অবতারণা করা হইবে।

হযরত মুজাদ্দিদ (র) দ্বিতীয় হাজারের মুজাদ্দিদ রূপে স্বয়ং একটি ইতিহাস। অতএব বাহ্যিক ঘটনাবলির ইতিহাসের সহিত তাঁহার মূল্যবান জীবনরূপ ইতিহাসের নিবিড় যোগসূত্র রহিয়াছে। এই দিকে তাঁহার কর্মপদ্ধতি ও উহার ধারা পর্যালোচনা করিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হইয়া যাইবে। যদিও ঘটনাবলির ইতিহাসে তাঁহার কর্ম জীবনের উল্লেখ বিশেষ করা হয় নাই বা হয় না কিন্তু সত্যিকার ভাবে তাঁহার এতিহাসিক কর্ম জীবনের সহিত ঘটনাবলির লেখা ইতিহাসের যোগসূত্র না ঘটাইলে ইতিহাস পূর্ণতালাভ করে না। এই দিকটি বিশেষ অনুধাবনীয়।

হিজরী ৯৬৩ সাল মুতাবেক ঈসায়ী ১৫৫৩ সাল হইতে হিজরী ১০১৪ সাল মুতাবেক ঈসায়ী ১৬০৪ সাল পর্যন্ত পঞ্চাশ বৎসরেরও কিছু অধিক কাল জালালুদ্দীন আকবর হিন্দুস্থানের সম্রাট ছিলেন। ইতিহাসে তিনি শাহানশাহে আকবর, দিল্লীশ্বর ইত্যাদি নামে পরিচিত। তৎপর হিজরী ১০১৪ সাল হইতে সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমল শুরু হয়। তিনি বাইশ বৎসরকাল রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্বকালেই হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর মুজাদ্দিদীয়তের প্রকৃত বিকাশ লাভ ঘটে এবং তিনি ইন্তিকাল ফরমান।

বাদশাহ আকবরের আড়ম্বরপূর্ণ রাজত্বকালের প্রথম দিকে হিজরী ৯৭১ সালে হযরত মুজাদ্দিদ (র) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সতের বৎসর বয়ক্রমকাল পর্যন্ত তা'লীম

www.pathagar.com

ও তরবীয়তে অতিবাহিত করার পর মুজাদ্দিদীয়তের প্রাথমিক কার্যসূচিতে মশগুল হন। হিজরী ৯৮৮ সালে তাঁহার ইসলাহী জীবনের সূত্রপাত হয়।

রাজনীতি ইসলামের একটি বিশেষ অঙ্গ এবং এইজন্য রাজনীতিকে ইসলামে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দান করা হইয়াছে। ইসলামী খিদমত সম্পাদনের মাপকাঠি যাচাই করিতে হইলে রাজনৈতিক পরিস্থিতির ধারা স্বতঃ আসিয়া পড়ে এবং সামাজিক পরিস্থিতি বিচার-বিচেনার প্রেক্ষিতে রাজনীতির মোকাবিলা অপরিহার্য হইয়া পড়ে। সেই জন্য হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর ইসলাহী জীবনের সূচনায় বাদশাহ্ আকবরের রাজনীতির আলোচনা বিশেষ দরকার। বাদশাহের ব্যক্তিগত চালচলন ও কাজকর্মের ধারা হইল তাঁহার রাজত্বের রাজনীতি। সেই জন্য বাদশাহ্ আকবরের রাজনীতির বর্ণনা করিলেই হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর রাজনৈতিক পরিবেশের বর্ণনা করা হইবে।

আকবরী ছিয়াছতের পূর্ণ বিবরণী দেওয়ার পূর্বে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় সম্মুখে রাখা দরকার ঃ

(ক) জালালুদ্দীন আকবরকে মহান আকবর বলা হয় কেন ?

(খ) বাদশাহ আকবর ও বীরবলের কাহিনীগুলি অদ্যাবধি কেন বাংলা-পাক-ভারতের লোকমুখে শ্রুত হয় এবং বাদশাহের নব রতনের আলোচনা আজও কেন বড়ই চিত্তাকর্ষক ও হৃদয়গ্রাহী হইয়া আছে ?

(গ) বাদশাহ আলমগীর কোন্ অপরাধের দরুন ধর্মীয় গোঁড়ামি ও মযহাবী দিওয়ানা ইত্যাদি প্রতিশব্দমূলক আখ্যায় আখ্যায়িত হন ?

উল্লিখিত প্রশ্নগুলির সমাধান করে মোল্লা আবদুল কাদের বদাউনীর বিখ্যাত গ্রন্থ 'মুন্তাখাবুত্ তাওয়ারীখ' হইতে কয়েকটি উদ্ধৃতি দান করাই যথেষ্ট মনে করি। উক্ত মোল্লা সাহেব বাদশাহ্ আকবরের অন্যতম দরবারী ও ঐতিহাসিক। তিনি তাঁহার উক্ত গ্রন্থের ঘটনাবলি হলফ্ ও সাক্ষ্য সহকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

বাদশাহ্ আকবরের রাজত্ব

বাদশাহ্ আকবর হিজরী ৯৫০ সালে (ঈসায়ী ১৫৪৩ সাল) সিন্ধুর মরুভূমি অমরকোট নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ সময় তাঁহার পিতা হুমায়ুন শেরশাহ আফগানীর নিকট পরাস্ত হইয়া পলাতকরূপে ইতস্তত ছুটাছুটি করিতেছিলেন। শের শাহের মৃত্যুর পর হুমায়ুন শেরশাহের বংশধর সিকান্দর শূরকে পরাজিত করিয়া দিল্লী ও আগ্রা দখল করেন কিন্তু অনতিকাল পরেই ঈসায়ী ১৫৫৬ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই সময় আকবরের বয়স ছিল মাত্র ১৩ বৎসর ৪ মাস। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার অভিভাবক বৈরাম খানের হস্তে রাজ্য শাসনভার অর্পিত হয়। রাজত্বের এই সূচনায় তাঁহাকে সিকান্দর শূর ও আদিল শাহের আফগান সৈন্যের

www.pathagar.com

মোকাবিলা করিতে হয়। আকবর অল্প দিনের মধ্যেই বৈরাম খানের হস্ত হইতে রাজ্যের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। এই সময় তাঁহার রাজত্ব নিম্নলিখিত তিনটি শক্তির দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল ঃ

(ক) আফগান শক্তি—আফগান শক্তি কর্তৃক পরাস্ত হইয়া আকবরের পিতা হিন্দুস্থান হইতে বিতাড়িত হন এবং পুনরায় তিনি নিজ রাজ্য দখল করেন। অতঃপর আকবরকে তাঁহাদের সহিত মোকাবিলা করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়।

(খ) ইসলামের বিভেদ সৃষ্টিকারী দল—এই দলের কর্মভূমির কেন্দ্র ছিল ইরান। উক্ত দলের সাহায্যে হুমায়ুনের দ্বিতীয় বার দিল্লীর সিংহাসন লাভ হয়।

(গ) হিন্দু সম্প্রদায়—হিন্দুস্থানে শতকরা ৯৫ জনের মত সংখ্যাধিক্য থাকা সত্ত্বেও বিগত বাদশাহগণের ভীতি ও শৌর্যবীর্যে হিন্দু সম্প্রদায় এরূপ ভাবে নত হন যে, তাঁহাদের মধ্যে মোকাবিলা করার শক্তি বাকি ছিল না।

আকবর যদি কোন এক মযহাবে স্বাধীনভাবে কায়েম থাকিতেন তাহা হইলে তাহাকে অন্য মযহাবপন্থীদের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে হইত। আফগানগণ ছিল তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী, এইজন্য তাঁহার পক্ষে ইসলামের বিভেদ দৃষ্টিকারী দল ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মনঃতুষ্টি ব্যতিরেকে গত্যন্তর ছিল না। তিনি শাসন নীতিকে মযহাবের উপর প্রাধান্য দান করেন এবং সুন্নীগণকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য সকল মযহাব পন্থীদের মনঃতুষ্টির কাজে মশগুল হন। তাঁহার ছিয়াছত ছিল—রাজদরবারে বিভিন্ন ধর্মের পণ্ডিতগণকে একত্রিতকরণ ও তাঁহাদের বিতর্কাদি শ্রবণ। তাঁহার এই কার্যের মূল উদ্দেশ্য হইতেছে প্রত্যেক মযহাবের কার্যাবলির সমন্বয় সাধন করা। হায় আফসোস! তিনি যদি ইসলাম ধর্মের আলিম হইতেন তাহা হইলে এইরূপ মনঃতুষ্টির মাধ্যমে ইসলামী হুকুমতের একটি নক্শাও কায়েম করতে পারিতেন অর্থাৎ তাহা হইলে অন্তত পক্ষে তিনি বদ্দীনী ইখতিয়ার করিতেন না। কিন্তু তিনি ছিলেন নিরক্ষর এমন কি দস্তখত করিতেও অপারগ ছিলেন। অতএব সকল ধর্মের সমন্বয় সাধন করিতে যাইয়া তিনি ইসলাহের পরিবর্তে ফাসাদের দিকে পা বাড়াইয়া একটি নূতন মযহাব গঠনের দিকে মনোনিবেশ করেন। তিনি এই নতুন মযহাবের নামকরণ করেন–'দীনে ইলাহী'। নিম্নে বাদশাহ আকবর প্রবর্তিত তথাকথিত দীনে ইলাহী ধর্মের উপর কিছু আলোচনা করা হইতেছে ঃ

'দীনে ইলাহী'র উপাদান

বাদশাহ আকবর প্রবর্তিত 'দীনে ইলাহী' নামক নূতন ধর্মের প্রধান উপাদান হইতেছে সূর্যের উপাসনা করা। বাদশাহ স্বয়ং বাধ্যতামূলকভাবে দৈনিক চারিবার অর্থাৎ প্রত্যুষ, দ্বিপ্রহর, সন্ধ্যা ও অর্ধ রাত্রে সূর্যের উপাসনা করিতেন। তিনি হিন্দী

www.pathagar.com

ভাষায় কথিত সূর্যের এক হাজার এক নাম অযীফা বানাইয়া লন। তিনি ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় সূর্যের দিকে মুখ করিয়া খুব মনোযোগের সহিত এই নামগুলি আবৃত্তি করিয়া নিজ কান ধরিয়া একবার ঘুরপাক খাইতেন এবং নিজ কানের লতির দিকে ঘুষি মারিতেন। তিনি এই জাতীয় অন্য অনুষ্ঠানাদিও সম্পন্ন করিতেন। তিনি তিলকও লাগাইতেন। দৈনিক অর্ধরাত্রিতে ও সূর্যোদয়ের সময় নহবত ও নাকাড়া বাজান হইত।

এই নূতন ধর্মে সূর্যের বিষয় আলোচনা কালে—'জাল্লাত কুদরাতুহু' বলিতে হইত। এইভাবে আগুন, পানি, গাছ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দৃশ্য এমন কি গাভী ও গোময়েরও পূজা করা হইত। বাদশাহ এই সমস্তের পূজা করিতেন এবং তিলক লাগান ছাড়াও পৈতা দ্বারা নিজকে সুশোভিত করিতেন। তিনি হিন্দু মতে শিক্ষা দেওয়া সূর্যকে বশীভূত করার দোয়া অর্ধরাত্রি ও সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে অযীফার মত পাঠ করিতেন। এই নূতন ধর্মে সূর্যের কেবল উপাসনাই করা হইত না বরং ইহাকে প্রতিপালকের শরীক মনে করা হইত। বাদশাহের এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, সূর্য সর্বশ্রেষ্ঠ আলোক প্রদানকারী রূপে সারা বিশ্বকে আলোক প্রদান করে। ঐ সূর্যই বাদশাহগণের মুরুব্বী ও হিতাকাঙক্ষী এবং বাদশাহগণ এই দান প্রচলনকারী।

এইরূপে তারকারাজির পূজার ব্যাপারেও বাদশাহ এত বাড়াবাড়ি করিতেন যে, তিনি নিজ পোশাক-পরিচ্ছদও সাতটি তারকার রঙ অনুযায়ী প্রস্তুত করিতেন, কারণ তাঁহার মতে প্রত্যেক দিনের উপর কোন না কোন তারকার প্রভাব রহিয়াছে। এইজন্য তাঁহার প্রত্যেক দিনের কাপড়ের রঙ তারকার রঙ অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের হইত।

মযহাবের ভিত্তি মাব্‌দা ও মায়া'দের উপর কায়েম আছে। বাদশাহ প্রবর্তিত এই নূতন দীনে মাব্‌দা (ইহকাল) সম্পর্কীয় উপরিউক্ত আকীদাগুলি নির্ধারিত করা হইয়াছে। এখন মায়া'দ (অর্থাৎ পরকাল) সম্পর্কে এই নূতন দীনের আকীদা হইতেছে পুনর্জন্মবাদের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন।

বঙ্গদেশের শাসনকর্তা আজম খান রাজদরবারে হাজির হইলে বাদশাহ তাঁহাকে বলেন, "পুনর্জন্মবাদে আমার ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিয়াছে এবং এ বিষয় আমি অকাট্য প্রমাণও দান করিতে সক্ষম। আবুল ফযল এই বিষয়টি আপনাকে ভালোরূপে বুঝাইয়া দিবে।"

এই পুনর্জন্মবাদের ব্যাপারে বাদশাহের ধারণা এতদূর পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল যে, ব্রাহ্মণদের পরামর্শ ক্রমে তিনি নিজ মস্তকের চারিদিকের কিনারার চুল রাখিয়া দিয়া কেবল মধ্যস্থানের সমুদয় চুল কামাইয়া ফেলিতেন। তাঁহার আত্মা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে—এই বিশ্বাসের বীজও তাঁহার মনে বপণ করিয়া দেওয়া হয়। কামেল মনীষীগণের আত্মা—মস্তকের তালুর পথে বাহির হইয়া থাকে। ইহা শরীরের ছিদ্রগুলির দশম ছিদ্র। কামেলগণের আত্মা তালুর খুলি হইতে বাহির হওয়াকালীন একটি ভীষণ

www.pathagar.com

আওয়াজের সৃষ্টি করে। এই আওয়াজটি মৃত ব্যক্তির সৌভাগ্য ও নাজাতের দলীল এবং ইহাই মৃত ব্যক্তির গোনাহ হইতে মুক্তি। পুনর্জন্ম মযহাবপন্থীদের আ'কীদা অনুযায়ী এই কথার আলামত হইতেছে এই যে, আত্মা কোন শক্তিশালী বাদশাহের শরীরে জন্মলাভ করে। এই পন্থা দ্বারা বাদশাহের একীন হয় যে, মৃত্যুর পরে পুনঃ তিনি অন্য কোন সিংহাসনে শানশওকতের সহিত সমাসীন হইবেন। ব্রাহ্মণদের মুখে এই জাতীয় কথা শ্রবণের দরুন পুনর্জন্মবাদের উপর বাদশাহের বিশ্বাস অধিক দৃঢ় হয়।

বড়ই আশ্চর্যের কথা এই যে, প্রকৃত প্রস্তাবে এই নূতন ধর্মটি শির্কের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও দীনে ইলাহী বলিয়া প্রচারিত হইত। এই ধর্মে দাখিল হইবার নিমিত্ত মুরিদগণের নিকট হইতে বায়আত গ্রহণ করা হইত। মোল্লা সাহেব লিখিতেছেন, "সর্ব প্রথম এই মযহাবে যেই কলেমা পড়ান হইত, তাহাতে সিদ্ধান্ত করা হয় যে, কলেমায়ে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু'র সহিত প্রকাশ্যভাবে আকবর খলীফাতুল্লাহও বলিতে হইবে।" এই কথার দ্বারা ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, ইহা কেবল মুরিদগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং সাধারণ প্রজাগণকেও ইহা বলিবার জন্য আইনগত বাধ্যবাধকতা আরোপ কথা হইত।

যাহারা এই নূতন ধর্মে দাখিল হইত, তাহাদিগকে উল্লিখিত কলেমার সহিত নিম্নলিখিত 'আ'হাদ নামা' (প্রতিশ্রুতি পত্র) এক্‌রার করিতে হইত। মোল্লা আবদুল কাদের বদায়ুনী রচিত 'মুন্‌তাখাবুত তাওয়ারীখ' গ্রন্থ হইতে উক্ত আ'হাদনামার অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল ঃ

> আমি অমুকের পুত্র অমুক এ যাবত বাপ-দাদাগণকে অনুকরণ করিয়া যে দীন–ইসলাম মান্য করিয়া আসিতেছিলাম—ইহা হইতে স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে পৃথক হইয়া সম্রাট আকবরের দীনে ইলাহীতে দাখিল হইতেছি এবং এই ধর্মের খাতিরে জান, মাল, ইজ্জত ও পূর্ব ধর্মকে বিসর্জন দান করিতে প্রস্তুত আছি।

বাদশাহ প্রবর্তিত নূতন ধর্মে দীক্ষাপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের নামকরণ হইত 'ইলাহী'। তাহারা পত্রের শিরোনামায় আল্লাহু আকবর লিখিত এবং পরস্পর দেখা-সাক্ষাতের সময় সালামের পরিবর্তে একজন 'আল্লাহু আকবর' এবং দ্বিতীয়জন 'জাল্লা জালালুহু' বলিত।

বাদশাহের মুরিদগণকে শিজ্‌রাস্বরূপ বাদশাহের একটি ছবি দেওয়া হইত। এই ছবিটি পূর্ণ এখলাসের আলামত, দৌলত ও উন্নতির ভূমিকা স্বরূপ ধারণা করা হইত। একটি হিরা-জহরত খচিত গেলাফে এই ছবি রাখিয়া পাগড়িতে বসান হইত।

পূর্ব বর্ণিত মা'বুদগুলির উপাসনা ছাড়াও মুরিদগণের জন্য স্বীয় বাদশাহের ইবাদত করা অত্যাবশ্যক ছিল। মোল্লা সাহেব এই ইবাদতের খাস তরীকা বর্ণনা করিতেছেন,

www.pathagar.com

'প্রতিদিন প্রত্যুষে বাদশাহ ঝরোকার মধ্যে সূর্য পূজা করিতেন। পূজা অন্তে বাদশাহের চেহারা না দেখা পর্যন্ত মুরিদগণের জন্য দাঁত মাজা, পানাহার ইত্যাদি হারাম ছিল। কি হিন্দু কি মুসলমান, কি স্ত্রী কি পুরুষ, কি স্বাস্থ্যবান কি অসুস্থ—সর্ব শ্রেণীর হাজতমন্দ নর-নারীর জন্য এই স্থানে আগমনের সাধারণ অনুমতি ছিল। ইহার ফলস্বরূপ এইস্থানে একটি বড় মেলা বসিয়া যাইত। বাদশাহ যেইমাত্র সূর্যের এক হাজার এক নামের অযীফা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া পর্দার অন্তরাল হইতে বাহিরে আগমন করিতেন, তখনই সমবেত নরনারী একযোগে সিজদায় পড়িয়া যাইত।

ফলকথা বাদশাহ সূর্য হইতে অণু পর্যন্ত লাভ-লোকসানের সামান্যতম প্রতীকরূপ প্রতিটি বস্তুর পূজারী বনিয়া যান। তাঁহার মুরিদগণ এই সকল বস্তুসহ তাহাদের পীররূপী বাদশাহেরও পূজা করিত। তাহারা বাদশাহকে যে সিজদা করিত উহা 'জমিন বোছ' নামে অভিহিত হয়। এই সিজদার বিষয়ে তাজুল আরেফীন সাহেবের সূফীয়ানা প্রবঞ্চনাও ইন্ধন যোগায়। তিনি ছিলেন মাওলানা জাকারিয়া অযোদ্ধনীর পুত্র। তিনিই বাদশাহের জন্য সিজদা ওয়াজেব বলিয়া ফতোয়া দান করিয়া ইহার নামকরণ করেন–'জমিন বোছ'। বাদশাহের প্রতি আদবের খেয়ালকে ফরযে আইন রূপে নির্ধারিত করত তাঁহার চেহারাকে কেবলায়ে হাজত এবং কা'বায়ে মুরাদ বলিয়া তিনিই বুঝাইয়া দেন এবং এই দাবি প্রমাণ করিবার ব্যাপারে কতকগুলি দুর্বল রেওয়ায়েতের বর্ণনা ও হিন্দুস্থানের কতিপয় সূফীর কার্যপ্রণালী দলীল রূপে খাড়া করেন।

'জমিন বোছ'-এর এই পদ্ধতি পরবর্তী জামানায়ও জারি ছিল। এই মাসয়ালাটির দিক হইতে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর ব্যথাহত অন্তঃকরণ শেষ পর্যন্ত ফাটিয়া পড়ে। এই ব্যাপারে পরে বর্ণনা করা হইবে।

আকবরী রাজত্বের কেবল সাধারণ ব্যক্তি ছাড়াও খাস খাস উলামা এই শিরকী আমলে অর্থাৎ মুশরিকদের মত কার্যে লিপ্ত ছিলেন। মোল্লা সাহেব 'জমিন বোছ' দেওয়াকালীন একজন আলিমের অবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, "এই মৌলবী সাহেব শাহী দরবারে হাজির হইলে গর্দান বাঁকাইয়া কুর্নিশ পালন করিল এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত হস্ত ও চক্ষু বন্ধ করিয়া দণ্ডায়মান থাকিল। বহুক্ষণ পর তাহার প্রতি বসিবার হুকুম হইলে তৎক্ষণাৎ সে সিজদায় পতিত হইল এবং সিজদা হইতে উঠিয়া উষ্ট্রের ন্যায় বসিয়া পড়িল।" (মু. তা.)

বাদশাহ আকবরের সময় কুফরী ও নাস্তিকতা যেরূপ বিস্তার লাভ করে এবং যেভাবে শরীয়তে ইসলামের দুর্বলতা ও পতন নামিয়া আসে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। শাহী দরবারের আদব ছিল সিজদা এবং শাহী মোহরে ছন্দ আকারে অংকিত ছিল–জাল্লা জালালুহু মা আকবরা শানুহু। আবুল ফযল বাদশাহকে একখানি কিতাব আনিয়া দিয়া বলেন, "আসমান হইতে ইহা আপনার জন্য ফেরেশতা আনয়ন করিয়াছেন যেন

www.pathagar.com

আপনি ইহার উপর আমল করেন। উক্ত কিতাবে নিম্নরূপ একটি লাইন লিখিত ছিল ঃ "হে يَاأَيُّهَا الْبَشَرُ لاَتَذْبَحِ الْبَقَرَ وَاِنْ تَذْبَحِ الْبَقَرَ فَمَاوَاىَ السَّعَرُ মানুষ। তুমি গাভী যবেহ করিও না—যদি কর—তোমার আশ্রয়স্থল জাহান্নামে।"

মোল্লা সাহেব পুনঃ উল্লেখ করিতেছেন, "কতিপয় বদ-নসীব হিন্দু ও হিন্দু-মেযাজ মুসলমান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়ত সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে এ'তেরাজ করিত।" (মুঃ তাঃ)

আকীদা ও ইবাদতের এই ছিল বাস্তব রূপ। ইহা ব্যতিরেকে যে সমস্ত রসূম ও অভ্যাসাদি এই শাহী দীনের ভিতর স্থান লাভ করিয়াছিল, ইহাদের আনুপূর্বিক বর্ণনা বড় দীর্ঘ। নিম্নে সংক্ষিপ্ত আকারে ইহাদের উপর যৎসামান্য আলোকপাত করা হইতেছে, যাহাতে এই ব্যাপারে রহস্যের দ্বারোদঘাটন হইবে।

সুদ ও জুয়া হালাল হওয়া

মোল্লা সাহেব লিখিতেছেন, "সুদ ও জুয়া হালাল সাব্যস্ত করা হয়।" ইহার উপর অন্যান্য হারাম বস্তুর বিষয় কেয়াস করা যাইতে পারে। খাস দরবারে একটি জুয়া খেলার ঘর নির্মাণ করিয়া জুয়াড়ীদিগকে শাহী খাজানা হইতে সুদী কর্জ দেওয়া হইত।

শরাব হালাল হওয়া

ফতোয়া দেওয়া হয় যে, শরাব যদি শারীরিক ইসলাহের জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞান মতে ব্যবহার করা হয় এবং পান করার দরুন যদি কোন প্রকার ফেত্না ফাসাদের সৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে এইভাবে শরাব পান করা জায়েয। অবশ্য সীমা অতিক্রম করিয়া যাওয়ার মত নেশা ও এই কারণে বহু লোক একত্রে জমা হইয়া শোরগোল করা ইত্যাদির ব্যাপারে বাদশাহ কঠোরভাবে হস্তক্ষেপ করিতেন।

বাদশাহ স্বয়ং দরবারের নিকটেই শরাব বিক্রয়ের একটি দোকান খুলিয়া দেন এবং ইহার দরও তিনি ধার্য করিয়া দেন। এতদ্‌দৃষ্টে মনে হয় যেন আবগারী বিভাগের ইহাই সর্বপ্রথম ভিত্তি। নওরোজের মজলিসগুলির মধ্যে অধিকাংশ উলামা বরং কাযী ও মুফতিগণকে পর্যন্ত শরাব পানে বাধ্য করা হইত। ইহা হইতে শরাবের ব্যাপারে বাদশাহের বাড়াবাড়ির আন্দাজ করা যায়। আমোদস্ফূর্তির এই মজলিসে বিভিন্ন লোকগণের নামে পেয়ালা নির্ধারণ করা হইত। এই বিষয়ে মোল্লা সাহেব বলেন, "রাজকবি ফৈযী বলিতেন যে, আমি এই পেয়ালাটি ফকীহ্দের অন্ধ বিশ্বাসের নামে পান করিতেছি।"

৬—

www.pathagar.com

দাড়ির দুর্গতি

শরাব হালাল হওয়ার পর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইত দাড়ি মুণ্ডনের ব্যাপারে। মোল্লা সাহেব লিখিতেছেন, "সর্ব প্রথম দাড়ি মুণ্ডনের খেয়াল বড় বড় রাজ কন্যাদের খাতিরে জারি হয়। পরে এই খেয়ালকে তুষ্টির পশ্চাৎ ভূমিকায় আক্‌লী ও নকলী দলীলসহ পেশ করা হয়। এই সম্পর্কে পেশকৃত নকলী দলীলটি কিছুটা শ্রবণযোগ্য যাহাতে অন্যান্য দলীলের স্বরূপও প্রকাশ পাইবে। ফেকাহের কোন কিতাবে লিখিত ছিল যে, ইরাকের ইতর শ্রেণীর লোকের মত দাড়ি কাটা উচিত নয়। اَوْبَاش এর অনুবাদ আরবীতে عُصَّاةُ শব্দ দ্বারা করা হয়। হিন্দু মুসলমানের সুরত এক নুকতার উপর একত্রিত করার চেষ্টায় এক মৌলবী সাহেব আরবী 'ع' (আ'ইন) অক্ষরটিকে 'ق' (ক্বাফ) অক্ষরে রূপান্তরিত করিয়া এবারতটি শাহী দরবারে এই ভাবে পেশ করেন- كَمَا يَفْعَلُهُ قُضَاةُ الْعِرَاقِ -"যেই ভাবে ইরাকের কাযীগণ মুণ্ডন করিতেন।" অতএব তাহাদের দলীলটি এই পর্যায়ে দাঁড়ায় যে, ইরাকের কাযীগণ যখন দাড়ি মুণ্ডন করিতেন, তখন হিন্দুস্থানের কাযীগণ কেন মুণ্ডন করিবেন না ? মোল্লা আমানের ভ্রাতুষ্পুত্র মোল্লা আবু সাঈদ পানিপথী তাঁহার পুরাতন মুশাবিদার একটি হাদীসও শাহী দরবারে পেশ করেন। উক্ত হাদীসের অনুবাদও মোল্লা আবদুল কাদের বদায়ুনী স্বীয় 'মুন্‌তাখাবুত তাওয়ারিখ' গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন,-"এক সাহাবীর পুত্র দাড়ি মুণ্ডিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সম্মুখ দিয়া গমন করেন। হুযূর (সা) বলেন, বেহেশ্‌তীগণের সুরতও এইরূপ হইবে।" শেষ পর্যন্ত দাড়ি মুণ্ডনের ব্যাপারে বাদশাহ আকবরের পাগলামি এতদূর পর্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যাহার নমুনাস্বরূপ বলা যায় যে, শাহী দরবারের বড় বড় আলিম ও ফাযেলগণ প্রত্যহ নিজ নিজ দাড়ি বাদশাহের কদমে উৎসর্গ করিতেন।

নাপাকীর গোসল

বাদশাহ আকবর প্রবর্তিত এই নূতন ধর্মে নাপাকীর দরুন ফরয গোসলকেও রহিত করিয়া দেয়। কেননা এই ধর্ম মতে 'মনী'-নেক মানুষ পয়দা হওয়ার বীজ। বরং তাহাদের মতে উত্তম পন্থা এই যে, প্রথমে গোসল করিয়া যেন সঙ্গম করা হয়।

এই ধর্মে বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়ে কতকগুলি নূতন নিয়ম জারি করা হয়। যথা ঃ চাচাত, মামাত ও ফুফাত ভগিনী ইত্যাদিকে যেন বিবাহ না করা হয়; কেননা এইরূপ বিবাহে মহব্বত কম হয়। এই প্রসঙ্গে কানুন জারি করা হয় যে, ষোল বৎসর বয়সের পূর্বে বালক ও চৌদ্দ বৎসর বয়সের পূর্বে বালিকাদের যেন বিবাহ না করান হয়, কারণ এইরূপ অল্প বয়সের বিবাহের মাধ্যমে পয়দা হওয়া সন্তানাদি দুর্বল হয়।

www.pathagar.com

উপরন্তু একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ করিয়াও কানুন জারি করা হয়। বিবাহের পূর্বে কোতয়ালীতে বালক-বালিকাদের বয়সের পরীক্ষা করা হইত।

পর্দা

যুবতী নারী বাজার ও রাস্তায় বাহির হইত। এইরূপ রাস্তায় বাহির হইবার সময় তাহাদের চেহারা খোলা রাখিতে হইত অথবা বোর্‌খা পরিহিতা হইলে চেহারা খুলিয়া দিতে হইত। ইহাতে মনে হয় যেন আইনত পর্দা উঠাইয়া দেওয়া হয়।

ব্যভিচার

বিবাহের কানুনাদির ভিতর উক্ত সংস্কারগুলি ছাড়াও বাদশাহ আকবরের যুগে কতিপয় উলামা—ফেকাহ হানাফীর দিক দিয়া মুত্‌আ' বিবাহেরও (স্বল্প মেয়াদী বিবাহ) ফতোয়া দেন। কোন কোন মৌলবী—বাদশাহ আকবরের কান পর্যন্ত এরূপ পৌছাইয়া দেন যে, কোন কোন মুজতাহিদ—চার বিবাহের পরিবর্তে নয় কি তদূর্ধ বিবাহ সিদ্ধ বলিয়া রায় দিয়াছেন।

দীনে ইলাহী ধর্ম প্রবর্তনের পর একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ হইবার কানুন জারি করা হয়—ইহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। অবশ্য বন্ধ্যা নারীর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি ছিল। এক দিকে এই অবস্থা এবং অন্যদিকে নেকাহ বা মুত্‌আ' করা ব্যতিরেকেও এই কার্যের অনুমতি দেওয়া হয়। ইহা হইতে ইহাই সুস্পষ্ট হইয়া পড়ে যেন আইনত যেনা হারাম ছিল না। মোল্লা সাহেব লিখিয়াছেন,"এই ব্যাপারে শহর হইতে বাহিরে আবাদী স্থাপন করা হয় এবং ইহার নামকরণ করা হয়-'শয়তানপুর,' উক্ত স্থানে রীতিমত পুলিস প্রহরা মোতায়েন করা হয়।"

খাত্‌না প্রথা

দীনে ইলাহী ধর্ম প্রবর্তনের পূর্বে বাদশাহ আকবর তাঁহার পুত্রগণের খাত্‌না কার্য সম্পন্ন করেন। মোল্লা সাহেব এই বিষয়টিও নকল করিয়াছেন, "হিন্দু মুসলমানের মধ্যে মতভেদ উঠাইয়া দিবার প্রেরণা বাদশাহের মনে উদয় হইলে ইসলামের এইরূপ একটি বিশেষ শেয়া'র (অনুষ্ঠান) সম্পর্কে কানুন জারি করা হয়-বার বৎসরের পূর্বে বালকদের খাত্‌না করা নিষিদ্ধ! বার বৎসর অতিক্রম করার পর খাত্‌না করা না করা বালকদের ইচ্ছাধীন।" ইহা বড়ই পরিষ্কার যে, বারো বৎসর বয়স অতিক্রম করার পর খাতনা করার মত এরূপ কষ্ট বরদাশ্‌ত করিবার কার্যে খুব কমসংখ্যক বালকই অগ্রসর হইবে। ইহা খাত্‌না রূপ সুন্নতকে মিটাইয়া দিবার গোপন তদবীর বই আর কিছুই নহে।

www.pathagar.com

মৃত ব্যক্তি

বাদশাহ প্রবর্তিত নূতন ধর্ম দীনে ইলাহীতে এই নিয়ম বিধিবদ্ধ হয় যে, এই ধর্ম অনুসারী ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার গর্দানে কাঁচা গম ইত্যাদি ও পাকা ইট বাঁধিয়া তাহাকে পানিতে ফেলিয়া দিতে হইবে এবং যে স্থানে পানি পাওয়া যায় না তথায় মৃত ব্যক্তিকে জ্বালাইয়া দিতে হইবে অথবা মস্তক পূর্ব দিকে ও পা পশ্চিম দিকে স্থাপন করিয়া দাফন করিতে হইবে।

এই বিষয়ে আর অধিক কি বর্ণনা করা যায়। মোট কথা বাদশাহ আকবর তাঁহার জীবনে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সমুদয় কানুন উলট-পালট করিয়া দেন। মোল্লা সাহেবের বর্ণনা হইতে ইহাও সুস্পষ্ট রূপে জানা যায় যে, উল্লিখিত অনুষ্ঠানাদি ছাড়াও স্বর্ণ ও রেশম পুরুষদের জন্য হালাল তো দূরের কথা, ওয়াজেবের পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছান হয়। সাধারণত বাদশাহ আকবর প্রবর্তিত দীনে ইলাহী নামীয় নূতন ধর্মের কবুলকারী অথবা সাহায্যকারী সমুদয় উলামা রেশমী কাপড় পরিধান করিত এবং এই আল্লাহ্ বিদ্রোহীর আদেশ পালন করিত। অনুরূপভাবে শূকর ও কুকুরকেও পবিত্র বলিয়া সাব্যস্ত করা হয়।

এই ছিল বাদশাহ আকবর প্রবর্তিত তথাকথিত নূতন ধর্ম দীনে ইলাহীর এজমালী নক্শা। ইহাতে সমস্ত মযহাবকে এক দৃষ্টিতে দেখার প্রচারণা চালনা করা হইত! বড়ই আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইসলাম ও ইসলামী আহকাম ব্যতীত এই লোকগুলি অন্য কোন মযহাবের কোন অংশের বিরোধিতা করিত না এবং ঐ সমস্ত ধর্মের মধ্যে কোন খারাবীও তাহাদের নজরে আসিত না। অথচ ইসলামের ব্যাপারে তাহাদের এই আচরণ। অন্যান্য মযহাব ও ইহাদের রসুমের সঙ্গে তাহাদের কোন মিল না থাকিলেও কিরূপে তাহাদের আকল ইহা গ্রহণ করিয়া লইত, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয়।

রাখী বন্ধন

হিন্দু সম্প্রদায়ের রীতি অনুযায়ী বাদশাহ আকবর কপালে তিলক লাগাইয়া বারান্দায় উপবেশন করিতেন ও হীরা-জহরত খচিত একটি কংকন ব্রাহ্মণদের হস্ত মারফত তাবারুক হিসাবে গ্রহণ করিয়া নিজ হস্তে বাঁধিতেন।

অন্যদের প্রতি বাদশাহের উত্তম মনোবৃত্তির উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, তিনি শীব রাত্রিতে সমস্ত রজনী যুগীদের সাহচর্যে বসিয়া থাকিতেন। উদ্দেশ্য, ইহাতে হায়াত বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু বড়ই দুর্ভাগের কথা এই যে, দীন ইসলামের কোন একটি অংশ বাদশাহের পছন্দসই বাছিয়া লইবার মত ছিল না। শাহী ধর্মে একদিকে যেমন ব্যাঘ্র ভালুকের গোশ্ত হালাল বলিয়া ফতোয়া দেওয়া হয় অন্যদিকে তেমনি মহিষ,

www.pathagar.com

মেষ, উষ্ট্র, গাভী ইত্যাদির গোশ্‌ত হারাম হওয়ার ফতোয়া দেওয়া হয়। ইহার সহিত এই কানুনও ছিল যে, জানোয়ার যবেহকারী পেশাদার ব্যক্তির সহিত কোন ব্যক্তি আহার করিলে এই আহারকারী ব্যক্তির হস্ত কর্তন করা উচিত; এমন কি তাহার স্ত্রীও আহার করিলে তাহার অঙ্গুলিগুলি কাটিয়া ফেলিতে হইবে।" প্রসঙ্গত শাহী কানুনটি বিশ্লেষণ করিলে ইহার তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে, হিন্দুস্থান হইতে চিরকালের জন্য গোশ্‌ত খাওয়া বন্ধ করার দুরভিসন্ধি লইয়া এ ব্যাপারে আইনের এইরূপ কঠোরতা আরোপ করা হয়। মোল্লা সাহেবের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, দীনে ইলাহীর কানুনের মধ্যে ইহাও একটি কানূন ছিল যে, কোন হিন্দু রমণী কোন মুসলমান পুরুষের ভালবাসায় লিপ্ত হইয়া ইসলাম ধর্ম পছন্দ করিলে ঐ রমণীকে বলপূর্বক তাহার স্বগোত্রে সোপর্দ করিতে হইবে।

এইতো হইল মোল্লা আবদুল কাদের বদায়ুনীর সাক্ষ্য। কিন্তু নিম্নলিখিত সাক্ষ্যটি কেহ কি মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে সক্ষম ? হযরত মুজাদ্দিদ (র) ফরমাইতেছেন, "হিন্দুস্থানে কাফেরগণ নির্ভীকচিত্তে মসজিদগুলি বিনাশ করিয়া উক্ত স্থানে তাহাদের মন্দির নির্মাণ করিতেছে। এইভাবে কাফেরগণ প্রকাশ্যে কুফরের রসুমাত আদায় করিতেছে কিন্তু মুসলমানগণ অধিকাংশই ইসলামী আহকাম পালনে অপারগ।" (মকতুবাত শরীফ–মকতুব নং ৯২, দফতর ২)

হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর উপরিউক্ত বিবরণী বাদশাহ আকবরের আমলের নহে বরং উহা বাদশাহ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের প্রথম দিকের ঘটনা। এই বিষয়গুলিও মযহাবের সহিত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। হিজরী দ্বিতীয় হাজারের মধ্যে বাদশাহ কর্তৃক সংস্কারের যে পতাকা হিন্দুস্থানে উড্ডীন করা হয় উহার প্রেক্ষিতে মুসলমানের সাংস্কৃতিক ও তামুদ্দনিক শক্তির কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। নতুন দিনের দাবি ছিল সমস্ত ধর্মকে সমভাবে দেখা কিন্তু কার্যত কি হইল ও কি ঘটিল!

এই বিষয়ে মোল্লা সাহেব বাদশাহ আকবরের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, "একদিন বাদশাহ আকবর সভাসদগণকে উদ্দেশ্য করিয়া নিজ মতামত যাহির করেন—হিন্দুস্থানের বুদ্ধিমান যোগী ঋষীদের দ্বারা হিন্দী ভাষায় লিখিত পুস্তকগুলি সমস্তই নির্ভুল ও জ্ঞানের সন্ধানী আলো। এই দলের এ'তেকাদ ও এবাদতের সব কিছু নির্ভর করিতেছে এই সমস্ত পুস্তকের উপর। কাজেই আমরা এই মূল্যবান গ্রন্থরাজি হিন্দী ভাষা হইতে ফারসী ভাষায় নিজ নামে অনুবাদ করিয়া লইনা কেন ? ইহা দ্বারা আমরা ইহকাল ও পরকালের সুখ-সমৃদ্ধি ও শান্তি লাভ করিব।"

ইহার পর উক্ত গ্রন্থসমূহ অনুবাদের জন্য দফতর কায়েম করা হয় এবং এই কার্যে উলামা নিয়োগ করা হয়। ইহার মোকাবিলায় সঙ্গে সঙ্গে আরবী পড়া ও আরবী জানা দূষণীয় বলিয়া সাব্যস্ত হয়। তাফ্‌সীর, হাদীস ও ফেকাহ শিক্ষার্থীগণ উপেক্ষিত হন।

www.pathagar.com

অপর পক্ষে এই ইল্‌মের বদলে গণক শাস্ত্র, জ্যোতিষ শাস্ত্র, জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, চিকিৎসা, অঙ্ক, পদ্য, ইতিহাস ও কথা-কাহিনী মূলক পুস্তকের প্রচলন করা হয়। মোল্লা সাহেব লিখিতেছেন, "এই বৎসর বাদশাহী ফরমান জারি হয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তি আরবী ইল্‌ম পরিত্যাগ করিয়া যেন জ্যোতিষ শাস্ত্র, চিকিৎসা, গণিত, দর্শন শাস্ত্র ইত্যাদি পাঠ করে।"

সম্রাট আকবর জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন এবং তাহাদের গণনার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া শুভাশুভ নির্ণয় করিতেন। ইমর ফতেউল্লাহ্ সিরাজী, উলাহ্ বেগ ও নীলকণ্ঠ দৈবজ্ঞ ছিলেন তাঁহার শাহী দরবারের জ্যোতিষী। ১৩৬২ বঙ্গাব্দের প্রবাসী পত্রিকায় শ্রী নরেন্দ্র নাথ বাগল কর্তৃক লিখিত 'ভারতে জ্যোতিষ চর্চা' শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে নিম্ন অংশ উদ্ধৃত করা হইল, "নীলকণ্ঠ দৈবজ্ঞ ছিলেন সম্রাট আকবরের 'স্ফুরতদল সভামগুনের' প্রধান পণ্ডিত ও জ্যোতিষী। তিনি ছিলেন বিদর্ভ দেশে ধর্মপুর নামক স্থানের অনন্ত দৈবজ্ঞের পুত্র। অনন্ত দৈবজ্ঞ একজন প্রখ্যাত জ্যোতিষী ছিলেন। তিনি কামধেনু নামক এক গণিতের সারণী রচনা করেন। নীলকণ্ঠের সময় দুইজন মুসলমান জ্যোতিষী আকবরের সভায় ছিলেন—ইমর ফতেউল্লাহ সিরাজী এবং উলাহ্ বেগ। নীলকণ্ঠ সংস্কৃতে নীলকণ্ঠী তাজিক নামে আরবীয় তাজিক জ্যোতিষের অনুবাদ করেন। আকবরের রাজত্ব সময়ে সৌরপঞ্জী সংস্কার, বঙ্গাব্দ, ফসলী, বিলায়তী বর্ষ প্রবর্তন করা হয়।

রাম দৈবজ্ঞ নীলকণ্ঠের ভ্রাতা। তিনি ছিলেন সম্রাট আকবরের অধীন সামন্তরাজ। জয়পুরপতি রামচন্দ্রের তুষ্টির জন্য রামবিনোদ নামক পঞ্জিকা গণনার সারণী প্রস্তুত করেন। তারপর তিনি টোডরমল্লকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য 'টোডরানন্দ' নামে এক জ্যোতিষ সংহিতা রচনা করেন।

উপরিউক্ত তথ্য হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বাদশাহ্ আকবর জ্যোতিষ শাস্ত্রের কিরূপ সমর্থক ছিলেন এবং জ্যোতিষীগণ তাঁহার রাজসভায় স্থান লাভ করিয়া কিরূপ পৃষ্ঠপোষকতা ও সহানুভূতি প্রাপ্ত হইতেন। এই বর্ণনার সহিত মোল্লা সাহেব পরিবেশিত বর্ণনার পুরাপুরি সাদৃশ্য রহিয়াছে।

বাদশাহ্ আকবর অম্বরের রাজকুমারীর সহিত বিবাহের অল্প দিবস পর ঈসায়ী ১৫৬৩ সালে কয়েক কোটি টাকা আয়ের তীর্থকর রহিত করেন এবং ঐ বৎসরই হিন্দু সম্প্রদায়ের মনঃতুষ্টি কল্পে জিযিয়া করও রহিত করিয়া দেন। এই ব্যাপারে ডাঃ ঈশ্বরী প্রসাদ স্বীয় A Short History of Muslim Rule in India গ্রন্থের ৩৯৪ পৃষ্ঠায় (১ম সংস্করণ) লিখিতেছেন, Soon after his marriage with Princess of Amber, he remitted in 1563, the Pilgrim Tax which yielded in income of crores. In 1563, the emperor abolished the Jaziya

www.pathagar.com

throughout his dominions and by doing so soothed the hearts of Hindus who disliked this tax more than anything else." এই উক্তির প্রেক্ষিতে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

ইহার পর কি হইল ? মোল্লা সাহেব ভগ্নহৃদয়ে ইসলামী ইল্‌মের ইত্যাকার হত্যাকাণ্ড দেখিয়া অশ্রু বিসর্জন দিতেছেন, "মাদ্রাসা ও মসজিদ ধ্বংসপ্রাপ্ত। অধিকাংশ উলামাকে দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়। এতদুদ্দেশে থাকিয়া যাওয়া তাঁহাদের অযোগ্য সন্তানবর্গ দুষ্কর্মে সুনাম অর্জন করিতে থাকে।"

তিনি নিম্নলিখিত কবিতার মাধ্যমে নিজ দুঃখের যবনিকা পাত করিয়াছেন ঃ

মদারেস আজ্ উলামা আঁ চুনা বুদ খালী
কেহ্ মাহে রোজাহ্ যে ময়খার খানাহ্ খুম্মার।
বারান্দ তখ্‌তায়ে লওহে আদীব আজ পায়ে নার্‌দ,
কুনান্দ মছহাকে কারা গির্‌ব ব অজ্‌হে কেমা।

(নাহিক উলামা ফাঁকা হ'য়ে গেল মাদ্রাসা ছিল যত,
মাহে রমজানের শরাবী বিহীন শরাব খানাহ্‌র মত।
জুয়ার তখ্‌তাহ্ ব'নে গেল সেই পাঠের তখ্‌তি খান,
বন্ধক আছে জুয়ার কারণে ক্বারীর পাক কোরান)।

উলামা, মাশায়েখ ও খতীবগণ যে সমস্ত জায়গীর শত শত বৎসর ধরিয়া উপভোগ করিয়া আসিতেছিলেন, এই রাজত্বে তাঁহাদের উক্ত জায়গীর ছিনাইয়া লওয়া হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, 'হেদায়ার' ন্যায় কিতাব শিক্ষা দান করিবার যোগ্য উস্তাদগণকে একশত বিঘা জমি জায়গীরস্বরূপ দেওয়া হইত। এই সমস্ত জায়গীর বন্ধ করিয়া দেওয়া আর শরীয়তের কাজ বন্ধ করা একই কথা। বাদশাহ আকবরের রাজত্বে মোল্লা আবদুন নবীর হস্তে ইহা কার্যকরী হয়। শেষ পর্যন্ত হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামের শেয়া'রগুলি কায়েম রাখাব অন্যতম কার্য হইতেছে 'কাযী' মুকার্রর করা। ইহা বিগত শতাব্দীতে আকবরের রাজত্বকালে রহিত করা হয়। ইতিহাস লেখক তাবাতাবায়ী বর্ণনা করিয়াছেন যে, প্রজাগণ শান্তিতে ছিল। কিন্তু হযরত মুজাদ্দিদ (র) প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন, "প্রায় এক শতাব্দী যাবত ইসলামের দুরবস্থা এই পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে যে, কাফেরগণ ইসলামী সাম্রাজ্যে তাহাদের কুফরী বিধানগুলি প্রকাশ্যভাবে কেবল জারি করিয়াই ক্ষান্ত নয় বরং তাহারা চাহে যে, এই সাম্রাজ্যে ইসলামী হুকুমগুলি চিরতরে রহিত করা হউক যেন মুসলমান ও ইসলামের কোন চিহ্ন না থাকে। বিষয়টি এই পর্যন্ত গড়াইয়াছে যে, যদি কোন মুসলমান ইসলামের কোন শেয়া'র জারি করিতে চাহে, তাহা হইলে এই কার্যের জন্য তাহাকে হত্যা পর্যন্ত করা যাইতে পারে।"(মকতুব নং ৮২, দফতর ১)

www.pathagar.com

বাদশাহ জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রারম্ভে এই ছিল ইসলামের অবস্থা। তাহা হইলে বাদশাহ আকবরের সময় অবস্থা কি ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। ইহার পর আকবর ও জাহাঙ্গীরের পরবর্তী কালে সুবিচার ও বাস্তব ন্যায়ের ভিত্তিতে যে সমস্ত মুসলমান বাদশাহ রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি কেন গোঁড়ামি ও নিজ সম্প্রদায়ের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষার দোষ বর্তাইয়া কলংক আরোপ করা হয়—তাহার কারণ সহজেই আন্দাজ করা যাইতে পারে। ইহা পানির ন্যায় তরল ও মুকুরের ন্যায় স্বচ্ছ যে, যে ক্ষেত্রে খাহেশ এইরূপ একতরফাভাবে কাজ করে, সেইরূপ স্থলে অন্যদের সহিত সদাচরণ করিলেও উহা স্বজন প্রীতির পর্যায়ে আনা হইবে সন্দেহ নাই। নতুবা সুন্নীগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বাদশাহ আকবরের কানুনগুলির মোকাবিলায় বাদশাহ শাহজাহান ও বাদশাহ আলমগীরের রাজত্ব কালের কানুনগুলির মধ্য হইতে কোন একটি এইরূপ কানুন কি পেশ করা যায় যাহার প্রভাব সাম্রাজের অন্য গোত্র বা শ্রেণীর উপর একতরফা আপতিত হইয়াছিল ? তথাপি এক শ্রেণীর লেখা ও দৃষ্টিভঙ্গির আওতায় শাহজাহান ও আলমগীর কলংকিত হইয়াছেন—ইতিহাস ইহা সাক্ষ্য দেয়। সত্য কথা এই যে, দ্বিতীয় হাজারের ফরযী আন্দোলন রূপ ভাওতার কোড়া যেই দলের হস্তে লুকায়িত ছিল, তাহাদের একটি বৃহৎ দল মুসলমান কেন সাধারণ বাসিন্দাগণের সহিতও সদব্যবহার করিতে চাহিত না। শেষ পর্যন্ত মুসলমানী ইল্‌মের দ্বার বন্ধ করিয়া দিবার পর বাদশাহ আকবর হইতে এই ফরমান জারি করান হয় যে, কমিনা কাওমের লোকগণকে শহরে বিদ্যা অর্জন করা হইতে প্রতিহত করা হউক কেননা এই শ্রেণীর লোকের মারফত ফাসাদ সৃষ্টি হয়।

শূদ্র ব্যতীত এই আইনের লক্ষ্যবস্তু আর কে হইতে পারে, ইল্‌ম শিখিবার অপরাধে যাহাদের মুখে সীসা গলাইয়া ঢালিয়া দেওয়া হইত ? ইহা সহজেই অনুমেয় যে, বাদশা আকবরের রাজত্বকালে হিন্দুস্থানের মুসলমানগণ ছিলেন এই কমিনা বা শূদ্র অর্থের বিষয়বস্তু।

বাদশাহ আকবরের রাজত্ব কালের উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হইতে উপলব্ধি করা যায় যে, তৎকালে হিন্দুস্থানে ইসলামের দুরবস্থা কোন্ পর্যায়ে নামিয়া গিয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সংস্কারকের আবির্ভাবের গুরুত্বও অনুধাবন করা যায়।

বাদশাহ আকবর প্রবর্তিত দীনে ইলাহী ধর্মের অনুষ্ঠান ও পদ্ধতির আলোচনা হইতে সুস্পষ্টরূপে ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে যে, উক্ত ধর্ম সরাসরি ইসলাম-বিরোধী এবং বাদশাহ নিজেও ঐতিহাসিকগণের মতে সর্ব দর্শন সংগ্রহকারী সর্বেশ্বরবাদী (Eclectic Pantheist) ছিলেন। সুতরাং ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক অন্য স্বকপোল-কল্পিত মতবাদের অনুসারী হইলে ইসলামী মতবাদের সহিত তাঁহার সংঘাত অনিবার্য। অতএব একদিকে তিনি ইসলাম পরিত্যাগ পূর্বক যেমন নিজ মতবাদ পতিষ্ঠা ও

www.pathagar.com

প্রসারে যত্নবান হন, অন্যদিকে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে ইসলামী শেয়া'রগুলি নির্বাপিত করিয়া দিতে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ জিযিয়া কর ও গরু যবেহ্ রহিত করণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তাঁহার এই ধর্মহীনতা লক্ষ করিয়া মোল্লা বদায়ুনী বলেন, "পাঁচ-ছয় বৎসরের ব্যবধানে তাঁহার অন্তরে মুসলমানী ভাবধারার কিছুই বাকি রহিল না।"

নিবিষ্ট চিত্ত সহকারে অনুধাবন করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বাদশাহ আকবরের কোনরূপ মযহাবী আকীদা ছিল না। তিনি রাজনৈতিক সুযোগ, সুবিধা, নিরাপত্তা ও প্রতিষ্ঠা লাভের নিমিত্ত দীনে ইলাহী নামক একটি ধর্ম প্রবর্তন দ্বারা ছদ্মবেশ গ্রহণ করেন এবং ইহাকে তিনি নিজ রাজ্য শাসনের অস্ত্র রূপে প্রয়োগ করেন। তাঁহার পঞ্চাশ বৎসরের রাজত্বকাল বিশ্লেষণ করিলে এই কথারই সাক্ষ্য প্রদান করে। তিনি নিজ প্রবর্তিত ধর্মের শ্লোগান স্বরূপ উদার মতবাদের দ্বারা তৎকালীন হিন্দু ও রাজপুতগণের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করেন। তিনি হিন্দু রাজপুত রমণীগণের সহিত বিবাহ্ বন্ধন স্থাপন করিয়া তাঁহাদের স্ব স্ব ধর্ম মত অনুসরণের স্বাধীনতাও দান করেন। পক্ষান্তরে রাজ্যের বিশিষ্ট পদেও হিন্দু রাজপুতগণের নিয়োগ সাধিত হয়। তাঁহার উদার মতবাদের দ্বারা সুবিধাপ্রাপ্ত গোষ্ঠীর নিকট তিনি দিল্লীশ্বর এবং জগদীশ্বর খেতাবে বিভূষিত হন। তাহারা বাদশাহের স্তুতিগান করে ঃ

দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা অভেদাত্মা ভবেৎ সদা
আকবর নাম স্মরণ নিত্যং মহা পাতক নাশঃ।

ডা. ঈশ্বরী প্রসাদ স্বীয় A Short History of Muslim Rule in India গ্রন্থের ৪১৮ পৃষ্ঠায় ইহার স্বীকারোক্তি করিয়া লিখিয়াছেন, "The success or failure of the Din-i-Ilahi as a cult is not a matter of importance. politically it produced wholly beneficial results." অর্থাৎ ধর্মানুষ্ঠান পদ্ধতির বিবেচনায় দীন-ই-ইলাহীর সাফল্য অথবা ব্যর্থতা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না হইয়া রাজনৈতিক দিক দিয়া ইহা সর্বতোভাবে লাভজনক ফল উৎপাদন করিয়াছিল। ইহা যথার্থ উক্তি এবং বাদশাহ আকবরের উদ্দেশ্যও ছিল ইহাই। দীনে ইলাহীকে ধর্মের ভূষণ দান—ছদ্মবেশ মাত্র। মোল্লা আবদুল কাদের বদায়ুনীর বর্ণনার আলোচনা করা বা অতিরঞ্জিত আখ্যাদান করার অবকাশ কোথায়?

সত্যিকারভাবে খাঁটি ইসলামী আকীদাপন্থী ব্যতিরেকে অন্য সকলে তথা উলামায়ে ছু' গোষ্ঠী—বাদশাহ আকবরের তরফ হইতে সর্বতোভাবে সাহায্যপ্রাপ্ত ও উপকৃত ইহয়াছিল। আবুল ফযল, ফৈযী ও তাঁহাদের পিতা মোল্লা মোবারক নাগুরী তাহাদের অন্যতম। অতএব আবুল ফযল, ফৈযী প্রমুখ সুবিধা গ্রহণকারীর লেখনী প্রসূত দলীলে সম্রাট আকবরের স্তুতিগানই ধ্বনিত হইবে—সমালোচনা নহে ও এই সকল লেখনী নিরপেক্ষ হইতে পারে না এবং অপরপক্ষে অকাট্য দলীলস্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে না।

www.pathagar.com

কিন্তু এই সকল সুবিধা গ্রহণকারীর লিখিত দলীলের উপর ভিত্তি করিয়া এক শ্রেনীর ইতিহাস লেখক বাদশাহ আকবরকে মোগল আমলের শ্রেষ্ঠ সম্রাট আখ্যা দান করেন এবং বাদশাহের সমুদয় কর্ম-পদ্ধতির স্তুতিগানে মুখর হইয়া বাদশাহ্ আলমগীরকে সমালোচনার তিরস্কারে তিরস্কৃত করেন।

বাদশাহ্ আলমগীর ছিলেন সত্যিকার খাঁটি মুসলমান এবং তিনি প্রকৃত ইসলামী অনুশাসনে ইসলামী শেয়া'র জারিপূর্বক রাজ্য শাসন করেন। বাদশাহ্ আলমগীরের এই ইসলামী আকীদা,স্পৃহা, ন্যায়পরায়ণতা, মহানুভবতা ইত্যাদির প্রধান কারণ হইতেছে হযরত মুজাদ্দিদ (র) ও তাহার আওলাদগণের সংস্পর্শ, শিক্ষা ও প্রভাব। সংক্ষেপে ইহাকে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর বাস্তব ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী কারামত বলা যাইতে পারে। পরবর্তী খণ্ডে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর আওলাদ ও খলীফাগণের আলোচনায় বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি করা যাইবে।

তিনি ছিলেন নিঃসন্দেহ রূপে মোগল আমলের শ্রেষ্ঠ সম্রাট। তাঁহার ন্যায় আদর্শ সম্রাটকে ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট রূপে আখ্যাদান করার মধ্যে কোনরূপ অতিশয়োক্তি হইতে পারে না। অবিচার, পক্ষপাতদুষ্টতা ও অন্যায়-অত্যাচার তাঁহার মধ্যে ছিল না। তথাপি একশ্রেণীর লেখক তাঁহাকে গোঁড়া আখ্যা দান করিয়া কঠোর সমালোচনা করেন। ইহার একমাত্র অজুহাত এই হইতেছে যে, সম্রাট আবুল মুযাফ্ফর মহীউদ্দীন মুহাম্মাদ আওরঙ্গজীব বাহাদুর আলমগীর বাদশাহ্ গাযী—বাদশাহ্ আকবরের ন্যায় যথেচ্ছাচারিতা ও একনায়কত্বের নামে মযহাবী ছদ্মবেশ ধারণ করেন নাই এবং কোন ধর্মেও হস্তক্ষেপ করেন নাই। জিযিয়া কর প্রবর্তন ও গরু যবেহ্ জারি করণ—কোন ধর্মে হস্তক্ষেপ নহে বরং ইহা ইসলামী শেয়া'র। ইহাতে সমালোচনার কোন অবকাশ থাকা অনুচিত।

বাদশাহ্ আকবর ও বাদশাহ্ আলমগীরের মধ্যে তুলনামূলক বিবেচনার কোন ক্ষেত্র হইতে পারে না এবং করা হইলেও নিঃসন্দেহে বাদশাহ্ আলমগীর শ্রেষ্ঠ। তাঁহাকে ধর্মীয় গোঁড়া ও মযহাবী দিওয়ানা ইত্যাদি আখ্যাদান—এক শ্রেণীর লেখকের মানসিকতামূলক ব্যাধি, বিদ্বেষ মনোভাবের অভিব্যক্তি এবং কাল্পনিক উচ্ছ্বাস বলা যাইতে পারে। নিম্নে বাদশাহ্ আলমগীর সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত উদ্ধৃত করা হইল ঃ

মিঃ স্টেনলী লেন পোল তাঁহার আওরঙ্গজীব পুস্তকের ৮০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "No act of injustice has been proved against him. Ovington says that the great Mughal (Aurangzib) is the main ocean of justice".[১] অর্থাৎ তাঁহার বিরুদ্ধে অবিচারের কোন অভিযোগ প্রমাণিত হয় নাই। ওভিংটন বলেন যে, মহান মোগল (আওরঙ্গজীব) ন্যায়বিচারের মহা সমুদ্রবিশেষ।

---

১. শেখ হাবিবর রহমান কৃত 'আলমগীর' পুস্তক হইতে উদ্ধৃত।

www.pathagar.com

বঙ্গবাণী পত্রিকায় মি. গিরীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, "ধর্মের জন্য কোন হিন্দু আওরঙ্গজীবের সময়ে প্রাণ বা সম্পত্তি হারায় নাই কিংবা কারারুদ্ধও হয় নাই।"

Sir J. N. Sarker তাঁহার History of Aurangzib পুস্তকের ৩৪০-৪১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ The difficulties great and complex, which he over came raise to the highest pitch our admiration, his coolness, sagacity, power or managing men, and diplomatic skill. If it be urged that these do not completely account for his success and that he was also beholden to Fortune then the impartial historian of the period must admit that Aurangzib had done everything to deserve Fortune's help.[১] অর্থাৎ তিনি যে বিরাট ও জটিল সঙ্কটসমূহ অতিক্রম করিয়াছিলেন, তাহা বিবেচনা করিলে তাঁহার ধৈর্য, বিচক্ষণতা জনসাধারণকে আয়ত্তাধীনে রাখিবার ক্ষমতা ও রাজনৈতিক চাতুর্যের সর্বোচ্চ প্রশংসা করিতে হয়। তর্কের খাতিরে যদি ইহা ধরিয়া লওয়া যায় যে, নিশ্চিত রূপে এই সমস্তই তাঁহার কৃতকার্যতার সহায়ক হয় নাই এবং তিনি সৌভাগ্যের কাছে ঋণী; ইহা সত্ত্বেও তৎকালীন নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকগণ নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে, আওরঙ্গজীব সৌভাগ্যের সাহায্য লাভের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন সমস্তই করিয়াছিলেন।

বাদশাহ আওরঙ্গজীবের যোগ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব তথা তাঁহার প্রতি কতিপয় ঐতিহাসিকের বক্র উক্তির প্রেক্ষিতে এই সমস্ত মন্তব্যই যথেষ্ট। এই বিষয়ে অধিক মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

---

১. শেখ হাবিবর রহমান কৃত 'আলমগীর' পুস্তক হইতে উদ্ধৃত।

www.pathagar.com

বাদশাহ্ আকবর
ও
দুনিয়াদার আলিমগণের ফেত্না

বাদশাহ্ আকবরের রাজত্বকালের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে ইসলামী সমাজের তৎকালীন অবস্থা অবহিত হওয়া প্রয়োজন। এই বিষয়ে যথারীতি আলোকপাত করিতে হইলে দুনিয়াদার আলিমগণের ফেত্না সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা দরকার। এই ফেত্নার সহিত বাদশাহ্ আকবর ব্যক্তিগতভাবে জড়িত, তথাপি ঘরের ও বাহিরের উলামায়ে ছু' অর্থাৎ দুনিয়াদার আলিম প্রত্যেক যামানায় ফেত্নার বড় কারণ। আকবরী ফেত্নার যবনিকা পাত হওয়ার পরও এই দাজ্জালদের ফেত্না নূতন নূতন বেশে প্রকাশ লাভ করিতে থাকে। যেহেতু উলামায়ে ছু'র ফেত্না হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর কর্ম জীবনের সহিত প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রাখে, এই জন্য এই বিষয়ে আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন। এই অনুচ্ছেদের আদ্যোপান্ত পাঠ করিবার পর পাঠকের ঐ সমস্ত প্রশ্নেরও মীমাংসা হইয়া যাইবে যাহা বাদশাহ আকবরের ফেত্নার সূচনাপত্রে পেশ করা হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইসলামী দুরবস্থার পটভূমিকাও সম্যক হৃদয়ঙ্গম হইবে।

বাদশাহ্ আকবর কি প্রারম্ভ হইতেই যিন্দীক—?

বাদশাহ আকবর কি প্রারম্ভ হইতেই যিন্দীক ছিলেন ? এই প্রশ্নের উত্তর দান করিতে যাইয়া বড়ই দুঃখের সহিত এই তিক্ত বাস্তবটি প্রকাশ করিতে হইতেছে যে, প্রকৃত পক্ষে বাদশাহ আকবর এইরূপ ছিলেন না। মোল্লা আবদুল কাদের বদায়ুনী বলিতেছেন, "বাদশাহ উত্তম রত্নসদৃশ ছিলেন। তিনি ছিলেন সত্যের অনুসন্ধানকারী এবং তাঁহার বুলন্দ খেয়াল ও চিন্তাধারা ছিল অতিশয় উচ্চস্তরের যদিও তিনি ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন নিরক্ষর।"

বাদশাহ্ আকবরের জীবনের প্রথম ধাপের ঘটনাবলি হইতে অবহিত হওয়া যায় যে, তিনি ইসলামী ইবাদতের বড়ই পাবন্দ ছিলেন। তিনি নামাযী ছিলেন এবং ঘরে কি বাহিরে উভয় অবস্থাতেই তিনি জামায়াতের সহিত নামায আদায় করিতেন। সাতজন

www.pathagar.com

আলিম ইমামতি করিবার জন্য নির্দিষ্ট ছিলেন। মোল্লা আবদুল কাদের বদায়ুনী[১] ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। মোল্লা সাহেব বলিতেছেন যে, "বাদশাহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামায়াতের সহিত আদায় করিতেন। সফর কালে এক খাস তাঁবু নামাযের জন্য তৈয়ার করা হইত যাহাতে বাদশাহ জামায়াতের সহিত নমায আদায় করিতেন। তিনি দীনী ইল্‌ম ও উলামায়ে কেরামকে বড়ই সম্মান করিতেন। এই বিষয়ে নিম্নে একটি ঘটনার অবতারণা করা হইতেছে ঃ বাদশাহ আকবরের রাজত্বের প্রারম্ভে ছদরে জাহান ছিলেন শেখ আবদুন নবী। বাদশাহ কখনও কখনও তাহার নিকট হইতে হাদীস শুনিবার জন্য তাঁহার বাসভবনে গমন করিতেন। এমন কি দুই-একবার ইহাও লক্ষ করা গিয়াছে যে, তিনি শেখ সাহেবের সম্মুখে নিজ পাদুকা পর্যন্ত রাখিতেন না।

তিনি উলামা ও নেক ব্যক্তিগণের সোহ্‌বত বড়ই পছন্দ করিতেন। শেখ ছলীম চিশ্‌তী (র)-এর প্রতিবেশী হিসাবে বসবাসকল্পে তিনি ফতেহপুরে রাজধানী তৈয়ার করেন। তিনি পদব্রজে কোন কোন সময় আজমীর শরীফে হযরত খাজা মঈন উদ্দীন চিশ্‌তী (র)-এর মাযার শরীফ জিয়ারত করিতে গমন করিতেন। ফতেহপুরে তিনি 'আনুপ তালাও' নামে একটি পুষ্করিণী খনন করাইয়া উহার চতুর্দিকে কতিপয় ইমারত নির্মাণ করান। এই সকল ইমারতের নামকরণ করা হয় 'এবাদতখানা'। মোল্লা আবদুল কাদের বদায়ুনীর বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, তিনি রাজত্বের প্রারম্ভে এই স্থানের একটি পাথরের উপর মোরাকাবায় রত থাকিয়া ফয়েয হাসিল করিতেন।

জুময়ার দিবস এই ইমারতে উলামাগণের মজলিস বসিত এবং দীনী বিষয়ে আলোচনা বিতর্কাদি চলিত। বাদশাহও এই আলিমগণের খেদমত করিতেন। কাজেই জীবিকা অর্জনের খাহেশে শতাধিক উলামা এই মজলিসে একত্রিত হইতেন। যেস্থলে টাকা-পয়সার লোভরূপ নীচ উদ্দেশ্যে আলিমগণের এত বড় জামায়াত সেস্থলে পরস্পর বিবাদ ও মনোমালিন্য হওয়া স্বাভাবিক; কেননা প্রত্যেকেই শাহী দরবারের প্রিয়পাত্র হইবার মানসে নানারূপ অশোভন ও অযৌক্তির কার্যাবলি প্রদর্শন করিতে প্রয়াস পাইত। প্রথমত বাদশাহ তাঁহাদের ব্যাপারে দেখিয়াও না দেখার ভান করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের পরস্পর মতানৈক্য ও বিবাদ-বিসম্বাদ শেষ পর্যন্ত চরমে পৌছে যাহাতে তাঁহারা একে অন্যকে কাফের-গোমরাহ ইত্যাদি বলিতে থাকেন। ইহাতে বাদশাহ বড়ই বিরক্ত হইয়া তাঁহাদের উপর আস্থা হারাইয়া ফেলেন। তিনি শেষ পর্যন্ত মোল্লা আবদুল কাদের বদায়ুনীকে নির্দেশ দান করেন, "ইহাদের মধ্যে যাহারা বুদ্ধিহীন, তাহাদিগকে আমার দরবারে আগমন করিতে নিষেধ করিয়া দিন।" প্রথমবার এই জামায়াতকে এইরূপে জব্দ করা হয়। এই আলিমগণের একজনের হালাল ফতোয়া

১. প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, মোল্লা আবদুল কাদের বাদায়ূনী রচিত 'মুনতাখাবুত তাওয়ারীখ' গ্রন্থ হইতে বাদশাহ আকবরের ঘটনাবলি গৃহীত।

www.pathagar.com

অন্যজন কর্তৃক হারাম সাব্যস্ত করা ইত্যাদি মূলক বহুবিধ কার্য দ্বারা বাদশাহ দীনের ব্যাপারে সন্দিহান হইয়া দিন দিন পেরেশান হইতে থাকেন। তাঁহার দরবারের উলামাগণের 'নৈতিক কাঠামো' কিরূপ ছিল, নিম্নলিখিত ঘটনাটি হইতে তাহার স্বরূপ দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হইবে।

মোল্লা আবদুল্লাহ সোলতানপুরী 'মখদুমুল মুল্ক' খেতাব লাভ করেন। তিনি কেবল নিজে হজ্জ না করিবার উদ্দেশ্য লইয়া তাঁহার উপর হজ্জ ফরয নয় বলিয়া ফতোয়া দান করেন। তিনি অনুরূপভাবে হিলা ও বাহানা করিয়া যাকাত দান করাও বন্ধ করিয়া দেন। মৃত্যুর পর তাঁহার লাহোরের বাসভবন হইতে অসংখ্য লুকায়িত ধন-রত্ন, মণি-মাণিক্য পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে গোরস্থান হইতে উদ্ধারকৃত স্বর্ণ ভরপুর কয়েকটি সিন্দুকও ছিল যাহা মৃত ব্যক্তিদের বাহানায় দাফন করা হয়।

হযরত শাহ আবদুল কুদ্দুছ গংগুহী (র)–এর পৌত্র মাওলানা আবদুন নবী ছিলেন শাহী দরবারের এক বিশিষ্ট মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। তাঁহাকে একজন বড় মুহাদ্দিস রূপে গণ্য করা হইত। স্বয়ং বাদশাহও তাঁহাকে বিশেষ তা'যীম করিতেন। হিন্দুস্থানের সমস্ত উলামার জায়গীর ইত্যাদি দান করার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। কিন্তু তাঁহার ইল্‌মের দৌড় এতটুকু ছিল যে, তিনি একটি হাদীসও ভালরূপ উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। উল্লিখিত মখদুমুল মুলক ও আবদুন নবীর মধ্যে হিংসা ও বিদ্বেষবশত সর্বদাই মতানৈক্য চলিতে থাকিত এবং উভয়েই একে অন্যের পিছনে নামায পড়া দুরস্ত নয় বলিয়া ফতোয়া দিতেন। সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার এই যে, বাদশাহ আকবর স্বীয় যামানার উলামাগণকে ভক্তির আতিশয্যে ইমাম রাযী ও ইমাম গাযালী (র) হইতেও উত্তম বলিয়া ধারণা করিতেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই সমস্ত উলামার নির্লজ্জ কার্যকলাপ অবলোকন করিয়া তিনি বর্তমানের উপর অতীতকে কেয়াস করিয়া উলামায়ে সলফ অর্থাৎ পূর্ববর্তী বড় বড় উলামায়ে কেরামের উপরও আস্থা হারাইয়া ফেলেন। মোল্লা আবদুল কাদের বলেন যে, উলামাগণের পরস্পর মতানৈক্যের কারণেই বাদশাহ ধর্ম বিষয়ে আস্থাহীন হন, কেননা তাঁহারা একই বিষয় সম্পর্কে একজন হালাল বলিলে, অন্যজন কোন না কোন অজুহাতে উহা হারাম বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেন। কিন্তু উলামায়ে ছু'র জামায়াতের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক ছিলেন মোল্লা মোবারক নাগুরী ও তাঁহার বিখ্যাত দুইপুত্র আবুল ফযল ও ফৈযী। এই মোল্লা সাহেব ছিলেন একজন বড় দর্জার আলিম এবং সর্ব বিষয়ে তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি মা'কুলাত (দর্শন ও তর্ক শাস্ত্র), ইল্‌মে ফেকাহ ও উসুল (মৌলিক নীতি) ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান রাখিতেন। তিনি কিছু তেজমস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি চারি মযহাবের মতভেদ ওয়াকেফ হইবার পর গায়ের মুকাল্লেদ হইয়া যান। তাঁহার পুত্র আবুল ফযল তাঁহার সম্পর্কে বলিতেছেন, "তিনি মালেকী, শাফেয়ী, হানাফী, হাম্বলী

www.pathagar.com

এবং ইমামীয়া মযহাবের নীতির সবকিছু শিক্ষা করিয়া শেষ পর্যন্ত নিজকে ইজতিহাদের দর্জাপ্রাপ্ত মনে করিতেন। কয়েকজন বুযুর্গের তাকিদে তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর তরীকায় নিসবত রাখা সত্ত্বেও সর্বসময় ব্যক্তিগত তাহকীকাতের দ্বারা আমল করিতে পছন্দ করিতেন এবং ইমামগণের তক্‌লীদ পরিত্যাগ করিয়া নিজের রায় অনুযায়ী ইবাদত করিতেন।" তিনি বিদ্যার গৌরবে একটি বিপদসংকুল রাস্তায় পদক্ষেপ করেন। তিনি তাঁহার অভ্যাসগত শিক্ষা দান ও তা'লীম তলকীনের কার্য পরিত্যাগ করিয়া নিজ পুত্রগণের সহিত রাজনীতিতে যোগদান করেন। অতীব আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পূর্বে এই মোল্লা সাহেব শেরশাহ ও তাঁহার পুত্রের অনেক পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও সামান্য হাদীয়া কবুল করেন নাই। কিন্তু বাদশাহ আকবরের যামানায় তিনি তাঁহার দুই পুত্রের সহায়তায় রাজনীতিতে যোগদান করিয়া উলামাগণের উপর ব্যক্তিগত প্রতিশোধ লইবার উদ্দেশ্যে হিন্দুস্থানের সুন্নী মৌলবীগণকে বরং ইসলামকে আঘাত করেন। ফল কথা শাহী দরবারে আবুল ফযল ও ফৈযীর ফেতনাও উলামায়ে ছু'র ফেত্‌না। ইহার সহিত মোল্লা মোবারক নাগুরীর বরকতে গোমরাহী ও যিন্দিকীয়তের সিলসিলার দ্বার খুলিয়া যায়।

এই বিষয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইতেছে আকবরী হুকুমাতের 'মাহ্‌যার নামা'। মোল্লা মোবারক নাগুরী তাঁহার উক্ত দুই পুত্রসহ এই মাহ্‌যারনামা লিপিবদ্ধ করেন। উক্ত মাহ্‌যারনামা লিপিবদ্ধ হইলে ঐ যামানার কতকজন উলামা হইতে স্বেচ্ছায় ও কতকজন হইতে বলপূর্বক দস্তখত লওয়া হয়। নিম্নে উহার অনুবাদ উদ্ধৃত করা হইল ঃ

"এই বিষয়গুলি উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, বাদশাহ আকবরের আদল ইন্‌সাফ ও ছের পরস্তির বদৌলতে বর্তমানে হিন্দুস্থান শান্তি ও শৃঙ্খলার কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে এবং এই জন্য এখানে আজকাল সাধারণ ও বিশেষ শ্রেনীর আলিম ও উলামার সম্মেলন (ইজতিমা) হইয়াছে যাঁহারা মুক্তিপথের পথপ্রদর্শক। ইহারা আরব ও আ'জম হইতে এতদ্দেশে তশরীফ আনিয়া এই দেশকে স্বীয় মাতৃভূমি রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এই সমস্ত উলামা সর্ব প্রকার ইল্‌মে বিশেষ ব্যুৎপন্ন আকলী ও নকলী বিষয়গুলিতে বিশেষজ্ঞ এবং ঈমানদারী ও পূর্ণ বিশ্বস্ততার গুণে ভূষিত। কুরআন শরীফের আয়াত ঃ

أَطِيعُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

(সূরা নিসা) 'আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালন কর এবং রাসূলের আদেশ ও ঐ সমস্ত লোকের আদেশ পালন কর যাহারা তোমাদের মধ্যে সাহেবে আমর অর্থাৎ হুকুমের মালিক ; এবং নিম্নউদ্ধৃত সহীহ হাদীসগুলি যথা ঃ 'আল্লাহর নিকট কিয়ামতের

www.pathagar.com

দিবস ন্যায় বিচারক আমীর সবচেয়ে বেশি প্রিয় হইবেন,' 'যে ব্যক্তি আমীরের আদেশ পালন করে সে যেন আমারই আদেশ পালন করে এবং যে ব্যক্তি আমীরের নাফরমানী করে সে যেন আমারই নাফরমানী করে' ইত্যাদির মর্মানুসারে এবং আক্‌লী ও নকলী দলীল দ্বারা আমরা নির্দেশ দান করিতেছি যে, আল্লাহর নিকট ন্যায়পরায়ণ বাদশাহের মর্যাদা মুজতাহিদগণের মরতবা হইতেও অধিক। বাদশাহ জালালুদ্দীন মুহাম্মাদ আকবর গাযী যেহেতু তিনি বড়ই ন্যায়পরায়ণ, সর্ব শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও বিদ্বান। এই ভিত্তির উপর মুজতাহিদগণের পরস্পর বিতর্কমূলক বিষয়গুলিতে যদি তিনি স্বীয় তীক্ষ্ণজ্ঞান, বুদ্ধি ও নির্ভুল রায়ের আলোকে আদম সন্তানের জীবিকার সুবিধা ও পার্থিব এন্তেজামাদির সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কোন একটি দিককে প্রাধান্য দিয়া উহাকে পন্থা বলিয়া নির্দেশ দান করেন, তাহা হইলে এমতাবস্থায় বাদশাহের এই ফয়সালাকে সকলের সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে করা হইবে এবং সর্ব সাধারণের জন্য উহা মানিয়া চলা বাধ্যতামূলক হইবে। এইভাবে কুরআন শরীফের আয়াতের পরিপন্থী নয় অথচ যদ্দ্বারা মানুষের উপকার সাধিত হয়-বাদশাহ্ কর্তৃক জারিকৃত এরূপ কোন ফরমান মানিয়া লওয়া ও উহার উপর আমল করা প্রত্যেক নরনারীর পক্ষে বাধ্যতামূলক হইবে। ইহার বিরোধিতা—দীন দুনিয়াকে ধ্বংস করিবে ও আখিরাতের শাস্তির কারণস্বরূপ হইবে।"

(আ'ইনে আকবরী)

এরূপ প্রচারের পর বাদশাহ আকবরের মনে সম্ভবত 'মুজতাহিদ' ও 'ইমামে আদেল' হইবার ধারণা বদ্ধমূল হয় ও জুময়ার খোতবা পড়িবার খাহেশ জাগে। ফৈযী ফারসী কবিতায় খোত্‌বা তৈয়ার করেন কিন্তু বাদশাহ উক্ত খোতবার দুই লাইন পড়ার পরই মিম্বরের উপর বসিয়া পড়েন। ইহার অল্প দিন পরেই প্রকাশ্যভাবে তিনি মুজতাহিদগণের দুর্ণাম আরম্ভ করেন এবং দীনের ভরম উঠিয়া যায়। আবুল ফযল তর্ক-বিতর্ক কালে মুজতাহিদগণের শানে বড়ই বেআদবী করিতে থাকেন।

বাদশাহ হুমায়ুনের সময় হইতেই ইসলামের বিভেদ সৃষ্টিকারী দল ইরান হইতে এতদুদ্দেশ্যে আগমন করিতে থাকে এবং বাদশাহ আকবরের সময়ও এই আগমন অব্যাহত থাকে। ইহারাও ইমাম ও মুজতাহিদগণের শানে বেশামাল ইহয়া পড়িত, বাদশাহ আকবর ইতিহাস পছন্দ করিতেন—এই কারণে এই উলামাগণ তাঁহার সম্মুকে সাহাবী (রা)গণের ঝগড়ার কাহিনী বেশি করিয়া তুলিয়া ধরিত। মোল্লা আবদুল কাদের বলিতেছেন, "সাহাবী (রা)গণের শানে বিশেষ করিয়া তিন খলীফা যথা হযরত আবূ বকর, ওমর ও ওসমান (রা)-এর খেলাফত সম্পর্কে, ফদকের ঘটনাবলি, সিফ্‌ফিনের যুদ্ধ প্রভৃতির ঘটনার উল্লেখ কালে বাদশাহ্ আকবরের যবান হইতে যাহা কিছু বাহির হইয়া আসিত ইহা ভাষায় প্রকাশযোগ্য নয়।"

www.pathagar.com

প্রথম তলোয়ার মারিয়া ইমাম ও মুজতাহিদগণকে শেষ করা হয় এবং দ্বিতীয় তলোয়ারে ইসলামের যাহা কিছু বাকি ছিল তাহাও সমূলে উৎপাটিত করা হয়। বাদশাহ্ আকবরের দরবারে এরূপ বলা হইত যে, পূরাপুরি ইসলামী মযহাবটি জ্ঞান-বুদ্ধি বিবর্জিত এবং এই ধর্মের প্রবর্তকগণ আরবের কয়েকজন গরীব বেদুঈন যাহাদের সকলেই ডাকাত ও ফাসাদ সৃষ্টিকারী। ফলকথা দীনের প্রত্যেকটি অঙ্গ—কি মূল কি শাখা যাহাই হউক না কেন যেমন নবুয়ত, কালামের মাসয়ালা, দীদারে ইলাহী, মানবের জন্য শরীয়তের অধীন হওয়া, বিশ্ব সৃষ্টি, হাশর-নশর প্রভৃতি বিষয়ে হাসিঠাট্টা ও বিদ্রূপ বাণে রূপান্তরিত করিয়া নানা প্রকার সন্দেহ সৃষ্টি করা হইত।

বাদশাহ্ স্বয়ং এই বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই বরং দরবারীগণের সহিত এই বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করিয়া সকলকে নিজ মনোভাব ও বিশ্বাসের দিকে আকর্ষণ করিতে সচেষ্ট হইতেন।

সর্ব সাধারণের নিকট 'খাল্‌কে কুরআনের' বিতর্কটি তাবলীগ করা হইত, ওহী অসম্ভব বলিয়া প্রচার করা হইত, নবুয়ত ও ইমামতের বিষয়গুলিতে লোকজনকে পরীক্ষা করা হইত। ফেরেশতা, জিন, ইত্যাদির গায়েবী অস্তিত্ব ও মু'জিযা, কারামত ইত্যাদি খোলাখুলিভাবে অস্বীকার করা হইত। কুরআন শরীফ আল্লাহ তা'আলার কালাম হওয়া সম্পর্কে, শরীর লয়প্রাপ্ত হওয়ার পরে রূহের বাকি থাকা সম্পর্কে এবং শাস্তি ও সওয়াবের বিষয় অসম্ভব বলিয়া ধারণা করা হইত। অবশ্য বাদশাহ আযাব ও সওয়াব-পূনর্জন্মবাদের ভিত্তিতে হয় বলিয়া মত পোষণ করিতেন।

আকবরী যামানার গোমরাহ উলামাগণ খোতবাতে রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের না'ত অর্থাৎ তা'রীফ না লিখিয়া কেবল তাওহীদ ও বাদশাহের লকবের উপর উহা শেষ করিত। পরন্তু কয়েকজন হিন্দু ও হিন্দু মেযাজী মুসলমান রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়তের উপর পর্যন্ত কটাক্ষ করিত।

এই সমস্ত কারণেই হযরত মুজাদ্দিদ রাহ্‌মাতুল্লাহ আলাইহি নিজ মকতুবাতের মধ্যে দীনের গরীব হওয়ার বিষয় বড়ই ব্যথাতুর বর্ণনায় পেশ করিয়াছেন।

মোল্লা সাহেব বলেন, "নামায, রোযা ও নবুয়ত সম্পর্কিত বিষয়ের নাম 'তাকলীদাত' (দেখাদেখি করা) রাখা হয় অর্থাৎ বোকাদের কথা বলিয়া সাব্যস্ত করা হয় এবং মযহাবের বুনিয়াদ নকল (অর্থাৎ যাহা কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফের মাধ্যমে জ্ঞাত হওয়া যায়) ব্যতীত আ'কলের উপর রাখা হয়।" মোল্লা সাহেব আর একটি ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলেন, 'শরীয়তের কোন মাসয়ালার বিষয় উল্লেখ হইলে বাদশাহ বলিতেন, "ইহা মোল্লাদের নিকট জিজ্ঞাসা কর। হ্যাঁ, অবশ্য জ্ঞান সম্পর্কিত কোন বিষয় থাকিলে উহা আমার নিকট জিজ্ঞাসা কর।" বাদশাহ্ প্রবর্তিত দীনে ইলাহী নামক নূতন ধর্মের মূল ও শাখার সমস্তই যে সরাসরি আ'কল অর্থাৎ জ্ঞান

www.pathagar.com

হইতে গৃহীত—ইহার এরূপ অর্থ গ্রহণ না করিয়া বরং নূতন ধর্ম প্রতিষ্ঠার প্রথমে সমস্ত ধর্মের সমতার দাবি করা হইয়াছে অর্থাৎ যেন কোন ধর্ম অন্য ধর্মের উপর প্রাধান্য লাভ না করে, কিন্তু মযহাবের ভিতর যে উলট-পালট ভাব ও বিভিন্নতার দিক রহিয়াছে তাহা সম মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার সমাধান কেবল মুশকিল নহে বরং অসম্ভব ছিল। এইজন্য প্রাধান্য দান করিবার খাতিরে আ'কলকে মাপকাঠি ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। ইহা ইসলামকে হেয় ও খর্ব করিবার মানসে ধোঁকাস্বরূপ শিখণ্ডি বই আর কিছু নয়। বাদশাহের তরফ হইতে সমস্ত মযহাবের উলামা ও বিচক্ষণ পণ্ডিতগণকে একত্র করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে এবং প্রত্যেকের নিকট হইতে তাহাদের মযহাবের জ্ঞান হাসিল করা হইয়াছে। মুসলমান ও হিন্দু তো শাহী দরবারে হাজিরই ছিল। এই দুই জাতি ব্যতিরেকে ঐ সময় হিন্দুস্থানে ইংরাজদের আনাগোনা শুরু হওয়ার কথাও মোল্লা সাহেবের বর্ণনা হইতে জানা যায়। এইভাবে শাহী দরবারে বিভিন্ন মযহাবের লোক নিজ নিজ মতবাদ পেশ করিতে থাকে। অগ্নিপূজকগণও তাহাদের মযহাবের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করিয়া বাদশাহের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে শেষ পর্যন্ত তিনি আবুল ফযলের তত্ত্বাবধানে শাহী মহলে দিবারাত্র সর্বক্ষণ অগ্নি প্রজ্বলিত রাখিবার বন্দোবস্ত করেন।

মোল্লা সাহেব লিখিয়াছেন, "প্রত্যেক দেশের বিভিন্ন ধর্মের বুদ্ধিমান লোকগণ শাহী দরবারে একত্রিত হইয়া বাদশাহের সহিত কথাবার্তা বলিত এবং তিনিও তাহাদের অত্যন্ত সম্মান করিতেন ও এই সকল আলাপ-আলোচনার বিষয় লইয়া সদা সর্বদা গবেষণা করিতেন।"

অন্যান্য মযহাবের ইসলাম-বিরোধী হুকুমগুলিকে বাদশাহ অকাট্য দলীলস্বরূপ মনে করিতেন এবং অপর পক্ষে ইসলামী হুকুমগুলিকে আ'কলসঙ্গত নয় বলিয়া ধারণা করিতেন। এইজন্য মুসলমান ব্যতিরেকে অন্যদের যে সমস্ত কথা পছন্দসই হইত উহা তিনি মনোনীত করিতেন। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি বহু দূর গড়াইল। মোল্লা সাহেব বলিতেছেন, "পাঁচ-ছয় বৎসর পর ইসলামের নাম-নিশানাও বাকি রহিল না এবং বাদশাহ খুশিমত তাঁহার নূতন ধর্ম গঠন করিতে লাগিলেন।"

সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, এই সময় এই কায়দা প্রচলিত হয় যে ইসলাম ভিন্ন অন্যান্য মযহাবের মূল ও এতদসংশ্লিষ্ট শাখা-প্রশাখা গঠিত হউক এবং উহা হইতে গ্রহণযোগ্য ও প্রাধান্য দান করার যোগ্য বিষয়গুলি আ'কলের মীমাংসা দ্বারা নির্ধারিত করা হউক। বাদশাহ এবং তাঁহার অনুচরবর্গ দিবারাত্র এই চিন্তাতেই নিমগ্ন থাকিতেন। ঘন্টাধ্বনি ও অগ্নি প্রজ্বলন ইত্যাদি খৃষ্টান ও অগ্নিপূজকদের নিকট হইতে অনুকরণ করা হয়; কিন্তু নূতন ধর্মে হিন্দু ধর্মের প্রভাব ছিল সবচেয়ে অধিক। কেননা মোল্লা সাহেবের বর্ণনায় জানা যায় যে, বাদশাহ আকবর শৈশব কাল হইতেই হিন্দুস্থানের ব্রাহ্মণ, ভাট ও অন্যান্য হিন্দু সম্প্রদায়ের সহিত বিশেষ সম্পর্ক রাখিতেন

www.pathagar.com

এবং স্বাভাবিকভাবে তাঁহার ঝোঁক এই দিকে ছিল। উপরন্তু তিনি হিন্দুস্থানের বড় বড় রাজন্যবর্গের কন্যার সহিত বিবাহ বন্ধন স্থাপন করেন। এই সকল রাজকন্যাও বাদশাহের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন।

ব্রহ্মদাস নামীয় এক ব্রাহ্মণকে বাদশাহ রাজকবি রূপে খেতাব দান করেন। ইতিহাসে এই ব্যক্তিই বীরবল নামে খ্যাত। তিনি সদা সর্বদা বাদশাহের সহিত উঠাবসা করিতেন ও শেষ পর্যন্ত তাঁহারই সুপারিশে দেবী নামক একজন দার্শনিক বাদশাহের বিশেষ সান্নিধ্য লাভ করে। রাত্রিকালে বাদশাহের শয়ন প্রকোষ্ঠে পর্যন্ত এই ব্যক্তির গতায়তের অনুমতি ছিল এবং বাদশাহও তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বড়ই অস্থিরতা বোধ করিতেন। দেবী নামীয় এই ব্রাহ্মণ ও গৌথম নামীয় অপর একজন ব্রাহ্মণ হইতে বাদশাহ হিন্দুস্থানী কাহিনী ও রহস্যাদি যথা মুক্তি, সূর্য, অগ্নি ও এসবের পূজার নিয়মাবলি; নক্ষত্রগুলির তা'যীমের আদব-কায়দা; ব্রহ্মা, মহাদেব, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, মহামায়ার পূজার নিয়মাবলির কথা শ্রবণ করিয়া এই সবের দিকে আকৃষ্ট হইতেন ও ইহা কবুল করিতেন। ফলস্বরূপ আকবর প্রবর্তিত দীনের মধ্যে এই সমস্ত লোকের আ'কায়েদ, কার্যাবলি ও রসুম ইত্যাদি স্থান লাভ করে।

হিন্দু, অগ্নিপূজক প্রভৃতি ধর্মের প্রতি বাদশাহ আকবরের অনুরাগের সঙ্গে সঙ্গে জৈন সম্প্রদায়ের প্রভাবও তাঁহার উপর বিশেষভাবে আপতিত হয় এবং তিনি সর্বতোভাবে উক্ত সম্প্রদায়ের মনঃতুষ্টি কল্পে যত্নবান হন। ভব নগরের শ্রী যশোবিজয় জৈন গ্রন্থ মালার 'সূরীশ্বর অনে সম্রাট' নামক গুজরাটি ভাষায় লিখিত গ্রন্থে এ বিষয়ে বহু তথ্য পরিদৃষ্ট হয়। উক্ত গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত "সম্রাট আকবর ও জৈনাচার্যগণ" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রী অমৃত লাল শীল বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। মাসিক প্রবাসী পত্রিকার ১৩৩০ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত উক্ত প্রবন্ধ হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হইল যাহা হইতে বাদশাহ আকবরের জৈন প্রীতির বিষয়টিসহ বহু কিছু মূল্যবান তথ্য জানা যাইবে।

"১৫৮২ খৃস্টাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণা দ্বাদশীর দিন হীর বিজয় সুরী ৬৭ জন সাধুর সহিত ফতেপুর নগরে প্রবেশ করিলেন। সম্রাট তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অতি আনন্দিত হইলেন।" ... ...

"কিছুকাল ফতেপুরে অবস্থানের পর আচার্য সম্রাটকে বুঝাইলেন যে, সাধুদের বেশি দিন এক স্থানে বাস করিতে নাই। জৈনদের শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী গ্রামে এক রাত্রি ও বড় নগরে পাঁচ রাত্রির বেশি থাকিতেন না। অবশ্য বর্ষাকালের চাতুর্মাস্য ছাড়া। আচার্য সম্রাটের অনুমতি লইয়া আগ্রা চলিয়া গেলেন। ফতেপুরে বাসের সময় প্রায় সকল রাজসভাসদের সহিত তাঁহার আলাপ হইয়াছিল, কিন্তু আবুল ফজলের সহিত আলাপে তিনি যত আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন তত অন্য কাহারও সহিত

www.pathagar.com

আলাপে লাভ করেন নাই। আগ্রাতে তিনি চাতুর্মাস্য যাপন করিলেন। চাতুর্মাস্যের মধ্যেই জৈনদের পর্য্যুষণ পর্ব হয়। এই সময়ে ফতেপুরের জৈন অধিবাসীরা আচার্যের নামে সম্রাটকে বলিলেন, "পর্য্যুষণ পর্ব জৈনরা অতি পবিত্র বিবেচনা করে। এ কয়দিন তিনি যে নগরে বাস করিতেছেন সেখানে জীবহত্যা নিবারণ করিতে অনুরোধ করিতেছেন।" সম্রাট তৎক্ষণাৎ ফরমান (আদেশপত্র) লিখিয়া আগ্রাতে আটদিন জীবহত্যা নিষেধ করিলেন। 'বিজয় প্রশস্তি' কাব্যে ১৬৩৯ সম্বতের পর্য্যুষণে আটদিন জীবহত্যা নিষেধের কথা আছে। কিন্তু কবি ঋষভদাস 'হীর বিজয় সুরী রাসাতে' পাঁচ দিনের উল্লেখ করিয়াছেন। আদত ফরমান অভাবে ঠিক কি হইয়াছিল জানা যায় না। মতান্তরে সম্রাট ফতেপুর হইতে আচার্যকে যাইতে দেন নাই। আচার্য বলিলেন, "আমাকে চাতুর্মাস্য ব্রত করিতে হইবে, তাহারই মধ্যে পর্য্যুষণ। পর্য্যুষণ কালে আমাদের এমন নগরে বা গ্রামে থাকিতে নাই যেখানে বহু জীব হত্যা হয়।" এই কথা শুনিয়া সম্রাট তাঁহাকে ফতেপুরে রাখিলেন ও পর্য্যুষণ কালে জীবহত্যা নিষেধ করিলেন। পর্য্যুষণকাল শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর সম্প্রদায়ে ভিন্ন ভিন্ন দিন ধরা হয়। উভয়েই ১২ দিন অতি পবিত্র বিবেচনা করেন। ইহার শেষ দিন পবিত্রতম। এখন তাহাকে সম্বৎসরী (চলিত কথায় ছম্ছরী) বলে। সে দিন জৈনরা আত্মীয়-কুটুম্ব বন্ধু-বান্ধব সকলকে অন্তরের সহিত ক্ষমা করে ও ক্ষমা প্রার্থনা করে। পুরাতন ঝগড়া-বিবাদ দূর করিয়া প্রীতি স্থাপন করে।....শ্রাবক অভিপাল (অভয় পাল) দোসী একজন সম্মানিত রাজ সভাসদ ছিলেন। তিনি সম্রাটের ফরমান মস্তকে ধারণ করিয়া আচার্যের কাছে আসিলেন। নগরবাসী জৈনরা আনন্দোৎসব করিতে লাগিল। আচার্যের উপদেশে এই সময়ে ফতেপুরের ভাবর-তলাওতে মৎস্য ধরাও নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

এক দিবস শেখ আবুল ফজল সম্রাটকে বলিলেন, "আপনার এ সকল আজ্ঞা তো পালিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু এমন কোনও আজ্ঞা দান করুন যাহা চিরকাল পালিত হয় ও ইতিহাসের পৃষ্ঠা অলংকৃত করিতে পারে।" সম্রাট বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন যে, সমস্ত সাম্রাজ্যে যে কয়েকটি ঈদে (পর্বে) মাংসাহার নিষেধ করা হইয়াছে, সেই পর্ব-তালিকার মধ্যে পর্য্যুষণ যোগ করিয়া দেওয়া হউক। এই আজ্ঞা মত সম্রাট সমস্ত মোগল-শাসিত দেশে যে ফরমান পাঠাইছিলেন তাহাতে মাংসাহার নিষিদ্ধ দিবসের তালিকা এইরূপ লেখা হইয়াছিল ঃ

১. মাহ্ফর্বর্দী [অর্থাৎ সমস্ত ফর্বর্দী মাস। ইরানে প্রচলিত সৌর বৎসরের প্রথম মাস। সেকালে ১০ই মার্চ এখন ২১শে মার্চ অর্থাৎ সায়ন মহাবিষুব সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ।]

২. মাহ আবান—সম্রাটের জন্মমাস। [উপরোক্ত সৌর বৎসরের অষ্টম মাস। ১৫/১৬ অক্টোবর হইতে আরম্ভ হইত।]

www.pathagar.com

৩. যে সকল দিবসে সূর্যদেব এক রাশি হইতে অন্য রাশিতে প্রবেশ করেন। [সায়ন সংক্রান্তি]

৪. ঈদের দিন; যথা (ক) মেহেরের দিন (নওরোজ), (খ) প্রত্যেক মাসের রবিবার, (গ) দুইটি পর্বদিন বা উপবাসের দিনের মধ্যের দিন, (ঘ) রজব মাসের সোমবার।

৫. দ্বাদশ পবিত্র দিবস—চান্দ্র শ্রাবণের শেষ ছয় দিন ও ভাদ্রের প্রথম ছয়দিন। এই বার দিন জৈনদের পর্য্যুষণ। প্রথমে আটদিন, পরে বার দিন অর্থাৎ পূর্ণ পর্য্যুষণ কাল নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

মেহেরের দিন বা নওরোজ সম্বন্ধে কিছু মতভেদ আছে। মীরাতে আহমদী মতে তের দিন পার্বণ। বোধহয় ইহা হইতে প্রবাদ 'বার মাসে তের পার্বণ'। এই তের দিন ইরানী সৌরমাসের নিম্নলিখিত তারিখ। ফরবরদী–১৯। অর্দ্দিবহিশৎ ৩। খুর্দ্দাৎ ৬। তীর ১৩। অমর্দাদ ৭। শহরবর ৪। মেহর ১৬। আবান ১০। আজর নাই। দ্যা ৮/১৫/২৩। বহমন ২। ইস্ফন্দার ৫। হায়দ্রাবাদে এই মাসগুলি প্রচলিত। সরকারী অফিসে এই মাস হিসাবে বেতন দেওয়া হয়; কিন্তু স্থানীয় সুবিধার জন্য আজর মাসে (৭ অক্টোবর) বৎসর আরম্ভ ধরা হয়।

সম্রাট ফরমানের[১] ছয়খানি নকল করাইয়া ছিলেন। একখানি সৌরাষ্ট্রে, দ্বিতীয় খানি দিল্লী ফতেপুর প্রদেশে, তৃতীয় খানি আজমীর নাগোর প্রদেশে, চতুর্থ খানি মালব ও দক্ষিণ দেশে, পঞ্চম খানি লাহোর মুলতানে ও শেষ খানি আচার্যকে দিয়াছিলেন। তখন (অর্থাৎ ১৬৩৯ সম্বতে ১৫৮২ খৃ.) বঙ্গদেশে মোগল অধিকার হইয়াছিল। কিন্তু বঙ্গ বিহারে ফরমান পাঠান হয় নাই। কারণ বুঝিতে পারিলাম না। ......"আমি (আকবর) আপনার (জৈনাচার্য্য) উপদেশ লাভ করিয়া যদিও সম্পূর্ণরূপে জীবহিংসা মাংসাহার ত্যাগ করিতে পারি নাই, তথাপি অনেক কমাইয়া দিয়াছি। আপনি শুনিয়া থাকিবেন আমি ফতেপুর হইতে আজমীর পর্যন্ত রাজপথের ধারে এক ক্রোশ অন্তর ১১৪টি স্তম্ভ নির্মাণ করিয়াছি; ঐ সকল স্তম্ভে প্রায় ৩৬০০০ হরিণের শিং সাজাইয়াছি। এগুলি আমার স্বহস্তে শিকার করা হরিণের শিং। আমি এত জীবহিংসা করিয়াছি। আমার কৃত পাপের সীমা নাই। ইহা ছাড়া আমি প্রত্যহ নানা জীবের মাংস ছাড়া পাঁচশত পর্যন্ত চকলা (চড়াই পাখির) জিহবা খাইতাম। আমার ক্ষুধা নিবারণের জন্য প্রত্যহ কত জীব হত্যা করিতাম, এখন ভাবিলে শিহরিয় উঠি। আপনার শ্রী মুখের উপদেশ লাভ করিয়া এখন আর আমার মাংসাহারে রুচি নাই। এখন প্রতি বৎসর ছয় মাস বা তদপেক্ষা বেশি সময় আমি মাংস খাই না।"

---

১. এই ফরমানের আলোকে চিত্র উক্ত সুরীশ্বর অনে সম্রাট গ্রন্থে মুদ্রিত আছে।

www.pathagar.com

"সম্রাটের সভাতে দেবামিশ্র নামক এক বিদ্বান ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইনি মহাভারত অনুবাদকদের অর্থ বুঝাইয়া দিতেন। সম্রাট তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি সুরিজী সম্বন্ধে কি বিবেচনা করেন ?" মিশ্র বলিলেন, "আমি জৈন নহি, অতএব সুরিজীর সকল মত গ্রহণ করিতে পারি না কিন্তু সুরিজীর মত বিদ্বান মিষ্টভাষী, আদর্শ চরিত্র, প্রকৃত সাধু আমি দেখি নাই।" একজন ভিন্ন মতাবলম্বী বিদ্বানের মুখে এই প্রশংসা শুনিয়া সম্রাট আহ্লাদিত হইলেন। তিনি বলিলেন, "আমি ইহাকে যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে বোধ হয় ইনি কেবল জৈনদের গুরু নহেন, ইহাকে 'জগৎগুরু' বলিলে অন্যায় হইবে না।" সম্রাটের মুখ হইতে যখন এই সম্মানসূচক শব্দ বাহির হইল তখন সুরিজীকে প্রকারান্তরে জগৎগুরু উপাধি দেওয়া হইল। এই সময়ের ও পরের ফরমানে 'জগৎগুরু' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।"

সম্রাট আলাপ শেষ করিবার সময়ে প্রায় বলিতেন, "আপনি আমার কাছে কিছু যাচঞা করুন। তাহা হইলে আমি অত্যন্ত সুখী হইব। আপনি কিছুই স্বীকার করেন না তাহাতে আমি আন্তরিক দুঃখিত।" এক দিবস আচার্য বলিলেন, "রাজন, সত্যই যদি আমাকে কিছু দান করিলে সুখী হয়েন তবে আমি বলিতেছি শুনুন। সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুরা ধর্মকে অতি প্রিয় বিবেচনা করে। আপনার বিশাল সাম্রাজ্যে হিন্দুদের অনেকগুলি তীর্থস্থান আছে। তীর্থস্থানে জিযিয়া কর ধর্মপ্রাণ তীর্থযাত্রির পক্ষে কেবল কষ্টকর নহে, মর্মান্তিক পীড়াদায়ক। এই কর রহিত করিলে সমস্ত তীর্থযাত্রির উপকার হইবে, ইহাই আমার দান গ্রহণ।" সম্রাট ইতিপূর্বে জিযিয়া কর তুলিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু গোঁড়া প্রাদেশিক শাসনকর্তারা সে আজ্ঞা অমান্য করিয়া কর আদায় করিত। এবার সম্রাটের আদেশে সম্পূর্ণ রহিত করা হইল।"

"....শাহজাহানের সময়ের ফরমান 'প্রবাসীর' চৈত্র মাসে প্রকাশিত হইয়াছে। আওরঙ্গজেবের মত সম্রাটও জৈনদের মন্দির ভাঙ্গেন নাই।"

ইহা ব্যতীত উক্ত প্রবন্ধে দৃষ্ট হয় যে, বাদশাহ আকবর জৈনদের বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেন এবং তাহাদের মনঃতুষ্টিকল্পে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। এতদব্যতীত ১৬৮২ খৃস্টাব্দ হইতে বাদশাহের নিকট একজন জৈন সাধু থাকিত, এমন কি ভ্রমণের সময়ও থাকিত। নন্দী বিজয় সূরি নামীয় জনৈক সাধুকে বাদশাহ 'খশ্‌ফহম' উপাধি দিয়াছিলেন।

উপরিউক্ত প্রবন্ধের তথ্য হইতে মোল্লা সাহেবের পরিবেশিত বিবরণের হুবহু সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। ইহা হইতে বাদশাহ আকবরের ইসলাম-বিরোধী কার্যকলাপের সুস্পষ্ট চিহ্নাদি পরিদৃষ্ট হয়। প্রবন্ধে উল্লিখিত শাহী ফরমান বঙ্গ বিহারে প্রেরণ না করিবার কারণ সম্ভবত এই হইবে যে, এতদুদ্দেশে মুসলমানগণ বাদশাহ আকবরের

www.pathagar.com

ধর্মের ব্যাপারে বেদীনী লক্ষ্য করিয়া আতংকিত হইয়া পড়েন এবং জৌনপুরের কাযী মোল্লা মুহাম্মাদ ইয়াযদী বাদশাহ্ আকবরের বেদীনীর বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করেন।

[ডা. ঈশ্বরী প্রসাদ কৃত A short History of Muslim Rule in India পুস্তকের ৩৮২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

উপরে লিখিত বিবরণীর দ্বারা ইহা সুস্পষ্ট ইহয়া ওঠে যে, যদিও বাদশাহ্ আকবরের রাজত্বকাল মোগল শাহেন শাহীর যমানা ছিল কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই রাজত্বে ইসলাম বিরোধী নিম্নলিখিত চারিটি ফেত্না পরিবেষ্টন করিয়াছিল যথা ঃ

১. দুনিয়াদার আলিমগণের ফেত্না,

২. আকবরী ফেত্না,

৩. রাফেজীদের ফেত্না এবং

৪. হিন্দু, জৈন, খৃস্টান ও অগ্নি উপাসক প্রভৃতির ফেত্না।

দ্বিতীয় হাজারের মতবাদ

মোল্লা সাহেব লিখিতেছেন, "বাদশাহ্ আকবর এইরূপ ধারণা পোষণ করিয়া বসেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীনের মুদ্দত ছিল মোট এক হাজার বৎসরের জন্য এবং ইহা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।" কাজেই এখন বাদশাহের কর্মপন্থা প্রকাশের পথে আর কোন প্রতিবন্ধকতা নাই। এই খেয়ালের বশবর্তী হইয়া এবং উক্ত যামানায় খাঁটি উলামা ও মাশায়েখ বিদ্যমান না থাকার সুযোগ গ্রহণ করিয়া তিনি তাঁহার ভ্রান্ত ধারণাকে চরিতার্থ করিবার কাজে পূর্ণ উদ্যমে লাগিয়া যান এবং ইসলামী আরকান ও আহকামাদি বাতিল করিয়া খুশিমত নূতন ধর্মে নূতন নূতন কৃত্রিম কানুন কার্যে পরিণত করিতে থাকেন।

এই মতবাদকে দৃঢ় করিবার জন্য শাহী সিক্কাতে অর্থাৎ টাকা, আশরাফী ইত্যাদির উপর 'আল্ফী সিক্কা' নাম রাখা হয়। উদ্দেশ্য, ইহা দ্বারা হাজার বৎসরের তারিখ প্রমাণ করা। মোল্লা সাহেব বলিতেছেন, "টাকা ও আশরাফীর মধ্যে আল্ফের তারিখ লিখিত হয়। ইহার দ্বারা বাদশাহের এই ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্য ছিল যে, হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীনের আয়ু হাজার বৎসর ছিল এবং উহা পুরা হইয়া গিয়াছে। ইহা ব্যতীত 'তারিখে আল্ফা' নামক একটি পুস্তকও বাদশাহ প্রণয়ন করাইয়া ছিলেন।"

মোল্লা সাহেব লিখিতেছেন, "এই বৎসর নীচ শ্রেণীর কতিপয় ভণ্ড আলিম প্রচার করিতে থাকে যে, বাদশাহ হইতেছেন এই যুগের কর্তা। তিনি হিন্দু-মুসলমান তথা ৭২ ফেরকার বিভিন্ন মতামত রহিত করিতে সক্ষম।"

www.pathagar.com

মোল্লা সাহেব পুনরায় বলিতেছেন, "হিন্দুস্থানের পুরাতন জ্ঞানীগণের নামের দোহাই দিয়া ঐ সময় ব্রাহ্মণগণ কবিতা নকল করিয়া শাহী খেদমতে পেশ করিত। উহাতে উল্লেখ থাকিত যে, বিশ্ববিজয়ী এক বাদশাহ হিন্দুস্থানে পয়দা হইবেন যিনি ব্রাহ্মণদিগকে বড়ই সম্মান করিবেন, গাভীর হেফাজত করিবেন এবং ইনসাফের সহিত পৃথিবীতে বিচার করিবেন। তাহারা পুরাতন কাগজের উপর এই সমস্ত বহু অসমীচীন বিষয়াদি লিখিয়া বাদশাহকে দেখাইত এবং তিনিও উহা সত্য বলিয়া ধারণা করিতেন।"

যাহা হউক ঘটনাবলির পরিপ্রেক্ষিতে এবং মোল্লা সাহেবেরও মতে যত দূর বোঝা যায় তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে, বাদশাহ আকবর স্পষ্টভাবে কখনও নবুয়তের দাবি করেন নাই।

আকবরের মাতা মরিয়ম মকানীর মৃত্যু হইলে তিনি নিজ মস্তক, দাড়ি-গোঁফ মুণ্ডন করিয়া শোক প্রকাশ করিবার জন্য মাতমের পোশাক পরিধান করেন। তাঁহার এই কার্যের অনুকরণে কয়েক হাজার ওমরাহ্ ও মানসাবদার নিজ নিজ মস্তক, দাড়ি ইত্যাদি মুণ্ডন করেন।

মোল্লা আবদুল কাদের বদায়ুনীর উল্লিখিত বর্ণনা হইতে বাদশাহ আকবরের খেয়ালাতের ধারণা এবং কোন্ দিকে তাঁহার ঔৎসুক্য ছিল তাহার পূর্ণ আন্দাজ করা যাইতে পারে। তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, শেখ আবুল ফযল তাঁহার ভ্রাতা ফৈযী ও পিতা মোল্লা মোবারক নাগুরী –বাদশাহ্ আকবরের খাস মুরিদান ছিলেন। শাহী ধর্ম দীনে ইলাহীর পরিভাষায় তাঁহারা এখলাছের চারিটি ধাপ অর্থাৎ তরকে মাল (মাল বিসর্জন), তরকে জান (জীবন বিসর্জন), তরকে নামুছ (মান বিসর্জন) এবং তরকে দীন (ধর্ম বিসর্জন) অতিক্রম করেন। আকবরনামা ও আ'ইনে আকবরী গ্রন্থে শেখ আবুল ফযল–বাদশাহ আকবরের মযহাব বর্ণনা করিয়াছেন। আকবরের খাস পরামর্শদাতা বন্ধু, গুপ্ত সহচর ও আকবরের মতে মতাবলম্বী হওয়ার দরুন তাঁহার কর্তব্য-কর্ম ছিল আকবরের লা-মযহাবীর ব্যাখ্যা করা। এই কার্য তিনি ভালরূপে সম্পাদন করিয়াছেন। ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতেই ইহার সত্যতা মিলিবে। বাদশাহ আকবরের প্রশংসাকারী এক শ্রেণীর ঐতিহাসিকের কলমে তিনিও সুনাম অর্জন করিয়াছেন।

পিতা আকবর সম্পর্কে পুত্র জাহাঙ্গীরের বর্ণনা

জাহাঙ্গীর—যুবরাজ ও ভবিষ্যত বাদশাহ হওয়া সত্ত্বেও ঘটনাবলির লেখক ছিলেন। তিনি 'তুযুকে জাহাঁগীরী' নামক একটি রোয্নামচা লিখিয়াছেন। তিনি উক্ত রোয্নামচার স্থানে স্থানে পিতা আকবরকে "খোদায়ে মেজাযী ও মুরশেদে হাকীকী" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং পীর হিসাবে পিতার কিছু গুণ বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন, "আমার

www.pathagar.com

ওয়ালেদ বুজুর্গের প্রশংসনীয় গুণাবলির বর্ণনা দেওয়া যায় না। পিতা-পুত্রের সম্পর্ক ছাড়াও যদি তাঁহার পছন্দনীয় চরিত্র সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র পুস্তকও রচনা করা যায় তাহা হইলেও তাঁহার গুণাবলির এক সামান্যতম অংশও লেখনীর বেষ্টনীতে আসিবে না। এত অসংখ্য ধনরাশি, হাতী, ঘোড়া, সৈন্য-সামন্ত, আরবী ও তুর্কী ঘোড়া ইত্যাদির মালিক হওয়া সত্ত্বেও তিনি আল্লাহর দরবারে বড়ই দীনতা হীনতা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। আল্লাহর মাখলুকাতের মধ্যে তিনি নিজকে একজন দীনহীন মনে করেন এবং আল্লাহর স্মরণ হইতে এক মুহূর্তও গাফেল থাকেন না।"

(তুযূক)

জাহাঙ্গীরের ন্যায় অকপট মুরিদের কথা খণ্ডন করিবার আবশ্যকতা নাই। কেননা এইরূপ না হইলে দীনে ইলাহীর ভিত্তির ধারণাও আসিত না। কিন্তু জাহাঙ্গীর নিজ উর্বর মস্তিষ্কের দরুন উল্লেখ করিয়াছেন যে, সূর্য পূজা বা অন্য কোন খেয়ালী খোদা বা দেবতার পূজা ও অনবরত মালা জপা কি দীনে মুহাম্মাদীর দুশমনি করা ? এই খাঁটি মুরিদ অর্থাৎ জাহাঙ্গীর লিখিতেছেন, "আমার পিতা অধিকাংশ সময় প্রত্যেক ধর্মের জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিগণের এবং বিশেষ করিয়া হিন্দু পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের সহিত সংসর্গ রাখিতেন। নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও দিবারাত্রি জ্ঞানী ব্যক্তিদের সহিত সাহচর্যের দরুন তাঁহার কথাবার্তা হইতে বাহ্যত কেহ উহা উপলব্ধি করিতে পারিত না। তিনি ধারণাতীতভাবে পদ্য ও গদ্যের অতি সূক্ষ্মতত্ত্বে পৌঁছিতেন।" (তুযূক)

ইহার পর জাহাঙ্গীর তাঁহার পিতার 'লা'-মযহাবীর ব্যাখ্যা দান করিতেছেন, 'শীয়াদের জন্য ইরান এবং সুন্নীদের জন্য রুম, হিন্দুস্থান ও তুরান ব্যতিরেকে অন্য কোন আশ্রয়স্থল নাই। কিন্তু সমস্ত দেশের আ'ইন ও কানূনের বরখেলাফ এই অতুলনীয় বিশাল রাজত্বে বিভিন্ন মযহাবের লোকদের জন্য সমানভাবে আশ্রয় ও নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। সুন্নী-শীয়াদের সহিত এক মসজিদে এবং ইংরাজ-ইহুদীদের সহিত এক গির্জায় ইবাদত করিতেন।"

"তাঁহার তরীকা ছিল সকলের সহিত আপোসের ভাব পোষণ করা।"

"প্রত্যেক দল, প্রত্যেক দীন ও আ'ইনের সৎ লোকদের সহিত তিনি মুহব্বত রাখিতেন—অবস্থা বিশেষে প্রত্যেকের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন। তাঁহার রাত্র অনিদ্রায় কাটিত এবং দিবসেও তিনি কম নিদ্রা যাইতেন। সমস্ত দিবারাত্রির মধ্যে তিনি মাত্র অর্ধ প্রহরের অধিক নিদ্রা যাইতেন না।" (তুযূক)

কিন্তু হায়! বাদশাহ আকবর ও তাঁহার পুত্র জাহাঙ্গীর জানিতেন না যে, পবিত্র ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যাহাতে সকলকে শান্তির সহিত থাকিবার শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। কুরআন মজীদে আছে, وَلَاتَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰه

فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ "যাহারা আল্লাহকে ছাড়িয়া অন্যকে ডাকে (মা'বুদ বানায়), তাহাদিগকে গালি দিও না। কেননা তাহা হইলে তাহারা অজ্ঞতা বশত আগাইয়া যাইবে ও আল্লাহকে গালি দিতে থাকিবে।" (সূরা আন'আম)

জাহাঙ্গীর লিখিতেছেন, 'আমার পিতা যে সমস্ত রিয়াযত করিয়াছেন তন্মধ্যে জানোয়ারের গোশ্‌ত বর্জন একটি। সমস্ত বৎসরে মাত্র তিন মাস তিনি গোশ্‌ত খাইতে চাহিতেন এবং বাকি নয় মাস কাল সূফীয়ানা খানা অর্থাৎ নিরামিষের উপর সন্তুষ্ট থাকিতেন। পশু যবেহ করা তিনি আদৌ পছন্দ করিতেন না।" (তুযূক)

বাদশাহ্ আকবরের ভুল কোথায়!

বাদশাহ আকবর ও জাহাঙ্গীর উভয়েই একটি মৌলিক ভ্রান্তিতে আপতিত হইয়াছিলেন। যাহা ভালো মনে হয় তাহাই ছিল তাঁহাদের নিকট ইসলাম। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ইহা খোদাপরস্তি নয় বরং খোদপরস্তি। ইসলাম অর্থাৎ হুকুম পালন করা (এতায়া'ত) এবং এইরূপ ক্ষেত্রে আকল চালনা করা ছেরকাশী ও আদেশ লংঘন বটে। জ্ঞানী ও বিচক্ষণ হাকীমের কোন হুকুম-হেকমত ও মুছলেহাতশূন্য হয় না—ইহা মানিয়া লওয়া যায় কিন্তু মাহকুম অর্থাৎ যাহাকে হুকুম করা হইয়াছে তাহার প্রথম কার্য হইবে—সে যেন নিজ আ'কলের উপর নির্ভর না করিয়া হাকীমের হুকুমের উপর বিশ্বাস রাখে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, একজন সিপাহী তাহার উপরস্থ কর্মচারীর ইঙ্গিতের অনুগত হইয়া থাকে এবং তাঁহার আদেশের উপর জীবন উৎসর্গ করিয়া থাকে। যদি সে তাহার উপরস্থ কর্মচারীর ফরমানকে প্রথমেই নিজ আ'কলের মাপকাঠিতে যাচাই করে এবং তৎপর আদেশ পালনের জন্য পা বাড়ায় তাহা হইলে সে সিপাহী থাকে না, কেননা হুকুম পালনই তাহার কর্তব্য—বিচার-বিবেচনা নয়। আল্লাহ তা'আলা এ'লান করিয়া দিতেছেন, وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا "তোমাদিগকে অতি সামান্য ইল্‌মই দেওয়া হইয়াছে।" (সূরা বনী ইসরাঈল) যখন মানুষের সম্মুখে এই সত্যটির ঘোষণা করা হয়, তখন ইহা সর্বদাই তাহার নিকট অপ্রিয় বোধ হয় কিন্তু ভবিষ্যতের ইতিহাস সর্বদা এই ঘোষণাটির সত্যতা প্রমাণ করে।

আকবরী যমানা হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত উন্নতির পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, আকবর ও তাঁহার দলের বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার যে গর্ব ছিল তাহা বর্তমানে মূর্খতায় পর্যবসিত হইয়াছে।

তাইমুরের রাজত্ব সংরক্ষণের জন্য বাদশাহ্ আকবর একটি নূতন মযহাবের ভিত্তি খাড়া করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু আফসোস! তিনি যদি ধর্মীয় মযহাব সৃষ্টির পরিবর্তে নিজ সাম্রাজ্যের আ'ইন-সংস্কার প্রবর্তন এবং জনপ্রতিনিধিত্ব মূলক (পার্লামেন্টারী)

www.pathagar.com

নেজামে হুকুমাত কায়েম করত তাইমুর বংশের বাদশাহী হেফাযত করিতেন, তাহা হইলে খুব সম্ভব আধুনিক শাসন ব্যবস্থার ন্যায় মোগল শাসন দীর্ঘকাল সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিত। কিন্তু আকবর নিজ অদূরদর্শিতা ও উর্বর মস্তিষ্কের দরুন একটি অভিনব মযহাব সৃষ্টির কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়া মূর্খতার পরিচয় দান করেন। কেননা তাঁহার কর্মপদ্ধতির গণ্ডি ছিল রাজ্য সংস্কার—ধর্ম-সংস্কার নহে।

আল্লাহ তা'আলার কালামে স্পষ্ট ঘোষণা রহিয়াছে যে, মানুষ স্বভাবগত ভাবে জালিম ও জাহিল। ফিৎরাতের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা হেকমতপূর্ণ কুরআন শরীফ এইজন্য নাযিল করিয়াছেন, যেন ইহার দ্বারা মানুষের জন্য জুলুমের পরিবর্তে আদল ইনসাফ, মূর্খতার পরিবর্তে ইল্‌ম দান করা হয়। কাজেই শরার খেলাফ যাহা কিছু দৃষ্টিগোচর হয় তাহাই জুলুম ও জাহল অর্থাৎ অত্যাচার ও মূর্খতা। আ'কল যে বড় নিয়ামত ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত আ'কল ও ইল্‌মরূপ নিয়ামতের দরুন ইনসান মর্যাদায় সমস্ত মাখলুকাতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও উত্তম। এইজন্য হুকুম হইয়াছে যে, ইল্‌ম ও আ'কলকে কাজে লাগাও। فَاعْتَبِرُوْا يَا أُوْلِى الْأَبْصَارِ "হে বুদ্ধিমানগণ—সবক হাসিল কর।" (সূরা হাশর্)

কিন্তু মানুষের সর্বপ্রথম কর্তব্য হইতেছে-সে যেন স্বীয় হাকীকত, স্বভাবগত অসহায়তা ও অপারগতা এবং তৎপর আল্লাহ তা'আলার এহসানগুলি ও খালেক মাখলুকের মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান থাকা বাঞ্ছনীয় তাহা উত্তমরূপে উপলব্ধি করিবার জন্য স্বীয় জ্ঞান ও বুদ্ধিকে নিয়োজিত করে।

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِاُوْلِى الْاَلْبَابِ - الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ -

"নিশ্চয় আসমান ও জমিনের সৃষ্টি এবং দিবারাত্রির আবর্তনের মধ্যে বুদ্ধিমানগণের জন্য অনেক নিদর্শন রহিয়াছে। যাঁহারা দাঁড়াইয়া, বসিয়া এবং পার্শ্বদেশে ভর দিয়া শয়ন করিয়া আল্লাহ্‌কে স্মরণ করিতে থাকেন। এবং আসমান ও জমিনের সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তা ও গবেষণা করিতে থাকেন (এবং শেষ পর্যন্ত এই কথা বলিয়া থাকেন) যে, হে আমাদের প্রভু! আপনি এই বিশ্বকে অনর্থক সৃষ্টি করেন নাই। আপনি সমস্ত দোষক্রটি হইতে পবিত্র। আমাদিগকে দোযখের আযাব হইতে রক্ষা করুন।"

(সূরা আলে ইমরান)

www.pathagar.com

এরিস্টটল, প্লেটো, জালিনূছ, বাতলিমুছ ইত্যাদির মতো বড় বড় জ্ঞানী ও চিন্তাশীল মনীষী দুনিয়ায় জন্মগ্রহণ করিয়া মনুষ্য জাতির উন্নতি ও সফলকাম হওয়ার পথ বাহির করিতে প্রয়াস পান কিন্তু তাঁহারা কি সফলকাম হইয়াছিলেন ? কামিয়াবীতো দূরের কথা—তাঁহাদের প্রদর্শিত বুদ্ধি ও হেকমত নবী (আ)গণের শিক্ষার পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছিল।

কুরআন করীমে ঘোষণা রহিয়াছে, مَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا "যাহা কিছু রাসূল তোমাদিগকে দান করে—গ্রহণ কর এবং যাহা করিতে নিষেধ করে—বিরত থাক।" (সূরা হাশ্‌র)

أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْا أَعْمَالَكُمْ

"আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রাসূলের আদেশ অনুযায়ী চল এবং তোমাদের আমলকে নষ্ট করিও না।" (সূরা মুহাম্মদ)

বাদশাহ আকবরের এত শান-শওকত, হাশমত, দবদবা, এত ধন-দৌলত থাকা সত্ত্বেও তিনি যে সর্বদা আল্লাহ্‌ তা'আলাকে স্মরণ করিতেন, ইহাতে জাহাঙ্গীর আশ্চর্য বোধ করিতেছেন ; কিন্তু বেচারা জাহাঙ্গীর অবগত নহেন যে, স্বীয় পয়গাম্বরের বিরোধিতা করা কত মারাত্মক। আল্লাহ্‌ তা'আলা কুরআন মজীদে এই সম্পর্কে স্পষ্ট ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন ঃ

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ط وَسَاءَتْ مَصِيْرًا-

"হেদায়ত স্পষ্ট ও প্রকাশ হওয়া সত্ত্বেও যেই ব্যক্তি রাসূলের বিরোধিতা করিবে এবং মুসলমানগণের রাস্তা ছাড়িয়া অন্য রাস্তায় চলিবে তাহা হইলে আমি তাহাদিগকে ঐ রাস্তায় চালাইয়া থাকি যাহাতে তাহারা চলিতেছে। তৎপর আমি তাহাদিগকে দোযখে দাখিল করাইব এবং ইহা বড়ই নিকৃষ্ট স্থান।" (সূরা নিসা)

খেলাফে পয়ম্বর কাছেরা গজিদ্‌
কে হারগিজ বা মনযেল না খাহাদ রাছীদ। (সা'দী)

নবীর দেখান পথে চলে নাক যারা,
মনযিল হ'তে দূরে পড়ে রবে তারা।

www.pathagar.com

আকবরের শেষ জীবন

শামসুল উলামা মাওলানা মুহাম্মদ যাকাউল্লার মতে হিজরী ১০১৪ সন মোতাবেক ঈসায়ী ১৬০৫ সালে এবং মোল্লা বদায়ুনীর মতে হিজরী ১০০৪ সনে বাদশাহ্ আকবর মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আবুল ফযল—হিজরী ১০১১ সাল মোতাবেক ঈসায়ী ১৬০২ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুর পূর্বেই তাঁহার 'আইনে আকবরী' ও 'আকবরনামা' পুস্তকদ্বয়ের রচনাকার্য সমাপ্ত হয়। বাদশাহ্ আকবরের মযহাবী খেয়ালাতের সদা সর্বদা পরিবর্তন হইতে থাকায়, শেষ দশ বৎসরের মধ্যে তাঁহার মযহাবী আকীদার কি পরিবর্তন ঘটিয়াছিল তাহা জানা যায় না। প্রকৃত পক্ষে ঈমান ও ইসলামের উপর অথবা নিজ প্রবর্তিত ধর্মমতের উপর তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল কি না ইহা বলা কঠিন। এই বিষয়ে ঐতিহাসিকগণের পরস্পরবিরোধী মত ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়।

মেজর প্রায়েস কৃত তুযূকে জাঁহাগীরীর ইংরেজি অনুবাদে উল্লেখ করা হইয়াছে, "শাহেন শাহে আকবর সব চেয়ে বড় আলেমের হাতে তওবা করিয়া ও কলেমা পড়িয়া জান্নাতী মুসলমানগণের ন্যায় এই দুনিয়া হইতে রুখছত হন।" কিন্তু ডাঃ স্যার সৈয়দ আহমদ কর্তৃক ঈসায়ী ১৮৬৪ সাল মোতাবেক হিজরী ১২৮১ সালে প্রকাশিত তুযূকে জাঁহাগীরীতে এই মর্মের কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না।(তারীখে হিন্দুস্থান)

শামসুল উলামা মরহুম যাকাউল্লা সাহেব তাঁহার তারীখে হিন্দুস্থান-এর খুলাছা শীর্ষক কিতাবের ষষ্ঠ জিল্দে লিখিতেছেন, "জাঁহাঙ্গীর—তাঁহার 'ছোট তুযূকে' নিজ পিতার মৃত্যুর অবস্থা বড়ই চিত্তাকর্ষকভাবে লিখিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, ৮ই জুমাদাল্-উলা শনিবার আমার পিতা ও মুরশেদের শ্বাসকষ্ট হইতে লাগিল এবং মৃত্যু সময় উপস্থিত হইল। তিনি আমাকে বলিলেন, বাবা! কোন লোক মারফত আমার সমস্ত উমরা ও বন্ধুগণকে ডাকাইয়া আন। যেন আমি তোমাকে তাঁহাদের নিকট সোপর্দ করিতে পারি। তুমি আমার তরফ হইতে তাঁহাদের নিকট মার্জনা চাহিয়া লও, কারণ তাঁহারা দীর্ঘকাল আমার সহিত সহযোগিতা করিয়া বহু কষ্ট বরণ করিয়াছেন।"

"মৃত্যুকালে আমার ওয়ালেদ মাজেদ এবং মুরশিদ বলেন, 'মীরানে ছদরে জাহাঁকে ডাকিয়া আন যেন তিনি কলেমায়ে শাহাদাত পাঠ করেন।"

ছদরে জাহাঁ হাজির হইলেন এবং আদবের সহিত দুই জানু পাতিয়া বসিয়া বাদশাহ আকবরের সহিত কলেমায়ে শাহাদাত পাঠ করিতে লাগিলেন। বাদশাহ্ নিজ মুখে সজোরে কলেমায়ে শাহাদাত পাঠ করেন। তিনি ছদরে জাহাঁকে শিয়রে বসিয়া সূরায়ে ইয়াসীন ও দোয়ায়ে আদীলা পড়িবার নির্দেশ দান করেন। ছদরে জাহাঁ সূরায়ে ইয়াসীন পাঠ করিয়া দোয়ায়ে আদীলা শেষ করিলে বাদশাহের চক্ষু হইতে অশ্রু বাহির হইয়া আসিল এবং তাঁহার মৃত্যু হইল।" (তারীখে হিন্দুস্থানের খুলাছা)

www.pathagar.com

বাদশাহ্ আকবরের মযহাবী নীতির প্রতিক্রিয়া

প্রবাদ আছে যে, মানুষ শক্তির পূজারী। এইজন্য মানুষ নিজ বাদশাহের শক্তির প্রভাবের মধ্যে তাঁহাকে অনুসরণ করিতে বাধ্য হয়। এইরূপ অনুসরণের ভিতর বাদশাহী তথা মানুষের নিজ নিজ স্বার্থ বজায় থাকে। বাদশাহ আকবরের ক্ষেত্রেও এই স্বতসিদ্ধটি প্রযোজ্য। সুতরাং জনসাধারণ তাঁহার প্রবর্তিত দীন অনুসরণ করে। অতএব বাদশাহ আকবরের মতবাদ রাজত্বের সর্বসাধারণের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে তাহা আলোচনার ক্ষেত্রে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর মতামতই সর্বাগ্রগণ্য। এই বিষয়ে তাঁহার মকতুবাত শরীফ হইতে নিম্নে কয়েকটি মক্‌তুবের উদ্ধৃতি দেওয়া হইতেছে যাহাতে বিষয়টি পরিষ্কার হইয়া যাইবে ঃ

হযরত মুজাদ্দিদ (র) লিখিতেছেন, "বিগত বাদশাহের (বাদশাহ আকবর) যমানায় বাদশাহী প্রাধান্যে কাফেরগণ প্রকাশ্যভাবে দারুল ইসলামে (হিন্দুস্থানে) কুফরী আহকাম জারি করিত এবং মুসলমানগণ ইসলামী আহকাম জারি করিতে অক্ষম ছিল। মুসলমানগণ এরূপ করিলে তাহাদের হত্যা করা হইত। বড়ই আফসোসের বিষয় এই যে, হক তা'আলার দোস্ত হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনয়নকারিগণ বেইজ্জত ও অপদস্থ এবং তাঁহার প্রতি অবিশ্বাসকারিগণ সম্মানী ও আস্থাবান। মুসলমানগণ আহত হৃদয়ে ইসলামের মাতম জারি করিত এবং শত্রুগণ হাসি-তামাশা করিয়া তাহাদের জখমের উপর নিমক ছিটাইয়া দিত।" (মকতুব নং ৪৭ দফ্‌তর ১—এই মকতুবটি বাদশাহ জাহাঙ্গীরের আমলে শেখ ফরীদের নিকট লিখিত।)

"হিন্দু কাফেরগণ নির্ভয়ে মসজিদগুলিকে শহীদ করিয়া উক্ত স্থানে তাহাদের মন্দির নির্মাণ করিতেছে। থানেশ্বরে .... কুরুক্ষেত্রের হাউযে একটি মসজিদ ও কবরস্থান ছিল। এক হিন্দু উহা ভাঙ্গিয়া উক্ত স্থানে একটি বড় উচ্চ শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়াছে। কাফেরগণ খোলাখুলিভাবে কুফরী রসম আদায় করিতেছে এবং মুসলমানগণ অধিকাংশ ইসলামী আহকাম জারি করিতে অক্ষম।" (মকতুব নং ৯২ দফ্‌তর ২)

"হিন্দু একাদশীর দিন হিন্দুরা আহার করে না। এই সঙ্গে ইহারও যথেষ্ট প্রচেষ্টা চালানো হইতেছে যেন মুসলমানগণের শহরে উক্ত দিবস কোন মুসলমান রুটি ভক্ষণ না করে এবং উহা বিক্রয় না করে। অপর পক্ষে হিন্দুগণ মোবারক রমযান মাসে প্রকাশ্যে রুটি ও খাদ্যদ্রব্য পাক ও বিক্রয় করে কিন্তু মুসলমানগণ তাহাদের দুর্বলতা ও প্রভাবহীনতা নিবন্ধন উহা রদ করিতে অক্ষম। হায় আফসোস! বর্তমান বাদশাহ আমাদের একজন অথচ আমাদের ন্যায় ফকীরদের অবস্থা এইরূপ শোচনীয়।"

(মকতুব নং ৯২ দফতর ২)

www.pathagar.com

"সারা বিশ্ব বিদআতের সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া অন্ধকারে আরাম লইতেছে। কাহার সাধ্য যে বিদআতের বিরুদ্ধে কিছু বলে ও সুন্নতকে পুনর্জীবিত করিবার জন্য যবান খোলে। এই যামানায় অধিকাংশ উলামা বিদআত প্রচার করিতেছে ও সুন্নত মিটাইয়া দিতেছে।" (মকতুব নং ৫৪ দফতর ২)

হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর বর্ণনা দ্বারা উলামা-এ ছু'এর অর্থাৎ দুনিয়াদার আলিমগণের কিছু অবস্থার উপর লক্ষ্য করার উদ্দেশ্য হইল মোল্লা বদায়ূনীর বর্ণনার উপর আলোকসম্পাত করা ও উহার সত্যতা নিরূপণ করা।

এই আকবরী ফেত্‌নায় কোন কোন সময় এরূপ ব্যক্তিও দৃষ্টিপথে পতিত হন যাঁহারা দুনিয়া হইতে আখিরাতকে অধিকতর প্রিয়তম মনে করিতেন এবং নগদের মোকাবিলায় বাকিকেই শ্রেয় মনে করিতেন। হযরত ছলীম চিশতী (র)-এর পুত্র মাওলানা বদর উদ্দীনের কার্যাবলি এই সম্পর্কে সর্বাধিক বৈশিষ্ট্য রাখে। তিনি বাদশাহ আকবরের রাজত্বে এক বিশিষ্ট পদে নিযুক্ত ছিলেন। খান্দানের দিক হইতে বাদশাহ ও হুকুমতের উপর তাঁহার প্রভাব সুস্পষ্ট হইলেও যখন বাদশাহের চালচলন পরিবর্তন সূচিত হয়, তিনি সরকারী চাকুরী হইতে ইস্তফা দান করেন। বাদশাহ আকবর তাঁহাকে কয়েকবার দিওয়ানে খাসে ডাকাইয়া আনিয়া বুঝাইলেন, কিন্তু প্রতিবারই তাঁহার বিরক্তি ও অপছন্দতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। তিনি বিশেষ করিয়া জমিন বোছ প্রভৃতি রসুমকে দৃঢ়তার সহিত অস্বীকার করেন। শাহী হুকুমাতের তরফ হইতে তাঁহার প্রতি কঠোরতা আরোপ করা হইলে তিনি শেষ পর্যন্ত নীরবে হজ্জ করিতে গমন করেন।

দুনিয়ার মুহব্বতে লিপ্ত উলামায়ে ছু'র বর্ণনা

হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী (র)-এর মকতুবাত শরীফ হইতে দুনিয়ার মুহব্বতে লিপ্ত উলামায়ে ছু'র বর্ণনা শীর্ষক একটি মকতুবের অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :

"উলামাগণ পার্থিব মুহব্বতে ও আসক্তিতে গ্রেফতার হইলে তাহাদের সৌন্দর্য বিকৃত হইয়া যায়, অবশ্য এই অবস্থায়ও লোকে তাহাদের নিকট হইতে বহু উপকার প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু তাহাদের ইল্‌ম তাহাদের কোন উপকারে আসে না। শরীয়ত ইহাদের ইল্‌ম দ্বারা সময় সময় সাহায্যপ্রাপ্ত ও শক্তিশালী হইয়া থাকে। কোন কোন সময় বদকার ফাসেক লোকদের দ্বারাও এই প্রকার সাহায্য হইয়া থাকে। সাইয়েদুল আম্বীয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—ধর্মে এই শ্রেণীর লোকের মদদ সম্পর্কে খবর দিয়া ফরমাইয়াছেন :

اِنَّ اللّٰهَ لَيُؤَيِّدُ هٰذَا الدِّيْنَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ

www.pathagar.com

"আল্লাহ্ তা'আলা (কখনও কখনও) ফাসেক লোকদের দ্বারাও এই ধর্মকে মদদ করিয়া থাকেন।"

এই আলিমগণ পরশ পাথরের ন্যায়। তাম্র ও লৌহ ইহার সংস্পর্শে আসিলে স্বর্ণে পরিণত হয় কিন্তু ইহার নিজস্ব অস্তিত্ব পাথরই থাকে। অনুরূপভাবে প্রস্তর ও বাঁশে যে অগ্নি লুক্কায়িত থাকে—পৃথিবী উহা হইতে কয়েক প্রকারের উপকারপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু প্রস্তর ও বাঁশ ইহাদের অন্তর্নিহিত অগ্নি হইতে কোন উপকারপ্রাপ্ত হয় না।

বরং আমার বক্তব্য এই যে, এই ইল্‌ম তাহাদের নফ্‌সকে সংশোধন না করিয়া কুকার্যে লিপ্ত করে। পরন্তু এই ইল্‌মকে তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে দাঁড় করান হইবে।

اِنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمٌ لَمْ يَنْفَعْهُ اللّٰهُ بِعِلْمِهٖ –

"নিশ্চয়ই লোকদের মধ্যে কিয়ামতের দিন অধিকতর শাস্তির যোগ্য ঐ আলিম হইবেন যিনি স্বীয় ইল্‌ম দ্বারা কোন উপকারপ্রাপ্ত হন নাই।" কেন এইরূপ হইবে না?—যেহেতু ঐ আলিম আল্লাহ্‌র নিকট হইতে প্রাপ্ত এমন এক দুষ্প্রাপ্য ও অতি সম্মানিত নিয়ামতের কদর করা ব্যতিরেকে ইহা দ্বারা তুচ্ছ দুনিয়ার মাল-দৌলত, ইজ্জত ও সর্দারী হাসিল করিবার উসিলা বানাইয়া লইয়াছে অথচ হক তা'আলার নিকট দুনিয়া অতি তুচ্ছ—হীনতম বস্তু ও আল্লাহ্‌র সর্ব নিকৃষ্ট সৃষ্টি দ্রব্যের অন্যতম।

কাজেই আল্লাহ্‌র প্রিয় বস্তুকে অসম্মান করা এবং তাঁহার নিকট যাহা হীন তাহাকে সম্মান দান করা বড়ই গর্হিত কার্য। প্রকৃতপক্ষে ইহা আলাহ্‌র সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পর্যায়ভুক্ত। তা'লীম দেওয়া ও ফতোয়া লেখা ঐ সময় উপকারী যখন ইজ্জতের লালসা, সর্দারী এবং মাল-দৌলত ও বড় হইবার লোভ বিমুক্ত হইয়া ইহা একমাত্র আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে খালেসভাবে সম্পন্ন করা হয়। ইহা হইতে মুক্ত হইবার উপায় দুনিয়া ও উহার যাবতীয় বস্তুর প্রতি অনাসক্তি। যে সমস্ত আলিম এই মুসিবতে ও এই ঘৃণ্য দুনিয়ার মুহব্বতে গ্রেফতার আছে তাহারাই দুনিয়াদার নিকৃষ্ট আলিম। অন্যান্য লোক হইতে এই আলিমগণ জঘন্য ও দীনের চোর ; যদিও তাহারা নিজকে দীনের পেশোয়া ও মানব শ্রেষ্ঠ মনে করে ।

وَ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ عَلٰى شَيْءٍ اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُوْنَ – اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَاَنْسٰهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ اُولٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ اَلَا اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ –

"এবং তাহারা মনে করে যে তাহারাও বহু কিছু। খবরদার, ইহারা মিথ্যাবাদী। ইহাদের উপর শয়তান প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং ইহাদিগকে আল্লাহ্‌র যিকির

www.pathagar.com

হইতে গাফেল করিয়াছে। ইহারা শয়তানের দল ; সাবধান শয়তানের দল ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে।" (সূরা মুজাদালা ঃ ১৮-১৯)

আমার জনৈক প্রিয় মুরিদ, শয়তানকে দেখিতে পাইলেন যে, সে নিষ্কর্মা হইয়া বসিয়া আছে এবং মানুষকে গোমরাহ করিবার কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছে। তখন তিনি উক্ত শয়তানকে এই কার্যটির রহস্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে শয়তান বলিল, এখন দুনিয়াদার আলিমগণ আমাকে এই বদকাজে সাহায্য করিতেছে। কাজেই আমি এই কার্য হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছি।

প্রকৃতপক্ষে দুনিয়াদার নিকৃষ্ট আলিমগণের কম্‌বখ্‌তি ও বদনিয়ত এই যমানায় শরীয়তের ব্যাপারে গাফলতি ও উদাসীনতাসহ মযহাব প্রচলনেও ত্রুটি-বিচ্যুতি আনিয়া দিয়াছে। অবশ্য যে সমস্ত আলিম দুনিয়া হইতে উদাসীন এবং যশ-লিপ্সা, রিয়াছত, মাল-দৌলত ও উচ্চ আসন লাভের মুহব্বত হইতে নিজকে আযাদ রাখিয়াছেন ; ইহারাই প্রকৃত আলিম এবং নবী (আ)-গণের ওয়ারিস। এই আলিমগণই সৃষ্টির সেরা। কেননা কিয়ামতের দিন ইহাদের লিখনের কালি শহীদের রক্তের সহিত ওজন করা হইবে এবং ওজনে ইঁহাদের পাল্লা ভারী হইবে।

نَوْمُ الْعُلَمَاءِ عِبَادَةٌ "আলিমগণের নিদ্রা ইবাদত।" এই হাদীসবাণীটি ইঁহাদের সম্পর্কে প্রযোজ্য। ইহাদের নযরে আখিরাতের সৌন্দর্য (জামাল) ভাল মনে হইয়াছে এবং ইঁহারা দুনিয়ার কদর্য ও খারাবী উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহারা নিজকে বাকার উপর সোপর্দ করিয়া দুনিয়ায়ে ফানী হইতে নিজকে সরাইয়া লইয়াছেন অর্থাৎ তাঁহারা আখিরাতের খাতিরে নশ্বর দুনিয়া হইতে নিজকে সরাইয়া লইয়াছেন। لِأَنَّ الدُّنْيَا وَالْأٰخِرَةَ ضَرَّتَانِ إِنْ رَضِيَتْ أَحَدُهُمَا سَخِطَتِ الْأُخْرٰى "কেননা দুনিয়া ও আখিরাত দুই সপত্নি সদৃশ! ইহাদের একজন সন্তুষ্ট হইলে অন্যজন অসন্তুষ্ট হইবে। দুনিয়া ও আখেরাত দুইটি বিপরীতমুখী বস্তু।"

অবশ্য কোন কোন বুযুর্গ স্বীয় আরযু ও খাহেশ হইতে একেবারে দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন। কোন কোন সময় তাঁহারা স্বীয় নেক নিয়তের দরুন দুনিয়াবাসীর বাহ্যিক সুরত গ্রহণ করিয়া থাকেন ও বাহ্যিকভাবে দুনিয়ায় আসক্ত বলিয়া দেখাইয়া থাকেন ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের এইরূপ কোন আসক্তি নাই। তাঁহারা পার্থিব সব জিনিস হইতেই বিমুক্ত।

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ -

"তাঁহারা এইরূপ বাহাদুর যে তাঁহাদের তেজারত ও বেচাকেনা আল্লাহ্‌র যিকিরের প্রতিবন্ধক হয় না এবং এই সমস্ত জিনিসের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিবার অবস্থায়ও সম্পর্কহীন থাকে।" (সূরা নূর)

www.pathagar.com

হযরত খাজা নক্‌শবন্দ (র) ফরমাইয়াছেন, "আমি মীনা বাজারে একজন সওদাগরকে দেখিয়াছি। তিনি অন্ততঃপক্ষে পঞ্চাশ হাজার দীনারের ক্রয়-বিক্রয় করিতেছিলেন ; ইহা সত্ত্বেও এক মুহূর্তের জন্য তাঁহার কাল্‌ব হক তা'আলার স্মরণ হইতে গাফেল হয় নাই।" (মকতুব নং ৩৩ দফতর ১)

উলামায়ে বাতেন ও তরীকতপন্থীগণ দীনের আশ্রয়স্থল। এইজন্য আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে তাঁহাদিগকে মুরশেদ, অলীউল্লাহ্, কুতুব ইত্যাদি বড় বড় খেতাব দ্বারা পুরস্কৃত করা হয়। কিন্তু অনেক খোদপরস্ত ধোঁকাবাজ দুনিয়ার শান-শওকত হাসিল করিবার নিমিত্ত এই খেতাবগুলি হাসিল করিতে চাহিলেও তাহারা ইহা লাভ করিবার অযোগ্য হইয়া থাকে। তাহাদের নফ্‌সপরস্তী ও আরাম আয়েশ—এই খেতাবগুলির সমুচিত রিয়াযত ও মোজাহাদা করিতে তাহাদের অনুমতি দান করে না। সত্যিকার আল্লাহ্ ওয়ালাগণ—সাধারণ লোক হইতে বেনিয়ায থাকেন, কিন্তু ধোঁকাবাজগণ তাহাদের ব্যক্তিস্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত সাধারণ লোকদিগকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করিতে সচেষ্ট থাকে। ফলে এই দাঁড়ায় যে, সাধারণ লোক এই সমস্ত নফ্‌সপরস্তদের ইন্দ্রজালে প্রতারণার ফাঁদে আটকাইয়া যায়। পক্ষান্তরে এই সমস্ত লোকের সত্যিকার আল্লাহ্‌ওয়ালা লোক পর্যন্ত পৌঁছিবার সুযোগ বড় কম ঘটে। এই প্রকারের ধোঁকাবাজ ফকীর ও আকবরের ন্যায় মযহাবী বাজিকর বাদশাহের দৃষ্টিকোণ একই। এই জন্য একের চেষ্টা-চরিত্র অন্যের জন্য অবশ্যই উন্নতির কারণ হইবে। এই প্রকারের আরাম-পরস্ত ও গরজপরস্তদের যখন সহজে ও আযাদীর সহিত মতলব হাসিল হইতে পারে, তখন শরীয়তের পাবন্দীতে নিজদিগকে আবদ্ধ করার কি প্রয়োজন ? এইজন্য ফয়সালা করা হইয়াছিল এবং ইহারই প্রচার করা হইত যে, শরীয়ত ও তরীকত এক জিনিস নয় ; আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছিবার জন্য সুন্নতের পায়রবীর কোন দরকার নাই। শরীয়তের পাবন্দগণ হাকীকত হইতে কোন ফায়দাপ্রাপ্ত হয় না। মাওলানা রুমীর একটি লাইন তাহারা জানিত :

মান যে কোরআঁ মগ্‌যরা বর্‌দাশতাম,
উছ্‌তুখাঁ পেশে ছাগাঁ আন্‌দাখতাম।
পাক কুরআনের নির্যাস যত চয়ন করেছি তায়,
হাড়গুলো শুধু কুকুরের মুখে ছুঁড়িয়া দিয়েছি হায়।

এই উক্তির দ্বারা তাহারা উলামায়ে শরীয়তের প্রতি কটাক্ষ করিতেছে। তাহাদের মতে উলামায়ে শরীয়ত—শরীয়তরূপ বাহ্যিক কার্যকলাপ লইয়া ব্যস্ত কিন্তু তাহারা হাকীকতের বাস্তব স্বাদ লাভ করে নাই। এই ভাবেই তাহারা সরলমনা জনসাধারণকে তরীকতের দোহাই দিয়া বিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইত।

www.pathagar.com

তথাকথিত আলেমনুমা উলামায়ে ছু' নামক জাহিলগণই যুগে যুগে ইসলামের সমূহ ক্ষতি করিয়াছে এবং অন্যান্য তথা ইহাদের স্বার্থের কবল হইতে ধর্মকে রক্ষা করিতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া মুজাদ্দিদের আগমন ঘটিয়াছে। বাদশাহ্ আকবরের রাজত্বকালে এইরূপ বড় লোক-ঘেঁষা তথাকথিত আলিমগণের কারসাজিতে বাদশাহ্ কর্তৃক দীনে ইলাহী নামক এক ইসলাম-বিরোধী নূতন ধর্মের জন্ম হয়, যাহার বদৌলতে হিন্দুস্থান হইতে ইসলাম চিরতরে যাইতে বসিয়াছিল। এই দুঃসময়ে দীন ইসলামকে রক্ষাকল্পে হযরত মুজাদ্দিদ (র) আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক দ্বিতীয় হাজারের মুজাদ্দিদ রূপে প্রেরিত হইয়া নিজ ইসলাহী কর্মপদ্ধতি দ্বারা হিন্দুস্থানে দীন ইসলামকে রক্ষা ও প্রতিষ্ঠা করেন এবং অদ্যাবধি তাঁহার সংস্কারের জের চলিয়াছে। হযরত মুজাদ্দিদ (র) নিজ মকতুবাত শরীফে হিন্দুস্থানে ইসলামের এই দুর্দিনের কাহিনী ভুরি ভুরি আলোচনা করিয়াছেন। মকতুবাত শরীফের উক্ত আলোচনা হইতেই স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, সমসাময়িক বাদশাহ্, শাসন ব্যবস্থা এবং তথাকথিত উলামায়ে ছু'র কার্য-কলাপ ইসলামের জন্য কিরূপ ব্যাপক ফেতনাস্বরূপ ছিল এবং দীন ইসলামের ঘোর শত্রু ছিল। বাদশাহ্ আকবর প্রবর্তিত দীনে ইলাহী ধর্মও তথাকথিত উলামায়ে ছু'র কার্যকলাপের জের এবং এই শাহী ধর্ম—দীন ইসলামকে মুছিয়া দিবার জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয় ; কেননা এই অনুচ্ছেদের গোড়াতেই দেখান হইয়াছে যে, প্রথম হইতেই বাদশাহ্ আকবর যিন্দিক ছিলেন না। তিনি ছিলেন নামাযী কিন্তু স্বার্থপর আলিমগণ পরস্পর-বিরোধী কার্যকলাপই তাঁহাকে ধর্মে উদাসীন করিয়া দেয় যদিও ইহার সহিত তাঁহার নিজস্ব মনোবৃত্তি, আবেষ্টনী ও প্রভাব প্রবৃত্তিরও যোগসূত্র ছিল।

আকবরী ছিয়াছতের কাহিনী লেখক বহু রহিয়াছে এবং অবস্থার আবর্তনে কাহিনীর ঘটনার বিভিন্নতাও পরিলক্ষিত হয়। কেননা বিশ্বাস ও দলগত স্বার্থ অনেক ক্ষেত্রে লেখায় বাস্তব ও অবাস্তব উভয়বিধ প্রভাব বিস্তার করে, কিন্তু হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর মকতুবাত শরীফের বর্ণনা মতে ইহা সুস্পষ্ট যে, আকবরী ছিয়াছতে এবং বাদশাহ জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথম দিকে হিন্দুস্থানে ইসলামের ঘোর দুর্দিন ছিল, এমন কি হিন্দুস্থান হইতে ইসলামকে মুছিয়া দিবার উপক্রম হইয়াছিল। হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর বর্ণনার সমর্থনে মোল্লা আবদুল কাদের বদায়ুনীর লিখিত সমসাময়িক ইতিহাস গ্রন্থ 'মুনতাখাবুত্ তাওয়ারীখ' বিশেষ নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্যরূপে বিবেচিত হয়। মোল্লা সাহেব স্বয়ং বাদশাহ্ আকবরের সময়ের ঘটনাবলি লিপিবদ্ধ করার পর একস্থানে লিখিয়াছেন, "আমি এই ঘটনাগুলি বড়ই সাবধানতা ও দূরদর্শিতার সহিত লিপিবদ্ধ করিতে সাহস করিয়াছি। আল্লাহু জাল্লা শানুহু সাক্ষী আছেন এবং সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ তা'আলাই যথেষ্ট। এই ঘটনাবলি লিপিবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্য হইতেছে একমাত্র দীনের প্রতি দরদ ও ধর্মের জন্য দিলের আবেগ। এই মরহুম ইসলাম ধর্ম

www.pathagar.com

'সি'-মোরগের ন্যায় দুষ্প্রাপ্য হইয়া গিয়াছে ও দীনহীন অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়াছে। আমি যাহা কিছু লিপিবদ্ধ করিয়াছি, তাহা একমাত্র এই ধর্মের খাতিরেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। আমি এই ব্যাপারে ঈর্ষা, হিংসা ও পক্ষপাতিত্বে (তায়াছছুব) প্রভাবান্বিত না হওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে পানাহ চাহিতেছি।" (মুঃ তাঃ—২৬৪ পৃ.)

অতএব মোল্লা সাহেবের এই হলফ ও স্পষ্টোক্তি তাঁহার গ্রন্থের সততার জন্য যথেষ্ট।

অত্র গ্রন্থে মকতুবাত শরীফের সমর্থনে মোল্লা বদায়ুনী সাহেবকেই দলীলস্বরূপ গ্রহণ করা হইয়াছে। অবশ্য মতের বিভিন্নতা থাকিতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। নিরপেক্ষ সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া বাদশাহ আকবরের সমসাময়িক ইতিহাস বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করিলে মনে হয়, মোল্লা বদায়ুনীর লেখাই অকাট্যরূপে প্রমাণিত হইবার অবকাশ রাখে।

অতীব দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, অধুনা কোন কোন লেখক কল্পনা-প্রসূত ধারণার বশবর্তী হইয়া মোল্লা বদায়ুনীর সমালোচনা-পূর্বক তাঁহার লিখিত ইতিহাসকে মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত বলিবার কোশেশ করিয়া থাকেন, কিন্তু এ ক্ষেত্রে ইহা বলিলে নিশ্চয়ই অযৌক্তিক হইবে না যে, মোল্লা বদায়ুনীর প্রকাশিত গ্রন্থের অসারতা প্রতিপন্ন করিবার ক্ষেত্রে তৎকালীন আর একখানি প্রামাণ্যগ্রন্থ পেশ করা দরকার। অন্যথায় কল্পনার বশবর্তী হইয়া অহেতুক কাঠামো খাড়া করা ভুল। অতএব যেহেতু হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর মকতুবাত শরীফে পরিবেশিত তথ্যের সহিত মোল্লা সাহেবের তথ্যের সামঞ্জস্য বিদ্যমান, সে ক্ষেত্রে মোল্লা সাহেবের তথ্য সত্যরূপে গ্রাহ্য হইবার যোগ্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বাদশাহ আকবরের বে-দীনী লক্ষ্য করিয়া বঙ্গদেশ ও বিহারের মুসলমানগণ ধর্মের ব্যাপারে আতংকিত হইয়া পড়েন। কারণ বাদশাহ আকবরের মতো একজন প্রতাপশালী সম্রাট যদি দীনের বিরুদ্ধে কার্যকলাপ চালাইতে থাকেন, তাহা হইলে দীন ইসলামের ভবিষ্যত বড়ই অন্ধকারাচ্ছন্ন। এই বিপদে শংকিত হইয়া মুসলমানগণ সত্যিকার আলিমগণের শরণাপন্ন হন। জৌনপুরের কাযী মোল্লা মুহাম্মদ ইয়াজদী বাদশাহ আকবরের বে-দীনীর বিরুদ্ধে একটি ফতোয়া জারি করেন। এই ফতোয়াটিও মোল্লা আবদুল কাদের বদায়ুনীর বর্ণনার সমর্থন দান করে। উক্ত ফতোয়াটির বিষয় উল্লেখ করিয়া মিঃ ভিন্সেন্ট এ. স্মিথ স্বীয় Akbar the Great Moghul পুস্তকের ১৮৫ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন : "Early in 1580 AD Mullah Muhammad Yazdi, a theologian who had been in intimate converse with Akbar, ventured to issue a formal ruling (fatwa) in his capacity as Kazi of Jaunpur that rebellion against the innovating

www.pathagar.com

Emperor was lawful." পুনঃ এই ফতোয়াটি সমর্থনে ডা. ঈশ্বর প্রসাদ স্বীয় A Short History of Muslim Rule in India পুস্তকের ৩৮২ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন : "The Kazi of Jaunpur Mullah Muhammad Yazdi had issued a Fatwa (Solemn declaration) early in 1580 AD declaring it lawful for Muslim to take up arms against the Emperor whose measures threatened the very existence of Islam in India." অর্থাৎ ঈসায়ী ১৫৮০ সালের প্রারম্ভে জৌনপুরের কাযী মোল্লা মুহাম্মদ ইয়াজ্‌দী ফতোয়া জারি করেন যে, সম্রাটের (অর্থাৎ সম্রাট আকবর) বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা মুসলমানগণের পক্ষে আইনসঙ্গত, কারণ তাঁহার বিধিসমূহ ভারতবর্ষে ইসলামের ঠিক অস্তিত্বেই অনিষ্টপাতের সূচনা করিয়াছে। সর্বোপরি হযরত মুজাদ্দিদ (র) অকাট্য দলীলের সহিত মকতুবাত শরীফে বাদশাহ আকবরের ধর্মহীনতা ও বে-দীনীর বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল প্রণিধানযোগ্য বিষয়বস্তু হইতে বাদশাহ আকবর সম্পর্কে মোল্লা আবদুল কাদের বদায়ুনী পরিবেশিত তথ্যই সত্য ও খাঁটি বলিয়া প্রমাণিত হয়। ইহার পর অধিক মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। ইসলামের এই দুরবস্থার ক্ষেত্রে দীনকে রক্ষাকল্পে একজন শক্তিশালী মুজাদ্দিদের আগমন অতিশয় জরুরী এবং ইহা হইতেই দ্বিতীয় হাজার বৎসরের মুজাদ্দিদের গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়।

www.pathagar.com

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর মুজাদ্দিদীয়াত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী এবং তাঁহার পরে কেহ নবুয়ত প্রাপ্ত হইবেন না। এই জন্য আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে তাঁহার প্রচারিত শরীয়তকে কিয়ামত পর্যন্ত হেফাযতের ব্যবস্থাদিও যথেষ্ট পরিমাণে করা হইয়াছে এবং উম্মতগণকে এই ব্যবস্থাদি সম্পর্কে পূর্ব হইতেই অবহিত করাইয়া নিশ্চিন্ত করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে কুরআন মজীদে কতিপয় বিশিষ্ট ব্যবস্থার খবর উল্লেখ আছে এবং কতিপয় বিষয়ের সংবাদ সহীহ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। প্রত্যেক শতাব্দীতে মুজাদ্দিদ হওয়াও এই ব্যবস্থাগুলির অন্যতম। আবু দাউদ শরীফে নিম্নরূপ একটি হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে :

ان الله يبعث لهذه الامة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها -

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক শতাব্দীর শেষভাগে এই উম্মতগণের দীনের সংস্কারের জন্য একজন মুজাদ্দিদ প্রেরণ করিয়া থাকেন।" এই হাদীসটির বিশদ ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া উলামায়ে কেরাম এক একটি বৃহৎ কিতাব রচনা করিয়াছেন। হযরত হাফেজ ইবনে হাজর আসকালানী (র)-এর এই মর্মে লিখিত الفوائد الجمة فيمن يبعثه الله لهذه الامة নামক কিতাবখানি বড়ই চিত্তাকর্ষক ও পাঠোপযোগী। কাহারও কাহারও মতে শতাব্দীতে কেবল একজনই মুজাদ্দিদ হওয়া উচিত এবং কাহারও মতে একের অধিক মুজাদ্দিদও হইতে পারেন। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ (র) প্রমুখ মুহাক্কিকগণের মতে প্রত্যেক শতাব্দীতে একজনের অধিক মুজাদ্দিদও থাকিতে পারেন।

মুজাদ্দিদ সম্পর্কে এই মুখবন্ধের পরে হযরত মুজাদ্দিদ (র) সম্পর্কে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, তাঁহার পূর্বে সাধারণত শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হইতেন কিন্তু হাজার বৎসরের মুজাদ্দিদ কেহই হন নাই এবং দ্বিতীয় হাজার বৎসরও পূর্ণ হয় নাই। প্রথম হাজার বৎসরের

www.pathagar.com

মধ্যে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র হাস্তি বিদ্যমান ছিল। হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর পূর্বের মুজাদ্দিদগণ কেহই দীনের সমুদয় শাখা-প্রশাখায় মুজাদ্দিদ হন নাই বরং তাঁহারা বিশেষ বিশেষ শাখার (শো'বা) মুজাদ্দিদ হইতেন। এই কারণে একই সময়ে কয়েকজন মুজাদ্দিদ পরিলক্ষিত হইতেন। এঁরা কেহ ইল্‌মে হাদীসের ও কেহ ইল্‌মে ফেকাহের ; ইহার মধ্যেও কেহ ফেকাহে হানাফীর মুজাদ্দিদ ও কেহ ফেকাহে শাফেয়ী ইত্যাদির মুজাদ্দিদ এবং কেহ ইল্‌মে মারিফাতের (ছুলুক ও এহছান[১]) মুজাদ্দিদ। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা হযরত মুজাদ্দিদ (র)-কে দীনের সমুদয় বিভাগের মুজাদ্দিদীয়াত দান করিয়া এক বিশিষ্ট মাকামে উন্নীত করিয়াছেন। ইহার সারাংশ এই যে, হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর পূর্ববর্তী মুজাদ্দিদগণের সাইয়েদুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাস খাস বিষয়ের মধ্যে নায়েবী হাসিল ছিল, কিন্তু হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর রাসূল মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যাবতীয় বিষয়ের মধ্যে পূর্ণভাবে নায়েবী হাসিল ছিল। এই দুই প্রকার নায়েবীর মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। তাহার পূর্ববর্তী মুজাদ্দিদগণের খিদমতের প্রভাব মাত্র এক শতাব্দীর জন্য এবং তাঁহার মুজাদ্দিদীয়াত এক হাজার বৎসরের জন্য। অন্যান্য মুজাদ্দিদের মুজাদ্দিদীয়াত উম্মতের অনেকেই জানিতে পারেন নাই এবং অনেকের মধ্যে এই সম্পর্কে বহু মতভেদও হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর মুজাদ্দিদীয়াতকে এই সমস্ত বিষয় হইতে নিরাপদ (মাহফুজ) রাখিয়াছেন ; তাঁহার মুজাদ্দিদীয়াতের ইল্‌ম দুনিয়ার সমস্ত কোণে সমস্ত উম্মত জ্ঞাত হইয়াছেন এবং যাঁহারা এই ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য হইতে পারেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে তাঁহার মুজাদ্দিদীয়াতকে কবুল ও তসলীম করিয়াছেন। এমন কি যাহারা স্বীয় প্রসার লাভ করিতে অসমর্থ হওয়ার দরুন মনে মনে তাঁহার সহিত দুশমনি রাখিত, তাহারাও অন্ততপক্ষে তাঁহার মুজাদ্দিদীয়াতের মৌখিক স্বীকৃতি দান করিতে বাধ্য হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ইমামীয়া মযহাব প্রতিষ্ঠার মৌলিক সূত্রে ইমামীয় মযহাবপন্থীগণ অন্তঃকরণে কুরআন মজীদের প্রতি ঘৃণা ও দুশমনি পোষণ করা সত্ত্বেও যে ভাবে তাহারা নিজদিগকে মুসলমান বলিয়া দাবি করার পর মনের বিরুদ্ধে কুরআন মজীদকে মৌখিক স্বীকৃতি দান করে, আল্লাহ তা'আলার ফযল ও রহমতে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর বিরুদ্ধাচারিগণের অবস্থাও ইমামীয়গণের অনুরূপ অর্থাৎ মনের মধ্যে তাঁহার প্রতি ভক্তি না থাকিলেও প্রকাশ্যে তাঁহার বিরুদ্ধে বলিবার মত সাহস ইহাদের নাই।

তাঁহার মুজাদ্দিদীয়াতের বর্ণনায় একখানি পৃথক অতুলনীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করা

---

১. আজকাল যাহাকে ইল্‌মে তাসাউফ বলা হয়, হাদীসে নববীতে উহার বর্ণনা إحسان। শব্দ দ্বারা দেওয়া হইয়াছে।

www.pathagar.com

হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থের নাম شواهد التجديد (শাওয়াহেদুত্ তাজদীদ) উহার একখানি নকল ভূপালের খানকাহ্ আলীজাহ মুজাদ্দিদীয়াতে মওজুদ রহিয়াছে।

মুজাদ্দিদের জন্য তাঁহার মুজাদ্দিদ হওয়ার ইল্‌ম থাকা জরুরী নয়। কিন্তু হযরত মুজাদ্দিদ (র) পূর্ণভাবে নিজ মুজাদ্দিদীয়াত সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন। এই বিষয়ে তিনি মকতুবাত শরীফের ২য় দফতরের ৪ নং মকতুবে স্বয়ং উল্লেখ করিয়াছেন। নিম্নে উহার অনুবাদ উদ্ধৃত হইল :

হযরত মুজাদ্দিদ (র) বলিয়াছেন, "এই ফকীর আইনুল ইয়াকীন ও হক্কুল ইয়াকীন সম্পর্কে কি বর্ণনা দান করিবে, আর যদি কিছু বর্ণনা করেও তাহা হইলে উহা কে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবে ? এই মারিফাতগুলি বেলায়েতের সীমার বাহিরে। বেলায়েতওয়ালাগণ জাহেরী আলিমগণের সঙ্গে ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে অপারগ। এই ইল্‌মগুলি (মেশকাতে নবুয়ত) নবুয়তের (তাহার সাহেবের উপর সালাত ও সালাম হউক) প্রদীপ হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে ; যাহা দ্বিতীয় হাজারের তাজদীদের পর তাবেয়ীয়ত ও ওয়ারেছী সূত্রে অতিশয় সতেজ প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ লাভ করিয়াছে। এই ইল্‌ম ও মারিফাতগুলির অধিকারী হইতেছে এই হাজারের মুজাদ্দিদ। যাহা হউক চিন্তাবিদগণ ইহা অবগত যে তাঁহার এই ইল্‌ম ও মা'রিফাত—জাত, সিফাত, আফয়া'ল, হাল, ওয়াজ্‌দ্ তাজাল্লীয়াত ও জুহুরাত ইত্যাদি বিষয় সম্পর্ক রাখে। তাঁহারা অবগত আছেন যে, এই ইল্‌ম ও মা'রিফাতগুলি সাধারণ উলামা ও আউলিয়ার মা'রিফাত হইতে অনেক দূরে, অনেক পশ্চাতে বরং ঐ ইল্‌মগুলি এই ইল্‌মগুলির মোকাবিলায় চর্মসদৃশ এবং এই মা'রিফাতগুলি চর্মের মগয সদৃশ। আল্লাহ সুবহানাহু হেদায়েত দানকারী।

জানিয়া রাখ যে, প্রত্যেক শত বৎসর পর একজন মুজাদ্দিদ চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু শত ও সহস্র বৎসরের মুজাদ্দিদ এক নয়। যেই পরিমাণ শত ও সহস্রের মধ্যে প্রভেদ, ঐ পরিমাণ বরং উহা হইতেও অধিক প্রভেদ উভয় মুজাদ্দিদের মধ্যে বিদ্যমান। মুজাদ্দিদ ঐ ব্যক্তি হন যাঁহার মাধ্যমে ঐ সময় কুতুব, আওতাদ্ আব্‌দাল ও নুজাবা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও উম্মতের নিকট ফয়েয পৌঁছে।" (মকতুব নং ৪, দফতর ২)

মুজাদ্দিদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিচয় হইল তাঁহার কার্যাবলি—যাহার মধ্যে দীন হেফাযত, সুন্নত কায়েম ও বিদআত দূরীভূতকরণ কার্যাবলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার প্রচেষ্টার ভিতর অসাধারণ ভাব পরিলক্ষিত হয় এবং উহা দ্বারা অবাঞ্ছিত ও আশাতিরিক্ত ফল লাভ হয়।

একজন মুজাদ্দিদের শান বা মর্যাদা একজন সাধারণ শরীয়তের পাবন্দ মানুষ অথবা একজন সাধারণ ইসলাম প্রচারক (মোবাল্লেগে ইসলাম) হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। মুজাদ্দিদের বুনিয়াদী কার্যসূচি হইল বিদআত রহিতকরণ, উম্মতের ইসলাহ ও সুন্নত

www.pathagar.com

পুনর্জীবিত করার ব্যাপারে পূর্ণ প্রচেষ্টা এবং এই বিশেষ কর্তব্য পালনে কোন বাধা বিঘ্ন প্রতিবন্ধকতারও পরওয়া না করা। তাঁহার এই দায়িত্ব যেন কোনরূপ লোভ-লালসার আবর্তে পড়িয়া বাধাপ্রাপ্ত না হয়। সুন্নতের পায়রবী ও শরীয়তের সামঞ্জস্য হইতে তাঁহার কোন কার্য যেন বাদ না পড়ে এবং ইহাই যেন তাঁহার দাওয়াত ও তাবলীগের কেন্দ্রস্বরূপ হয়। সাধারণ লোকের প্রকৃতি কার্যাবলির যে ভাবে বাধ্যগতরূপে সম্পন্ন হয়, অনুরূপভাবে তাঁহার মুজাদ্দিদ সুলভ কার্যাবলিও সম্পাদিত হইয়া থাকে। হক তা'আলার তরফ হইতে তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাস ও কথা-বার্তার মধ্যে বরকত এবং তাঁহার বয়স ও সময়ের মধ্যেও বরকত ও প্রশস্ততা দান করা হইয়া থাকে। তাঁহার কার্যাবলি সর্বসাধারণ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার লাভ করে এবং তাঁহার ইল্‌ম ও ফয়েয অথবা তাঁহার গ্রন্থাবলি সাধারণভাবে প্রচারিত হইয়া বিনষ্ট হইতে মাহ্‌ফুয থাকিয়া যায়, যাহার ফলে উহা ভবিষ্যতে সর্বসাধারণ আলিমগণের জন্য মশালস্বরূপ হইয়া থাকে। তিনি এবং তাঁহার মুরিদগণ বিদআতী বাতিলপন্থী ও দুনিয়াপরস্ত আলিমগণের জন্য লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহের প্রভাব রাখেন। তাঁহার ও তাঁহার মুরিদগণের কেবল অস্তিত্বই বাতিলপন্থীদের জন্য আকাশের বজ্রপাত ও ইয়ামনী তরবারি সদৃশ কার্যকরী, কেননা তিনি এই বাতিলপন্থীদের মূল সমূলে বিনষ্ট করিয়া থাকেন এবং তাহাদের শরীয়ত-বিরোধী জাহেলানা রসুম ও আকীদাগুলিরও উচ্ছেদ সাধন করিয়া থাকেন। তিনি ওলামায়ে ছু'-এর ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষার রহস্যের দ্বারও উদঘাটন করেন। মুজাদ্দিদের ইহাও একটি আলামত যে, তাঁহার কার্যকলাপ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই শুরু হয়। তাঁহার অবস্থিতিতে তৎকালীন দীনদার ও আলিমগণের দরজা কম হয় এবং তাঁহারা মুজাদ্দিদের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকারোক্তি করেন, কেননা ঐ যমানার আলিমগণ--মুজাদ্দিদের তোফায়েলে বহু ইল্‌ম ও কামালাত হাসিল করিয়া থাকেন। হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর কার্যাবলির ভিতর উহার নযীর মিলিবে।

হযরত ইমামে রব্বানী (র) উল্লিখিত কার্যাবলির জন্য কি কি কর্মপন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং উহা সম্পাদনে তাঁহার মধ্যে কিরূপ আত্মনিয়োগ ও গভীর অনুরাগ ছিল, তৎপর এই প্রচেষ্টার দরুন কিরূপ আশাতিরিক্ত ফল লাভ হয় তাহার বর্ণনা যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইবে।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে ইবাদত, সামাজিক ব্যবহার, যিকির ও শোগল ইত্যাদি দীন ও দুনিয়ার পুঁজি বটে, কিন্তু মুজাদ্দিদীয়াতের প্রমাণ ইহার দ্বারা করা যায় না। মুজাদ্দিদের উদ্দেশ্য হইতেছে মিল্লাতের লোকজনের ইফরাত ও তফ্‌রীতের[১] দরুন ধর্মে আমদানীকৃত সমুদয় দোষত্রুটি দূরীভূত করা।

---

১. এফরাত : ধর্মে যাহা আছে তাহাকে ডিঙ্গাইয়া অন্য জিনিস ধর্মে আমদানী করা।
তফরীত : ধর্মে যাহা করা জরুরী তাহা না করিয়া ত্রুটিপূর্ণ ভাবে করা।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়তের সিলসিলা খতম করার পর সবচেয়ে বড় এই প্রশ্ন জাগিয়াছিল যে, যখন শ্রেণীর বিভিন্নতায় মানুষ স্বভাবসুলভ বাঁকা পথে চলিবে, অথবা শয়তানী ওয়াস ওয়াসাার ফলে অনেক সময় অন্য দীনকে এই দীনের রঙ্গে রঙ্গীন করিবে অথবা দীনের জরুরী বিষয়গুলি অনাবশ্যক সাব্যস্ত করিয়া মিথ্যা ও সংমিশ্রণ দ্বারা এই দীনের প্রাসাদকে প্রকম্পিত করিয়া দিবে, সেই সময় এই দীনের তদারক কি প্রকারে হইবে ? এবম্বিধ রোগের চিকিৎসা বিধানস্বরূপ হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, উম্মতে ইসলামিয়ার পাকা-পোক্তা রব্বানী উলামাগণ প্রত্যেক যমানায় মওজুদ থাকিবেন। তাঁহারা সরলপথে কায়েম থাকিয়া তাঁহাদের উসিলাধারিগণকেও সরল পথনির্দেশ করিতে থাকিবেন। হাদীস :

لا تزال طائفة من امتي ظاهرين علي الحق لايضرهم من خذلهم حتى يأتى امر الله -

"আমার উম্মতের একদল সর্বদাই হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে—বিরোধিগণের বিরোধিতা তাহাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না যে পর্যন্ত আল্লাহ্‌র আদেশ পৌঁছে" অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন :

ان الله يبعث لهذه الامة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها -

"নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতের জন্য প্রত্যেক একশত বৎসর পর এমন একজন মানুষকে পয়দা করিতে থাকিবেন যিনি দীনকে তাজা করিতে থাকিবেন।" (আবু দাউদ শরীফ, মুসতাদরিক, তাব্‌রানী ও বায়হাকী)

হিন্দুস্থানে বাদশাহ আকবর ও জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে দীন ইসলাম হইয়া উঠে দুর্দশাগ্রস্ত ও বিপন্ন, অপর পক্ষে ধর্মে রাশি রাশি বিদআত অনুপ্রবেশ করে। এই যুগসন্ধিক্ষণে হিন্দুস্থানে দ্বিতীয় হাজার বৎসরের মুজাদ্দিদ রূপে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর আগমন—হাকীমে মতলক আল্লাহ তা'আলার মহা রহস্য ভাণ্ডারের এক মহা উপাদান। তিনি দীন ইসলামকে হেফাযত ও দীনকে কলুষতামুক্ত করিতে আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত শক্তিতে বলীয়ান হইয়া ভারত ভূমে উত্থিত হন এবং পরিপূর্ণ সংস্কারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনপূর্বক নিজ দায়িত্ব সুসম্পন্ন করেন।

তাঁহার কর্মবহুল মুজাদ্দিদী জীবন বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহার সংস্কারের প্রতিটি দিকই মুজাদ্দিদ লকবের আদর্শ বহন করে। অনেকের মতে হযরত মুজাদ্দিদ (র) ওয়াহ্‌দাতুল অজুদ ও শহুদের যে মীমাংসা করিয়াছেন অথবা শরীয়ত ও তরীকতের দ্বন্দের মধ্যে যে সমুদয় সংস্কার করিয়াছেন—ইহাই তাঁহার একমাত্র মুজাদ্দিদীয়াতের পরিচয়। কেহ কেহ পুনঃ মাওলানা আবদুল হাকীম শিয়ালকোটি

www.pathagar.com

প্রদত্ত মুজাদ্দিদ লকবই তাঁহার জন্য যথেষ্ট মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার মুজাদ্দিদীয়াতের তাৎপর্য ইহা নয়।

তাঁহার ইল্মী ও আমলী এই উভয়বিধ ইসলাহী প্রচেষ্টাগুলি দ্বারা কেবল হিন্দুস্থানের মুসলমানগণই প্রভাবান্বিত হন নাই, বরং ওয়াকিফহাল ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন যে, এইরূপ কতিপয় বিভিন্ন কারণ ও উসিলার সমাবেশ হইয়াছিল যাহার প্রভাব প্রায়ই সমুদয় মুসলিম সাম্রাজ্যের উপর পতিত হইয়াছিল। ইহার সবচেয়ে বড় জাজ্বল্যমান প্রমাণ এই যে, মুজাদ্দিদীয়া সিলসিলার একটি বড় শাখা শাম, আরব এবং বিশেষরূপে তুর্কী সাম্রাজ্যের মধ্যে অত্যধিক জনপ্রিয় হইয়াছিল। তাঁহার মকতুবাত শরীফ সরাসরি উক্ত সাম্রাজ্যগুলিতে বড়ই বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল এবং পঠিত হইতেছিল। ফারসি ভাষাভাষী অঞ্চলের বাসিন্দাগণ তাঁহার মকতুবাত শরীফের ফারসি ভাষায় লিখিত মকতুবগুলি পাঠ করিত এবং ফারসি ভাষা অনভিজ্ঞ অঞ্চলের অধিবাসিগণের নিকট উহার আরবি ও উর্দু অনুবাদ পৌছান হইত। সম্ভবত মুহাজির হইয়া শেষ পর্যন্ত মক্কা মুয়ায্যামায় বসবাস স্থাপনকারী রাশিয়াবাসী মোল্লা মুরাদ এই মকতুবগুলির আরবি অনুবাদ করেন এবং মিসরী টাইপে মুদ্রিত হইয়া উহা সমগ্র আরব সাম্রাজ্যে প্রচারিত হয়। ইহা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার রহমত যে, ইহার পর তফসীর ও হাদীস শরীফের মধ্যে যতগুলি উত্তম কিতাব রচিত হইয়াছে উহাতে এইরূপ বহু নির্ভরযোগ্য কিতাব মিলিবে যাহাতে মকতুবাতের বিষয়গুলি নকল করা হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ তুর্কি খলীফা সুলতান আবদুল হামীদ খান মরহুমের যুগে লিখিত বর্তমান যুগের মশহুর তফসীর রূহুল মায়া'নীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাতে আল্লামা শেহাব মাহমুদ আ লুসী (র) যেন বাধ্য হইয়াই যে স্থানে উল্লেখ করার সুযোগ সুবিধা লাভ করিয়াছেন, তথায় قال المجدد "হযরত মুজাদ্দিদ (র) বলিয়াছেন" এই বলিয়া তাঁহার নামে তাঁহার খাস খাস দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তাধারা ও নূতন ব্যাখ্যাকে বড়ই ফখর ও গৌরবের সহিত পেশ করিয়াছেন এবং বড় বড় জটিল বিষয়ের মীমাংসা ও সমাধান কল্পে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর উক্তিকে সনদ হিসাবে পেশ করিয়াছেন।

নিঃসন্দেহে ইহা তাঁহার বড় রকমের বৈশিষ্ট্য, যাহা অন্তত পক্ষে একজন হিন্দুস্থানী আলিম ও সূফীর জন্য গৌরবের বিষয় হইতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে এই যে, এই কয়েকটি বিষয়ের উপরই কি হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর মুজাদ্দিদীয়াত সীমাবদ্ধ ?

যেই পরিবেশে তাঁহার পাক হাস্তিকে আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে হিন্দুস্থানের ভূমিকে দান করা হইয়াছিল, সম্ভবত ইহা চিন্তা করা হয় নাই। বিশেষ করিয়া আমাদের আলিম ও সূফীগণ যখনই হযরত মুজাদ্দিদ (র)-কে দেখিতে চাহিয়াছেন, তাঁহারা তাহাকে উক্ত পরিবেশ হইতে পৃথক করিয়া দেখিয়াছেন। কিছু লোকমুখে শোনা ও কিসসা মশহুর আছে যে, হযরত মুজাদ্দিদ (র) বাদশাহ জাহাঙ্গীরকে

www.pathagar.com

সিজদায়ে তা'যিমী না করার অপরাধে বাদশাহ্ কর্তৃক কিয়ৎ দিবসের জন্য কয়েদখানায় শাস্তিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাদের বর্ণনা হইতে কেবল ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত সময়ের হুকুমাতের সহিত একমাত্র সিজদায়ে তাযিমীর ঘটনাটি ঘটিয়াছিল এবং হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর সংঘর্ষ যেন একমাত্র ইহাই ছিল। ইহা বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার।[1]

এ স্থলে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন এই যে, কোন্ খিদমতের দরুন উম্মত হযরত মুজাদ্দিদ (র)-কে শত বৎসরের নয় বরং পূর্ণ এক হাজার বৎসরের মুজাদ্দিদ রূপে বরণ করিয়া লইয়াছেন ? ইহা পরিষ্কার যে, তাজদীদ ও মুজাদ্দিদীয়াতের সম্পর্ক কেবল অধিক ইবাদত রিয়াযত, কঠোর পরিশ্রম ও তরীকতপন্থী দ্বারা সম্পন্ন হয় না। এখানে ইহা ছাড়া অন্য আর একটি বিশেষ জিনিসের প্রয়োজন। এই বিষয়ে হযরত মুজাদ্দিদ (র) স্বয়ং ফরমাইয়াছেন, " হে বৎস! আমার পয়দায়েশের সঙ্গে যেই মোয়ামেলা সম্পর্ক রাখে, ইহা ছাড়াও একটি বড় কারখানা আমার উপর সোপর্দ করা হইয়াছে। পীরী-মুরিদী করিবার জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয় নাই বরং আমার পয়দায়েশ হইতে সালেকীনদের তরবীয়ত মকসুদ নয়। ইহা একটি অন্য ব্যাপার ও অন্যরূপ কারখানা। ইহার মধ্যে যে ব্যক্তি নিসবত কায়েম করিবে—ফয়েযপ্রাপ্ত হইবে—নতুবা নয়। আমার উপর অর্পিত কারখানার মোকাবিলায় তকমীল ও ইরশাদের বিষয়টি রাস্তায় পড়িয়া-থাকা বস্তুসদৃশ।" (মকতুব নং ৬ দফতর ২)

উল্লিখিত এই বড় কারখানা এবং অন্য কারবারটি যাহার সম্মুখে তকমীল ও ইরশাদ অর্থাৎ পীরী-মুরিদীর কোন মূল্য নাই—উহা মিল্লাতকে পুনর্জীবিত করা ও দীনকে কায়েম করা ব্যতিরেকে আর কি হইতে পারে ? তথাকথিত বিদআত ভরপুর দুনিয়ার আকৃতি পরিবর্তন ও বাতিলের পর্দায় ঢাকা পড়া হক—সত্যকে উহার প্রকৃত সুরতে ও প্রকৃত শানের সহিত দুনিয়া সমক্ষে প্রকাশকরণ ছিল প্রকৃতপক্ষে তাঁহার আসল কাজ। তাঁহার কর্তব্য ইহাও ছিল যে, পুনঃ আল্লাহ্র কলেমা যেন গালেব হয় এবং কুফর ও বিদআতের ঘন মেঘমালা যেন ইসলামী আকাশের চক্রবাল হইতে চিরদিনের মতো বিদূরিত হয়। তিনি স্বীয় মুজাদ্দিদসুলভ জিহাদ ও কোশেশের দ্বারা এই কার্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলার হাজার হাজার রহমত তাঁহার পাক রূহের উপর নাযিল হউক।

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিশক্তিবিহীন ব্যক্তিগণ কেবল ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলি সম্মুখে স্থাপন করিয়া ঘটনাবলির কারণ ও দাবির যৌক্তিকতাসহ প্রমাণাদির খোঁজ করিতে অভ্যস্ত, কোন আধ্যাত্মিক কারখানার ভেদ উপলব্ধি করিবার শক্তি তাহাদের নাই। তাহারা সূর্যের হাকীকত সম্পর্কে অজ্ঞ, কেবল আলোক নিরীক্ষণ করিয়াই বলিয়া থাকে, "সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে উহার দলীলও আসিল"। কাজেই মুজাদ্দিদীয়াতের যে দলীল

১. আল ফোরকান মুজাদ্দেদীয়া সংখ্যা, ছাওয়ানে উমরী মুজাদ্দিদ আলফেসানী, শানদার মাযী ইত্যাদি।

www.pathagar.com

তাহারা ইতিহাসের আলোকে পেশ করিবে, কেবল উহাকেই তাহাদের পক্ষে সঠিক দলীলরূপে মানিয়া লওয়ার দাবি অবশ্যই অসমীচীন হইবে। ইতিহাসও তাহার পৃষ্ঠার আঁচলে এমন কিছু ঘটনাবলি লুক্কায়িত রাখিয়াছে যাহার সম্পাদনকারীকে বাধ্য হইয়া মুজাদ্দিদই বলিতে হইবে। ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গিতে মুজাদ্দিদীয়াতের দলীল পেশ করিবার জন্য সর্বপ্রথম ঐ পরিবেশের পরিচিতির দরকার যাহাতে হযরত মুজাদ্দিদ (র) প্রকাশ লাভ করিয়াছেন এবং স্বীয় পবিত্র জীবনের ৬৩ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছেন।

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ তৈয়ব সাহেব, মোহতামেম—দারুল উলূম, দেওবন্দ—'মুজাদ্দিদের ব্যাখ্যা' শীর্ষক একটি মূল্যবান প্রবন্ধ 'আল ফোরকান' পত্রিকার মুজাদ্দিদীয়া সংখ্যায় লিখিয়াছেন। উর্দু ভাষায় লিখিত উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করিলে আলোচ্য বিষয়ে সম্যক উপলব্ধি করা সম্ভবপর হইবে। নিম্নে উক্ত প্রবন্ধের অনুবাদ উদ্ধৃত হইল।

www.pathagar.com

মুজাদ্দিদের ব্যাখ্যা

হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী (র)

ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর জীবনীর যতই দীর্ঘ পর্যালোচনা করা হউক প্রকৃতপক্ষে তাঁহার একমাত্র 'মুজাদ্দিদ' লকব নামীয় সুন্দর গুণটি এইরূপ একটি আধ্যাত্মিক শক্তির উৎস যদ্দ্বারা তাঁহার পবিত্র হাস্তি দুনিয়ার মধ্যে সূর্যের মতো সমোদ্ভাসিত এবং আজিও তাহার ঐ আকর্ষণী শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। কোন ব্যক্তিকে মুজাদ্দিদ রূপে স্বীকৃতি দান করিলে তাঁহার অসাধারণ ইলমী ও আমলী কামালাতগুলিকে স্বীকৃতি দান বুঝায় ; কেননা দীনের তাজদীদের আসল দায়িত্ব নবী (আ)-গণের। তৎপর এই ময়দানের যোদ্ধা ঐ ব্যক্তিগণ যাঁহারা নবুয়তের পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওয়ারিস হইয়া উহা হইতে অসাধারণ অংশ প্রাপ্ত হন। কাজেই কোন ব্যক্তিকে যেমন নবীরূপে স্বীকৃতি দানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সমুদয় মানবীয় কামালাতের স্বীকৃতি আপনা আপনি হইয়া যায় ; অনুরূপভাবে কাহাকেও মুহাদ্দিদ বলিয়া স্বীকৃতি দান করিলে তাঁহার মধ্যে নবুয়তের ওয়ারিস হইবার অসাধারণ নেয়ামতগুলির স্বীকৃতি আপনা আপনি লাযেম হয়। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা, অধ্যবসায় বা কোন সামাজিক বা কোন দলীয় চেষ্টা-চরিত্রের দ্বারা যেমন নবী (আ)-গণের এই সম্মানিত পদ লাভ হয় না, তেমনি মুজাদ্দিদগণের এই তাজদীদের পদ তাঁহাদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা দ্বারা হস্তগত হয় না, বরং ইহা আল্লাহ তা'আলার তরফ হইতে এক বিরাট দান ও বখশিশ যাহার জন্য গায়েবী নির্বাচন দ্বারা মানুষ বাছিয়া লওয়া হয় এবং মানবের অন্তঃকরণের মধ্যে তাঁহাদের স্থান আপনা-আপনিই কায়েম করিয়া দেওয়া হয়। এইজন্যই কুরআন করীমে আম্বীয়া কেরাম (আ)-গণের জন্য 'আল্লাহ্‌র তরফ হইতে প্রেরিত' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন ঃ

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ –

"আল্লাহ তা'আলা নিরক্ষরদের মধ্যে তাঁহাদেরই একজনকে রাসূল করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন।" (সূরা জুময়া)

অথবা যেমন : حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُولًا "যে পর্যন্ত আমি রাসূল পাঠাই।" (সূরা বনী ইসরাঈল) অথবা যেমন : بَعَثْنَا اِلَيْهِمْ رَسُولًا "যেমন আমি তাহাদের নিকট রাসূল পাঠাইলাম"। ঠিক এইভাবে হাদীসে নববীতেও মুজাদ্দিদগণের জন্য

www.pathagar.com

'আল্লাহ হইতে প্রেরিত' এই শব্দটি ব্যবহার করা হইয়াছে। হুযূর (সা) ফরমাইয়াছেন, ان الله يبعث لهذه الامة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها – "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক শতাব্দীর প্রথম ভাগে উম্মতের মধ্য হইতে এমন লোকদিগকে প্রেরণ করিয়া থাকেন যাঁহারা উম্মতের জন্য দীনকে সংস্কার করেন। (মিশকাত)

যেইরূপ নবীর নির্বাচন اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ "আল্লাহ্ খুব ভালো জানেন কোথায় নবী প্রেরণ করিবেন" (সূরা আনআম) এই আয়াতের দ্বারা কুরআন মজীদে উল্লেখ রহিয়াছে : অনুরূপভাবে হাদীস শরীফেও মুজাদ্দিদ সম্পর্কে ان الله يبعث 'আল্লাহ তা'আলা পাঠাইয়া থাকেন' উল্লেখ হইয়াছে। ইহা দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এই দুইটি পদের নির্বাচন আল্লাহ তা'আলার তরফ হইতেই হইয়া থাকে। প্রভেদ মাত্র এইটুকু যে, নবুয়ত আসল এবং তাজদীদ উহার ছায়া। নবুয়তের জন্য ইল্হাম অকাট্য যাহাকে ওহী বলা হয় এবং তাজদীদে উহা যন্নী অর্থাৎ অকাট্য নয়। প্রথমটির অমান্যকারী ইসলাম হইতে বহির্ভূত হইয়া যায় এবং দ্বিতীয়টির অমান্যকারী তাকওয়া হইতে বহির্ভূত। যাহা হউক মুজাদ্দিদীয়াত হইতেছে নবুয়তের একটি উজ্জ্বল ও জ্বলন্ত ছায়া। এইজন্য ইল্ম ও আমলের দিক দিয়া মুজাদ্দিদ হইতেছেন নবীর ছায়া এবং আখলাক ও স্বাভাবিক গুণের দিক দিয়া নবীর নমুনা স্বরূপ হইয়া থাকেন। কাজেই মুজাদ্দিদ বলিবার পর এই সম্পর্কে আর কোন তা'রীফের দর্জা বাকি থাকে না। আর যদি কোন সংজ্ঞা দেওয়াও হয় তাহা হইলে উহা মুজাদ্দিদ শব্দটিরই বিশদ ব্যাখ্যাস্বরূপ হইবে। সুতরাং যদি হযরত মুজাদ্দিদ (র) মুজাদ্দিদ হন এবং তিনি নিঃসন্দেহে মুজাদ্দিদ, তাহা হইলে তাঁহার সমুদয় গুণ এই যে, তিনি মুজাদ্দিদ এবং দ্বিতীয় হাজারের মুজাদ্দিদ। আমাদিগকে আলফেসানী বা দ্বিতীয় হাজারের তাজদীদী বিশেষত্বগুলি সন্ধান লাগাইবার জন্য এই বিষয়টি অবশ্যই মানস্বরূপ পেশ নজর রাখা উচিত। যেহেতু তাজদীদের পদটি নবুয়ত পদটির পূর্ণ ছায়া এবং উহার কাঠামোর প্রকৃত ছায়া, এইজন্য তাজদীদের কার্যাবলিও অনেকটা নবুয়তের কার্যাবলির সহিত সামঞ্জস্য রাখে। নবী আলাইহিসসালামগণ সমস্ত কামালাতের উৎস হওয়া সত্ত্বেও সেই যুগোপযোগী পূর্ণ কামালাত লইয়া আসেন। তাঁহাদের সমুদয় সংস্কারমূলক কার্যসূচির মধ্যে ঐ যুগের বিশেষ বিশেষ ফাসাদ বিনষ্ট করিতে প্রভাব রাখে এরূপ সংস্কারে অধিকতর জোর দেওয়া হয়।

'আদ জাতি' সভ্যতার মোহে অন্ধ হইয়া উচ্চ প্রাসাদ ও বিরাট প্রস্তরনির্মিত ইমারত নির্মাণকল্পে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে এবং দীন ও ধর্মীয় বিষয়গুলি ধ্বংস করিয়া দেয়। এইজন্য হযরত হুদ (আ) ও তাহাদিগকে পরহেজগারী ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে

www.pathagar.com

সঙ্গে তাহাদের এরূপ সাংস্কৃতিক বাড়াবাড়ির মূলোৎপাটন বিষয়েও সম্বোধন করিয়াছেন। তিনি বলিলেন :

اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ وَ تَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ-

আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে খেতাব করিয়া বর্ণনা করিতেছেন, "তোমরা কি স্মৃতি রক্ষার্থে প্রত্যেক উচ্চস্থানে বিনা প্রয়োজনে ইমারত নির্মাণ করিতেছ এবং বড় বড় আলীশান মহল তৈয়ার করিতেছ যেন তোমরা চিরকাল দুনিয়ায় থাকিবে ? এবং যখন কাহারও উপর আক্রমণ কর তখন একেবারে জালিম ও অত্যাচারী হইয়া আক্রমণ করিয়া থাক।" (সূরা শু'আরা ঃ ১২৮-১২৯)

আল্লাহ ও রসূলের আইন-কানুন হইতে একেবারে সম্পর্কহীন হইয়া সামুদ জাতি পৃথিবীর সবুজ তৃণাদি, বাগানের ঐন্দ্রজালিক দৃশ্যাদি, পার্বত্য সৌধরাজির নয়ন মুগ্ধকারী দৃশ্যাবলি তৈয়ারী করিবার ভিতর দিয়া তাহাদের সময় নিয়োজিত রাখিয়াছিল। এইজন্য হযরত সালেহ (আ) স্বীয় কার্যক্রমের মধ্যে এই চিত্তাকর্ষক বিষয়বস্তুগুলির উপর অধিকতর সমালোচনা ও ইহাদের ইসলাহের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন :

اَتُتْرَكُوْنَ فِيْمَا هٰهُنَا اٰمِنِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّ عُيُوْنٍ وَّزُرُوْعٍ وَّنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيْمٌ وَتَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا فٰرِهِيْنَ-

"তোমদিগকে এই দুনিয়ায় বিষয়বস্তুগুলির মধ্যে নিশ্চিন্ত মনে অবস্থান করিতে দেওয়া হইবে ? অর্থাৎ বাগান, অথবা ঝরনা ও ক্ষেতি বাড়ির শস্যাদি ও খেজুরের কাঁদিগুলির মধ্যে থাকিবে ? এবং তোমরা কি পাহাড়গুলি কর্তন করিয়া গর্বের সহিত অট্টালিকাগুলি নির্মাণ করিতেই থাকিবে।" (সূরা শু'আরা ঃ ১৪৬-১৪৯)

লুত জাতির মধ্যে পুরুষে পুরুষে সঙ্গমের জীবাণু ছড়াইয়া পড়িয়াছিল ; কাজেই হযরত লুত আলাইহিস্‌সালাম সাধারণ ইসলাহের সঙ্গে সঙ্গে এই দুষ্কর্মটি সংশোধনের জন্য খাসভাবে গুরুত্ব দান করিয়াছিলেন এবং ইহার জন্যই জাতিকে অধিক ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন :

اَتَاْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُوْنَ-

www.pathagar.com

"তোমরা কি সমস্ত বিশ্বের লোকদের মধ্যে এই বদ আচরণ করিতেছ যে তোমরা পুরুষদের সহিত বদ কার্য করিতেছ এবং তোমাদের প্রভু তোমাদের জন্য যে বিবিগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাদিগকে দৃষ্টির পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিতেছ ? প্রকৃত পক্ষে তোমরা মনুষত্বের সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতেছ।" (সূরা শোয়ারা ঃ ১৬৫-১৬৬)

'আইকা'র অধিবাসিগণ মাপ ও ওজন করিবার ব্যাপারে খেয়ানত করিত। এইজন্য হযরত শোয়ায়েব (আ) এই বিষয়টির ইসলাহকেই তাঁহার কার্যক্রমের মধ্যে সর্বোচ্চ অগ্রগণ্যতা দান করিয়া বিশেষভাবে ফরমাইয়াছিলেন :

وَ لاَ تَنْقُصُوْا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ اِنِّىْ اَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَاِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيْطٍ -

"তোমরা মাপিবার ও ওজন করিবার ব্যাপারে কম করিও না, আমি তো তোমাদিগকে খোশহালের উপর দেখিতেছি এবং আমি তোমাদের উপর এমন কঠিন আযাবের দিনের আশংকা করিতেছি যাহা সমস্ত মুসিবতকে ডাকিয়া আনিবে।" (সূরা হুদ)

হযরত নূহ (আ)-এর সম্প্রদায় আল্লাহ্ তা'আলার শক্তিরাজিকে প্রস্তর মূর্তি ও মৃত্তিকা টিলার মধ্যে নিহিত বলিয়া ধারণা করিয়া লইয়াছিল। হযরত নূহ (আ) তাঁহার আলোচ্য বিষয়ে এই বাতিল মা'বুদগুলির দুর্বলতা প্রকাশ ও প্রমাণের মধ্যে অধিকতর গুরুত্ব দান করিয়াছিলেন ও বলিয়াছিলেন :

يٰقَوْمِ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِىْ وَتَذْكِيْرِىْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ فَاَجْمِعُوْا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لاَيَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوْا اِلَيَّ وَلاَ تُنْظِرُوْنِ -

হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমাদের মধ্যে আমার অবস্থান করা ও তোমাদিগকে নসিহত করা কষ্টকর মনে হয়, তাহা হইলে আমিও আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখি। তোমরা পূর্ণ শক্তি দ্বারা স্বীয় কার্য সম্পাদন কর ও নিজ শরীকদিগকে ডাকিয়া লও এবং যাহা করিবার অভিপ্রায় হয়, দিল খুলিয়া কর,—আমার সহিত যাহা করিতে চাহ কর এবং আমাকে কোন অবসর দান করিও না।" (সূরা ইউনুস ঃ ৭১)

ফলকথা নবী (আ)-গণ অবস্থাভেদে নিজ সম্প্রদায় ও জাতির রূহানী ফাসাদ ও বাতেনী বিমারীর প্রাধান্য দূরীকরণের বিশেষ প্রতিকারসহ প্রেরিত হইয়াছিলেন। তৎপর এই কারণবশতই প্রত্যেক নবী নিজ সম্প্রদায়কে তাহাদের মানসিক ভাবধারা অনুযায়ী মুজিযার প্রমাণাদিও দেখাইয়াছেন। মিসরীয় কীবতীদের মধ্যে যাদুর প্রভাবের আধিক্য ছিল। তাহারা সর্প ও বিচ্ছু বানাইয়া জনসাধারণের উপর নিজেদের প্রতিপত্তি বজায়

www.pathagar.com

রাখিত। সেই সময় হযরত মূসা (আ) একটি লাঠি দেখাইয়াছিলেন যাহা অজগর সর্প হইয়া সমস্ত কৃত্রিম সর্পকে গিলিয়া ফেলিয়াছিল।

হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মগ্রহণের কিছু পূর্বে বনী ইসরাঈলগণের মধ্যে মেষ ও ছাগের চিকিৎসার আশ্চর্য জিনিস তৈরির পন্থা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। তখন হযরত ঈসা (আ) (আল্লাহ তা'আলার অনুমতিতে) ফুৎকার দান করিয়া চিকিৎসা করা, এমন কি মুরদারকে জীবিত করার শক্তিসহ আবির্ভূত হইয়াছিলেন ; যাহা সমস্ত চিকিৎসার উদ্দেশ্য অর্থাৎ স্বাস্থ্য হইতেও উচ্চস্তরের।

সামুদ জাতির মধ্যে পর্বত কর্তন করিয়া সৌধরাজি নির্মাণ ও প্রস্তরকে মোমের মতো ভাঙিয়া চুরিয়া রাখিয়া দিবার শক্তি অধিক ছিল। তখন হযরত সালেহ (আ) সামুদ জাতির উষ্ট্রীকে প্রকাশ করাইলেন। উহা প্রস্তরের ময়দান হইতে স্ত্রী পুরুষের সাহায্য ব্যতিরেকে প্রস্তর ফুঁড়িয়া মুহূর্তের মধ্যে প্রকাশ লাভ করিয়াছিল। অন্ধকার যুগে আরবদের মধ্যে অলংকার শাস্ত্রের (ফাসাহাত ও বালাগাত) চর্চা বিশেষ প্রবল ছিল। তখন হযরত খাতেমুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইল্‌মের বড় মু'জিযা দেওয়া হইল যাহাতে তিনি সারা বিশ্বের ফাসাহাত ও বালাগাতকে মাত করিয়া দিয়াছিলেন এবং বাকপটু ব্যক্তিদিগকে অপারগ ও অসমর্থ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

ফলকথা, যে সময় যে নবী আগমন করেন তিনি নিজ কাওমের মানসিকতা অনুযায়ী মু'জিযা আনয়ন করেন এবং তাহাদের বাতেনী রোগ অনুযায়ী সংস্কারমূলক কার্যক্রম পেশ করেন।

যেহেতু মুজাদ্দিদীয়াত নবুয়তের প্রকৃত ছায়া, এইজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতগণের মুজাদ্দিদগণকেও বিগত নবীগণের অনুরূপ ঐ শান দান করা হইয়াছে। উম্মতের মধ্যে বহু শতাব্দী ও যুগ অতিক্রম করার ফলে যেই যেই প্রকারের ফেত্‌না ও ফাসাদের প্রকাশ হইতে থাকে, উম্মতের মুজাদ্দিদগণও এই শ্রেণীর সংস্কারমূলক কর্মপন্থাসহ প্রেরিত হইতে থাকেন। যদি কোন সময় উম্মতের মধ্যে দিয়ানতদারী অর্থাৎ বিশ্বস্ততার অভাব পরিলক্ষিত হয়, তখন দিয়ানতের মুজাদ্দিদ আগমন করেন। তিনি দিয়ানতদারীর সৌধরাজিকে উন্নীত করেন। কিন্তু উম্মতের মধ্যে দিয়ানত অর্থাৎ বিশ্বস্ততা থাকা সত্ত্বেও যদি জাতীয় আইন-কানুনের মধ্যে অধিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে এইরূপ মুজাদ্দিদ আগমন করেন যিনি স্বীয় হাল্‌কাভুক্তদিগকে পরস্পর একতাভুক্ত করিয়া দেন।

যদি কোন সময় মানুষের নফ্‌সের মধ্যে চরিত্রগত কলুষতা ও মরীচিকা দেখা দেয়, তাহা হইলে এরূপ মুজাদ্দিদ আগমন করেন যিনি চরিত্রগত দোষত্রুটি সংশোধন করিয়া আত্মাকে উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত করিয়া দেন। যদি উম্মতগণ কোন সময় বাতিল

www.pathagar.com

রিয়াযতকারীদের ঐন্দ্রজালিকের উপর ফেত্‌নাগ্রস্ত হয়, তখন এরূপ মুজাদ্দিদ আগমন করেন—যিনি আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে প্রাপ্ত কারামত ও অসাধারণ শক্তি দ্বারা ঐ সমস্ত যাদুকরের ইন্দ্রজালকে বিনষ্ট করিয়া দেন।

ফলকথা, ইহা উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, বিগত নবী (আ)-গণের মধ্যে নবুয়তের যে যে রঙের সম্পর্কাদি ছিল, এই উম্মতের মুজাদ্দিগণকেও উক্ত রঙে বেলায়েতের সম্পর্কাদি দান করা হইয়াছে যেন উম্মতের প্রত্যেক শ্রেণীর সংশোধন ইহাদের উপযোগী পন্থার মাধ্যমে সুসম্পন্ন হয়।

দ্বিতীয় হাজারের প্রারম্ভে উম্মতের জন্য অগ্র-পশ্চাতের সমুদয় ফেত্‌না-ফাসাদের দ্বার উন্মুক্ত ছিল। কেননা, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতের খাইরিয়ত (ইষ্ট) শেষ হইয়া যাইবার সম্পর্কে দুইটি সময়ের সংবাদ দান করিয়াছিলেন। রেওয়ায়েতের দ্বারা এই হাদীস দুইটি মওজুদ রহিয়াছে। উহার প্রথমটি 'আমার উম্মতের বয়স পাঁচ শত বৎসর অথবা পাঁচ শত হইতে কম নয়'; এবং দ্বিতীয়টি 'উম্মতের বয়স হাজার বৎসর।' পাঁচ শত বৎসর অতিক্রম হওয়ার পর তাতারী ফেত্‌না প্রকাশ লাভ করে, যদ্দ্বারা প্রকৃতপক্ষে জাতির কেবল মঙ্গলই নয় বরং সমস্ত জাতিকেই সমূলে ধ্বংস করা হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ব হইতে মুসলমানগণের শান-শওকতের মূলোৎপাটন করা। কিন্তু প্রকৃত রক্ষাকর্তা আল্লাহ্ তা'আলা শেষ পর্যন্ত তাতারীদের অন্তকরণকে ইসলাম কবুল করিবার দিকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন, যাহাতে তাহারা ওসমানী খেলাফতের ভিত্তি স্থাপন করিয়া স্বয়ং ইসলামের পক্ষে ওকালতী শুরু করে এবং ইসলামের সহায়ক হয়। কবি ইকবাল সুন্দর বলিয়াছেন :

ہے عیاں یورش تاتار کے افسانہ سے
پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانہ سے

তাতারী আপন হামলার মাঝে আফসানা করে দান,
কা'বা যে তাহার বোতখানা ত্যজি পেয়ে গেছে পাসবান।

বাস্তবিক পক্ষে খেলাফতের সৌধই কেবল নহে বরং উম্মতের সৌধ একটি নতুন ভিত্তিস্তম্ভ ছিল, সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সা) তাতারীদের ফেত্‌নাকে জানিতে পারিয়াছিলেন যাহা পাঁচ শত বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর প্রকাশ হয়। এইজন্য প্রথম হাদীসে তিনি উম্মতের বয়স পাঁচ শত বৎসর রূপে ফরমাইয়াছিলেন। ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে উম্মতের মধ্যে যেন নতুন আবাদী শুরু হইয়াছিল এবং তাহাদের ইল্‌ম ও কামালাতের প্রচার ও বিকাশের এক নতুন ও উৎকৃষ্ট যুগের সূচনা হইয়াছিল। বিশেষ করিয়া ইরাক ও খোরাসানে এবং সাধারণভাবে অন্যান্য ইসলামী রাজ্যে ঐ যমানার লক্ষ লক্ষ দুর্লভ ও বড় বড় আলিম, ফাযেল, ফকীহ ও সূফীর অভ্যুত্থান হয় এবং তাঁহারা দীনকে

www.pathagar.com

পূর্ণভাবে জীবিত করিয়া পবিত্র পোশাকের মাধ্যমে জগত সম্মুখে পেশ করেন। জ্ঞান ও পূর্ণতার সূর্য মধ্যাকাশে পৌছিয়াছিল এবং ধর্মের দুশমনদের দৃষ্টিশক্তিকে নিস্তেজ করিতেছিল। মিসর, শাম, খোরাসান, ইরাক এবং অন্যান্য আজমী মুসলিম দেশগুলি ইসলামী শান ও শওকতে ভরপুর ছিল যাহাতে ইসলামের ভীতি প্রদর্শক চেহারার দিকে অন্য জাতির পক্ষে চক্ষু উঠাইয়া নিরীক্ষণ করিবার সামর্থ্য ছিল না। যাহা হউক, এইরূপে পঞ্চম শতাব্দীর দ্বিতীয় যুগ শেষ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে উম্মতের মধ্যে অধ:পতনের দ্বিতীয় যুগ শুরু হয়। প্রথমত ধর্মীয় ও ভাবগত শান-শওকতের মধ্যে দুর্বলতা আসিতে আরম্ভ হইল এবং শেষ পর্যন্ত বাহ্যিক ভীতি আসিয়া শক্তি ও শান-শওকতের লয় প্রাপ্ত হওয়ার সময়ও আনিয়া দিল।

প্রথম হাজারের শেষ ও দ্বিতীয় হাজারের প্রারম্ভে ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে অমুসলমান সম্প্রদায়ের সংঘবদ্ধ দুশমনি আরম্ভ হয়। একেতো ইসলামের প্রথম অবস্থা হইতেই এই ইসলাম-বিরোধী জাতিগুলির এক নির্ধারিত কর্মপন্থা মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্যের সৃষ্টি করিয়া তাহাদের শক্তি খর্ব করিতেছিল। যেমন ইহুদী মুনাফিকগণ ইসলামের প্রাথমিক অবস্থা হইতে এইরূপ ফাসাদমূলক কার্যকলাপ আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। তাহাদের এই অপবিত্র কর্মপন্থা দ্বারা ইসলামের মধ্যে শীয়া ও খারেজী সম্প্রদায়ের ফেত্‌নার ভিত্তি স্থাপিত হয়, যাহার কল্যাণে লক্ষ লক্ষ মুসলমান হত্যা ও ধ্বংসের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়, লক্ষ লক্ষ লোক দেশ ত্যাগে বাধ্য হয়, খেলাফতের ভিত্তিমূলে কম্পন আসে এবং শেষ পর্যন্ত ইহার পরবর্তী বহু খেলাফত ও সাম্রাজ্যগুলির উত্থান পতন ঘটাইয়া দেয়। তৎপর মযহাবী রঙে অনেক ফেরকার উৎপত্তি হয়, যদ্দ্বারা এই উম্মতের তড়িৎগতিসম্পন্ন উন্নতি একেবারে বাধাপ্রাপ্ত হয় ; অপরপক্ষে অবনতি দেখা দিতে শুরু হয়। কিন্তু হাজার বৎসর পরে, এই ফাসাদপূর্ণ প্রচেষ্টা একটি সংঘবদ্ধ আকার ধারণ করিল এবং খ্রিস্টানগণ ইসলামী রাজ্যগুলি সম্মুখে স্থাপন করিয়া ক্রমে ক্রমে তাহারা একটি ধ্বংসকারী কর্মপন্থা প্রণয়ন করিল যাহাতে শেষ পর্যন্ত হিন্দুস্থান, স্পেন, ইরাক, শাম, মিসর ও তুর্কি রাজ্যগুলিকে ধ্বংস করিবার কার্যে প্রভাবশালী ও সফলকাম হইল।

যাহা হউক হাজার বৎসরের এই আবর্তনের পর এক দিকে যেমন বিধর্মীগণ এই উম্মতের ধ্বংসকল্পে পূর্ণ সংকল্প স্থির করিল, তেমনি অপরদিকে উম্মতের মধ্যে দীনী বে-পরওয়ায়ী ভাব ও ধর্মীয় অনুবর্তিহীনতা ভিতরে অনুপ্রবেশ করিতে লাগিল। বিদআত ও ধর্ম-বিরোধী কার্যাবলি ধর্মের শ্রেষ্ঠরূপ ধারণ করিল। শির্‌কী অনুষ্ঠানাদি ও কদর্য বিদআতগুলি ভিতরে ভিতরে লালিত-পালিত হইয়া ইসলামের আসল রঙ ও স্বরূপ পরিবর্তন করিয়া দিল। এইজন্য একাদশ শতাব্দী যেন উম্মতের জন্য বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণভাবে মযহাব ও শাসন সংক্রান্ত ফেত্‌না-ফাসাদের একটি কেন্দ্রস্থল ছিল

www.pathagar.com

এবং এমন কোন জাহেরী ও বাতেনী রোগ বাকি ছিল না যাহার বীজ না উম্মতের অন্তঃকরণে ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

কাজেই, এইরূপ শত শত ভিন্নরূপী ফেত্না অবলোকনের পর এই শতাব্দীর মুজাদ্দিদ সম্পর্কে আপনা-আপনি মত পোষণ করিয়া লওয়া উচিত যে, এহেন যুগের মুজাদ্দিদের রূহানীয়াত কত উন্নত ও তাঁহার তা'লীম ও তালকীন (মত ও শিক্ষা) কত প্রভাবশীল ও সার্বজনীন হইবে। তিনি এই ফেত্নারাজির মধ্যে উম্মতের ঈমান রক্ষা করিবেন এবং জাহেরী ও বাতেনী মুসিবতের ঘূর্ণনের মধ্য হইতে ইসলামী কিশ্তীকে পরিচালনা করিয়া তটভূমে আনিয়া লাগাইবেন।

হযরত ইমামে রব্বানী শেখ আহ্মদ ফারুকী সিরহিন্দী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হইতেছেন উক্ত আলফেসানী মুজাদ্দিদ অর্থাৎ দ্বিতীয় হাজারের মুজাদ্দিদ। তাঁহার জাহেরী ও বাতেনী ইল্ম কাফেরগণের মধ্যে এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে এবং অপরপক্ষে তাঁহার আলোক বিচ্ছুরিত হেদায়েত অন্ধকারপূর্ণ বক্ষকে আলোকময় করে।

হযরত মুজাদ্দিদ রাহমাতুল্লাহি 'আলাইহির শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন এবং ইহার সকল দিক সম্মুখে না আসিলেও কেবল 'মকতুবাত শরীফের' দিকে লক্ষ করুন—উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন যে, ইহা ইল্মে জাহের ও বাতেনের এক সমুদ্র। উহার তলদেশের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। ইহাতে যদি একদিকে কাল্ব ও রূহের গোপন মাকামাতগুলির পর্দা খুলিয়া যায়, তখন অন্যদিকে শরীয়তের হাকীকত ও ফেকাহের রহস্যাবলি হৃদয়ঙ্গম করান হয় ; যদি একদিকে রূহের নিগূঢ় তত্ত্বের সন্ধান দেওয়া হয়, অন্যদিকে 'হিদায়া' 'তাওযীহ' গ্রন্থাবলির ইল্মী মাকামাতগুলির দ্বারোদঘাটন করান হয় ; যদি একদিকে অদৃশ্য জগতের রহস্য উদঘাটন হয়, অন্যদিকে উলামা ও ছাত্রদের মুহব্বতের প্রেরণাদি প্রকাশ লাভ করে। এই মকতুবাতে যেথায় ইল্মের তরঙ্গ উঁচু হইতেছে, সেথায় অসাধারণ কার্যাবলি ও কারামাতের সমুদ্র তরঙ্গায়িত হইতেছে।

ফলকথা, জাহেরী ও বাতেনী ফেতনা-ফাসাদের কেন্দ্রস্বরূপ এরূপ এক যুগে মুজাদ্দিদী সিংহাসনে উপবেশন করিবার যোগ্য যেরূপ কামালাতের সমষ্টিকারক মুজাদ্দিদের আবশ্যক ছিল, হকতা'আলা সেইরূপ মুজাদ্দিদরূপে হযরত শেখ আহমদ সিরহিন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে প্রেরণ করেন। তিনি তাঁহার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিযুক্ত তা'লীমের দ্বারা কত গোমরাহ ও উদভ্রান্ত পথিককে সিরাতুল মুসতাকিমে আনয়ন করেন এবং কতশত বহুরূপী অন্তঃকরণ বিশিষ্টকে শান্ত ও ধীরস্থিরভাবে সংস্থাপন করেন। রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবার হইতে যে সমস্ত জাহেরী ও বাতেনী ইল্মের ধারা চলিয়া আসিতেছিল কিন্তু পথের বন্ধুরতার দরুন আগমন পথে উহা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল, হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর বদৌলতে উক্ত ইল্ম ও

www.pathagar.com

মা'রিফাত লোকের দৃষ্টিপথে জাহির হইল এবং নবুয়তের ইল্‌মগুলির শত শত অবরুদ্ধ দ্বার পূর্ণভাবে উদ্‌ঘাটন হইল।

এই যামানায় সবচেয়ে গভীর ও বুনিয়াদী রোগ ছিল বিদআত ও বিদআত সুলভ মনোবৃত্তি। উহা আমল ও এতেকাদকে ফাঁকা ও অসার করিয়া দিয়াছিল।[১] কাজেই হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর অসংখ্য গুণের মধ্য হইতে মাত্র দুইটি বাক্যকেই তাঁহার গুণাবলি আদায় করিবার পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া মনে করিতেছি। প্রথমটি হইতেছে এই যে, তিনি এরূপ মুজাদ্দিদ যাঁহার "যিল্লী হাকীকত" হইতেছে নবুয়ত[২] এবং দ্বিতীয় এই যে, তিনি দ্বিতীয় হাজারের মুজাদ্দিদ। হাদীস শরীফের মর্ম অনুযায়ী এই শতাব্দী ছিল ফেত্‌না ও ফাসাদ ছড়াইবার দিক দিয়া বড়ই বিপদসংকুল। অতএব, স্বাভাবিক প্রয়োজনীয়তা এই ছিল যে, এই শতাব্দীতে কোন সাধারণ মুজাদ্দিদ নয় বরং এক রইছুল মুজাদ্দিদীন অর্থাৎ মুজাদ্দিদগণের নেতা প্রেরিত হউন, যিনি এইরূপ ভীষণ ধ্বংসাত্মক ফেতনার প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হইবেন। কাজেই আমার এই প্রবন্ধটি প্রকৃতপক্ষে মাত্র ঐ দুইটি শব্দ 'মুজাদ্দিদ' ও 'আলফেসানী'র উপর স্থাপিত এবং আমার মতে মুজাদ্দিদী গুণাবলি সমন্বিত একটি বড় দফতর হইবে এই দুইটি শব্দের ব্যাখ্যা, কেননা একটি শব্দ দ্বারা ফেত্‌না ও দুর্ঘটনাবলির আধিক্য ও শক্তি প্রমাণ হয় এবং দ্বিতীয় শব্দ দ্বারা ঐ ফেত্‌নাগুলির শক্তিশালী প্রতিরোধ ব্যবস্থা প্রতীয়মান হয়। ইহা খুবই পরিষ্কার যে, অনিষ্ট প্রচলনের ভিতর ইষ্টের শক্তির অনুপ্রেরণা জাগে ও শক্তি বৃদ্ধি হয়। কাজেই হাদীস শরীফের মর্মানুযায়ী এই শতাব্দীর মধ্যে বালা-মুসিবত ও ফেত্‌নারাজি বৃষ্টি ধারার ন্যায় বর্ষিত হইবার সংবাদ প্রদান করা হইয়াছে। তাহা হইলে এই শতাব্দীর মুজাদ্দিদের রূহানী শক্তি, ইল্‌মী প্রাচুর্য ও আমল সংক্রান্ত উচ্চাভিলাষের প্রভাব অনর্গল বৃষ্টিধারার ন্যায় আন্দাজ করা উচিত, যাহা ফেত্‌নারাজির পংকিলতা ও পুতিগন্ধ ধুইয়া-মুছিয়া উম্মতের শরীরকে পবিত্র করিয়া দিয়াছিল এবং আরব আজমে স্বীয় বরকতের জীবনীশক্তিকে সতেজ করিয়া দিগ্বিদিকে ছড়াইয়া দিয়াছিল।

মুফতীয়ে আযম মাওলানা আজিজুর রহমান (র) বর্ণিত একটি ঘটনা আমাদের কতিপয় বুযুর্গের মুখে শুনিয়াছি। এই স্থানে উহা নকল করিয়া দেওয়া বড়ই চিত্তাকর্ষক হইবে বলিয়া মনে করি এবং ইহা হইতে একটি রহস্যের দ্বারও খুলিয়া যাইবে। ঘটনাটি এই ঃ একদা হযরত মুজাদ্দিদ (র) দেওবন্দ হইয়া ভ্রমণকালে যে স্থানে আজ 'দারুল উলুম' দণ্ডায়মান এই জমীনের উপর আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং এইস্থানে

---

১. এই জন্য হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর তা'লীমাতের সর্ব প্রধান রং হইতেছে সুন্নতের পূর্ণভাবে পায়রবী করা ও বিদআতকে বর্জন ও নফরত করা।

২. নবী (আ)-গণ হইতেছেন কামালাতে নবুয়তের মধ্যে হাকীকী এবং মুজাদ্দিদগণ হইতেছেন নবী (আ)-গণের কামালাতে নবুয়তের হাকীকতের যিল্ল বা ছায়া। –লেখক

www.pathagar.com

স্বল্পকাল দণ্ডায়মান হইয়া ফরমাইলেন, "আমি এই স্থানটি হইতে ইল্‌মের ঘ্রাণ পাইতেছি।" আমি আমার বুযুর্গদের মুখে আরও শ্রবণ করিয়াছি যে, হযরত সৈয়দ আহ্‌মদ শহীদ ব্রেলভী (র) জিহাদে গমন করিবার পথে দেওবন্দে অবস্থানকালীন এই স্থান সম্পর্কে অনুরূপ উক্তি করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সকলেই ইহা অবগত আছেন যে, 'দারুল উলুম' দেওবন্দ মাশরেক ও মাগরেবের মুসলমানগণের জন্য কিতাব, সুন্নত ও এতদ সম্পর্কিত ইল্‌মের এক বে-নজীর অতুলনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (দরছ্গাহ) ইহা এই অত্যাধুনিক যুগেও সলফে সালেহীনগণের আমানতকে সামলাইয়া রাখিতেছে। আমি কয়েকজন বুযুর্গ হইতে শ্রবণ করিয়াছি যে, এই দরছগাহটি সমষ্টিগতভাবে একজন মুজাদ্দিদের শান বহন করিতেছে, যাহার প্রধান লক্ষ্য হইতেছে বর্তমানের বিদআত ও ধর্মহীনতার যুগেও সুন্নত অনুসরণ করিবার শিক্ষা প্রদান ও সাহাবী (রা)-গণের বাস্তব ও আসল চালচলনের প্রচার। আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া যে, এই তালীমগুলি এরূপ মজবুত ও স্থায়ী আলোকবর্তিকা স্বরূপ যাহার উজ্জ্বলতা ধারাবাহিক এবং বন্ধ হইবার নহে। কাজেই বলা যাইতে পারে যে, 'দারুল উলুম'-এর সুন্নতের পায়রবী করার শেয়ারটি যখন হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর ভবিষ্যত বাণীর বিকাশ, তখন সত্যিকারভাবে ইহা হইতেছে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর সংস্কারমূলক কার্যাবলির একটি সুবর্ণ স্তম্ভ এবং তাঁহারই উজ্জ্বল অন্তঃকরণের দৃঢ়তার একটি বিকাশ যাহা এই প্রতিষ্ঠান ভবনের চারিটি প্রাচীরের আকার ধারণ করিয়া সুন্নতের পায়রবীর নূর চতুর্দিকে বিচ্ছুরণ করিতেছে।

অতএব, ইহা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন যে, হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর তাজদীদ (সংস্কার) কেবল তাঁহার জীবিতকালীন সময়ের জন্যই সীমাবদ্ধ ছিল, বরং প্রকৃতপক্ষে তাঁহার মুজাদ্দিদসুলভ ইল্‌ম ও কামালাতগুলি তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ এবং তাঁহার শিক্ষা ও তাঁহার পয়গামের আমলকারী এই দারুল উলুমের মাধ্যমে আজ পর্যন্তও এই মজবুত ধর্মের সংস্কারের কাজ করিয়া যাইতেছে এবং যে পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা মনজুর করেন করিয়া থাকিবে।

وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ

"এবং ইহা আল্লাহ তা'আলার পক্ষে মুশকিল নহে।" (সূরা ফাতির ঃ ১৭)

[দারুল উলুম দেওবন্দের মোহতামেম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ তৈয়ব সাহেব কর্তৃক উর্দু ভাষায় লিখিত প্রবন্ধের অনুবাদ।]

www.pathagar.com

ক্বাইউমিয়াত

হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর দাবি ছিল : যেইভাবে চার খলীফা বেলায়েতের দরজা হইতে নবুয়তের দরজা পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিলেন, অনুরূপভাবে আমিও ঐ দরজা পর্যন্ত পৌঁছিয়াছি। তাঁহাদের পরেই আমার দরজা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইহাও ফরমাইতেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবা (রা)গণ পরবর্তী সমস্ত অলী হইতে শ্রেষ্ঠ। হযরত মুজাদ্দিদ (র) ফরমাইতেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মধ্যে শানে বেলায়েতও ছিল। বিগত অলীগণ বেলায়েতের দরজা পছন্দ করিতেন অথবা তাঁহাদের গন্তব্যস্থল এই পর্যন্তই হইয়াছিল এবং ইহাকেই তাহারা কামালিয়তের শেষ ধাপ বলিয়া ধারণা করিতেন। নবুয়তের দরজা পর্যন্ত আমার তরক্কীর সুযোগ লাভ হইয়াছে। নবুয়ত ও বেলায়েতের মধ্যে ক্বাইউমিয়াতের যে দরজা আছে তাহা আমাকে দান করা হইয়াছে।

এইভাবে হযরত মুজাদ্দিদ (র) প্রথম ক্বাইউমরূপে নির্ধারিত হন। তাঁহার বংশে পর পর আরও তিন জন ক্বাইউম হইয়াছিলেন। নিম্নে চারি ক্বাইউমের তালিকা দেওয়া হইল :

ক্বাইউম	নাম	পিতার নাম	লকব	জন্ম	ক্বাইউমিয়াতের বৎসর	ওফাত	তৎকালীন বাদশাহ্
১ম	শেখ আহমদ ফারূকী (র)	মখদুম আবুল আহাদ (র)	ইমামে রব্বানী মাহবুবে সুবহানী মুজাদ্দিদ আলফেসানী	৯৭১ হি.	১০১১ হি.	১০৩৪ হি.	আকবর ও জাহাঙ্গীর
২য়	শেখ মুহাম্মদ মাছুম (র)	শেখ আহমদ ফারূকী (র)	কুতুবুল হুদা উরওয়াতুল উছ্‌কা	১০০৯ হি.	১০৩৪ হি.	১০৭৯ হি.	জাহাঙ্গীর, শাজাহান আ'লমগীর
৩য়	খাজা মুহাম্মদ নক্‌শবন্দ (র)	শেখ মুহাম্মাদ মাছুম (র)	ইমাম হিজবুল্লাহ্ হুজ্জাতুল্লাহ্	১০৩২ হি.	১০৭৯ হি.	১১১৪ হি.	আ'লমগীর
৪র্থ	খাজা মুহাম্মদ জুবাইর (র)	আবুল উলা বিন খাজা মুহাম্মদ নক্‌শবন্দ	সুলতানুল আউলিয়া খলীফাতুল্লাহ্	১০৯৩ হি.	১১১৪ হি.	১১৫২ হি.	বাহাদুর শাহ, মুইজ্জুদ্দীন, ফররুখ শীয়ার রফিউদ্দৌলাহ্ রফিউদ দারাজাত মুহাম্মদ শাহ্

উল্লিখিত চারিজন ক্বাইউম কর্তৃক শরীয়ত, তরীকত, মা'রিফাত ও হাকীকতের সৌন্দর্য ও গৌরব যথেষ্ট পরিমাণে অর্জিত হয়। তাঁহাদের সময় হইতে তরীকতপন্থীদের মধ্যে

www.pathagar.com

গান ও ছেমা নিষিদ্ধ করা হয় এবং ওয়াহ্দাতুল অজুদ—হামা উস্তের আকীদা রহিত করা হয়। এই সংশোধনী একমাত্র ক্বাইউমে আউয়াল হযরত মুজাদ্দিদ আল্‌ফেসানী (র)-এর তা'লীম হইতে সুবিন্যস্ত হইয়াছিল যাহাতে শরীয়তে মুহাম্মদীর অনুসরণ বড়ই কঠোরভাবে করা হইত।

চার খলীফার নবুয়তের দরজা পর্যন্ত পৌঁছা

কাদেরীয়া, চিশতীয়া, সুহরাওয়ার্দীয়া সিলসিলার বিগত আউলিয়াগণের কামালতের শেষ দরজা হযরত আলী (রা)-এর বেলায়েতের দরজা পর্যন্ত। তাঁহারা হযরত আলী (রা)-এর নবুয়তের দরজা পর্যন্ত পৌঁছিতে সক্ষম হন নাই। ক্বাইউমে আউয়াল হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী (র)-এর সিলসিলার তা'লীম হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা)-এর বেলায়েতও নবুয়তের দরজা পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। চার খলীফার নবুয়তের দরজা পর্যন্ত পৌঁছা হযরত নবী করীম (সা)-এর নিম্ন হাদীস علماء امّتى كانبياء بني اسرئيل "আমার উম্মতের আলিমগণ বনী ইসরাইলের নবীগণের ন্যায়"—এর মর্ম অনুযায়ী বিচিত্র নহে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মধ্যে নবুয়ত ও বেলায়েত উভয়ই বিদ্যমান ছিল এবং তাঁহার পরবর্তী চারি খলীফাও এই দুই দরজা পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিলেন। হযরত ক্বাইউমে আউয়াল (র) হইতে চারিজন মুজতাহিদ যথা হযরত ইমাম শাফেয়ী (র) হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র), হযরত ইমাম মালেক (র) ও হযরত ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর মাযহাবের বড়ই শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং এই শক্তি বৃদ্ধি শরীয়তের শক্তি বৃদ্ধির সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

হযরত মুজাদ্দিদ (র) কর্তৃক তরীকতের পরিভাষায় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন

হযরত ক্বাইউমে আউয়াল (র) তরীকতের পরিভাষায় কতিপয় পরিবর্তন করেন যাহা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই বিষয়ে কেবল ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হইতেছে।

বিগত যামানার অলীগণ তিনটি ছায়ের নির্ধারিত করিয়াছিলেন যথা— ১. ছায়ের ইলাল্লাহ্, ২. ছায়ের ফিল্লাহ্ এবং ৩. ছায়ের আনিল্লাহ্। ইহা ব্যতীত আলমে মেছাল ও আলমে শাহাদাত নামে আরও দুইটি বিষয় রহিয়াছে। এই পাঁচটিকে একত্রে হাযরাতুল খাম্ছ বলা হয়। অলীগণের পদমর্যাদা হইতেছে—কুতুব, ফরদ, গাউছ, কুতুবে মাদার, চার আওতাদ, চল্লিশ আবদাল। ইঁহাদের পর নুজাবা, নুকাবা, শোরাফা ও রেজালুল গায়েব।

হযরত মুজাদ্দিদ (র) ছায়ের ইল্লাল্লাহ্‌কে বেলায়েতে ছোগরা এবং ছায়ের ফিল্লাহ্‌কে বেলায়েতে কোব্‌রা নামকরণ করিয়াছেন এবং ছায়ের ফিল্লাহ্‌কে ছায়ের ইল্লাল্লাহ্‌র মধ্যে দাখিল করিয়াছেন। বিগত অলিগণ যেই মাকামকে ছায়ের ফিল্লাহ্ অর্থাৎ

www.pathagar.com

আহ্‌দিয়াতের মধ্যে ছায়ের বলিয়া আখ্যা দিয়াছিলেন হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (র) ইহার উপর আরও ষোলটি মাকাম বর্ণনা করিয়া যাতে আহ্‌দিয়াতকে ঐ মাকামাত হইতে অনেক উচ্চ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন! হযরত মুজাদ্দিদ (র) বেলায়েতে কোবরার উপর বেলায়েতে উলিয়া এবং বেলায়েতে উলিয়ার উপর কামালাতে নবুয়তের দরজা কায়েম করিয়াছেন। কামালাতে নবুয়তের দরজা বেলায়েতে ছোগরা , বেলায়েতে কোব্‌রা ও বেলায়েতে উলিয়া হইতে শ্রেষ্ঠ পরিগণিত হইল। ক্বাইউমিয়াতের মাকাম হইতেছে কামালাতে নবুয়তের শেষ মাকাম। বেলায়েতে ছোগরা অলীগণের বেলায়েত, বেলায়েতে কোব্‌রা নবী (আ)গণের বেলায়েত এবং বেলায়েতে উলিয়া ফেরেশতাগণের বেলায়েত।

ইমামত

ক্বাইউমে আউয়াল হযরত মুজাদ্দিদ (র) স্বীয় মকতুবাত শরীফে ফরমাইতেছেন, "হাজার বৎসরের মধ্যে যত আউলিয়া গত হইয়া গিয়াছেন তাঁহারা সকলেই বেলায়েতে ছোগরার মাকামে ছিলেন। কুতুব, গাউছ প্রমুখ সকলেই স্বীয় বেলায়েতে ছোগরার সহিত নিসবত রাখেন। বেলায়েতে কোব্‌রা, বেলায়েতে উলিয়া এবং কামালাতে নবুয়ত পর্যন্ত সাহাবায়ে কিরাম (রা) ব্যতীত অন্য কেহ পৌঁছেন নাই।" হাজার বৎসর পর হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর উপর এই মাকামগুলির বিকাশ হয়। বিগত যামানার অলিগণ কর্তৃক শরীয়তের কিছু কিছু বিরোধিতার কারণ এই যে, তাঁহারা কামালাতে নবুয়ত পর্যন্ত পৌঁছিতে সক্ষম হন নাই। হযরত মুজাদ্দিদ (র) গাউছ কুতুব ইত্যাদির দরজা ব্যতিরেকে খেলাফত, ইমামত,[১] ছাবেক্বীয়ত, খালেছিয়ত, মুখলেছিয়ত, রেজাইয়ত ও ক্বাইউমিয়াত প্রভৃতি মাকাম বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমামত সম্পর্কে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর দৃষ্টিভঙ্গি

ইমামতের প্রসঙ্গ লইয়া কিছু ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হইয়াছে এবং ইসলামের ভিতর বিভেদ সৃষ্টিকারিগণ ইহাকে পুঁজিস্বরূপ গ্রহণ করিয়া বিভ্রান্তিমূলক মায়াজাল বিস্তারের কোশেশ করিতেছেন। হযরত মুজাদ্দিদ (র) এই বিষয়টি পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত করিয়া বিরোধীদলের স্বরূপ উদঘাটন করিয়াছেন। এই বিষয়ে মকতুবাত শরীফ হইতে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গিস্বরূপ সংশ্লিষ্ট মকতুবের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা হইল ঃ

খান জাহানকে লিখিত মকতুবে তিনি বলিয়াছেন, "খেলাফত ও ইমামতের আলোচনা যদিও আহ্‌লুস সুন্নাত ও জামাতের নিকট দীনের মৌলিক বিষয় নহে এবং

---

১. ইমামতের পদ প্রকৃতপক্ষে কামালাতে নবুয়তের নূরের একটি অংশ। ইমামের ফিৎরত—পয়গাম্বরের ফিৎরতের কাছাকাছি হইয়া থাকে।

www.pathagar.com

আ'কীদার সহিতও কোন সম্পর্ক রাখে না; কিন্তু ইসলামের ভিতর বিভেদ সৃষ্টিকারিগণ এই ব্যাপারে অনেক বাড়াবাড়ি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটাইবার দরুন উলামায়ে কেরাম এই প্রসঙ্গটিকে ইল্‌মে কালামের (আ'কীদা) অন্তর্ভুক্ত করিয়া বিষয়টির বাস্তব রূপের দ্বারোদঘাটন করিয়াছেন।

হযরত খাতেমুর রাসূল (সা)-এর পর হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা) খলীফা হন। তাঁহার পর হযরত ওমর ফারূক (রা) , তৎপর হযরত ওসমান (রা) ও ইহার পর হযরত আলী (রা) খলীফা হন। তাঁহাদের খেলাফতের তরতীব অনুযায়ী তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব।

সাহাবী (রা)-গণ ও তাবেঈনগণের ইজমা দ্বারা হযরত শেইখাইন (র)-এর ফযিলত প্রতিপন্ন হইয়াছে এবং বুযুর্গ ইমামগণের একটি বড় জামায়াত ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।" (মকতুব নং ৬৭, দফতর-২)

হযরত মুজাদ্দিদ (র) অপর একটি মকতুবে মুহাম্মদ তকীকে লিখিয়াছেন, "ইমামতের বাহাছ দীনের শাখার অন্তর্ভুক্ত, ইহা শরীয়তের মৌলিক বিষয় নহে। দীনের জরুরী বিষয় হইতেছে অন্য কিছু যাহার সম্পর্ক এ'তেকাদ ও আমলের সহিত রহিয়াছে। এই দুইটি বিষয়ের জিম্মাদার হইতেছে ইল্‌মে কালাম ও ইল্‌মে ফিকাহ্। জরুরী বিষয় পরিত্যাগপূর্বক অনর্থক (ফুযুল) বিষয়াদিতে মশগুল থাকা কেবল সময় ও জীবনকে অর্থহীন বিষয়াদির মধ্যে অতিবাহিত করা বই আর কিছু নহে। হাদীস শরীফে আসিয়াছে : علامة اعرضه تعلي عن البعد اشتغاله بها لا يعنيه "বান্দা যখন বেহুদা কার্যে নিজকে নিয়োজিত করে তখন তাহা হইতে আল্লাহ্ তা'আলার বিমুখ হওয়ার আলামত বুঝিতে হইবে।"

ইসলামে বিভেদ সৃষ্টিকারিগণ কর্তৃক মত পোষণকৃত ইমামতের প্রসঙ্গটি দীনের জরুরী বিষয় ও শরীয়তের মৌলিক বিষয় হইলে আল্লাহ্তা'আলা কুরআন মজীদে খলীফা কে হইবেন ইহা নির্দিষ্ট করিয়া দিতেন এবং স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা)ও একজনের খলীফা হইবার আদেশ দান করিয়া যাইতেন এবং সরাসরি একজনকে খলীফা করিয়া দিতেন। যখন কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফে এই বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায় না, ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম প্রসঙ্গটি দীনের জরুরী বিষয়বস্তু নহে বরং ইহা দীনের ফুযুল অর্থাৎ অনর্থক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। যাহারা এই অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে নিজেকে নিয়োজিত করে তাহারাও ফুযুলই হইবে। দীনের জরুরী বিষয় আলোচনা করিতে যাইয়া কখনও যেন বে-জরুরী বিষয়ের পর্যায়ে যাইয়া কেহ না পড়ে।

প্রথমত এইরূপ এ'তেকাদ দুরস্ত করা দরকার যাহা হক তা'আলার জাত, সিফাত ও কার্যাবলির সহিত সম্পর্ক রাখে। তৎপর বিশ্বাস করিতে হইবে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)

www.pathagar.com

হক তা'আলার তরফ হইতে যাহা কিছু আনয়ন করিয়াছেন, উহা দীন সম্পর্কে জরুরী এবং তাওয়াতুরের[১] মাধ্যমে উহা জানা গিয়াছে অর্থাৎ হাশর, নশর ও আখিরাতের চিরকালের আযাব ও সওয়াব এই সমস্তই হক। ইহার মধ্যে মতবিরোধিতার অবকাশ নাই। আ'কীদা না হইলে নাজাতও হইবে না।

দ্বিতীয়ত 'ফিকাহ্'-এর হুকুমগুলি অর্থাৎ ফরয, ওয়াযিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব প্রভৃতি পালন করা জরুরী। শরীয়তের হালাল ও হারামের দিকে ভালরূপে নজর রাখা উচিত এবং শরার সীমারেখাগুলি সম্পর্কে বড়ই সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত যেন আখিরাতের আযাব হইতে নাজাত ও কামিয়াবী হইতে পারে। এই ইতিকাদ[২] ও আমলগুলি সংশোধিত হইবার পর সূফীগণের তরীকার পাল্লা আসে এবং বেলায়েতের কামালাতের আশা করা যাইতে পারে। ইমামতের প্রসঙ্গটি দীনের জরুরী বিষয়ের তুলনায় রাস্তায় পরিত্যক্ত দ্রব্যের ন্যায় মূল্যহীন। যেহেতু বিরোধীদল এই বিষয়ে অতিশয় বাড়াবাড়ি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি করিয়াছে এবং হযরত খাইরুল বাশার (সা)-এর সাহাবী (রা)গণের ব্যাপারে অসঙ্গত বাক্যবাণ নিক্ষেপসহ তাঁহাদিগের উপর নানারূপ অনর্থক দোষ চাপাইতে প্রয়াস পাইয়াছে, কাজেই ইহার প্রতিরোধকল্পে সামান্য ভূমিকা লেখা হইতেছে; কেননা মজবুত দীন হইতে ফেত্না ও ফাসাদকে দূরীভূত করা দীনের জরুরী বিষয়ের অন্তর্গত।" (মকতুব নং ৬০, দফতর ২)

দীন ইসলামের প্রতি আকীদা, আমল এবং তৎপর সুলুকের রাস্তায় পদস্থাপন করিতে হইবে। ইমামতের প্রসঙ্গটি ও দীন-ইসলামের ভিতর বিভেদ সৃষ্টিকারী দলের ফেত্না হইতে ইসলামকে মুক্ত করা বিশেষ প্রয়োজন।

একটি প্রশ্নের জওয়াব

এই স্থানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে, কাইউমে আউয়াল হাজার বৎসর পরে পয়দা হইলে কাইউমে আউয়ালের পুত্রগণকে কেন কাইউম বলা হইয়াছে?

ইহার উত্তর স্বরূপ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ক্বাইউমে আউয়ালের ক্বাইউমিয়াতের মরতবা হাসিল ছিল এবং পরবর্তী তিনজন ক্বাইউমের ক্বাইউমিয়াতের নিসবত হাসিল ছিল। এই জওয়াবটিই যথেষ্ট কিন্তু ইহা তাসাউফের পরিভাষায় বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া সর্বসাধারণের নিকট হয়তো বোধগম্য নহে। কাজেই এ বিষয়ে নিম্নে কিছু আলোচনা হইতেছে।

এইরূপ উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, প্রথম যামানায় নবী (আ)-গণ ইল্‌মে ইলাহী ও ইল্‌মে শরীয়ত শিক্ষা দিবার জন্য যেইভাবে পর পর আগমন করিতেন, অনুরূপভাবে

১. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীসের বর্ণনাকারীগণের এক বিরাট জামাআতের মাধ্যমে।

২. ইনশাআল্লাহ্ আকীদা সংক্রান্ত বিষয়ে এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইবে।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উম্মতগণের মধ্যে নবী (আ)গণের ন্যায় দীনের আলিমগণ বরাবর আগমন করিতে থাকেন।

হযরত মুজাদ্দিদ (র) দীনের বিশিষ্ট খেদমত সম্পাদন করিয়াছেন। হিজরী সালের দ্বিতীয় হাজারের প্রথম দিকে তাঁহার বিকাশ হয়। মানব সমাজ তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন এবং সমুদয় মাশায়েখ, ফকীহ্, মুতাকাল্লেমীন ও মুহাদ্দিসগণ তাঁহার জন্য "মুজাদ্দিদ আল্‌ফেসানী" লকব বড়ই সমীচীন বলিয়া মনে করেন।

লকব এমন কিছু বড় বস্তু নয়। সবচেয়ে বড় কথা হইতেছে যে, তাঁহার আজমত ও বুযুর্গীর দরুন মানুষ তাঁহাকে যেরূপ অন্তঃকরণে স্থান দান করিয়াছিল তিনি উহার সম্পূর্ণ যোগ্য ছিলেন। তিনি দাবি করেন, "চার খলীফার পর কেহই আমার মরতবায় পৌঁছিতে সক্ষম হন নাই।" জনগণ ইহা স্বীকার করিয়া লন। তিনি ফরমাইলেন, "আমাকে ক্বাইউম বল।" জনগণ ইহাও স্বীকার করিয়া লন। তিনি বলিলেন, "যেরূপ খলীফা চারিজন ছিলেন, অনুরূপভাবে কাইউমও চারিজন হইবেন। ইহাদের মধ্যে একজন আমি এবং বাকি তিনজন আমার পরে।" জনগণ ইহাও গ্রহণ করিয়া লন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন ফরমাইয়াছিলেন, "আমি আল্লাহ্র পয়গম্বর।" জনসাধারণ তাঁহার এই উক্তিকে হাসিতামাশা করিবার সুযোগরূপে গ্রহণ করিয়াছিল। তৎপর কেহ কেহ তৎক্ষণাৎ ও কেহ কেহ তাহার বড় বড় কার্যাবলি অবলোকন করিয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "সত্যই আপনি আল্লাহ্র রাসূল।" ঐরূপভাবে যখন হযরত মুজাদ্দিদ (র) ফরমাইলেন, "রাসূলের দরবার হইতে রূহানী ও কাশফের মাধ্যমে আমাকে ক্বাইউমের লকব দেওয়া হইয়াছে।" তখন কেহ কেহ তৎক্ষণাৎ এবং কেহ কেহ কিছু চিন্তা-ভাবনার পর তসলীম করিয়া লন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জনগণ ইহা মান্য করিয়া লন। এইরূপে তাঁহার পরে মোগল বাদশাহ মুহাম্মদ শাহের রাজত্বকাল পর্যন্ত পর পর তিনজন ক্বাইউম হন এবং নিজ নিজ কর্মসূচি দ্বারা ক্বাইউমিয়াত প্রমাণ করেন। হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর পুত্রগণের জীবনের কার্যসূচি হইতে ইহার প্রমাণ মিলিবে। প্রসঙ্গত অত্র পুস্তকের পরবর্তী খণ্ড দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় প্রশ্ন

এই স্থানে বর্ণনা করা প্রয়োজন যে, ক্বাউমিয়াতের দরজা কি মুজাদ্দিদ আলফেসানীর জন্য আবশ্যক ছিল ? যদি এইরূপ হয় তাহা হইলে পর পর আরও তিনজন ক্বাইউম কিরূপে হন ? কেহ কেহ এই প্রশ্নটির উত্তরস্বরূপ বলিয়া থাকেন যে, মুজাদ্দিদ আলফে সানীর জন্য ক্বাইউম হওয়া জরুরী। ক্বাইউম ঐ ব্যক্তিই হইতে পারেন যাঁহার খামীরের মধ্যে হুযূর সারওয়ারে আলম (সা)-এর পবিত্র বদনের খামীরের পরিত্যক্ত অংশ মিশ্রিত হয়। প্রকৃত ঘটনা এই যে, হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর কার্যাবলি অবলোকন

www.pathagar.com

করিয়া—তাঁহার বাণী ও মকতুবাতের সমস্তই সত্য বিবেচিত হয়। তিনি বলিয়াছেন, "আমার খামীরে হযরত হাবীবে খোদা (সা)-এর খামীরের পরিত্যক্ত অংশ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে।" (মকতুব নং ১০০, দফতর ৩) ইহা অনুধাবন করা একটু মুশকিল এবং সাধারণের জ্ঞান বহির্ভূত; কেননা এই উক্তিটি আলমে রূহানীর অন্তর্গত। অবশ্য ইল্‌মে বাতেন প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ইহা সহজে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন। তাহার বুযুর্গী সম্পর্কে কাহারও কোন প্রশ্ন নাই এবং হইতেও পারে না। যখন অন্যান্য তরীকা হইতে তাঁহার বুযুর্গী ক্বাইউমিয়াত—মুহাক্কিক আলিম ও মাশায়েখগণ কর্তৃক একবাক্যে গৃহীত হইয়াছে, এমতাবস্থায় এখন অন্য কোন সূক্ষ্ম দলীল দেওয়ার আবশ্যকতা নাই।

হযরত মুজাদ্দিদ (র) নীরবে যিকির করাকে সশব্দে যিকির করার উপর প্রাধান্য দান করিয়াছেন এবং গানবাদ্যের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআ'লার যিকিরের মধ্যে যওক শওক আনয়ন করিবার উদ্দেশ্যে যে পদ্ধতি মাশায়েখগণের মধ্যে প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল তাহা তিনি নিষিদ্ধ করিয়া বলিয়া দেন, "আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণের জন্য ভীতি ও বিনয়ের সহিত জামাআতে পাঞ্জেগানা নামায আদায় করার চেয়ে অন্য কোন উত্তম জিনিস আর নাই।"

তাঁহার অনুবর্তিগণ—তাঁহার অর্জিত সমুদয় ইল্‌ম ও মা'রিফাতকে ওয়াহ্‌হাবে মতলক আল্লাহ্ তা'আলার দান বলিয়া মনে করিতেন।

যেমন হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর মতে মানুষ দশ লতীফা দ্বারা গঠিত। ইহার পাঁচটি আলমে আমর ও পাঁচটি আলমে খালকের অন্তর্গত। সাতটি বেলায়েত যাহার মধ্যে তাজাল্লীয়াত, সিফাত ও আসমার সায়ের এবং চারটি কামালাত ও তিনটি হাকায়েকে এলাহীয়া এবং ইহা ব্যতিরেকে তিনটি হাকায়েকে আম্বিয়াও রহিয়াছে।

তিনি এই সায়েরগুলির কামালাতের দায়েরা কায়েম করিয়াছেন এবং ঐ দায়েরাগুলিকেও দিকহীন বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। দায়েরায়ে আউয়াল, দায়েরায়ে এমকান, দায়েরায়ে সানীর মধ্যে সায়রে তাজাল্লীয়াতে আফয়ালে এলাহীয়া যাহাকে আসমা ও সিফাতের যেলালও বলে। তৃতীয় দায়েরার সায়ের— বেলায়েতে কোবরার মধ্যে হইয়া থাকে। চতুর্থ দায়েরার সায়ের—বেলায়েতে উলিয়ায় ঘটে। পঞ্চম দায়েরায়ে—তাজাল্লীয়াতে যাতী হয়। এই মাকামে যেই সমস্ত বিষয়গুলির দলীলের আবশ্যক হয় ঐগুলি বিনা প্রমাণে সত্য বলিয়া গৃহীত হয়। ষষ্ঠ দায়েরায়ে—কামালাতে রিসালাত এবং সপ্তম দায়েরায়ে—কামালাতে উলূল আ'যম। তিনি প্রত্যেক দায়েরা শান, ফয়েয ও তরক্কী হাসিল করিবার উপায়ও পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত খাজা বাকীবিল্লাহ্ (র) হইতে নক্‌শবন্দীয়া তরীকায় বাতেনী তা'লীম হাসিল করিয়া হযরত মুজাদ্দিদ (র) স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। দ্বিতীয়বার তিনি

www.pathagar.com

হযরত খাজা (র)-এর নিকট গমন করিয়া খিলাফতের দরজা লাভ করেন। তৃতীয়বার তিনি দিল্লী আগমন করিলে হযরত খাজা (র) মুরিদের ন্যায় তাঁহাকে আন্তরিক সম্মান প্রদর্শন করেন। সম্ভবত ইহা এইজন্য যে, ঐ সময় হযরত মুজাদ্দিদ (র) কাইউমিয়াতের দরজার গৌরবজনক সম্মান লাভ করিয়াছিলেন।

হযরত মুজাদ্দিদ (র) হযরত খাজা বাকীবিল্লাহ্ (র) হইতে যে তা'লীমপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই সম্পর্কে বাতেনী কামালাত অনুচ্ছেদে বর্ণনা করা হইবে।

বিবিধ বর্ণনা

ফলকথা, হযরত খাজা বাকীবিল্লাহ্ (র) হিজরী ১০০৯ সালের রজব মাসে তাঁহাকে খাস নিসবত দান করিয়া সিরহিন্দ শরীফে পাঠাইয়া দেন। ইহার পর তিনি মুজাদ্দিদ আলফেসানী ও কাইউমে আউয়ালরূপে বিখ্যাত হন।

হযরত মুজাদ্দিদ (র) কাদেরীয়া, চিশতীয়া এবং নক্শবন্দীয়া ও মুজাদ্দিদীয়া—এই চার সিলসিলায় বাইআত করিতেন। কিন্তু তাঁহার পর তাঁহার খলীফাগণ কেবল কাদেরীয়া ও নক্শবন্দীয়া সিলসিলায় মুরিদ করিতেন। তাঁহার তরফ হইতে চলিয়া আসা সিলসিলায়ে কাদেরীয়াকে সিলসিলায়ে কাদেরীয়া-মুজাদ্দিদীয়া বলা হয়।

হযরত মুজাদ্দিদ (র) হজ্জের সফর করিবার মানসে সিরহিন্দ শরীফ হইতে রওয়ানা হইয়া দিল্লী উপনীত হইয়াছিলেন। দিল্লীতে হযরত খাজা বকীবিল্লাহ্ (র)-এর সোহবতের দরুন হজ্জের সফর করিতে সক্ষম হন নাই এবং তৎপর আর কখনও তাঁহার হজ্জ করিবার সুযোগ হয় নাই। ঐ প্রসঙ্গে যদি বলা হয় যে, তিনি মুজাদ্দিদীয়াত ও কাইউমিয়াতের দায়িত্বপূর্ণ খেদমত সম্পাদনের দরুন হজ্জ করিবার সুযোগ লাভ করেন নাই, এইরূপ বর্ণনা তাঁহার উচ্চ শানের খেলাফ বলিয়া মনে হয়। সম্ভবত অন্যান্য বাধা-বিঘ্নের দরুন তিনি হজ্জ সম্পন্ন করিতে সক্ষম হন নাই। যদি কোন কোন লেখকের বর্ণনা অনুযায়ী এরূপ ধারণা করা হয় যে, হজ্জ মুজাদ্দিদ (র)-কে যিয়ারত করিবার উদ্দেশ্যে কা'বা শরীফে স্বয়ং আগমন করিয়াছিলেন, এমতাবস্থায় তিনি কেন কা'বা শরীফ যিয়ারত করিতে গমন করিবেন। এইরূপ কথার যুক্তি হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর সুন্নতে নববীর পায়রবী হইতে বহু দূরে। কেননা হযরত নবী করীম (সা) হজ্জ করিবার উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফ হইতে মক্কা শরীফে এমন সময় তশরীফ আনিয়াছিলেন যখন রাস্তাঘাট বড়ই বিপদসঙ্কুল ছিল এবং তৎপরও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার পর তিনি দুইবার হজ্জ করিতে তশরীফ আনিয়াছিলেন। এই বিষয়ের প্রকৃত ভেদ আলেমুলগায়েব আল্লাহ্ তা'আলাই জ্ঞাত।

উপরিউক্ত তাৎপর্যের দৃষ্টিকোণ হইতে আলোচনার ক্ষেত্রে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। প্রসঙ্গত মকতুবাত শরীফের দ্বিতীয় দফতরের ৭২ নং মকতুবে

www.pathagar.com

হযরত মুজাদ্দিদ (র) স্বীয় পুত্র হযরত খাজা মুহাম্মদ মাসুম (র)-কে কা'বার হাকীকতের সহিত মিলন এবং কাবার সুরতের দিকে সুরতের যিয়ারতের ঔৎসুক্য বর্ণনা করিতে যাইয়া যাহা ফরমাইয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। উক্ত মকতুব হইতে নিম্ন অনুচ্ছেদটি উদ্ধৃত করা হইল ঃ

"... ... ... বনী ইসরাঈলের নবী (আ)-গণের কা'বা হইতেছে বায়তুল মুকাদ্দিস। এই ঘরের কামালাতের বিকাশ শেষ পর্যন্ত কা'বায়ে মোয়াযযমার কামালাতের দিকে প্রত্যাবর্তন করিয়া ইহার সহিত মিলিত হয়াছে, কেননা চতুর্দিকস্থ প্রান্তদেশগুলি শেষ পর্যন্ত স্বীয় কেন্দ্রের সহিত মিলিত হইতে বাধ্য! রাস্তা যে পর্যন্ত কেন্দ্ররূপ সিরাতুল মুস্তাকিমে না পৌছে সে পর্যন্ত অভীষ্টের দিকে পৌছিতে পারে না।

واشوقاه الى لقاء الكعبة المعظمة

(হায়রে—কা'বায়ে মোয়াযযমার যিয়ারতের জন্য আমার কি ভীষণ ঔৎসুক্য।)

আল্লাহ্ তা'আলা ফরমাইতেছেন ঃ

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ.

"মানুষের জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর প্রস্তুত করা হইয়াছে ইহা কা'বায়ে মোয়াযযমা। ইহা সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য বরকত ও হেদায়েতে পূর্ণ। ইহাতে উজ্জ্বল নিদর্শন রহিয়াছে যাহার একটি হইতেছে মাকামে ইব্রাহীম। যে এই ঘরে প্রবেশ করে সে আমানপ্রাপ্ত এবং রাস্তার খরচ হইলে আল্লাহ্র জন্য এই ঘরের হজ্জ করা মানুষের জন্য ফরয এবং যে ব্যক্তি ইহা অস্বীকার করে, আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত বিশ্ববাসী হইতে বে-নেয়াজ।" (সূরা আলে ইমরান)

যদিও আল্লাহ্ তা'আলার ফযলে কা'বার হাকীকতের সহিত মিলনের সুযোগ ঘটিয়াছে এবং ইহার পরে অগণিত তরক্কী হাসিল হইয়াছে কিন্তু সুরত—কা'বার সুরতের সাক্ষাতের জন্য উদগ্রীব। হজ্জ—ফরযে আকবর হইয়াছে এবং অধিকতর নিরাপত্তার দরুন রাস্তার আমানও সাধিত হইয়াছে, ফলে এই ফরযটি আদায় করিবার পূর্ণ ঔৎসুক্যও আছে কিন্তু উপর্যুপরি বিলম্ব ঘটিতেছে এবং সফরের ইসতিখারাও অসামঞ্জস্য ঠেকিতেছে। আমি বিশেষ উত্তমরূপে তাওয়াজ্জুহ্ করিয়া দেখিয়াছি কিন্তু এতদসত্ত্বেও চলিবার রাস্তা দৃষ্টিপথে উদিত হয় না এবং কা'বা পর্যন্ত পৌছা মানসপটে দৃষ্ট হয় না। কি করা যায়। ফরয আদায় করিবার ক্ষেত্রে বিলম্ব ঘটাইতে যাইয়া এই

www.pathagar.com

শ্রেণীর ওযর মূল্যহীন। যাহা হউক আল্লাহ্ তা'আলার তৌফিকের মাধ্যমে ফরয হজ্জ আদায় করিবার নিয়ত করিয়া গৃহ হইতে নিক্রান্ত হওয়া প্রয়োজন এবং বড়ই আন্তরিকতার সহিত মনজিলগুলি অতিক্রম করা উচিত। যদি পৌঁছিয়া যাই, তাহা হইলে ইহা ভারী নেয়ামত হইবে এবং যদি রাস্তাতেই রহিয়া যাই তাহা হইলে ইহাতে বহু কিছু আশা করা যাইতে পারে।

رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْلَنَا اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَئٍ قَدِيْرٌ ـ

"হে আমাদের প্রতিপালক ! আপনি আমাদের নূরকে পরিপূর্ণ করুন এবং আমাদের মার্জনা করুন। আপনি সমস্ত কিছুই করিতে পারেন। এবং আমাদের সরদার—হযরত মুহাম্মদ, তাঁহার পরিবারবর্গ ও সাহাবীগণের উপর দরূদ, বরকত ও সালাম হউক।"

(সূরা তাহ্রীম ঃ ৮)

কা'বা শরীফের যিয়ারতের যওক সম্পর্কে হযরত মুজাদ্দিদ (র) মকতুবাত শরীফের প্রথম দফতরের ২৩৩ নং মকতুবে লিখিতেছে, "কিছু দিবস যাবত হারামাইন শরিফাইনের যিয়ারতের বড়ই ইচ্ছা ও ঔৎসুক্য পয়দা হইয়াছে এবং বর্তমান সফরের কারণও এই খাহেশ ও ঔৎসুক্য। যেহেতু এই ইচ্ছাটুকু সম্পর্কে আপনার সহিত পরামর্শ করা দরকার, এইজন্য আপনার অন্যত্র চলিয়া যাইবার খবর শুনিয়া ইচ্ছা মুলতবি রহিল।"

হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর উপরিউক্ত পত্র হইতে তাঁহার হজ্জ উদ্‌যাপন বিষয়ক জটিলতার মীমাংসা হইয়া যায়। তাঁহার নিজস্ব উক্তি হইতে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, কা'বার হাকিকতের সহিত তাঁহার মিলনের সুযোগ ঘটিয়াছে কিন্তু সুরত—কা'বার সুরতের সাক্ষাতের জন্য উদ্‌গ্রীব অর্থাৎ তিনি জাহেরীভাবে হজ্জ উদযাপনের জন্য উদ্‌গ্রীব। তিনি পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন, যে হজ্জ—ফরযে আকবর হইয়াছে এবং রাস্তাও নিরাপদ এবং এই ফরযটি আদায় করিবার পূর্ণ ঔৎসুক্য আছে। কিন্তু উপর্যুপরি বিলম্ব ঘটিতেছে। তাঁহার বর্ণনা দৃষ্টে ইহাও পরিষ্কার হইয়া যায় যে, হজ্জ উদ্‌যাপনের পরিপূর্ণ ঔৎসুক্য তাঁহার আজীবন ছিল কিন্তু কোন কারণবশত ঘটে নাই। এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলাই সমধিক জ্ঞানী। হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর উক্তির প্রেক্ষিতে এই বিষয়ে অন্যান্য বিবিধ বর্ণনার উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

মুজাদ্দিদীয়া সিলসিলায় হজ্জের সফর ও কা'বার যিয়ারতের গুরুত্ব কোন প্রকারেই কম দেওয়া হয় নাই; কেননা হযরত মুজাদ্দিদ (র) পুত্র দ্বিতীয় ক্বাইউম (র) অত্যন্ত বিবেচনা ও যত্নসহকারে মক্কা শরীফে গমন করিয়া হজ্জ সমাধা করেন।

হযরত মুজাদ্দিদ (র) হিজরী ১০০৭ সনে হযরত খাজা বাকীবিল্লাহ্ (র)-এর নিকট বাইআত গ্রহণ করেন এবং হিজরী ১০০৯ সালে তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হইতে মুজাদ্দিদীয় ক্বাইউমীর খালয়া'ত লাভ করেন। ইহার ভেদ সকলের

www.pathagar.com

বোধগম্য নয় বরং বিশেষ শ্রেণীর লোক ইহা হইতে ফয়েয লাভ করিতে পারেন। এই বিষয়টি আলমে বাতেনের অন্তর্গত। সর্ব সাধারণের জন্য কেবল এতটুকু জানিয়া রাখা যথেষ্ট যে, যেই ভাবে নবী (আ)-গণ তাঁহাদের যামানায় নবুয়তের দাবি করিয়াছিলেন অনুরূপভাবে হযরত শেখ আহমদ (র) ও মুজাদ্দিদীয়াত ও ক্বাইউমিয়াতের দাবি করিয়াছিলেন।

তিনি জাহেরী আলিমগণকে জাহেরী দলীলের সাহায্যে এবং বাতেনী আলিমগণকে বাতেনী দলীলের দ্বারা বিষয়টি বুঝাইয়া দিয়াছেন। যদ্দ্বারা সকলের মনেই সান্ত্বনা আসিয়াছে যে, দরজায়ে কাইউম কি ছিল এবং ইহা কি ? উল্লিখিত বিশদ বিবরণী হইতে প্রতীয়মান হয় যে, বেলায়েত ও নবুয়তের মাঝখানে এই মাকাম। কিন্তু রওজাতুল কাইউমিয়া গ্রন্থে এই সম্পর্কে যে সংজ্ঞা লিখিত আছে উহার শেষ অনুচ্ছেদটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল ঃ

"খেয়ালে আসার মত কিছুই ক্বাইউমের মরযী ও হুকুম ব্যতিরেকে প্রকাশ পায় না।" মুজাদ্দিদীগণের এইরূপ আকীদা সমীচীন নহে। তাহা হইলে ইহা বলিতেই হইবে যে, এই বিষয়টির বর্ণনা ঠিকমত দেওয়া হয় নাই বা বর্ণনাটির ধারা ভাল হয় নাই। কিন্তু এই ধারণাগুলি বাতেনী তা'লীম হইতে পৃথক নহে। বাতেনপন্থীগণ আলমে জাহের ও আলমে বাতেন নামক দুইটি আলম বিশ্বাস করেন। তাঁহারা উপলব্ধি করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা এই উভয় আলমের ব্যবস্থাপনার জন্য পৃথক পৃথক কর্মচারি নিয়োগ করিয়াছেন। আলমে জাহেরের কর্মচারিগণ সুলতানের এবং আলমে বাতেনের কর্মচারিগণ যামানার কুতুবের উপর আছেন। ক্বাইউমিয়াতের দরজাটি যমানার কুতুবের প্রতিষ্ঠিত। যেইভাবে সুলতানের মরযী অনুসারে আলমে জাহেরে কার্যনির্বাহ হয়, অনুরূপভাবে আলমে বাতেনের কার্যাবলিও কুতুব ও ক্বাইউমের মরযী অনুযায়ী সম্পন্ন হইয়া থাকে। যেইরূপভাবে সুলতানের মরযী আল্লাহ্ তা'আলার মাশীয়াত (ইচ্ছা) ও তকদীরের অনুসরণ করে, অনুরূপভাবে ক্বাইউম অথবা কুতুবের মরযীও আল্লাহ্ তা'আলার মাশীয়াত ও তকদীরের অনুসরণকারী।

প্রথম যমানায় একের পর এক নবী (আ)-এর আবির্ভাব হইত এবং আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে মানুষের ইল্ম ও আখলাকের তা'লীম হইত যেন লোক সচেতন থাকে এবং গাফলাতের নিদ্রায় গ্রেফতার না হয় ও আল্লাহ্ তা'আলার আহ্কাম ভুলিয়া না যায় ; অনুরূপভাবে উম্মতে মুহাম্মদী (সা)-এর মধ্যে ইল্মে জাহের ও ইল্মে বাতেনের যত আলিম আছেন তাঁহাদের উপর মানবকে শরীয়ত সম্পর্কে সচেতন রাখবার দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে। মুজাদ্দিদ আলফেসানীর সম্পর্কে এই বৈশিষ্ট্য ছিল।

www.pathagar.com

হিজরী দশম শতাব্দীর পর তাঁহার অভ্যুত্থান হয় এবং তিনি মুজাদ্দিদ আলফে সানীর লকব দ্বারা বিশেষভাবে পরিচিত হন এবং ক্বাইউমিয়াতের নিয়ামতও লাভ করেন। 'রওযাতুল ক্বাইউমিয়া' গ্রন্থকার খাজা মুহাম্মদ এহসান লিখিয়াছেন, "দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে হাজার বৎসর সূর্যরশ্মি পড়িবার পর যেই লাল প্রস্তর পয়দা হয়, উহা সকল প্রস্তর হইতে অধিক মূল্যবান হয়। হযরত মুজাদ্দিদ (র)—হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা) ও হযরত ওমর ফারূক (রা)-এর ন্যায় দুইটি পর্বতের মধ্যে অবস্থিত। উক্ত দুই মনীষীর প্রথমজন হইতে তরীকতের নিসবত ও দ্বিতীয় জন হইতে বংশের নিসবত রহিয়াছে। হযরত রাসূলে মকবুল (সা)-এর দীন ইসলামের সূর্যের ফয়েয সহস্র বৎসর ধরিয়া পৌঁছিবার পর হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী (র)-এর অভ্যুত্থান হয়।

ক্বাইউমের মাকামে পৌঁছার দরুন তাঁহার উপর যে সমস্ত মা'রিফাত ও বিশেষ ভেদরাজির দ্বার উদঘাটিত হইয়াছিল উহা নিম্নলিখিত চারি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে ঃ

১. কুরআন মজীদের হরফে মুকাত্তায়া'ত ও আয়াতে মুতাশাবেহাতের তাবিল বা ব্যাখ্যা। তিনি কাহারও নিকট ইহা প্রকাশ করেন নাই।

২. ঐ সমস্ত মা'রিফাত যাহা তিনি তাঁহার আওলাদগণ ব্যতীত অন্যের নিকট প্রকাশ করেন নাই।

৩. ঐ সমস্ত মা'রিফাত যাহা তিনি স্বীয় খাস মুরিদ ও রাজদারগণের নিকট বিশেষ গোপনীয়তা সহকারে বয়ান করিয়াছেন।

৪. ঐ সমস্ত মা'রিফাত যাহা তিনি সালেকগণের শিক্ষা-দীক্ষা বা প্রার্থিগণের চাহিদা অনুযায়ী স্বীয় রিসালা (পুস্তিকা) বা পত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর ও নূরজাহানের ফেত্না

হিজরী ৯৭৭ সালের ১৭ই রবিউল আউয়াল মোতাবেক ঈসায়ী ১৫৬৮ সালে আগ্রা জেলার অন্তর্গত ফতেহপুর সিক্রিতে সেলিম (জাহাঙ্গীর) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজ পিতা বাদশাহ্ আকবরের মৃত্যুর পর হিজরী ১০১৪ সাল মোতাবেক ঈসায়ী ১৬০৫ সালে ৩৮ মতান্তরে ৩৬ বৎসর বয়ক্রমকালে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

ঈসায়ী ১৫৬২ সালে রাজপুতানার জয়পুরাধিপতি রাজা বিহারী মল্লের জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত বাদশাহ্ আকবরের বিবাহ হয় এবং বিবাহের পর তাঁহার নামকরণ হয় মরইয়ম যমানী। জাহাঙ্গীর তাঁহারই গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

জাহাঙ্গীরের চরিত্রে বহু গুণের সমাহার ছিল এবং তাঁহার যোগ্যতা, কর্মশক্তি, রাজনৈতিক জ্ঞান ও জটিল সমস্যাদির সমাধানসহ অন্যান্য সদগুণেরও কোন অভাব ছিল না ; কিন্তু বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, প্রকৃত পক্ষে তাঁহার চরিত্রে দৃঢ়তার কিছু অভাব ছিল এবং কখনও কখনও বহুরূপীর ভাব পরিলক্ষিত হইত ; অপর পক্ষে তিনি আশেক মেজাযী ছিলেন। বাদশাহ্ আকবর নিজে পঞ্চাশ বৎসর রাজত্বকালে সাম্রাজ্যব্যাপী যে পরিবেশ ও আবেষ্টনী সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং তাঁহার দরবারে বিভিন্ন মতাবলম্বীর যে সমাবেশ ঘটিয়াছিল, জাহাঙ্গীর যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই অজ্ঞাতসারে উক্ত পরিবেশজনিত আওতার ভিতর লালিত-পালিত হইয়াছিলেন। ইহা তাঁহার জন্য অস্বাভাবিক ছিল না। উক্ত পরিবেশজনিত ছোঁয়াচ হইতে তাঁহার জীবনে যে ছাপ পড়ে তাহা হইতে মুক্ত হওয়া সহজসাধ্য ছিল না। কাজেই বাদশাহ্ হইয়া তাঁহার রাজনৈতিক তথা সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি উক্ত পরিবেশমূলক রঙেই প্রকাশ লাভ করিল। বাদশাহ আকবরের মৃত্যুর পর শাহী দরবারে যে প্রভাব বিদ্যমান ছিল সেই প্রভাব সৃষ্টিকারিগণ সহজেই তাঁহার উপর সুযোগ গ্রহণে সমর্থ হয়। তিনি নিজ মতের সহিত পিতার ও পিতৃ আমলের আমীর, উমারা ও অমাত্যবর্গের মত ও পথ অনুযায়ী স্বীয় কর্মসূচি গ্রহণ করেন ও সেইভাবে রাজ্য পরিচালনা শুরু করেন।

www.pathagar.com

তাঁহার আশেক মেজাযসুলভ মনোভাব ও উহা হইতে উজ্জীবিত উদার দৃষ্টিভঙ্গি এবং নিজ পিতৃ আদর্শের প্রতি অনুকম্পা ও পরাকাষ্ঠার সুযোগ গ্রহণ করিয়া তৎকালীন দরবারের প্রতিপত্তিশীল গোষ্ঠী তাঁহাকে মাযহাবী বিষয়ে উদাসীন করিয়া দেয়। পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে, বাদশাহ্ আকবর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে নিজ প্রবর্তিত ধর্ম এবং খেয়ালাতের অসারতা ও ভ্রান্তি উপলব্ধি করিয়া তওবা করেন। জাহাঙ্গীর নিজ পিতার মৃত্যুকালীন তওবা করার কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করেন ও তুযুকে লিপিবদ্ধ করেন ; কিন্তু তথাপি ইহা অতীব আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তিনি বাদশাহ্ হইয়া পিতৃ-ধর্মের অনুসারী হইয়া পড়েন।

বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল আলোচনার ক্ষেত্রে মাযহাব ও শাসন—এই দুইটি প্রধান বিষয় বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তন্মধ্যে মাযহাব বিষয়ক ভাবধারাটি সমধিক প্রধান, কেননা মাযহাবের দৃষ্টিভঙ্গির সহিত শাসনের ধারা ও ক্ষেত্র জড়িত। বাদশাহ্ আকবরের রাজত্বকাল দীনে ইলাহী মাযহাবসহ হিন্দু, শীয়া, জৈন, রাফেজী ও খৃস্টান পাদ্রী এবং ওলামায়ে ছু' ও ভণ্ড পীরের প্রাধান্য ও প্রভাব পরিবেষ্টিত ছিল এবং জাহাঙ্গীর বাদশাহ্ হইয়া এই প্রভাবের আওতায় পতিত হন। ইহা ব্যতীত নূর জাহানের প্রভাবও তাঁহার উপর বিশেষ প্রাধান্য বিস্তার করে।

অবশ্য ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, বাদশাহ্ আকবর নিজ খেয়ালের বশবর্তী হইয়া এবং হিন্দু, জৈন ও ইসলামের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারীদল ইত্যাদির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া দীনে ইলাহী নামক নূতন ধর্ম প্রবর্তন দ্বারা যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং তৎকালীন ওলামায়ে ছু' ও ভণ্ডপীর ইহাতে যে ইন্ধন যোগাইয়াছিলেন, তাহাতে আমীর উমারা অমাত্যবর্গ এবং দেশের এক বিশেষ জনসাধারণ এই ধর্মের অনুসারী হইয়া পড়ে। নীতিগত দিক দিয়া পরবর্তী বাদশাহ্ এই প্রভাবে আবদ্ধ হইয়া থাকেন। কেননা আকবর জীবিত থাকার সময়েই জাহাঙ্গীরের উপর ইহার প্রভাব বর্তাইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে বাদশাহ্ আকবর নিজ বাতিল ও অসার ধর্মের মাধ্যমে যে পঙ্কিলতার স্রোত জারি করিয়াছিলেন এবং ইসলাম ব্যতিরেকে সকল ধর্মের প্রতি সমান ব্যবহার করার ছদ্মবেশে অন্যান্য ধর্মকে যে প্রশ্রয় দান করিয়াছিলেন, বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের আমলে ইহা বিকট মূর্তি ধারণ করিয়া ইসলামকে মহাবিপন্ন করিয়া দিয়াছিল, যাহার ফলে হিন্দুস্থানসহ বহু দেশ হইতে পবিত্র ইসলামের নাম-নিশানা মুছিয়া যাইতে বসিয়াছিল। তিনি হয়তো বা দীন-ইসলামের প্রতি তত উদাসীন ছিলেন না, কিন্তু সময় নিজ মেযাজসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি, পরিবেশ এবং সর্বোপরি পিতৃ আদর্শ ও আকীদা তাহার বহুরূপী স্বভাবের মধ্যে প্রেরণা দান করিয়া পিতৃ ধর্ম গ্রহণের অনুকূলে ইসলামী আকীদার বিরোধিতায় সহায়তা করে। তিনি নিজ পিতার ন্যায় মুরিদ করিতেন এবং আল্লাহ্ তা'আলাকেও বিশ্বাস করিতেন। সত্যিকারভাবে ধর্ম বিষয়ে তাঁহার বহুরূপী ভাবই ছিল প্রকট।

www.pathagar.com

ইসলামের এই ঘোর দুর্দিনে হযরত মুজাদ্দিদ (র) হিন্দুস্থানের বুকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উম্মতগণের জন্য দ্বিতীয় হাজার বৎসরের মুজাদ্দিদরূপে অবতীর্ণ হইয়া আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত শক্তিতে বলীয়ান হইয়া পবিত্র ইসলামকে সকল ফেত্নার পঙ্কিল হইতে মুক্ত করেন এবং শিরক, বিদআত ও যুলমাত বিদূরিত করিয়া দীন ইসলামকে শক্তিশালী ও উজ্জ্বল করেন। বাদশাহ্ আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলে দীন ইসলামের সংস্কারের জন্য সাধারণ মুজাদ্দিদ নহে—বরং মহা শক্তিশালী দ্বিতীয় হাজারের মুজাদ্দিদ আগমনের তাৎপর্য হইতে নিঃসন্দেহরূপে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, তৎকালে দীন-ইসলাম মহা দুর্দশাগ্রস্ত ও ভীষণ সঙ্কটে পতিত হইয়াছিল। উক্ত মহাসঙ্কট হইতে দীন রক্ষা করিতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রেরণ করিয়াছিলেন সহস্র বৎসরের মুজাদ্দিদ।

এই প্রসঙ্গে চতুর্থ পরিচ্ছেদে আকবরের মাযহাবী নীতির প্রতিক্রিয়া অনুচ্ছেদে বর্ণিত হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর উক্তিগুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তৎকালীন অবস্থার বিষয় উল্লেখ করিয়া উক্ত মকতুবগুলিতে তিনি লিখিয়াছেন যে, তৎকালে কি করিয়া কাফেরগণ মুসলমানগণের মসজিদ ভাঙিয়া মন্দিরে পরিণত করিত। হিন্দু একাদশীর দিন নিজেদের উপবাসজনিত অবস্থায় মুসলমানগণকেও খাদ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ে বাধা প্রদান করিত, মোবারক রযমান মাসে তাহারা প্রকাশ্যে খাদ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করিত এবং খোলাখুলিভাবে তাহাদের কুফরী রসুম আদায় করিত; অপরপক্ষে মুসলমানগণ অসহায়তা নিবন্ধন ইসলামী আহকাম জারি করিতে অপারগ ছিল। বাদশাহ্ মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও ইসলামের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দূরীকরণে কোনরূপ সহানুভূতি প্রকাশ বা কোন কার্যকর পন্থা অবলম্বন করিতেন না। এই অবস্থার দরুন হযরত মুজাদ্দিদ (র) আহত হৃদয়ে বলিতেছেন, "হায় আফসোস! বর্তমান বাদশাহ্ আমাদেরই একজন। অথচ আমাদের ন্যায় ফকীরদের অবস্থা এইরূপ শোচনীয়। (মকতুব নং ৯২, দফতর ২) ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তৎকালে মোগল সাম্রাজ্যে ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য মাযহাবের প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল।

প্রকৃতপক্ষে বাদশাহ্ আকবরের যামানা ছিল হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর জন্য প্রস্তুত হইবার যামানা। তিনি বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের আমলেই সত্যিকারভাবে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়েন। উপরিউক্ত উক্তিগুলির বিকাশ ও ইশারা উভয় বাদশাহী আমলের প্রতিই সমানভাবে প্রযোজ্য এবং ইহা হইতে বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের আমলের ধর্মীয় অবস্থার চিত্র পরিস্ফুট হয়। হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর এই সকল উক্তির প্রেক্ষিতে তৎকালীন ধর্মের অবস্থার বিষয়ে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। ঐতিহাসিক বাদানুবাদের উর্ধে উঠিয়া কেবল নিঃসন্দেহে ইহা বলা যাইতে পারে যে, হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর উক্তিগুলিই তৎকালীন অবস্থার খাঁটি ও নির্ভরযোগ্য দলীল।

www.pathagar.com

অতএব হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর উপরিউক্ত উক্তি হইতে যাহা অনুধাবন করা যায় তাহাতে ইহাই সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর ধর্ম বিষয়ে বিশেষ উদাসীন ছিলেন এবং নিজ পিতার ধর্মমত হইতে কিছু কিছু গ্রহণসহ ইসলাম বিরোধী কার্যে লিপ্ত হন এবং তাঁহার সাম্রাজ্যে উহা জারি ছিল। বিশেষ করিয়া হিন্দু, জৈন, রাফেজী ও অন্যান্য মতাবলম্বীর প্রতি তাঁহার উদার মনোভাব ও অনুকম্পা প্রদর্শন এবং জীবহত্যার নিষেধাজ্ঞা, জিযিয়া কর রহিত এবং অন্যান্য ইসলামী শেয়া'রের প্রতি অবহেলা ইত্যাদির মাধ্যমে তাঁহার ধর্ম বিষয়ে উদাসীনতার প্রমাণ পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে উলামায়ে ছু' ও ভণ্ডপীরের ধর্মবিরোধী কার্যকলাপের প্রতি উদাসীনতাও তাঁহার মাযহাবী উদাসীনতার পরিচয় দান করে। হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর উক্তিগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের আমলেও হিন্দুস্থানের বুকে পবিত্র ইসলাম ধর্ম বাদশাহ্ আকবরের আমলের মতই দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কেননা হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর প্রকৃত মুজাদ্দিদীয়তের কর্মসূচি বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের উপর বর্তাইয়া বিকাশ লাভ করিয়াছিল এবং তিনি বাদশাহ্ তথা শাহী দরবার ও প্রভাব সৃষ্টিকারীদের ইসলাহ্ করিয়া দীন-ইসলামকে ফেত্না ও ফাসাদ হইতে মুক্ত করেন; যদিও ইহা অস্বীকার করিবার কোনই কারণ নাই যে, তিনি বাদশাহ্ আকবরের সময় হইতেই নিজ মুজাদ্দিদী জীবনের কর্মসূচি গ্রহণ করিয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে ইহার আভাস দান করা হইয়াছে।

এই অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ে দীন-ইসলামের সংস্কার তথা রক্ষণাবেক্ষণ কার্যই তাঁহার মুজাদ্দিদীয়ত। তিনি তাঁহার কার্য সম্পাদন করিয়াছেন এবং উক্ত সংস্কারের জের আজিও চলিয়াছে। তিনি নিজ কর্ম-পদ্ধতির দ্বারা বহু পংকিলতা দূরীকরণ, বাধা-বিপত্তি ও বিঘ্ন-দুর্ঘটনা এড়াইয়া এমন কি কারাযন্ত্রণা ভোগ করিয়াও বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরকে ইসলাহ্ করেন এবং শাহী দরবারে ইসলামবিরোধী শক্তিকে পঙ্গু করিয়া দীন-ইসলামকে এই দুরবস্থা হইতে রক্ষা পূর্বক পূর্ব হইতেও উজ্জ্বল ও সতেজ করেন। তিনি শাহী দরবারে এরূপ সংস্কার প্রতিষ্ঠা করেন যাহার জের সুদূরপ্রসারী ছিল এবং অদ্যাবধি জারি রহিয়াছে। এই কর্মপদ্ধতিই তাঁহার মুজাদ্দিদীয়ত এবং ইহাতেই তাঁহার কৃতিত্ব ও কামিয়াবী।

বড়ই দুঃখের সহিত ইহা উল্লেখ করিতে হইতেছে যে, পাক ভারতের অধিকাংশ ইতিহাস লেখক হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর কর্ম-পদ্ধতির উল্লেখ ও আলোচনা হইতে বিরত রহিয়াছেন। যদিও ইহা কাহারও অজানা থাকার কথা নহে যে, হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর কার্যপদ্ধতি ও প্রভাব বাদশাহ্ আকবর ও জাহাঙ্গীরের শাসন কাঠামো, পরিচালনা পদ্ধতি ও আকীদা সংক্রান্ত বিষয়ে কিরূপ ব্যাপক পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছিল যাহার ফল সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল; অথচ এক শ্রেণীর ইতিহাস লেখকের

www.pathagar.com

লেখনী-প্রসূত বাস্তব ঘটনাবলির ইতিহাস হইতেও তাঁহার প্রসঙ্গে নীরবতার ভূমিকা সত্যিকার বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ।

পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে, বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল—মাযহাবী ও রাজনৈতিক শাসন এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথমেই তাঁহার মাযহাবী আকীদা ও দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করা হইল।

বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের মাযহাবের উপর নযরসানী

জাহাঙ্গীর বাদশাহ্ আকবরের পুত্র এবং মুরিদও ছিলেন। বাদশাহ্ আকবরের ধারণা ও বিশ্বাসাদি জাহাঙ্গীরের স্বভাবের মধ্যে পরিলক্ষিত হইত। ইহা সময় সময় হয়তো বা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহার মধ্যে মাথাচাড়া দিয়া উঠিত। তিনি সূর্যকে বড়ই তাযীম করিতেন এবং সসম্মানের শব্দ করিয়া সূর্যের নাম উচ্চারণ করিতেন। তিনি জ্যোতিষীগণকে বিশ্বাস করিতেন এবং তাহাদের জ্যোতিষ শাস্ত্রের পরামর্শ অনুযায়ী শুভ লক্ষণ বাছ-বিচার করিয়া বড় বড় কার্য আরম্ভ করিতেন। তিনি দ্বাদশ বুরুজের অনুকরণে দ্বাদশটি টাকশাল নির্মাণ করিয়াছিলেন। যাহার বিভিন্ন দিকে এক একটি বুরুজের ছবি খোদিত ছিল। নক্ষত্রগুলির যাবতীয় কার্যের মধ্যে প্রভাব আছে বলিয়া তিনি ধারণা পোষণ করিতেন। এই জন্য ইহাদিগকে নূরে ইলাহীর বিকাশস্থল বলিয়া তাঁহার ধারণা ছিল এবং ইহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাও জরুরী মনে করিতেন।

বাদশাহ্ আকবরের ন্যায় বাদশাহ জাহাঙ্গীরের রাজদরবারেও জ্যোতিষীদের প্রভাব ছিল। এই বিষয়ে শ্রী নরেন্দ্র নাথ বাগল—১৩৬২ সালের প্রবাসী পত্রিকায় এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন। কৃষ্ণ দৈবজ্ঞ সম্রাট জাহাঙ্গীরের সভায় প্রধান জ্যোতিষী ছিলেন। তিনি ১৬২০ খৃস্টাব্দে ভাস্করের বীজগণিতের উপর 'নবাঙ্কুর' নামক টীকা, শ্রীপতির জাতক পদ্ধতির টীকা, ছাদক নির্ণয় পুস্তিকা রচনা করেন। ছাদক নির্ণয় পুস্তিকায় চন্দ্র সূর্য গ্রহণ সম্পর্কে নানা বিষয় দম্পতি যুগলের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বর্ণিত আছে। কৃষ্ণ দৈবজ্ঞের জন্মস্থান পয়োষ্ণী তীরে বিদর্ভ দেশের অন্তর্গত দধি গ্রামে। তিনি যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ ছিলেন।"

উপরিউক্ত তথ্যগুলির প্রেক্ষিতে বাদশাহ্ হইয়া জাহাঙ্গীর যে নীতি ও কার্যপদ্ধতি শুরু করিযাছিলেন তাহা সহজেই অনুমেয়।

মাযহাবে আ'কল পরস্তি

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মাযহাব সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যক্তিগত অভিমত ব্যক্ত করা বিদ্রোহ করার সামিল; কিন্তু বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর এইরূপ করিতে অভ্যস্ত ছিলেন, যদিও এই গর্হিত কার্যটি তাঁহার পিতা হইতে তাঁহার মধ্যে বড়ই অল্প পরিদৃষ্ট হইত।

www.pathagar.com

পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে, তিনি নিজ পিতার ন্যায় মুরিদ করিতেন এবং ইহাও তলকীন করিতেন যে, কোন মাযহাবের দুশমনীর দ্বারা স্বীয় সময়কে অপবিত্র করিও না, সমস্ত মাযহাবপন্থীর সহিত আপোসের ভাব বজায় রাখ এবং কোন প্রাণীকে যুদ্ধ ও শিকার ব্যতীত স্বহস্তে হত্যা করিও না। তিনি উপদেশ দান করিতেন যে, নক্ষত্ররাজিকে দরজা অনুযায়ী সম্মান কর। কেননা ইহারা আল্লাহ্‌র নূরের বিকাশস্থল এবং ঘটনাবলি ও অবস্থাবলিতে প্রকৃত প্রভাবকারী আল্লাহ্‌কেই ধারণা কর। সকলের সহিত এই আপোসের ভাববশত যেইরূপ তিনি মুসলমান পীর-ফকীরকে ভক্তি করিতেন, অনুরূপভাবে হিন্দু সাধুদিগের সহিতও ভক্তিসহ মেলামেশা করিতেন ও তাহাদিগকে সম্মান প্রদর্শন করিতেন। আগুনকে আল্লাহ্‌র নূর বলিয়া তাঁহার আকীদা ছিল। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া তাঁহার পিতা আকবর মোমবাতির পূজা করিতেন। দশহরা, দিওয়ালী প্রভৃতি হিন্দু পর্বের সময় মেলা বসিত ও আমোদ-আহ্লাদ করা হইত। তাঁহাদের রাজনীতির স্বরূপ এই ছিল যে, হিন্দু মুসলমান উভয় জাতির বাদশাহ্‌কে উভয় কওমের মাযহাবী জযবাতের বিকাশস্থল হওয়া দরকার।

বাদশাহ্ আকবর সারা বৎসরে মাত্র তিনমাস গোশ্‌ত ভক্ষণ করিতেন। কিন্তু বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর এতদূর অভ্যস্ত না হইলেও পিতৃ আদর্শের অনুকরণে সপ্তাহের দুই দিবস পশু যবেহ্ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার মতে শরাব পান করা ভাল না হইলেও যেই পরিমাণ পান করিলে উপকার হয়, সেইরূপ পান করা দূষণীয় নহে।

জাহাঙ্গীরের মাযহাব সম্পর্কে ধারণার উৎস

নওয়াব সৈয়দ ফরীদ, কর্লিজ খান, লালাবেগ প্রমুখ বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের শাহজাদা থাকাকালীন বন্ধু ও নির্ভরযোগ্য ছিলেন। এই ব্যক্তিগণ সকলেই মুজাদ্দিদ (র)-এর মুরিদ ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত এই ব্যক্তিগণ তাঁহার ইসলাহী কার্যে সহায়তা করেন। কিন্তু বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর শিশুকালে হযরত শেখ ছলিম চিশতী (র)-এর স্ত্রীর দুগ্ধ পান করিয়াছিলেন এবং তৎপর এইরূপ পরিবেশের মধ্যেই তাঁহার শৈশবকাল অতিবাহিত করেন।

হযরত ছলিম চিশ্‌তী (র) একজন বিশিষ্ট বুযুর্গ ছিলেন এবং তাঁহার হইতে বহু কারামত জাহির হইয়াছিল। তাঁহার পরিবারবর্গের মধ্যে অবশ্যই মাযহাবী জযবাত হওয়া বাঞ্ছনীয় কিন্তু এহেন মাযহাবী জযবাত যে একেবারে কুসংস্কার এবং শরীয়ত নিষিদ্ধ রসুম ও আ'দত হইতে মুক্ত ও পাক হইবে—ইহা কে বলিতে পারেন?

শামসুল উলামা যাকাউল্লাহ্‌র ধারণা মতে উক্ত ধাত্রীর সাহচর্য এবং তাঁহার শৈশবকালীন পরিবেশের দরুন জাহাঙ্গীর খোদপরস্ত ও নানাবিধ কুসংস্কারে লিপ্ত হইয়া দুনিয়ার কোন খবর রাখিতেন না।

www.pathagar.com

বাদশাহ্ আকবর ও জাহাঙ্গীর চিশ্তীয়া তরীকার বুযুর্গানদিগকে দেখিয়াছিলেন ও তাঁহাদের প্রতি আকীদা রাখিতেন। খাস করিয়া তাঁহারা হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহির সম্পর্কে উত্তম ধারণা পোষণ করিতেন। বাদশাহ্ আকবর নিজ পুত্র জাহাঙ্গীরের পয়দায়েশের শুকরিয়া আদায় করণার্থে আগ্রা হইতে পদব্রজে আজমীর শরীফ গমন করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর এতদূর করিতে সক্ষম না হইলেও যিয়ারত করিবার উদ্দেশ্যে আজমীর শরীফ গমন করিয়া আজমীর শরীফে কেল্লা ও হযরত খাজা (র)-এর মাযারের ইমারতাদি নজরে আসিলে অবশিষ্ট পথ পদব্রজে অতিক্রম করেন। এই অবশিষ্ট পথের দূর ছিল দুই মাইলের মত। তাঁহার এই আগমন উপলক্ষে পথের দুই ধারে দণ্ডায়মান ফকীর-মিস্কীনদিগের উপর স্বর্ণের বৃষ্টি বর্ষণ করান হয়। তিনি শহরের ছোট-বড় নির্বিশেষে সকলকে দাওয়াত করিয়া আহার করাইবার পর প্রত্যেককে অর্থ দান করেন। তৎপর তিনি পবিত্র মাযারে লঙ্গরখানার জন্য একটি ডেক খাড়া করেন এবং উহার মধ্যে খাদ্যদ্রব্য রান্না করা হয়। উক্ত ডেক তিনি আগ্রায় প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। উক্ত ডেকে এককালীন রান্না করা খাদ্যদ্রব্য পাঁচ হাজার লোক ভরপেট আহার করিল এবং বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া আহারকার্য সমাধা করাইলেন। তৎপর আহার গ্রহণকারীদের প্রত্যেককে বাদশাহ্ নিজ হস্তে আশরফী দান করেন।

আজমীর শরীফে অবস্থানকালে বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর জ্বরে আক্রান্ত হন। আরোগ্য লাভ করিবার পর তিনি উভয় কর্ণ ছিদ্র করাইয়া উহাতে মাড়োয়ারিদের এক আবদানা বসাইয়া দেন। অন্যান্য লোক এমন কি লশকরগণও বাদশাহের অনুকরণে নিজ নিজ কর্ণ ছিদ্র করাইল।

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে জ্ঞানবুদ্ধি দিয়া ভালোমন্দ যাচাই করিবার ক্ষমতা দান করিয়াছেন। শরীয়ত মানুষকে সৃষ্টির সেরারূপে নির্ধারিত করিয়াছে কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের বিষয় বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর নিজের তথা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানবকুলের নাসিকা কর্ণ ছিদ্র করাইয়া তাঁহার কি বুদ্ধির পরিচয় দান করিয়াছেন! তিনি এই ব্যাপারে গরু-ছাগলের ন্যায় মানুষের কর্ণ ছিদ্র করাইয়া মানব সমাজের চক্ষে হাস্যাস্পদ হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

اِنَّ فِى ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَرِ

(আল্লাহ্ তা'আলা বলেন) "নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে জ্ঞানীদের জন্য উপদেশ রহিয়াছে।"

(সূরা আলে ইমরান)

উপরিউক্ত আলোচনা হইতে বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের মাযহাবী আকীদার বিষয়ে উপলব্ধি করা যাইবে। নূরজাহানের কার্যকলাপ, প্রভাব ও মাযহাবী আকীদার উপর তাঁহার প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে নূরজাহান সংক্রান্ত আলোচনায় আলোচিত হইবে। নিম্নে

www.pathagar.com

তাঁহার রাজ্যশাসন সংক্রান্ত বিষয়ের কয়েকটা দিক লইয়া সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল।

এক শ্রেণীর স্বার্থপর ঐতিহাসিক মুসলমানের সমস্ত রাজত্বকেই সমালোচনা করিয়া থাকেন, কাজেই তাহাদের নিকট হইতে বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের কোন প্রশংসা প্রত্যাশা করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে, তিনি তত খারাপ নহেন যেইরূপ খারাপ বলিয়া তাঁহাকে চিত্রিত করা হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরকে উত্তম কর্মশক্তি ও যোগ্যতা দান করিয়াছিলেন। তিনি যেরূপ ব্যক্তিগত দাবি-দাওয়া, স্বার্থ, আরাম-আয়াসের নিরাপত্তার পক্ষপাতী ছিলেন, অনুরূপভাবে প্রজাগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তির অভিলাষ রাখিতেন। তাঁহার অন্তঃকরণে প্রজাদের প্রতি দরদ ছিল। বাদশাহের মাপকাঠি যাচাই করিবার ক্ষেত্রে এইগুলি নিঃসন্দেহে অতিশয় উচ্চস্তরের সৎগুণ। তিনি বলিতেন, "বাদশাহগণের উপর অবশ্য কর্তব্য যেন তাঁহারা জঙ্গলের হিংস্র জন্তু, পশু ও বাতাসে উড়ন্ত পক্ষীকুলেরও হেফাযত করে।" এইরূপ স্বভাবের বশবর্তী হইয়া তিনি রাজত্বের সকলের প্রতি সমভাবে সমবেদনা প্রকাশ ও ন্যায় বিচার করা অবশ্য কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন।

সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর তাঁহার সর্বপ্রথম কার্য হইল ইনসাফের শিকল লটকাইয়া দেওয়া, উদ্দেশ্য—যেন বিচারালয় হইতে অবিচার প্রাপ্ত মজলুম ফরিয়াদিগণ তাহাদের নিজ নিজ ফরিয়াদ এই শিকলের মাধ্যমে সরাসরি তাঁহার নিকট জানাইতে পারে। এই কার্যটির সঙ্গে সঙ্গে তিনি দ্বাদশটি ফরমান জারি করেন। এই ফরমানগুলি বিশ্লেষণ করিলে তাঁহার রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির পরিচয় মিলিবে। উক্ত ফরমানগুলির একটি ব্যতীত সমস্তই উত্তম ও গ্রহণযোগ্য। কেননা অগ্রহণীয় ফরমানটির ভিত্তি ইসলাম বিরোধী। পক্ষান্তরে উহা হিন্দু ধর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট। নিম্নে দ্বাদশটি ফরমান লিপিবদ্ধ করা হইল ঃ

১. তম্গা ও মীরবাহ্রী ইত্যাদি নামে যে সমস্ত ট্যাক্স সুবাদার ও জায়গীরদারগণ স্বীয় আয় বৃদ্ধিকল্পে নির্ধারিত করিয়াছিল উহা নিষিদ্ধ করা হইল।

২. যে সকল রাস্তাঘাটে চুরি-ডাকাতির আধিক্য রহিয়াছে এবং উহা জনগণের আবাদী হইতে দূরে অবস্থিত, উক্ত রাস্তাগুলির উপর যেন মসজিদ, সরাইখানা ও কূপ নির্মাণ করা হয়—উদ্দেশ্য হইতেছে এই সকল রাস্তাঘাট আবাদ করা। সওদাগরদের আসবাবপত্র তাহাদের বিনা অনুমতিতে রাস্তার মাঝে যেন খোলা না হয়।

৩. আমার রাজত্বে বসবাসকারী মুসলমান অথবা কাফের যে কেহই মৃত্যুমুখে পতিত হউক, উক্ত ব্যক্তির সম্পত্তি যেন তাহার ওয়ারিসগণকে প্রদত্ত হয় এবং অপর

www.pathagar.com

কেহ যেন উহাতে হস্তক্ষেপ করিতে না পারে। মৃত ব্যক্তির কোন ওয়ারিস না থাকিলে তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি রক্ষাকল্পে যেন স্থায়িভাবে একজন তহসিলদার নিয়োগ করা হয় এবং উক্ত সম্পত্তিলব্ধ অর্থ শরীয়তের বিধান অনুযায়ী মসজিদ, সরাইখানা, ভগ্নসেতু, পুষ্করিণী, কূপ ইত্যাদি নির্মাণ কার্যে ব্যয় করা হয়।

৪. শরাব প্রভৃতি অর্থাৎ শরীয়ত বিরুদ্ধ সমুদয় মাদক দ্রব্য যেন প্রস্তুত ও বিক্রয় করা না হয়।

আমি স্বয়ং শরাব পান করি এবং অষ্টাদশ বৎসর বয়ক্রমকাল হইতে এ যাবত অর্থাৎ অষ্টত্রিংশ বয়ক্রমকাল পর্যন্ত ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। প্রথমত আমি শরাবের বড়ই প্রয়াসী ছিলাম এবং কখনও কখনও অতিশয় তীব্র শরাবের বিংশ পাত্র পর্যন্ত পান করিতাম। ইহা ক্রমে ক্রমে আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলে আমি মাত্রা কম করিয়া দিয়াছি এবং সপ্ত বৎসরের মধ্যে পঞ্চদশ পাত্রের স্থলে পঞ্চ অথবা ষষ্ঠ পাত্র করিয়া দিয়াছি। ইহার পর কেবল রাত্রিকালে পান করিতাম এবং বর্তমানে একমাত্র আহার হজম করিবার নিমিত্ত পান করিয়া থাকি।

৫. সৈন্য ও সরকারী আমলাগণের সফরকালীন থাকিবার নিমিত্ত কাহারও গৃহ খালি করিয়া যেন দখল করা না হয়।

৬. কোন অপরাধের দরুন কোন ব্যক্তির যেন নাসিকা-কর্ণ কর্তন করিয়া শাস্তি দেওয়া না হয়। আমিও আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রতিশ্রুতি দান করিতেছি যে, কাহাকেও এরূপ শাস্তির দ্বারা কলংকিত করিব না।

৭. কোন জমিদার ও জায়গীরদার যেন কোন প্রজার জমি ছিনাইয়া লইয়া ক্ষেত খামার না করে।

৮. শাহী জমিজমার তদারককারী কোন হাকীম বা জায়গীরদার উক্ত অঞ্চলের কোন প্রজার গৃহে শাহী অনুমতি ব্যতিরেকে যেন বিবাহ-শাদী না করে।

৯. শহরে যেন হাসপাতাল স্থাপন করা হয় এবং ইহার ব্যয় শাহী জায়গীর হইতে আদায় করা হয়।

১০. আমার বুযুর্গ ওয়ালেদ মরহুমের তরীকা অনুযায়ী আমিও হুকুম জারি করিতেছি যে, আমার পয়দায়েশের দিন অর্থাৎ ১৮ই রবিউল আউয়াল এবং প্রতি সপ্তাহে দুই দিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার যাহা আমার সিংহাসনে আরোহণের দিন এবং রবিবার যাহা আমার ওয়ালেদ বুযুর্গের পয়দায়েশের দিন যেন কোন জানোয়ার যবেহ করা না হয়। ওয়ালেদ মরহুম রবিবারের তাযীম করিতেন। কেননা এইদিন—"নাইয়েরে আ'যম" অর্থাৎ মহাজ্যোতির সহিত সম্পর্ক রাখে। এই দিনকে তিনি সমুদয় সৃষ্টির প্রথম দিন বলিয়াও মনে করিতেন। অধীনস্থ দেশগুলিতেও উক্ত দিবস যবেহ নিষিদ্ধ ছিল।

www.pathagar.com

১১. আমার ওয়ালেদের রাজত্বকালে যাঁহারা যে পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এবং তাঁদের যেরূপ অযীফা নির্ধারিত ছিল, তাহা দস্তুর মোতাবেক বহাল করা হইল। এই রাজত্বের ইমামগণের পরিবারবর্গের জীবিকার নিমিত্ত যে ফরমান তাহাদের নিকট রহিয়াছে তাহাও দস্তুর মোতাবেক বহাল করা হইল। ইহারা দোয়ার লশ্‌কর। হিন্দুস্থানের বিশুদ্ধ সৈয়দগণের অন্তর্গত মীরানে সদরে জাঁহা আমার ওয়ালেদের রাজত্বকালে দীর্ঘকাল পর্যন্ত সদরাতের (পেশকার) কার্যে বহাল ছিলেন। আমিও হুকুম জারি করিতেছি যে, তিনি যেন যোগ্য লোকগণকে আমার নিকট পেশ করেন ও তাহাদের জন্য সুপারিশ করেন।

১২. দীর্ঘকাল ব্যাপী কারাবাসপ্রাপ্ত কয়েদীদের মুক্ত করিয়া দেওয়া হউক। তিনি উক্ত ফরমানগুলি জারি করিয়া উহা রাজত্বের সর্বত্র কার্যকরী করণের জন্যও হুকুম জারি করেন।[১]

পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে যে, সম্রাট আকবরের রাজসভায় হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায় ছাড়া জৈন সম্প্রদায়েরও প্রভাব ছিল এবং তিনি তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদের মতের অনুসরণ করিতেন, শ্রী অমৃতলাল শীল—প্রবাসী পত্রিকার ১৩৩০ সালের এক সংখ্যায় 'সম্রাট আকবর ও জৈনাচার্যগণ' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "আকবরের মৃত্যুতে মোঘল দরবারে জৈনদের প্রভাব অল্প কমিয়াছিল। জাহাঙ্গীর ১৬১১ খৃষ্টাব্দে এক ফরমানে পর্য্যুষণের বারদিন জীব হত্যা নিষেধ করিয়াছেন। জাহাঙ্গীরের আর একখানি পত্রের ফটো ভাবনগরে জৈনসভা প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহাতে বোধ হয় তাঁহার অনুগ্রহ জৈনদের প্রতি সমান ছিল।" প্রসঙ্গত ভাবনগরের শ্রী যশোবিজয় জৈন গ্রন্থমালার "সুরীশ্বর অনে সম্রাট" নামক গুজরাটী ভাষায় লিখিত গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য। উপরিউক্ত তথ্য হইতে বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের উপর তাঁহার পিতা আকবরের ধারণা ও কার্যকলাপের প্রভাবের বিষয় সহজেই অনুধাবন করা যায়। সুতরাং জাহাঙ্গীর বাদশাহ্ হইয়া তাঁহার পিতার সমুদয় কার্যকলাপ অনুসরণ করিতে আরম্ভ করেন। এ বিষয়ে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ থাকে না। পক্ষান্তরে শাহী দরবারেও এরূপ পরিবেশ বিদ্যমান ছিল।

বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের ইন্‌সাফ

বাহ্যত বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর ইনসাফকে বড়ই পছন্দ করিতেন। হযরত মুজাদ্দিদ (র) লিখিতেছেন, "হক তা'আলা যেইরূপ বর্তমান বাদশাহের আদল ও ইনসাফের নূরের দ্বারা বিশ্বকে রওশান করিয়াছেন, এইভাবে শরীয়ত ও মিল্লাতে মুহাম্মদী (সা)-কেও যেন তাহার সৎ প্রচেষ্টার দ্বারা মদদ ও ইজ্জত দান করেন।"

(মকতুব নং ৯২, দফতর ২)

---

১. শানদার মাযী

তিনি পুনরায় বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরকে লিখিতেছেন, "আম ও খাস সকলের প্রতি বাদশাহ্ নামদার যে নিরাপত্তা ও শান্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন, আমি তাহার প্রশংসা করিতেছি।" (মকতুব নং ৪৭, দফতর ৩)

প্রজাদের সুখ-শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ্য

বাদশাহ জাহাঙ্গীর নিজ রাজত্বের প্রজাদের সুখ-শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি কিরূপ লক্ষ্য রাখিতেন তাহা নিম্নের ঘটনাটি হইতে সম্যক উপলব্ধি করা যাইবে ঃ

আহমদাবাদ স্থানটি বড়ই অস্বাস্থ্যকর বলিয়া উক্ত স্থানের অধিবাসী বড়ই দুর্বল ও অক্ষম ছিল। লশ্‌কর, কাযী ও মীর আদল প্রভৃতি কর্মচারী পাছে এই দুর্বল অধিবাসীদের উপর কোন অত্যাচার ও অবিচার করে, এই ভয়ে তিনি প্রত্যহ দ্বিপ্রহরের ইবাদত হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া অতিশয় গরম ও লু থাকা সত্ত্বেও দরিয়ার দিকের ঝরোকায় এই উদ্দেশ্যে উপবেশন করিতেন যেন সকল ফরিয়াদী ইত্যাদি সান্ত্রী—পাহারাদার প্রভৃতি কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত না হইয়া অবাধে তাহার নিকট ফরিয়াদ পৌঁছাইতে সক্ষম হয় এবং অপর পক্ষে তাঁহার দর্শনপ্রার্থিগণও যেন সহজে তাঁহার নিকট আসিতে পারে।

বদান্যতা

তাঁহার বদান্যতাও ছিল বাদশাহী শানের যোগ্য। জুমুআর দিন এক হাজার মুসলমানকে দাওয়াত করার নিয়ম প্রচলিত ছিল। বড় বড় শহরে ফকীর-মিসকীনগণকে আহার করাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহার তরফ হইতে খয়রাতী খাদ্য নির্ধারিত ছিল।

বাদশাহ্ আকবরের ন্যায় তিনিও মুরিদ করিতেন এবং নিম্নলিখিতভাবে তালকীন করিতেন ঃ

"নিজ সময়কে কোন ধর্মের বিরোধিতায় নষ্ট করিও না। সমস্ত মাযহাবপন্থীর সহিত 'ছুল্‌হে কুল' অর্থাৎ শান্তির পন্থা লক্ষ্য রাখ। কোন প্রাণীকে নিজ হস্তে হত্যা করিও না। যুদ্ধ বা শিকার ব্যতিরেকে অন্য কোন সময় নির্দয় হইও না।"

তিনি স্বভাবগতভাবে প্রেমিক ছিলেন, কিন্তু ইহা বাহাদুরী প্রকাশ করিবার পথে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিত না। তৈমূরী খুনে তাঁহার প্রতিটি ধমনী পরিপূর্ণ ছিল। তিনি আরাম-আয়েশ পছন্দ করিতেন কিন্তু প্রয়োজন অনুযায়ী সৈন্যদের ন্যায় বাহাদুরী প্রদর্শন ও কষ্ট করাকে অপছন্দ মনে করিতেন না। গ্রামের প্রজাগণ ব্যাঘ্রের দৌরাত্ম্যে উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলে, তিনি শত শত ব্যাঘ্র শিকারপূর্বক উক্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের ভীতি ও উৎকণ্ঠা বিদূরিত করিতেন। তিনি নূরজাহানকেও শিকারে অভ্যস্ত করান,

www.pathagar.com

যাহার ফলে একদা নূরজাহান কয়েক মিনিটের মধ্যে চারিটি ব্যাঘ্র শিকার করিতে সমর্থ হন। (তুযূক)

নূরজাহানের কাহিনী

জাহাঙ্গীর শিশুকাল হইতেই মেহেরুন্নেসাকে ভালবাসিতেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে বিবাহ বন্ধন স্থাপনে বাদশাহ্ আকবর সম্মত হন নাই। পক্ষান্তরে শের আফগান নামক এক ব্যক্তির সহিত মেহেরুন্নেসার বিবাহ হইয়াছিল। জাহাঙ্গীর অনেক আশার অনেক স্বপ্নভরা নিজ অন্তঃকরণে ধৈর্যের প্রস্তর ন্যস্ত করিয়া চিরদিনের মত এই বিচ্ছেদ—এই বিরহ ব্যথা সহ্য করেন এবং শের আফগানের সহিত প্রতিহিংসামূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবর্তে খেদমতে কদর স্বরূপ তাঁহাকে বাঙলার সুবাদার নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করেন। ইহা জাহাঙ্গীরের ঔদার্যের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। পরবর্তীকালে শের আফগান স্বয়ং বিদ্রোহী হইয়া জাহাঙ্গীর কর্তৃক প্রেরিত কুতুবুদ্দীন খানকে হত্যা করেন। কিন্তু কুতুবুদ্দীন খানের সঙ্গী সৈন্যগণের হস্তে তিনি নিহত হন। এইস্থলে মেহেরুন্নেসার জীবন সোহাগের এক অধ্যায়ের যবনিকাপাত হইল। তিনি দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন এবং চারি বৎসর যাবত বিধবা রূপে অতিবাহিত করেন। শের আফগানের সহিত মেহেরুন্নেসার এই বিবাহে এক কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

মেহেরুন্নেসার বৈধব্যকালীন সময়ের আবর্তনে বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের মানসপটে বিগত স্মৃতিরূপ ভালবাসার উন্মেষ হইতে থাকে। ক্রমে এই ভালবাসা পূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করিলে পুনর্বার তিনি মেহেরুন্নেসাকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করিবার প্রস্তাব পেশ করিয়া সফলকাম হন। বাদশাহ্ মেহেরুন্নেসাকে ক্রমে নূরমহল এবং শেষ পর্যন্ত নূরজাহান উপাধিতে ভূষিত করেন।

ক্রমে ক্রমে নূরজাহান বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের উপর অতিশয় প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হন; এমন কি রাজ্য পরিচালনার সমস্ত কিছু নূরজাহানের হস্তে চলিয়া যায়। রাজত্বের তৎকালীন অবস্থা সম্পর্কে জাহাঙ্গীর স্বয়ং বলেন, "আমার রাজত্ব এখন নূরজাহানের ও তাহার গোষ্ঠীর হস্তে। পিতা দিওয়ানে কুল, পুত্র উকিলে মতলক. তাহার কন্যা হামরায ও মুসাহেব।" (তুযূক) জাহাঙ্গীরের বখ্শী মু'তামেদ খান বর্ণনা করেন, "ক্রমে ক্রমে এই পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে যে, বাদশাহীর কেবল নাম রহিয়া গিয়াছে।" জাহাঙ্গীর বলিতেন, "এক সের শরাব ও অর্ধ সের গোশ্‌ত ব্যতীত আমি আর কিছু চাহি না।"

নূরজাহান ছিলেন অতিশয় বুদ্ধিমতী, ভদ্র ও গুণশীলা নারী। তাঁহার দয়া ও দানশীলতায় অনেক অসহায় ও গৃহহীন বালক-বালিকা উপকৃত হইয়াছে। তাঁহার নিজস্ব তহবিল হইতে শত শত বালিকার বিবাহ ও দান জেহেজের ইন্তিজাম হইত।

www.pathagar.com

জাহাঙ্গীর প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত গুণের দরুন নূরজাহানের প্রতি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু নূরজাহানের মধ্যে এবংবিধ গুণের সমন্বয় ঘটিলেও তিনি অনেক সময় স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধ্বংসাত্মক কার্যে লিপ্ত হইতেও কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। তাঁহার এই স্বভাবের দরুন মহাবত খানের ন্যায় অকপট ও বিশ্বস্ত সৈন্যাধ্যক্ষও জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং শাহজাদা খুররমের ন্যায় প্রিয় পুত্রও পিতা জাহাঙ্গীরের অত্যন্ত ঘৃণার পাত্রে পরিণত হইয়াছিলেন। এমন কি শেষ পর্যন্ত খুররমকে নিজ প্রাণ রক্ষাকল্পে শাহী লশ্‌করের মোকাবিলা করিতে হইয়াছিল। এই ব্যাপারে নূরজাহানের চক্রান্ত করার প্রকৃত কারণ হইতেছে এই যে, শাহরিয়ারের সহিত নূরজাহানের পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত কন্যার বিবাহ হইয়াছিল এবং এই কারণে নূরজাহান শাহজাদা শাহরিয়ারকে জাহাঙ্গীরের স্থলাভিষিক্ত করিতে মনস্থ করেন। খুররমের (শাহজাহান) যোগ্যতার নিকট শাহরিয়ার মক্তবের শিশুবৎ ছিলেন। তথাপি নিজ জামাতার মুহব্বতে নূরজাহান রাজত্বের এমন কি খানদানী সুবিধারও কোন খেয়াল করেন নাই। শেষ পর্যন্ত সমস্ত রাজত্বে এক ফেত্‌নার সৃষ্টি হয়, যাহার ফলে নূরজাহানের ভ্রাতা আসফ খান পর্যন্ত তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন।

নূরজাহানের মাযহাব ও বাদশাহের উপর প্রভাব

নূরজাহান ইমামিয়া সম্প্রদায়ভুক্তা ছিলেন। তিনি ছিলেন ইরানের বাদশাহের উজীর খাজা মুহাম্মদ শরীফের দৌহিত্রী। তৎকালে ইরান ছিল ইমামিয়া সম্প্রদায়ের কেন্দ্রস্থল। এই সময় বিশেষভাবে সুন্নী ও ইমামিয়া সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব তীব্র রূপ ধারণ করিয়াছিল। উপরন্তু খোতবার মধ্যে খোলাফায়ে রাশেদীনের আলোচনা ঐ সময়কার সবচেয়ে বড় এখতেলাফী মাসআলা ছিল। ইরান তো দূরের কথা—হিন্দুস্থানে এবং দক্ষিণ হিন্দুস্থানের আদেলশাহী ও অন্যান্য ইমামিয়া মতাবলম্বী সুলতানগণ এই বিতর্কমূলক প্রসঙ্গটির ব্যাপারে বড়ই আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। (তারিখে ফেরেশতা—৩য় ভাগ)

এই সময়ে ইরানে সুন্নীদিগকে বলপূর্বক ইমামিয়া মাযহাবভুক্ত করা হয়। (একমালুস সায়াদাহ্)

মোঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাদশাহ্ বাবরের ওসীয়ত ছিল ঃ 'মোঘল বাদশাহ্‌গণের উচিত এই সুন্নী ইমামিয়া মতবিরোধ হইতে পৃথক থাকিয়া হিন্দুস্থানের সমস্ত বাসিন্দাকে এক নযরে দেখা এবং শরীরের বিভিন্ন উপাদানের ন্যায় তাহাদিগের সহিত পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া থাকা'। ইহা সত্ত্বেও ইহা কি অস্বীকার করা যাইতে পারে যে, স্বার্থের খাতিরে ইরানী বাদশাহ্‌গণ চাহিতেন যেন হিন্দুস্থানের রাজত্বের উপর ইরানী প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকে এবং তাঁহারা যেন এই প্রভাবের বদৌলতে আফগানদের তরফ হইতে নিশ্চিন্ত হইয়া তুর্কীদের সহিত কায়মনে যুদ্ধে লিপ্ত হইতে সক্ষম হয়।

www.pathagar.com

নূরজাহানের ন্যায় বিচক্ষণা নারী হিন্দুস্থানের বাদশাহের বেগম হওয়া এবং বাদশাহের দিল ও দেমাগের উপর তাঁহার পূর্ণ প্রভাব থাকা সত্যিকারভাবে ইরানী বাদশাহের জন্য বড়ই কামিয়াবী ছিল। এই ধরনের পরিবেশমূলক কূটনীতির মাধ্যমে অনেক অসাধ্য সাধন করা সম্ভব, যাহা লক্ষ লক্ষ লোকক্ষয়ের বিনিময়েও সাধন করা যায় না। মোঘল রাজত্বে সৈন্য চালনা ইত্যাদি বাদশাহের হস্তে থাকিত কিন্তু দিওয়ানী ফৌজদারী অথবা মাযহাবী দাবি-দাওয়া সংক্রান্ত বিষয়াদি আদালতের মাধ্যমে মীমাংসা করা হইত। এই সকল আদালতের বিচারক হইতেন কাযী। এখন ইহা বিশেষভাবে বিবেচনা করার অবকাশ রাখে যে, এহেন ক্ষমতাশীল আদালতের উপর প্রভাব থাকা ও ইহা আয়ত্তে থাকা কত বিরাট ও বিশিষ্ট মকসুদ। এই কারণে নূরজাহানের কূটনীতি তথা রাফেযী প্রভাবের ফল স্বরূপ ইমামিয়া সম্প্রদায় ভুক্ত নুরুল্লাহ্ শূছতরীকে প্রধান কাযীর পদে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। এই কাযী সাহেব সুন্নীদিগকে বড়ই ঘৃণা করিতেন। ইহা হইতে বাদশাহের উপর নূরজাহানের প্রভাবের তাৎপর্য সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

বাহ্যিকভাবে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ হইতে আকবর ও জাহাঙ্গীরের অবস্থা পূর্ণভাবে বর্ণিত হইয়াছে। মকতুবাত শরীফ হইতে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর নিম্ন লিখিত উপদেশটি পাঠকবর্গের সমীপে পেশ করা হইল, যাহাতে তৎকালীন অবস্থার ঐতিহাসিক সততা নিরূপণ করিবে ঃ

"প্রিয় বৎস, বিগত যামানার অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ে যখন কোন উলুল আযম পয়গাম্বর প্রেরণ করা হইত এবং নূতন শরীয়তের ভিত্তি স্থাপন করা হইত, উক্ত যামানার সহিত বর্তমান যামানার সামঞ্জস্য রহিয়াছে। কিন্তু এই উম্মত সমস্ত উম্মতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং তাহাদের নবী—খাতেমুর রাসূল (সা)। এই উম্মতের উলামাগণকে বনী ইসরাইলের নবী (আ)গণের মরতবা দান করা হইয়াছে এবং নবী (আ)-গণের স্থলে ইহাদিগের হাস্তীকে যথেষ্ট মনে করা হইয়াছে। এইজন্য প্রত্যেক শত বৎসর অতিবাহিত হওয়ার সময় এই উম্মতের উলামাগণের মধ্যে একজনকে মুজাদ্দিদ নির্ধারিত করা হয়, যিনি শরীয়তে মুহাম্মদী (সা)-কে পুনর্জীবিত করেন। বিশেষ করিয়া এক হাজার বৎসর অতীত হওয়ার পর বিগত উম্মতগণের মধ্যে কোন আজীমুশ-শান রাসূলের প্রেরিত হইবার যামানা হইত এবং কেবল নবীর দরজার উপরও যথেষ্ট মনে করা হইত না। উম্মতে মুহাম্মদী (সা)-এর মধ্যে এক এরূপ বড় শানদার আলিমের প্রয়োজন যিনি আরেফে কামেল এবং উলুল আযম নবীর নায়েব হইবার যোগ্যতা রাখেন।" (মকতুব নং ১৯৮, দফতর ১)

www.pathagar.com

হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর সমসাময়িক মাশায়েখ ও উলামায়ে কিরাম

তৎকালে হিন্দুস্থান ও পার্শ্ববর্তী দেশে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর সমসাময়িক বহু মাশায়েখ, উলামায়ে কিরাম ও কবি বিদ্যমান ছিলেন। প্রসঙ্গত আলোচনার ক্ষেত্রে ইহাদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইতেছে, যাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, উক্ত সময়ে এতদুদ্দেশ্যে বিশিষ্ট মাশায়েখ ও উলামায়ে কিরাম বিদ্যমান থাকিলেও আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশিত মুজাদ্দিদীয়াত ও ক্বাইউমিয়াতের লকব হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর উপর ন্যস্ত হয় এবং তিনি এই কর্তব্য ও দায়িত্ব সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করেন। তাঁহার হাস্তি ও কামিয়াবী সকলেরই স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল এবং অদ্যাবধি তাহা বিদ্যমান রহিয়াছে।

মাশায়েখ

১. শাহ্ সেকান্দর কাদেরী (র) ঃ তিনি ছিলেন হযরত শাহ্ কামাল কায়থলী (র)-এর দৌহিত্র। তাঁহার মারফত হযরত গাউছে আযম শেখ আবদুল কাদের জিলানী (র) প্রদত্ত খেরকা হযরত মুজাদ্দিদ (র) পর্যন্ত পৌছিয়াছিল। তাঁহার সম্পর্কে হযরত মুজাদ্দিদ (র) ফরমাইয়াছেন, "তাঁহার অন্তঃকরণে নূরের রশ্মি এত তীব্র যে উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাইতে পারে না।"

২. শাহ্ ফজলুর রহমান বোরহানপুরী ঃ তিনি ছিলেন কারামতসম্পন্ন অলী। তিনি হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর ক্বাইউমিয়াত স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।

৩. শেখ ঈসা বোরহানপুরী ঃ তিনি ঐ যুগের বিখ্যাত পীর ছিলেন। তিনি হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর কামালাতের স্বীকারোক্তি করেন।

৪. শেখ নিজাম নারনবী ঃ তিনি হিন্দুস্থানের একজন বড় পীর ছিলেন।

৫. শেখ নিযামুদ্দীন থানেশ্বরী ঃ তিনি ছিলেন শেখ জালালের খলীফা। তাঁহার নিকট হইতে বহু কারামত বিকাশ হইয়াছিল। হযরত মুজাদ্দিদ (র) তাঁহার নামে কতিপয় পত্র লিখিয়াছিলেন।

৬. শাহ্ কাসিম সুলায়মানী ঃ তিনি ছিলেন আফগানিস্তান সীমান্তের অধিবাসী। তিনি বড়ই জযবা ও বহু কারামতসম্পন্ন অলী ছিলেন। লোকে অধিক সংখ্যায় তাঁহার শরণাপন্ন হইলে বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর ভীত হন এবং তাঁহাকে চূনার জেলার মীর্জাপুর দুর্গে কয়েদ করেন। উক্ত স্থানেই তাঁহার ওফাত হয়। তাঁহার মাযার উক্ত দুর্গের বাহিরে অবস্থিত। মাযারসংলগ্ন বাগান ও খানকাহ্ আছে এবং খরচের জন্য সরকারের তরফ হইতে দেয় লাখেরাজ জমিদারী আছে। সম্ভবত ইহা মোঘল বাদশাহ্গণের দান। ইহা হইতে ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, শাসন সংক্রান্ত প্রয়োজনবশত দরবেশগণের

www.pathagar.com

সহিত বাদশাহ্গণ শত্রুতা পোষণ করিতেন, নতুবা বাদশাহ্গণ এই আল্লাহ্ ওয়ালাগণের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা রাখিতেন।

৭. খাজা খাওন্দ মাহমুদ লাহোরী ঃ তিনি মাঅরাঅন্ নাহারের অন্যতম বুযুর্গজাদা ছিলেন। তিনি লাহোরে আগমন করিয়া বসবাস করেন। তাঁহার মাযার লাহোরে অবস্থিত এবং ইহা আম ও খাস সকলেরই যিয়ারত গাহ্। হযরত মুজাদ্দিদ (র) তাঁহার বড়ই প্রশংসা করিতেন।

৮. শাহ্ ফতহুল্লাহ্ ছাম্ভলী ঃ তিনি ছিলেন হযরত সলীম চিশ্তী (র)-এর খলীফা। তাঁহার ন্যায় অলী ঐ যামানায় বিরল ছিল।

৯. সৈয়দ মীর শাহ্ বলখী ঃ তিনি ছিলেন বলখের মাশায়েখগণের অন্যতম। তিনি গায়েবানা হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর মুরিদ হইয়াছিলেন।

১০. মীর মুমেন বলখী ঃ তিনি ছিলেন খোরাসানের শ্রেষ্ঠ মাশায়েখগণের অন্যতম। তিনি গায়েবানা হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর মুরিদ হইয়াছিলেন।

আলিম

১. হযরত শেখ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র) ঃ হযরত শেখ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র) তৎকালীন একজন বড় দরজার আলিম ছিলেন। তিনি ২২ বৎসর বয়সে কুরআন শরীফ হিফ্জ করেন। তৎপর যৌবনকালেই মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফ গমন করিয়া মাওলানা আবদুল ওয়াহ্হাবের নিকট হইতে জাহেরী ইল্ম হাসিল করেন।

প্রথমত তিনি হযরত শেখ জামালুদ্দীন আবুল হাসান মূসা ইবনে শেখ হামিদ জিলানী (র)-এর নিকট মুরিদ হইয়া ফায়দা হাসিল করেন এবং পরে আলী মোত্তাকীর খলীফা শেখ আবদুল ওয়াহ্হাব মারসাঈ হইতে পূর্ণভাবে তরবিয়তপ্রাপ্ত হইয়া খেলাফত লাভ করেন। তিনি দিল্লী শহরে ছাত্রগণকে তা'লীম দান করিতেন ও পুস্তক রচনার কার্যে মশগুল থাকিতেন।

বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর তাঁহার বড়ই সম্মান করিতেন। তুযুকে জাহাঁগিরীতে তাঁহার সম্পর্কে নিম্নরূপ উল্লেখ রহিয়াছে ঃ শেখ আবদুল হক দেহলভী বড়ই ফাজিল ও সৌভাগ্যবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি হিন্দুস্থানের মাশায়েখগণের একখানি জীবনী লিখিয়াছেন। ইহা আমি দেখিলাম। কিন্তু তিনি বড়ই কষ্ট করিয়াছেন এবং দীর্ঘদিন যাবত দিল্লী শহরের এক কোণে আল্লাহ্র উপর তাওক্কুল করিয়া দিনপাত করিয়াছেন। তিনি বড়ই বুযুর্গ ব্যক্তি—তাঁহার সোহবতে যওক আসে।...আমি তাঁহার উপর সদয় হইয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় দান করিলাম। (তুযুক—২৮৫)

www.pathagar.com

উক্ত মুহাদ্দিস সাহেব হযরত মুজাদ্দিস (র)-এর সমসাময়িক হওয়ার দরুন এবং হাসানখান কাবুলীর ফেত্‌নার দরুন হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর প্রতি অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করিতেন।[১] কিন্তু যখন হযরত মুজাদ্দিদ (র) নিজ মকতুবাতের আসল নকল তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন, তখন মাওলানা আবদুল হক (র) নিজের পূর্ব ধারণা পরিত্যাগপূর্বক হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর কামালাতকে স্বীকার করিয়া লন। হযরত শাহ্‌ গোলাম আলী দেহলভী (র) তাঁহার এক রিসালায় বর্ণনা করিতেছেন, "যদিও শেখ আবদুল হক (র) প্রথমত ভালরূপ যাচাই ও বিচার-বিবেচনা না করিয়া হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর উপর আপত্তিকর প্রশ্নও করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন বিষয়টির আসল স্বরূপ প্রকাশ লাভ করিল, তখন তিনি তাঁহার পূর্ব অভিমত হইতে ফিরিয়া যান। তৎপর তিনি হযরত রাসূল মকবুল (সা)-এর যিয়ারত হাসিল করিয়া অবলোকন করেন যে, হযরভ রিসালাত পানাহ্‌ (সা) হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর দিকে ইশারা করিয়া ইরশাদ ফরমাইতেছেন—যে আমাকে ভালবাসে তাহার ভালবাসা ইহার সহিতও হওয়া উচিত।" যখন শেখ আবদুল হক (র) হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর প্রতি হযরত রিসালাত পানাহ্‌ (সা) এইরূপ স্নেহ ও মেহেরবানী অবলোকন করিলেন, তখন স্বভাবতই তিনি স্বীয় খেয়ালাত হইতে তওবা করিলেন এবং হযরত খাজা বাকীবিল্লাহ্‌ (র)-এর খলীফা খাজা হুছামুদ্দীন আহমদ (র)-এর খিদমতে নিম্নলিখিত পত্র প্রেরণ করিলেন ঃ

"মিয়া শেখ আহমদ সাল্লামাহুর সহিত আমার বাতেনী সাফাই মুখলেসানা মুহব্বত আজকাল অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন মানবসুলভ (হিংসা বিদ্বেষ ইঃ) কোন পর্দা অন্তরায় হইতেছে না। জানি না, ইহাতে কি রহস্য আছে। ইহা ব্যতীতও আ'কল ও ইনসাফের চাহিদা এই যে, এইরূপ একজন বুযুর্গ ও বন্ধুর সহিত অন্তরে কোনরূপ কুভাব পোষণ করা অনুচিত। আমি অসাধারণভাবে যওক, অনুভূতি ও গালাবাহ্‌র মত এক প্রকারের কাইফিয়ত অনুভব করিতেছি যাহা আমি ভাষায় প্রকাশ করিতে অপারগ। আল্লাহ্‌—মুকাল্লেবুল কুলূব ও মুবাদ্দেলুল আহ্‌ওয়াল (আল্লাহ্‌ অন্তর ও অবস্থার পরিবর্তনকারী)। অন্তর্দৃষ্টিহীনসম্পন্ন লোকগণ ইহাতে আশ্চর্য হইবে কিন্তু আমি জানি না যে, আমার উপর কি কাইফিয়ত হইতেছে এবং ইহা আমি কিরূপে পেশ করিব ?"

ইহার পর তিনি নিজ পুত্রের নামে লিখিত একটি লম্বা চিঠিতে বর্ণনা করেন, "মিয়া শেখ আহমদ সাল্লামাহুর মতামতের উপর আমি যে সমস্ত আপত্তিকর প্রশ্ন লিপিবদ্ধ করিয়াছি—উহা পানি দ্বারা ধৌত করিয়া লও। তাহার সম্পর্কে মনে কোন প্রকার কুটিলতা আসিয়া থাকিলে তদ্‌সমুদয় সাফাই কর।

---

১. হাসানখান কাবুলীর ফেতনার বিষয় ৭ম পরিচ্ছেদে আলোচিত হইবে।

www.pathagar.com

শেখ আবদুল হক (র) হিজরী ৯৭৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭৪ বৎসর বয়ক্রমকালে হিজরী ১০৫২ সালে ইন্তিকাল করেন। হাদীয়ায়ে মুজাদ্দিদীয়া কিতাবে ইহাও বর্ণিত আছে যে, শেখ আবদুল হক দেহলভী (র) ও হযরত খাজা বাকীবিল্লাহ্ (র) হইতে ফয়েজ হাসিল করিতেন। তিনি প্রায় একশত গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উলামাগণের জীবনী সম্বলিত "আখবারুল আখিয়ার" বিশেষ প্রসিদ্ধ। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, তিনি স্বীয় প্রাথমিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর প্রসঙ্গ এই পুস্তকে কিছুই উল্লেখ করেন নাই। পরবর্তীকালে ত্রুটি স্বীকারপূর্বক তৎপুত্র সংক্ষিপ্ত আকারে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ করিয়া এই পুস্তকে পরিশিষ্ট স্বরূপ সংযোজিত করিয়া দেন।

'মানাকেবুল আরেফীন' গ্রন্থকার শাহ ফতেহ্ মুহম্মদ ফতেহপুরী উক্ত কিতাব লিপিবদ্ধকালে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর জীবনী সম্পর্কে কি লিপিবদ্ধ করিবেন, এই বিষয়ে তিনি চিন্তিত হইলেন। কেননা হযরত শাহ্ আবদুল হক দেহলভী (র) হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর সম্পর্কে যেই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিল তাহাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে মুজাদ্দিদ (র)-এর শানে যাহা বলিয়াছিলেন বলিয়া মশহুর হইয়াছিল উহাতে কুফরী কালাম ছিল। অথচ যখন তিনি দেখিলেন যে, হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর খলীফা হযরত আদম বিন্নুরী (র)-এর ন্যায় মশহুর আলিম ও আরেফ এবং বল্খ, বোখারা ও কাবুলের বিখ্যাত আলিমগণ হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর সিলসিলা ভুক্ত, তখন এই ধাঁধা সংশোধনকল্পে তিনি হযরত আবদুল হক (র)-এর পুত্র মাওলানা নূরুল হকের সমীপে গমন পূর্বক এই সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য অবগত হইতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। মাওলানা নূরুল হক হাসান খানের ঘটনা বর্ণনা পূর্বক ইহাও বর্ণনা করেন যে, হযরত মুজাদ্দিদ (র) নিজ পত্রগুলির আসল মুসাবিদা প্রেরণ করেন ও বলেন, "এইরূপ কথা আমি কখনও বলি নাই—ইহা আমার জনৈক মুরিদের কারসাজি, যে আমার বদনামী করিয়াছে। ঐ ব্যক্তি আমার বদদোয়ায় আক্রান্ত হইয়া বোখারা শহরে মুরতাদ হইবার তোহমতে কতল হইয়াছে।" তৎপর মাওলানা নূরুল হক হযরত মুজাদ্দিদ (র) সম্পর্কে নিজ পিতার পূর্ব ধারণার সংশোধন ও তাঁহার সহিত সাফাই করিবার ঘটনা বর্ণনা করেন। তৎপর হযরত আবদুল হক দেহলভী (র) কর্তৃক স্বীয় ভুলের ওযরখাহীর নিমিত্ত লিপিবদ্ধ বিষয়াদি দেখান হইলে শাহ্ ফতেহ্পুরীর শান্তি লাভ হয়।

হযরত শেখ নূরুল হকের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, তিনি নিজ পিতার নিকট হইতে জাহেরী ইল্‌ম পূর্ণভাবে শিক্ষালাভ করেন এবং তৎপর পিতার নিকট হইতেই কাদেরীয়া তরীকার খেলাফতপ্রাপ্ত হন। ইহার পর তিনি হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর দুই সাহেবজাদা হযরত খাজা আহমদ সাঈদ (র) ও হযরত খাজা মুহাম্মদ

www.pathagar.com

মা'সুম (র)-এর খেদমতে হাজির হইয়া উভয় হইতে খেলাফত হাসিল করিয়া নক্‌শবন্দীয়া তরীকার শেষ কামালাত হাসিল করেন এবং সাঈদী ও মা'সুমী উভয় নিসবতই হাসিল করেন। তিনি বহু কিতাব প্রণয়ন করিয়াছেন; তন্মধ্যে সহীহ্ বোখারীর শরাহ্ "তাইসীরুল কারী" উল্লেখযোগ্য। তিনি হিজরী ১০৭৩ সালে ইন্তিকাল করেন।[১]

২. মাওলানা আবদুল হাকিম শিয়ালকোটি : তিনি হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর বিরোধী ছিলেন। তিনি তৎকালীন একজন বিখ্যাত আলিম ছিলেন। এবং জনসমাজে তাঁহার বিশেষ ইজ্জত ছিল। একদা তিনি হযরত মুজাদ্দিদ (র)-কে স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি তাঁহাকে খেতাব করিয়া বলিতেছেন, قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ (সূরা আনআম—৭ পারা—১০ রুকূ)

"বল আল্লাহ্ এবং তৎপর তাহাদিগকে পরিত্যাগ কর।" এই আয়াত শরীফ শ্রবণ করিতেই তাঁহার অন্তকরণে আল্লাহ্ তা'আলার মুহাব্বতের প্রেরণা জাগ্রত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে কাল্‌ব জারি হইল। তিনি খাব হইতে জাগ্রত হইয়া দেখেন যে, কাল্‌ব জারি রহিয়াছে। এই কামালাত ও প্রভাব শক্তি নিরীক্ষণ করিয়া হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর প্রতি তাঁহার সমস্ত বিরোধিতা শেষ হইল। অতঃপর তিনি হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর খিদমতে হাজির হইয়া যথারীতি তরীকাভুক্ত হন ও রূহানী কামালাত হাসিল করেন। তিনিই হিন্দুস্থানের আলিমগণের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত মুজাদ্দিদ (র)-কে মুজাদ্দিদ আলফেসানীর লকবে বিভূষিত করেন।

ইসলাম জগতে তাঁহার অমূল্য গ্রন্থরাজির এক বিশেষ মর্যাদা রহিয়াছে এবং এই সকল গ্রন্থ দরসে নিজামিয়ার পাঠ্য তালিকার উপরের শ্রেণীগুলিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। তিনি বাদশাহ্ শাহজাহানের খাস পরামর্শদাতা ছিলেন। বাদশাহ্ দুইবার তাঁহার সমওজনের স্বর্ণ তাঁহাকে পেশ করে এবং বহু সম্পত্তি জায়গীরস্বরূপ দান করেন।[২]

৩. মাওলানা জামালুদ্দীন লাহোরী তিল্‌বী : তিনি একজন বড় দরজার আলিম ছিলেন। বাদশাহ্ আকবরের বিশিষ্ট দরবারী ফৈযী যে সময় নুক্‌তাবিহীন তাফসীর লিখিতে আরম্ভ করেন, তখন পরামর্শকল্পে তাঁহাকে আহ্বান করা হইয়াছিল। তিনি হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর মুরিদ ছিলেন। উক্ত ঘটনা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

৪. মাওলানা হাসান কাবাদানী : তিনি একজন বিজ্ঞ আলিম ছিলেন। তিনি গায়েবানা হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর মুরিদ হইয়াছিলেন।

৫. মাওলানা নওলাক : তিনি মাঅরাঅন্‌নাহারের (সমরকন্দ ও বোখারার নিকটবর্তী স্থান) আলিমগণের অন্যতম ছিলেন। তিনি গায়েবানা হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর মুরিদ হইয়াছিলেন।

---

১. হাদীয়ায়ে মুজাদ্দিদীয়া ও হযরত মীর্যা মাজহার জানজানানের মকতুবাত।

২. খাযীনাতুল আসফীয়া, শানদার মাযী।

www.pathagar.com

কবি

উরফী, জহুরী, রশীদ, তালিব, হাকীম, তালিবে আমলী, শওকত বোখারী, কাসেম আনওয়ারী প্রমুখ কবিগণ হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর সমসাময়িক ছিলেন।

বাদশাহ্

হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর সময় চারিজন বিখ্যাত ও পরাক্রান্ত বাদশাহ্ ছিলেন ; তন্মধ্যে হিন্দুস্থানে—বাদশাহ জালালুদ্দীন আকবর ও বাদশাহ জাহাঙ্গীর, তুরানে—আবদুল্লাহ্ খান আনওয়ার বেগ এবং ইরানে—শাহ্ আব্বাছ ছফবী।

www.pathagar.com

হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী (র)-এর আবির্ভাব

মুজাদ্দিদের ব্যাখ্যা এবং পৃথিবীতে মুজাদ্দিদের আগমনের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে এবং তৎসহ শত বৎসর ও সহস্র বৎসরের মুজাদ্দিদের বিষয় ও এই উভয়বিধ মুজাদ্দিদের তাৎপর্যও আলোচিত হইয়াছে। এখন হযরত শেখ আহমদ ফারুকী সিরহিন্দী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহির দ্বিতীয় হাজার বৎসরের মুজাদ্দিদরূপে আগমনের প্রয়োজনীয়তা ও তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করা হইতেছে।

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী (র) স্বীয় শরহে রিসালা গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "হুমায়ূনের পর আকবর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া যিন্দীকীয়তের আকীদা পোষণ করেন এবং ফলে জিহালাত ও গোমরাহীর পতাকা উড়িতে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন মাযহাব ও বাতিলপন্থীগণ চতুর্দিক হইতে মাথাচাড়া দিয়া উঠে এবং দেশে এক বড় ফিতনার সৃষ্টি হয়। তাঁহার পর তদীয় পুত্র জাহাঙ্গীর সিংহাসন আরোহণ করেন। তিনি শরাব পান করিতে বিশেষ অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁহার আমলে হিন্দুগণ মাথাচাড়া দিয়া উঠে ও রাফেজীগণেরও প্রভাব বিশেষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং ইসলাম ধর্ম বিপন্ন হয়।"

তৎকালে দরবারী আদব ছিল সিজদা করা এবং দরবারীগণের মুখে 'জাল্লাজালালুহু মা আকবরা শানুহুর যিকির হইত। মসজিদসমূহ বিরান হইয়াছিল, অপর পক্ষে 'দীনে-ইলাহী' নামক এক অভিনব ধর্মের রেওয়াজ দেওয়া হইয়াছিল এবং হিন্দু মাযহাবের ভরম এত বেশি পরিমাণে করা হইত যে বাদশাহের উজীর আবুল ফযল একখানি কিতাব আনয়নপূর্বক উহাকে বাদশাহের নিকট আসমানী কিতাবরূপে আখ্যায়িত করেন। উক্ত কিতাবে গাভী যবেহ সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা লিখিত ছিল। এই জাতীয় আকবরী ফিতনার আনুপূর্বিক বর্ণনা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে।

এইরূপ অবস্থা ও সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী হুকুমগুলোর কদর ও মূল্য কিরূপ হইবে এবং উহার উপর আমল কিরূপ হইতে থাকিবে, ইহা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই অবগত। ব্যক্তিগত ও একক শক্তিগুলি বাদশাহী শক্তি ও জালেমানা শক্তির মুখে অপারগ ছিল। এই অবস্থার দরুন হিন্দুস্থানের বুকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য ও মদদের বিশেষ আবশ্যক ছিল। পক্ষান্তরে গায়েবী মদদ ব্যতিরেকে অন্য কোন জিনিস এই সময় কার্যকর হইত না। পৃথবীতে এইরূপ একজন মুজাদ্দিদের আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল যিনি ইসলামী দরদ ও আবেগ ভরপুর অন্তঃকরণে হুকুমাতের

www.pathagar.com

ধর্মদ্রোহিতা ও বেদীনী কার্যকলাপকে ধ্বংস করিয়া তদস্থলে আল্লাহ্ তা'আলার কানূন ও শরীয়তের আহকামের হুকুমাত কায়েম করেন এবং দুনিয়ার কাঠামো পরিবর্তন করিয়া দেন। ইসলামের এই ঘোর দুর্দিনেও কিছুসংখ্যক খাঁটি ইসলাম দরদী লোক এইরূপ একজন আল্লাহ্ওয়ালা ও সাহসী ব্যক্তির দিকে আশা পথে আকুলদৃষ্টে চাহিয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল। শেষ পর্যন্ত আল্লাহু তা'আলা স্বীয় দীন ইসলামের তাজদীদী কার্য সম্পাদনকল্পে সিরহিন্দ শরীফে এইরূপ একজন লোক পয়দা করেন, যেন ঐ ব্যক্তি কালক্রমে আকবর ও জাহাঙ্গীরের হুকুমাতের দর্পকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া তাঁহাদের বেদীনী ও ধর্মদ্রোহিতামূলক আকীদা ও কার্যকলাপকে পরাস্ত ও পর্যুদস্ত করিয়া একমাত্র মা'বুদ আল্লাহু তা'আলার সম্মুখে তাঁহাদের মস্তক অবনত করাইয়া দেন। কার্যত এইরূপই ঘটিয়াছিল। উক্ত ব্যক্তিই হইতেছেন হযরত শেখ আহমদ ফারূকী সিরহিন্দী—মুজাদ্দিদ আলফেসানী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহি।

হাকীমে মতলক আল্লাহ্ তা'আলার কুদরত ও মহীমার সূত্র এবং হিকমতের রহস্যদ্বার কেহই উদ্ঘাটন করিতে সক্ষম নহে, তাঁহার ভেদও কেহই উপলব্ধি করিতে পারে না। এই সময়ের ঘটনাবলি বড়ই আশ্চর্যজনক, কেননা বাদশাহ্ আকবর ও জাহাঙ্গীরের যুগে যেরূপ ব্যাপকভাবে মুসিবত, ফিতনা ও জুলুম প্রকট আকার ধারণ করিয়াছিল, আল্লাহু তা'আলাকে অস্বীকার ও বেদীনীর বাজার সরগরম ছিল, মুশরিক ও রাফেজীগণের রসুম এবং বিদআতের বড়ই আধিপত্য ও দাপট ছিল। এই সমস্ত বিষয়ের এক দশমাংশও পূর্ব যামানায় ছিল না। অপরপক্ষে উভয় সম্রাটের রাজত্বকালে আউলিয়ায়ে কিরাম ও রাব্বানী আলিমগণের এরূপ সমাবেশ ঘটিয়াছিল, বিগত যমানায় যাহার দৃষ্টান্ত বিরল। হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী (র) স্বীয় 'শরহে রিসালা' গ্রন্থে ইহার বিশদ বিবরণী দান করিয়াছেন। এই সময়ে খাস দিল্লী শহরে মওজুদ মনীষিগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সৈয়দ আবদুল ওয়াহ্হাব বোখারী, গণিত ইত্যাদিতে পারদর্শী শাহ মুহাম্মদ খেয়ালী, শেখ আবদুল আযীয চিশ্তী, খাজা মুহাম্মদ বাকীবিল্লাহ নকশ্বন্দী এবং শেখ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র)। এই মনীষিগণ প্রত্যেকেই কারামতসম্পন্ন ও নিজ নিজ বিষয়ে ইমাম সদৃশ ছিলেন। তাঁহাদের লিখিত বহু কিতাবও ছিল।

গাংগুহের মধ্যে শেখ আবদুল কুদ্দুস গাংগুহী (র) ও তাঁহার আওলাদগণ মওজুদ ছিলেন। এই মনীষিগণ প্রত্যেকেই তৎকালে শরীয়ত ও অন্যান্য প্রচলিত ইল্মে অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে শেখ আবদুন নবী গাংগুহীও ছিলেন যিনি শেষ পর্যন্ত বাদশাহ্ আকবর কর্তৃক নিহত হন।

আকবরাবাদের মাওলানা সৈয়দ রফীউদ্দীন ছিলেন স্বীয় যামানার সমুদয় নেক্কার ও আলিমগণের আশ্রয়স্থল। তিনি বড় দরজার মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে

www.pathagar.com

হাফিজ ছাখাবী হাদীসের পঞ্চাশটি কিতাবের সনদের ইযাযত হাসিল করেন।

অনুরূপভাবে আমীর আবুল আলী উলূবী (র)ও আকবরাবাদে মওজুদ ছিলেন। তিনি উলুবীয়া নক্‌শবন্দীয়া তরীকার জবরদস্ত পীর ছিলেন। এতদব্যতীত গোয়ালিয়রে শাহ্ মুহাম্মদ গাউস গোয়ালিয়রী, নারনুল নামক স্থানে শেখ নিজাম নারনুলী এবং সিরহিন্দ শরীফে হযরত মুজাদ্দিদ (র) ছিলেন। দিল্লী ও উহার চতুর্দিকস্থ স্থানে এইরূপ বড় বড় মনীষীর সমাবেশ ছিল। তৎসহ গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যেও অন্যান্য বড় বড় দরজার আলিম ও আউলিয়াগণ মওজুদ ছিলেন। শাহ্ সাহেব (র) শরহে রিসালায় লিখিতেছেন, "আল্লাহু তা'আলার বড়ই আশ্চর্য কারিগরি এই যে, এই দুইটি রাজত্বকালে যেরূপভাবে সর্বগ্রাসী ফিতনা ও ফাসাদের সমাবেশ হইয়াছিল, বিগত যুগে উহার এক দশমাংশও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। অনুরূপভাবে এই দুইটি যুগে কারামতসম্পন্ন বহু আউলিয়া কিরাম ও সৈয়দ আবদুল ওয়াহ্হাব বোখারী প্রমুখ বহু মূল্যবান গ্রন্থ লেখক উলামাগণেরও সমাবেশ হইয়াছিল।"

শাহ্ সাহেব (র) পুনঃ লিখিতেছেন, "এই ব্যক্তিগণ এইরূপ বুযুর্গ হাস্তি ছিলেন, যাঁহাদের নামের উসিলায় বরকত হাসিল করা যাইত এবং যাঁহাদের নাম স্মরণ করিলে আল্লাহু তা'আলার রহমত নাযিল হইবার আশা করা যাইত; ইহারা তো বিশেষ রূপে দিল্লী ও উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহাদের ছাড়া গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যেও এইরূপ বহু মনীষী ও উলামা কিরামের সমাবেশ ছিল।

বাদশাহ আকবর ও জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে এই সমস্ত বড় বড় মনীষী মওজুদ থাকা সত্ত্বেও এই উভয় রাজত্বকালে দীন ইসলাম-বিরোধী শাহী ফিতনা ও বেদীনী কার্যকলাপ, দুনিয়াপরস্ত আলিম, সূফী, রাফেজী ও মুশরিকগণের ফিতনা, বিভিন্ন মাযহাবের ধর্মীয় আধিপত্য, রাশি রাশি বিদআত প্রচলন, দীনে-এলাহী নামক অভিনব ধর্ম প্রবর্তন, দীন ইসলাম-বিরোধী রসম, আকীদা ও আল্লাহু তা'আলাকে অস্বীকার, দীন ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করিবার ও দীনের শেয়ার প্রভৃতি রহিত করিবার অন্যান্য বিবিধ কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আল্লাহু তা'আলার কিতাবের সুন্নতের শিক্ষা ও আদর্শে দীন ইসলামকে রক্ষা করিতে কেহই যবানী, কলমী ও বদনী কার্যক্রম গ্রহণ করিতে সাহসী হন নাই। পক্ষান্তরে, একমাত্র হযরত শেখ আহমদ ফারূকী সিরহিন্দী মুজাদ্দিদ আলফেসানী (র)-ই এই সমস্ত দীন ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে একাকী রুখিয়া দাঁড়ান। আল্লাহু তা'আলার তরফ হইতে তাঁহাকে এই মহাদায়িত্ব অর্পিত হইয়াছিল এবং তিনিও দ্বিতীয় সহস্র বৎসরের মুজাদ্দিদরূপে গায়েবী মদদে এই সমস্ত বেদীনী কার্যকলাপের আমূল সংস্কার পূর্বক একদিকে দীন ইসলামকে কলুষমুক্ত ও অন্যদিকে সতেজ করিয়া স্বীয় দায়িত্ব পালনে কামিয়াব হন, যাহার জের অদ্যাপিও চলিতেছে। এই প্রসঙ্গে হিন্দুস্থানের তিনজন মুজাদ্দিদ শীর্ষক আলোচনায় হযরত

www.pathagar.com

মুজাদ্দিদ আলফেসানী (র) সম্পর্কে মাওলানা আবুল কালাম আজাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবন করিলেই বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করিতে আরও সহজসাধ্য হইবে। নিম্নে উহা উদ্ধৃত করা হইল ঃ

"বাস্তব কথা এই যে, দাওয়াতের মাকাম এবং আযীমতে দাওয়াতের মাকাম অর্থাৎ সাধারণভাবে লোককে দীনের প্রতি আহবান এবং নির্ভীকতা ও দৃঢ়তার সহিত লোককে দীনের প্রতি আহ্বান করা দুইটি ভিন্ন ব্যাপার। ইহা জরুরী নয় যে, প্রত্যেক দাওয়াতকারী এই পর্যন্ত পৌছিতে সক্ষম হয়। দাওয়াত প্রকাশের সময় সহস্র সহস্র আলিম ও কামেলীন মওজুদ থাকেন। কিন্তু দ্বারোদঘাটনকারী একমাত্র উক্ত যমানার মুজাদ্দিদই হইয়া থাকেন এবং এহেন মুজাদ্দিদের প্রকাশের জন্য ইহা জরুরী নয় যে, সাধারণ আলিম—হকপন্থীগণ একেবারেই মওজুদ না থাকেন। হিন্দুস্থানের ইতিহাসে ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। শাহেনশাহ আকবরের রাজত্বের শেষদিকে এবং বাদশাহ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের প্রথম দিকে আলিম ও হকপন্থী মাশায়েখগণ হইতে কি হিন্দুস্থান শূন্য ছিল ? বহু বড় বড় আলিম ও মাশায়েখ মওজুদ ছিলেন, কিন্তু উক্ত যুগের ইসলাহ ও তাজদীদী কার্য কাহারও দ্বারা সম্পন্ন হয় নাই। একমাত্র হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী শেখ আহমদ সিরহিন্দী (র)-এর পাকহাস্তি একাকী এই বিরাট কার্যের জিম্মাদারী গ্রহণ করেন। ইহা সুবিদিত যে, উক্ত সময়ে বড় বড় আলিম ও খানকার পীরগণ মওজুদ ছিলেন। বদাউনী, তবকাত, রওজাতুল উলামা এবং আখবারুল আখিয়ার ইত্যাদি পুস্তক পাঠ করিলে মনে হয় যে, হিন্দুস্থানে কেবল আলিম ও পীর ব্যতিরেকে আর কেহই বসবাস করিতেন না। খানকাহ ও মাদ্রাসা শূন্য কোন গ্রাম ও শহর ছিল না।

আলিমগণের মধ্যে শেখ ওজিহ গুজরাটী, শেখ আলী মুত্তাকী, শেখ জালাল থানেশ্বরী, মোল্লা মাহমুদ জৌনপুরী, মাওলানা ইয়াকুব কাশ্মিরী, মোল্লা কুতুবুদ্দীন শাহলভী, শেখ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী, মোল্লা আবদুল হাকীম শিয়ালকোটী, মাওলানা এলাহ্দাদ জৌনপুরী প্রমুখ উক্ত যামানার নেতৃস্থানীয় এবং ইল্ম ও তালীমের বাদশাহ ছিলেন। ইহা সত্ত্বেও তাঁহারা অন্যান্য দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া নিজ নিজ সময় ব্যয় করিতেন। তাঁহারা এই তাজদীদী কার্যে এক পদও অগ্রসর হইতে সক্ষম হন নাই। শেখ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র) হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর সম্পর্কে বড় ভুল করিয়াছিলেন; যদিও শেষ বয়সে তিনি উক্ত ক্রটি স্বীকারপূর্বক শেষ পর্যন্ত তাঁহার দিকে রুজু হন। তরীকতপন্থীগণের মধ্যে হযরত খাজা বাকীবিল্লাহ (র)-এর ন্যায় আরেফে কামিল স্বয়ং দিল্লীর মধ্যে বাদশাহ আকবরের যুগে বসবাস করিতেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং বলিতেন, "আমি আলোক নহি, বরং চকমকি, আমি আগুন বাহির করিয়া দিব, কিন্তু আলোক হইতেছে শেখ আহমদ সিরহিন্দী।"

www.pathagar.com

কেবল হিন্দুস্থান নহে বরং সমস্ত কাবুল তুর্কীস্তান ও খোরাসানেও এই অবস্থা বিদ্যমান ছিল। সকলেই দীনের এই দুরবস্থার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিত ; কিন্তু ইহা ব্যতীত অগ্রসর হইয়া অন্য কোন কার্যকরি কর্মপন্থা গ্রহণ করার ঝুঁকি কেহই লইতে চাহিতেন না। হিন্দুস্থানে সবচেয়ে বড় মুসিবত এই ছিল যে, সমস্ত আম ও খাসের উপর তাসাউফের রঙ এতদূর গালেব ছিল যে, ইহা ব্যতিরেকে ইল্‌ম ও আমলের দিক দিয়া কোন বিষয়ই গ্রহণযোগ্য হইত না ; কিন্তু প্রকৃত তাসাউফের পাক জওহর—মূর্খতা ও বিদআতের সংমিশ্রণে একেবারেই কলুষিত হইয়া গিয়াছিল। বরং এক প্রকারের খেয়াল-খুশি ও স্বেচ্ছাচারিতা তরীকতের বাতেন ও গোপন তথ্যের আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়া লোকদিগকে চালনা করা হইত। দেশের পর দেশ শরীয়ত ও ইলম শরীয়ত হইতে একেবারেই সম্পর্কহীন ছিল এবং হাকীকত হইতে সরাসরি দূরে পড়িয়া গিয়াছিল। একমাত্র খানকাহ ও ছাজ্জাদানশীনীর বেড়াজাল বিস্তার করিয়া সমস্ত দেশকে আবদ্ধ করা হইয়াছিল।

অন্যদিকে সিংহাসন ও শাসনের জোরে আকবরী যুগের বিদ'আত চতুর্দিকে বিস্তার লাভ করিয়াছিল এবং উলামায়ে ছু' ও দুনিয়াপরস্ত মাশায়েখগণ বিদ'আত প্রচারে অগ্রগামী ছিল। এই সময় শান্তি ও আরামপূর্ণ মাদ্রাসাগুলির এবং বাদশাহের ফরমাবরদারীর খানকাহ্ হইতে কোন্ ব্যক্তি এরূপ ছিল যে, বাহিরে আগমন করে এবং দাওয়াত ও ইসলাহের পরীক্ষা ক্ষেত্রে পদস্থাপন করে ? এবং তৎপর আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্যের লশকর ও বাতেনী শক্তির ছামান দ্বারা এরূপ যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয় যেন ইহাতে হিন্দুস্থানের শাহেন শাহের সিংহাসন ও শক্তি এই কার্যের প্রতিবন্ধক না হয় এবং উক্ত সময়ের হুকুম ও ফরমান যেন আল্লাহ্ তা'আলার শক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম না হয় ?

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, আল্লাহ্ তা'আলার তৌফিকের বদৌলতে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর পাক হাস্তির জন্য এই মরতবাটি খাস করিয়া প্রদত্ত হইয়াছিল। উলুল আ'যম পয়গাম্বরের নায়েবী ও কায়েম মাকামী অর্থাৎ মাকামে আযীমতে দাওয়াতের খালয়া'ত একমাত্র তাঁহারই শরীরে শোভমান ছিল। অন্য যাহারা ছিলেন তাঁহারা হয়তো মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করিতেন, বড় বড় কিতাব ও নূতন নূতন শরাহ্ ও হাশীয়া লিপিবদ্ধ করিতেন অথবা ইহাদের গোমরাহ ও কাফের হওয়ার ফতোয়ার উপর দস্তখত করিতেন। এই সময়ে যাহা করণীয় ফরয ছিল, উহাতে কেহই হস্তক্ষেপ করেন নাই। তিনি [হযরত মুজাদ্দিদ (র)] মকতুবাত শরীফের দ্বিতীয় দফতরের ৪র্থ মকতুবে নবুয়তের প্রদীপ হইতে গৃহীত মুজাদ্দিদের ইল্‌ম ও মা'রিফাত সম্পর্কে আলোকপাত করিয়াছেন।"[১]

---

১. আল ফোরকান, শানদার মাযী

www.pathagar.com

হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর তা'রীফ

হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর তা'রীফ করিবার অবকাশ নাই। কেননা দ্বিতীয় হাজার বৎসরের মুজাদ্দিদের লকবই তাহার গুণাবলি ও প্রশংসার জন্য যথেষ্ট। এতদসম্পর্কে পাক ভারতে সুপরিচিত মনীষী হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) স্বীয় শরহে রেসালা গ্রন্থে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর যে প্রশংসা করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধান ও উল্লেখযোগ্য। নিম্নে উক্ত গ্রন্থ হইতে কিছু আলোচনা করা হইল ঃ

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (র) স্বীয় 'শরহে রেসালা' গ্রন্থে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর তা'রীফ করিয়াছেন। তিনি তাহার রচিত 'রদ্দেশীয়া' শীর্ষক পুস্তিকা খানির উপর মন্তব্য করিয়া লিখিয়াছেন, "যে পুস্তিকাখানির প্রণেতা হইতেছেন এমন এক ব্যক্তি যিনি নিজ সময়ের অদ্বিতীয় ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী বড়ই সাহসী বীর, শরীয়ত ও তরীকতের মধ্যে অতিশয় দৃঢ়, মা'রিফাত ও হাকীকতের উচ্চ পর্বত, সুন্নতের সহায়তাকারী, বিদ'আতের মূল উৎপাটনকারী, আল্লাহ্ তা'আলার চেরাগ যাহা বিশ্বে স্থাপন করিবার উদ্দেশ্য হইতেছে যেন মু'মিন বান্দাগণের মধ্য হইতে যিনি চাহেন উহা হইতে আলোকপ্রাপ্ত হইতে সক্ষম হন। উক্ত ব্যক্তি হইতেছেন আল্লাহ্ তা'আলার দুশমনদের বিরুদ্ধে উন্মুক্ত তরবারি, ইমাম, আরেফ, আলিম ও বড়ই জ্ঞানী মাওলানা শেখ আহমদ ফারূকী মাতুরিদী হানাফী নকশবন্দী সিরহিন্দী। আল্লাহ্ তা'আলা যেন তাঁহাকে মুসলমানের পক্ষ হইতে উত্তম পারিতোষিক দান করেন এবং তাঁহাকে আল্লাহ্ তা'আলার জান্নাতুল খুল্‌দে ও রেযার বাগানে স্থান দান করেন।" তিনি এই রেসালাখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। মুসলমানগণের পক্ষ হইতে এরূপ ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা উল্লিখিত বাদশাহগণের রাজত্বের মধ্যে মুজাদ্দিদ নির্ধারণ করিয়াছেন যেন তিনি হুকুমতের কাঠামো পরিবর্তন করিয়া দেন। মৌখিক ও লেখনীর সাহায্যে জিহাদের ফলস্বরূপ হযরত শেখ (র)-কে জাহাঙ্গীর বাদশাহ গোয়ালিয়র দুর্গে কয়েদ করেন এবং তৎপর তিনি দুঃখিত ও অনুতপ্ত হইয়া তাহার মুক্তির আদেশ প্রদান করেন। মকতুবাত শরীফের তৃতীয় দফতরের কোন কোন চিঠিতে এই কয়েদের দিকে মোটামুটিভাবে ইঙ্গিতও করা হইয়াছে। কয়েদখানায় অবস্থান করিয়াও তিনি ইরশাদ ও তলকীনের সিলসিলা জারি রাখেন এবং সমস্ত কয়েদীকে আল্লাহওয়ালা বানাইয়া জেল হইতে নিষ্ক্রান্ত হন। তিনি জাহাঙ্গীরের দরবার হইতে সিজদায়ে তাযিমী প্রথা ও শরীয়তের খেলাফ জারিকৃত কানুনগুলি রহিত করান, গরু যবেহকে প্রকাশ্যভাবে জারি করান, কাফেরগণের উপর জিযিয়া কর আরোপ করান এবং বিরান ও ধ্বংসকৃত মসজিদ পুনঃ আবাদ করান ও শরীয়তের অন্যান্য বিধানও জারি করান। শেষ পর্যন্ত বাদশাহ জাহাঙ্গীর তওবা করিয়া তাহার মুরিদ হন। শাহ সাহেব (র) শরহে রেসালা গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "বুযুর্গী ও বিচক্ষণতা, ইল্‌মের আধিক্য, তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন, আমলের এস্তেকামত

www.pathagar.com

(সব সময় একভাবে করা), আল্লাহ্ ও রাসূল সম্বন্ধে দীনী গায়রত, বড় বড় কারামত, বহু উচ্চ মাকাম এবং প্রশংসনীয় গুণাবলি এই বুযুর্গের হাস্তির পবিত্র আত্মার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা নিহিত রাখিয়াছিলেন। হিন্দুস্থানের লোকের উপর তাঁহার বহু ইহসান রহিয়াছে। যাহার শুকরিয়া আদায় করা তাহাদের পক্ষে জরুরী, কেননা যাহারা মানুষের শুকরিয়া আদায় করে না—তাহারা আল্লাহ্ তা'আলারও শোকরগুজার হয় না।" তৎপর শাহ্ সাহেব (র) উক্ত ইহসানগুলি গণনা করিয়াছেন—যথা (১) হযরত মুজাদ্দিদ (র)-ই হিন্দুস্থানে নক্শবন্দীয়া তরীকা প্রচার ও প্রসার করিয়াছেন এবং তাঁহার ও তাঁহার খলীফাগণের মাধ্যমে আল্লাহ্র মখলুকগণ দোষমুক্ত হইয়া মার্জিত হইয়াছেন। (২) সূফী ও ফকীহগণের মধ্যে যে মতভেদ ছিল, ইহাতে তিনি স্থায়িভাবে ফয়সালা করিয়া দিয়াছেন যদ্দ্বারা মতভেদ দূরীভূত হইয়াছে ; ইহা এইজন্য যে তিনি স্বয়ং হানাফী মাযহাব ও মাতুরিদী আ'কীদাভুক্ত ছিলেন। ইহার সহিত তিনি তরীকায়ে নকশ বন্দীয়ার সারাংশকেও মিলিত করিয়াছেন। তিনি তৌহিদে শহুদী ও অজুদীর এরূপ ব্যাখ্যা ও অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন যাহাতে কোন প্রকার সংশয় ও দ্বিধার অবকাশ বাকি না থাকে। তিনি লোকসমাজে ইহা প্রকাশ করিয়াছেন যে, সালেকগণের নিকট সমস্ত বিশ্বের অংশগুলিতে এককের সর্বত্র বিদ্যমান থাকার যে রূপ প্রতীয়মান হয়—উক্ত হাকীকতটি সুলুকের আকৃতি ও সুলুকের সূচনার অন্যতম একটি সূচনা। এতদব্যতীত তিনি বহুবিধ সমস্যা ও কঠিন বিষয়াদির সমাধান করিয়াছেন। (৩) তিনি রাজত্বের আমীরগণকে বাতেল আ'কীদা ধারণ করা হইতে নিষেধ ফরমাইতেন। তিনি তাহাদিগকে বরাবর লিখিতে থাকিতেন যেন তাহারা স্বীয় মজলিসে কোন রাফেযী বা জিম্মিকে প্রবেশাধিকার দান না করেন। তাহাদিগকে তিনি ইবাদত ও সদ্কা করিবার জন্য রগবত দান করিতেন। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর মাধ্যমে এই আমীর ও হাকীমগণকে বড়ই উপকৃত করিয়াছেন। ফলে সমস্ত বিচারকের সাহায্যে সাধারণ জনসমাজ সংশোধন হইয়াছে। কেননা মানুষ স্বীয় বাদশাহের অনুসরণকারী ইহাই সচরাচর নিয়ম। (৪) রাফেযীগণের বিদ'আত প্রকাশ লাভ করিলে হযরত শেখ (র) তাহার সহিত তর্ক বিতর্ক করিয়া চিরকালের জন্য তাহাদের মুখ বন্ধ করিয়া দেন এবং তদ্দ্বারা তাহাদের ফাসাদ রহিত হইয়া যায়। (৫) দর্শন শাস্ত্রের বই-পুস্তক অধ্যয়ন বা হিন্দু সোহবতের ফলে কিছু সংখ্যক মুসলমানের এতেকাদ কমজোর হইয়া বিকৃতিলাভ করিয়াছিল। তাহারা নূতন নূতন কথা আমদানী করিয়াছিল এবং বলিত যে, আমাদের জন্য নবীর কোন প্রয়োজন নাই এবং বান্দাদের উপর হালাল হারামের আইন চাপাইয়া দেওয়ার মধ্যে কোন উপকার নাই। কেননা অন্তর্নিহিত শক্তিই কেবলমাত্র নির্ভরযোগ্য কাজ নহে। এইরূপ বহু অশোভনীয় উক্তি তাহারা প্রচার করিত। হযরত মুজাদ্দিদ (র) এই বিষয়ে রেসালা লিপিবদ্ধ করিয়া এই জাতীয়

www.pathagar.com

ভ্রান্ত মতবাদীদের মুখ বন্ধ করেন। তিনি বিভিন্ন মজলিসে এই সমস্ত লোকের সহিত বিতর্কমূলক আলোচনা করিয়া তাহাদের দীন-বিরোধী ফেতনাকে নিস্তনাবুদ করিয়া দেন।

এই সমস্ত কারণে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, একজন পরহেজগার মু'মিন ব্যতীত কেহ তাঁহার সহিত মুহাব্বত করেন না এবং একজন কমিনা-ফাসেক-ফাজের ব্যতীত কেহ তাঁহার সহিত শত্রুতা ও ঈর্ষা পোষণ করে না।[১]

বিদেশিগণের নযরে হযরত মুজাদ্দিদ (র)

হযরত মুজাদ্দিদ (র) দ্বিতীয় হাজারের মুজাদ্দিদরূপে যে বিরাট সংস্কারমূলক দীনী খেদমত সম্পাদন করেন তাহা কেবল হিন্দুস্থানে সীমাবদ্ধ ছিল না বরং এই তাজদীদী কার্যকলাপ সমগ্র আরব আজম তথা ইউরোপ আফ্রিকায় বিস্তার লাভ করিয়াছিল। মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী ইউরোপীয়গণের নজরে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর অবস্থা বা মর্যাদা দীনের প্রচারকরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

সত্যিকারভাবে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর বিরাট হাস্তি—কুরআন মজীদ ও সুন্নতে নববী (সা)-এর শিক্ষা ও আকায়েদ অনুযায়ী দীন ইসলামে অনুপ্রবেশিত বিদ'আত ও কলুষতার আমূল সংস্কার করেন। কতিপয় বিদেশী লেখক তাঁহার সম্পর্কে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল ঃ

ডাঃ টি. আর্নল্ড—তাঁহার Preaching of Islam গ্রন্থের ৪১২ পৃষ্ঠায় (৩য় সংস্করণ) লিখিয়াছেন, "শাহেন শাহ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে (১৬০৫-২৮ ঈসায়ী) শেখ আহমদ মুজাদ্দিদ নামে একজন সুন্নী আলিম ছিলেন। তিনি ইমামিয়া আকায়েদের খণ্ডনে বিশেষ মশহুর ছিলেন। ঐ সময় দরবারে ইমামিয়াগণের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। তাহারা কোন ছলচাতুরী করিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করায়। তিনি দুই বৎসর কারাবাস করেন এবং এই সময় তিনি কারাগারের কয়েদীগণের মধ্য হইতে শত শত ব্যুৎপরস্তদিগকে ইসলামের হাল্‌কাভুক্ত করেন।"

অনুরূপভাবে Encyclopaedia of Religion and Atheist নামক গ্রন্থের ইসলামের প্রচার শীর্ষক অনুচ্ছেদে এইরূপ বর্ণিত আছে, "হিন্দুস্থানে ১৭শ শতাব্দীতে শেখ আহমদ মুজাদ্দিদ নামে একজন আলিম ছিলেন। তাঁহাকে অন্যায়ভাবে কয়েদ করা হইয়াছিল। তাঁহার সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, কয়েদখানায় সঙ্গীদিগের মধ্য হইতে তিনি কয়েক শত ব্যুৎপরস্তদিগকে মুসলমান করেন।" (৮ম খণ্ড .... ৭৪৮ পৃষ্ঠা)

১. আল্‌ ফোরকান।

www.pathagar.com

হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর সিলসিলার প্রচার ও প্রসার

হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর পর তাঁহার আওলাদগণ ও তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিগণ আল্লাহ্র রহমতে সকলেই উপযুক্ত ছিলেন এবং অদ্যাপিও পাক ভারতের বিভিন্ন স্থানে তথা মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফে এই আওলাদগণের সিলসিলা মওজুদ রহিয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইল তাঁহার নিকট হইতে সরাসরি খেলাফত প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সিলসিলা। এ বিষয়ে সঠিক অবস্থা নিরূপণ অসম্ভব হইলেও ইহা বলা যাইতে পারে যে, হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর আওলাদগণের সিলসিলা এবং সরাসরি খেলাফতপ্রাপ্ত খলীফাগণের সিলসিলা—এই উভয়ের সমন্বয় সাধন করিলে সম্ভবত দেখা যাইবে যে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে এই সিলসিলা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে আরব জাহানের এই সিলসিলা প্রচারের একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল ঃ

হিজরী ১৩ শত সালের মুজাদ্দিদ মাওলানা শেখ আবদুল্লাহ্ (গোলাম আলী নামে মশহুর) দিল্লীর উন্নতির শেষ পর্যায়ে এই সিলসিলার একজন আজিমুশশান খলীফা ছিলেন। দিল্লীর খানকায়ে মুজাদ্দিদীয়া তাঁহার নামে আবাদ রহিয়াছে। হযরত মুজাদ্দিদ (র) ও তাঁর মধ্যে কেবল চারটি মধ্যস্থতা বিদ্যমান। তাঁহার মোবারক হাস্তি হইতে অত্যধিক ফয়েয জারি হইত। শাহ্ আবদুল গণী মুহাদ্দিস দেহলভীর মতে পূর্ববর্তী কোন মাশায়েখে কেরাম হইতে কচিৎ ফয়েজ জারি হইয়া থাকিবে। পাক ভারতের প্রায় প্রতিটি শহরে তাঁহার খলীফা আছেন এবং একমাত্র আম্বালা শহরে খলীফার সংখ্যা ৫০ জন।

কুর্দিস্থানের অধিবাসী হযরত খালেদ (র) নামে তাঁহার একজন খলীফা ছিলেন। হানাফী মাযহাবের মুফতীগণের ফতোয়ার বুনিয়াদ—'দুররুল মুখতার' কিতাবের গ্রন্থকার আল্লামা শামী হযরত খালেদ কুর্দী (র)-এর গুণাবলি ও তারীফ সম্বলিত سل الحسام الهندى لنصرة مولانا خالد النقشبندى নামে একখানি পুস্তিকা লিখিয়াছেন। উক্ত পুস্তিকাখানি মিসরে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

আল্লামা শামী উক্ত পুস্তিকায় হযরত মাওলানা খালেদ কুর্দী (র)-এর ইল্মী ও আমলী কামালাত বড়ই সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার বিবরণের সারমর্ম এই যে, হযরত খালেদ কুর্দী (র) পদব্রজে সুদূর কুর্দিস্থান হইতে পারস্যের মধ্য দিয়া ১২২৪ হিজরীতে পূর্ণ এক বৎসর সফর করিয়া দিল্লী উপনীত হইয়া হযরত শাহ গোলাম আলী (র)-এর খিদমতে হাজির হন এবং তাঁহার ফয়েজের সাগর হইতে তৃষ্ণা নিবারণ পূর্বক কুতুবের লকব হাসিল করিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। আল্লামা শামী লিখিতেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার ফযল ও রহমতে তাঁহার থাকিবার স্থান হইয়াছিল শামের মত মোবারক দেশে। তিনি ঐ স্থানে পৌঁছিয়া বহু রিয়াযত করেন। তাঁহার

www.pathagar.com

নিকট জনসমাগম দেখিলে মনে হয় যেন দেশ তাঁহার হাতে। তাঁহার খলীফা ও খলীফাগণের হাজার হাজার খলীফা ছিল। তৎপর উক্ত পুস্তিকায় আল্লামা শামী হযরত মাওলানা খালেদ (র)-এর নামে তাঁহার বুযুর্গ পিতা হযরত শাহ আবূ সাঈদ কর্তৃক লিখিত একটি পত্র নকল করিয়াছেন যাহাতে হযরত খালেদ (র)-এর প্রশংসা ছিল।

আল্লামা শামী লিখিতেছেন, "শাম দেশে ভীষণ প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে হযরত খালেদ (র)-এর দুই পুত্র এই রোগে আক্রান্ত হইয়া ইন্তিকাল করেন। আমি সান্ত্বনা ও প্রবোধ দান করিবার মানসে তাঁহার নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে সহাস্য বদনে পাইলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, "দুঃখ প্রকাশ করিয়া 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পাঠ করার চেয়ে আমার কাল্‌বে আল্লাহ্ তা'আলার তারীফ ও তাঁহার প্রতি রেযা অধিক আছে।" তৎপর আমি আরয করিলাম, "দুই দিন পূর্বে আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি যে, আমীরুল মুমিনীন হযরত ওসমান (রা)-এর ওফাত হইয়াছে এবং আমি তাঁহার জানাযার নামাযে শরীক আছি।" এই কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "আমি হযরত ওসমান (রা)-এর আওলাদগণের অন্তর্ভুক্ত।" এই স্বপ্নটির তাবীর তিনি যেন নিজের সম্পর্কে মনে করিলেন। উক্ত দিবস তিনি ইশার নামায অন্তে নিজ মুরিদগণকে কিছু নসিহত করেন ও নিজ জায়নশীন নির্ধারণ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। উক্ত রাত্রিতে তিনি প্লেগরোগে আক্রান্ত হইয়া শাহাদাতপ্রাপ্ত হন।"

হযরত মাওলানা শাহ আবদুল গনী মুহাদ্দিস দেহলভী মুহাজিরে মদনী (র) স্বীয় 'তাযকেরায়ে শাহ্ গোলাম আলী' নামক ফারসী ভাষায় একটি রেসালা লিখিয়াছেন। তিনি উক্ত পুস্তিকায় হযরত শাহ্ গোলাম আলী (র)-এর খলীফাগণের সম্পর্কে লিখিয়াছেন, "হযরত মাওলানা খালেদ শাহর্জুরী কুর্দী (র) একজন মশহুর আলিম ছিলেন এবং প্রত্যেক বিষয়ে তিনি বড়ই দক্ষ ও বিচক্ষণ ছিলেন। হাদীস শরীফের ৫০টি কিতাবের সনদ তাঁহার ছিল। তিনি হিন্দুস্থানের ওলামাগণের সম্পর্কে বিশেষ করিয়া হযরত শাহ্ আবদুল আযীয (র)-এর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি ফারসী ও আরবী কবিতাতেও ফেরদৌসি ও ফারাজদাকের সমকক্ষ। তাঁহার কবিতা আরেফে জামীর সহিত বড়ই সামঞ্জস্যপূর্ণ। হযরত সুলতানুল মাশায়েখ ও হযরত খাজা আহ্‌রার (র)-এর শানে তাঁহার রচিত কাসিদা—খসরু ও জামী হইতে কোন অংশেই কম নহে।"

পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আর অগ্রসর না হইয়া কেবল এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আল্লাহ্ তা'আলার রহমতে এই সিলসিলা পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে বিস্তারলাভ করিয়াছে।[১]

---

১. আল্ ফোরকান।

www.pathagar.com

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কর্ম-পদ্ধতি

হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হিন্দুস্থানের বুকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইবার পর দ্বিতীয় সহস্র বৎসরের মুজাদ্দিদের লকবে ভূষিত হন। তৎকালে হিন্দুস্থানের বুকে যদিও মুসলমানী সিয়াসত বিদ্যমান ছিল। কিন্তু দীন ইসলাম হইয়া উঠে মহাবিপন্ন। তিনি সংস্কারকরূপে আগমন করিয়া বাদশাহ্ আকবরের প্রবর্তিত 'দীনে এলাহী' নামক ইসলাম-বিরোধী ধর্মের কবল হইতে ইসলাম তথা মুসলমান সমাজকে রক্ষা করেন, ফলে ভারতে পূর্ণ ইসলামী সিয়াসত কায়েম হয়। তাঁহার সংস্কারের জ্যোতি সারা মুসলিম জাহানে নব প্রেরণার আলোক সম্পাত করিয়াছে। তাঁহার মুজাদ্দিদী জীবনই প্রকৃত জীবন এবং সেই দৃষ্টিকোণ হইতে তাঁহার কর্মপদ্ধতির পর্যালোচনা করিয়া অনুধাবন করিলেই এ বিষয়ে সম্যক উপলব্ধি করা যাইবে।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নায়েব হিসাবে দ্বিতীয় হাজার বৎসরের সংস্কারকরূপে তাঁহার আগমনের বৈশিষ্ট্য হইতেছে তাঁহার মুজাদ্দিদী জীবন—অর্থাৎ তাঁহার কর্মসূচি ও কামিয়াবী। তাঁহাকে এই দৃষ্টিকোণ হইতে উপলব্ধি করাই হইতেছে তাঁহাকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করার তাৎপর্য। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, মুজাদ্দিদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিচয় হইল তাঁহার কার্যাবলি—যাহার মধ্যে দীন হেফাযত, সুন্নত কায়েম ও বিদ'আত দূরীভূতকরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এক কথায় দীনের ভিতর অনুপ্রবেশিত সমুদয় পংকিলতা দূরীকরণ ও কুসংস্কার, বদরসম ও কলুষতাকে সর্বতোভাবে সংস্কারকরণই হইল তাঁহার প্রধান কার্য। অতএব, তাঁহাকে তাঁহার মুজাদ্দিদসুলভ উক্ত কার্যাবলির মাধ্যমেই বিচার করিতে হইবে। পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে, তৎকালে হিন্দুস্থান ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বহুপ্রসিদ্ধ আলিম মাশায়েখ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কেহ দীনের সংস্কারকরূপে দায়িত্বভার গ্রহণে প্রয়াসী হন নাই।

হযরত মুজাদ্দিদ (র) বলিয়াছেন, "পীর মুরিদী করিবার জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয় নাই এবং আমাকে পয়দা করার উদ্দেশ্য কেবল সৃষ্ট জীবের শিক্ষা-দীক্ষার

www.pathagar.com

পূর্ণতা দান করা নহে। কিন্তু ইহা একটি ভিন্ন ব্যাপার এবং একটি ভিন্ন ধরনের কার্যক্রমের উদ্দেশ্যে আমাকে পয়দা করা হইয়াছে। ইহার মাধ্যমে যে ব্যক্তি সম্পর্ক স্থাপন করিবে সে ফয়েজপ্রাপ্ত হইবে—নতুবা নয়। তকমীল ও ইরশাদের কার্যটি এই কার্যক্রমের মোকাবিলায় রাস্তার উপর পরিত্যক্ত বস্তুসদৃশ। নবী (আ)-গণ কর্তৃক ধর্মের প্রতি দাওয়াত ও আল্লাহ্ তা'আলার সহিত তাঁহাদের বাতেনী সম্পর্কটিও এই ধরনের। যদিও নবুয়তের পদবী শেষ হইয়াছে, কিন্তু নবুয়তের কামালত ও ইহার বৈশিষ্ট্যরাজি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ ও মিরাসী সূত্রে কামেল তাঁবেদারগণের নসীব হইয়া থাকে। (মকতুব নং ৬, দফতর ২) হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর এই উক্তি হইতে উপরিউক্ত কর্মসূচি ও কার্যাবলির দিকে ইঙ্গিত করা হইতেছে।

তৎকালে বাদশাহ্ আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলে দেশের তথা মাযহাবের কি ভয়াবহ দুরবস্থা ঘটে তাহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে হযরত মুজাদ্দিদ (র) কি প্রকারে তাঁহার সংস্কারের কার্য পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া কামিয়াব হন এবং দীন ইসলাম ফেত্না ও দুর্দশামুক্ত হয়—তাহাই আলোচিত হইতেছে।

পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে যে, হযরত মুজাদ্দিদ (র) ইল্ম শিক্ষা সমাপ্ত করার পর তৎকালীন রাজধানী আকবরাবাদ গমন করেন এবং বাদশাহ্ আকবরের অমাত্যবর্গ তথা আবুল ফযল, ফৈযী প্রমুখের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হয়। তিনি এই সকল ব্যক্তির সহিত দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ- আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে বাদশাহের বেদীনী কার্যাবলি অবলোকন ও পর্যালোচনা করেন। ইহা বলা দুষ্কর যে, হযরত মুজাদ্দিদ (র) ঐ সময় ইসলাহের উদ্দেশ্যে আকবরাবাদ আগমন করিয়াছিলেন - না তাঁহার অন্য কোন মকসুদ ছিল? কিন্তু এই কথা নিশ্চিত করিয়া বলা যাইতে পারে যে, আকবরাবাদে অবস্থানকালে তিনি আকবরী ফেত্নার উৎসগুলি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হন। এই সমস্ত উৎস হইতে ফেত্নার শাখা-প্রশাখা জারি হইতেছিল।

সম্ভবত তিনি প্রথম হইতেই আকবরের রাজত্বের মধ্যে বিপ্লব সৃষ্টির উপায়াদি চিন্তা করিতেন এবং এই কার্যে সফলকাম হইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন। কিন্তু রাজত্ব লাভ করা তাঁহার কাম্য ছিল না। অপর পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তিকে বাদশাহ বানাইতে হইলেও ঐ অসুবিধা সম্মুখে আসিত। এই জন্য রাজত্বের মধ্যে বিপ্লব সৃষ্টি না করিয়া রাজত্ব পরিচালনার দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনয়ন করাই তিনি শ্রেয় মনে করিতেন, কেননা হুকুমাতের এই দিকেই ছিল প্রকৃত সংঘর্ষ। কিন্তু ইহার জন্য বাদশাহের ইসলাহের পূর্বে হুকুমাতের কর্মচারিগণের সংশোধন জরুরী। দুর্ভাগ্যবশত বাদশাহ্ ও রাজত্বের কর্ণধারগণ স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধি ব্যতীত অন্য কোন আদর্শ ধারণ করিতেন না এবং তাঁহারা নিজ স্বার্থ বা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সর্বসাধারণের মনঃতুষ্টি

www.pathagar.com

জরুরী মনে করিতেন। এই জন্য সাধারণ লোকের চিন্তাধারা ও আবেগের সম্মানার্থে তাঁহারা নিজ মাযহাবকে কোরবানী করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়েন। বাদশাহ আকবরের পঞ্চাশ বৎসরের যিন্দিগী এই কথার সাক্ষ্য দান করে যাহা বিশ্লেষণ করিলে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর বিপ্লব সৃষ্টি করার তাৎপর্যটি বোধগম্য হইবে।

বাবর তথা মোগল ও আফগানের প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার সুযোগ্য পৌত্র আকবর এই চিন্তাধারায় আর একটি নতুন ভঙ্গির সংযোজন করেন—যেহেতু বাদশাহ কয়েক ধর্মের লোকের উপর রাজত্ব পরিচালনা করেন, অতএব, তাঁহার ধর্মমতও অনুরূপ হওয়া উচিত। জনসাধারণ বাদশাহের এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে মতবাদ কায়েম করিল যে, কি হিন্দু কি মুসলমান অথবা কি মোগল কি আফগান—যাহার খাও তাহার গাও।"

হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর রাজনৈতিক আকীদা ছিল যে বাদশাহ এবং রূহ তুলনামূলকভাবে সমপর্যায়ভুক্ত। এমতাবস্থায় রূহের সংশোধনের সঙ্গে সঙ্গে শরীর ও শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির প্রতি লক্ষ্য রাখাও অত্যাবশ্যক, যেন হৃদয়ের ক্রমবর্ধমান শক্তিকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি বরদাশত করিতে পারে। অতএব, বাদশাহ এবং রাজত্বের বিষয়টি উপরিউক্ত কথার সমপরিপূরক।

পৃথিবীর ইতিহাসে এইরূপ ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাদশাহের ইসলাহ-পছন্দী দ্বারা রাজত্বের স্বার্থপর ওমরাগণের মধ্যে অসন্তোষের বীজ উপ্ত হইয়াছে এবং অল্প দিবসের মধ্যে বাদশাহী খতম হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয (র)-এর ইতিহাস পেশ করা যাইতে পারে। তিনি ছিলেন খোলাফায়ে রাশেদীনের ন্যায় আদর্শস্থানীয় একজন খলীফা। প্রথমত তাবেয়ীগণের যামানা হওয়ার দরুন তাঁহার ইসলাহ সহজেই কার্যকর হইয়া অশান্তিপূর্ণ দেশ শীঘ্রই হেদায়েতপ্রাপ্ত খেলাফতে পরিণত হইল। কিন্তু পরবর্তী ঘটনা ইতিহাসে জ্বলন্ত আখরে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। কেবল আড়াই বৎসরের ব্যবধানে কুট ও স্বার্থপরদের চক্রান্ত খলীফার এই খাঁটি আদর্শমূলক খেদমত ধূলিসাৎ করিয়া দিল। এইরূপ দৃষ্টান্ত ভুরি ভুরি রহিয়াছে।

হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর কর্মপদ্ধতি পর্যালোচনা করিবার প্রথমেই দেখিতে হইবে যে, মুজাদ্দিদের দীন ও মিল্লাত কিরূপ কর্মসূচি অবলম্বন করিয়া বাদশাহ আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলের বিকৃত ইসলামকে সামলাইয়া লইয়াছিলেন এবং কোন পার্থিব শক্তি ও সরকারী শক্তি সাহায্য ব্যতিরেকে কোন্ কোন্ তদবীরের দ্বারা দেশের পরিবেশকে আমূল পরিবর্তন করিয়া দেন। এমন কি হুকুমাতের মধ্যে আপনা-আপনি ঐরূপ ইনকিলাবের সৃষ্টি হইল যাহা বাহ্যিক পরিবেশে একমাত্র প্রত্যক্ষ ইনকিলাবী উপায়েই হওয়া সম্ভব ছিল। বরং অনেক সময় জোরদার ইনকিলাবী আন্দোলন হওয়া সত্ত্বেও এইরূপ সাফল্য দৃষ্টিগোচর হয় না।

www.pathagar.com

হযরত মুজাদ্দিদ (র) তাঁহার মুজাদ্দিদী জীবনের কর্মসূচিরূপ কার্যক্রমের প্রথমেই মাযহাবী ফেত্নাগুলির উৎস অনুসন্ধান করিতে যাইয়া উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন যে, মৌলিকভাবে পথের তিনটি দিশা রহিয়াছে যাহার মাধ্যমে গোমরাহী ও ধ্বংসের এই বানধারা ছুটিয়া আসিতেছে। উক্ত ত্রয়ী পথ হইতেছে ঃ

১. হুকুমাতের আমীর-ওমরাগণ। অবস্থা ও ঘটনাবলির এক বিশেষ গতি এবং রাজনৈতিক পরিবেশে স্বার্থের এক ভুল ধারণা ও ভুলভরা আশার দরুন এই দলকে ইসলাম হইতে বিচ্যুত করিয়া লা-মাযহাবীয়েত বরং হিন্দুত্বের প্রিয়পাত্র বানাইয়া দিয়াছিল।

২. উলামায়ে ছু' অর্থাৎ দুনিয়াদার আলিম। দুনিয়া হাসিল করা এবং রাজত্বের কর্ণধার ও আমীরগণের মনঃতুষ্টিতে ব্যাপৃত থাকা এবং তাহাদের সৌজন্যে জঘন্য কার্যকে ভালো বলিয়া প্রচারপূর্বক স্বীয় নফসের খাহেশাদির চরিতার্থকল্পে উহাদিগকে ইসলামের গণ্ডিভুক্ত করাই ছিল এই সকল আলিমের আদর্শ বা একমাত্র লক্ষ্যবস্তু। পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে এই সকল আলিমের ফেত্না ও কার্যকলাপ আনুপূর্বিক বর্ণনা করা হইয়াছে।

৩. ভণ্ড ও গোমরাহ সূফীগণ। এই দল শরীয়তকে জাহের পরস্তদের খেলনা-স্বরূপ মনে করে এবং তরীকত ও হাকীকতের পাক নামগুলিকে তাহারা এক একটি পৃথক দুনিয়ারূপে সাজাইয়া রাখিয়াছে। ইহাতে লোক খোদাও হইতে পারে এবং খোদার বেটাও হইতে পারে। ইহাতে আরেফ—কামেল হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেক গুনাহ ও নফসের তাকিদে প্রত্যেক কার্য করিবার পূর্ণ সুযোগ প্রাপ্ত হয়। ফেত্নার এই উৎসত্রয় পরস্পর সংলগ্ন।

হযরত মুজাদ্দিদ (র) ইহাদিগকে বশীভূত করিতে এবং ইহাদের গতিকে—চিন্তাধারাকে বিশুদ্ধ করিবার জন্য পূর্ণ শক্তি ও হেকমতের মাধ্যমে স্বীয় মুজাদ্দিদী খেদমত সম্পাদন করত কামিয়াব হন।

তাঁহার মুজাদ্দিদসুলভ তীক্ষ্ণজ্ঞান ইহাও অবহিত হইতে সক্ষম হইয়াছিল যে, উপরিউক্ত তিন শ্রেণীর ফেত্নার সংস্কার সাধন হইলেই বাদশাহ এবং দেশের জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংশোধিত হইয়া যাইবে, কেননা তাঁহার মতে শরীরের সহিত রূহের যেমন সম্পর্ক ঠিক তেমনি বাদশাহের সহিত দেশের জনসাধারণের সম্পর্ক বিদ্যমান। উলামায়ে ছু' ও ভণ্ড সূফী-দরবেশগণ স্বীয় মতলবের মায়াজালে বাদশাহকে আবদ্ধ করিয়া দীন ও মাযহাবের সমূহ ক্ষতিসাধন করেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মোবারক (র) বলিয়াছেন, (هل افسد الدين الاالملوكى واحبار سؤورهبانها) "দীনকে কেবল বাদশাহ, দুনিয়াদার আলিম এবং সূফী-দরবেশগণ বরবাদ করেন।"

www.pathagar.com

অতীব দুঃখের বিষয় এই যে, হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর এই মুজাদ্দিদসুলভ কর্মপদ্ধতি ও চেষ্টা কোশেশের কোন পূর্ণ বরং অপূর্ণ ইতিহাসও পাওয়া যায় না, যাহা হইতে ঘটনাবলির পূর্ণ বিবরণী জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। অপরপক্ষে রাজা-বাদশাহদের ইতিহাস লেখকগণ রাজনৈতিক যুদ্ধবিগ্রহ এবং সিংহাসন দখল ও পরিবর্তনের গণ্ডির আবর্তনে ঘুরপাক খাইয়া এইদিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করেন নাই। অথচ মোগল বাদশাহ আকবর ও জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর ভূমিকা ও তাঁহার গৌরবময় রক্তক্ষয়হীন এই বিরাট ইনকিলাবের কার্যকলাপ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যাহা রাজনৈতিক ইতিহাসের সহিত সমন্বয় সাধন ব্যতিরেকে ইতিহাস কখনও পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না।

যাহা হউক, হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর ইসলাহী কার্যসূচি ও কার্যপদ্ধতির আলোচনার ক্ষেত্রে তাঁহার মকতুবাত শরীফের দলীলকেই গ্রহণ করা হইয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে একমাত্র তাঁহার মকতুবাত শরীফ হইতে এই পরিমাণ জ্ঞাত হওয়া যায় যে, তাঁহার কর্ম পদ্ধতির সূচনাতে তিনি রাজত্বের কর্ণধারগণের সহিত বিশেষ বন্ধন সৃষ্টি করেন বরং সত্যিকারভাবে বলিতে হইলে ইহাই বলিতে হইবে যে, তিনি এই ব্যক্তিগণকে আত্মসমর্পণকারী ও অধীনস্থ বানাইয়া লন। কিন্তু একজন নিঃস্ব ফকীরের পক্ষে এত বিরাট কামিয়াবী হাসিল করা কি প্রকারে সম্ভবপর হইয়াছিল! বড়ই দুঃখের সহিত উল্লেখ করিতে হইতেছে যে, মকতুবাত শরীফ ব্যতীত ইহার পূর্ণ বিবরণী-সম্বলিত কোন প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য সমসাময়িক গ্রন্থ পাওয়া যায় না।

অবস্থা যাহাই হইয়া থাকুক না কেন হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর মুজাদ্দিদী কর্তব্য সম্পাদনার্থে আল্লাহ্ তা'আলার মদদ আসিয়াছিল। রাজ্যের প্রভাব প্রতিপত্তিশীল এবং সমুদয় কার্য ন্যস্ত এরূপ কতকগুলি লোকের অন্তঃকরণে তাঁহার বুযুর্গী, কামালাত এবং মুহাব্বত ও বন্ধুত্ব ঢালিয়া দেওয়া হয়। সাম্রাজ্যের সংশোধনকে জীবনের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবার ইহা একটি অপূর্ব সুযোগ। এই উদ্দেশ্যকে তিনি যেন স্বীয় কর্মসূচি বানাইয়া লইয়াছেন। যেভাবে নিজের কোন কার্যে তোষামোদ, অনুনয়-বিনয় ও ঔৎসুক্য দান করা হয়, এ স্থলেও তেমনি করা হইত। অথচ এই আমীর-উমরাদের নামে শিক্ষা, হেদায়েত, তাযকীয়া, সংশোধন অথবা অন্যান্য শিক্ষণীয় আলোচনায় ভরপুর বহু পত্র রহিয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এই সমস্ত ব্যক্তি হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর মুরিদ ও হাল্কাভুক্ত। এই সমস্ত পত্রে মুরশিদের ন্যায় লা-পরওয়ায়ী ও বেনেয়াযীর শান পরিদৃষ্ট হয়। ইহাতে তাহাদের আমলের যাচাইসহ সাবধান বাণী ও বাতেল আকীদা অথবা ভ্রান্ত ধারণাগুলিও দৃঢ়ভাবে রদ করা হইয়াছে।

উল্লিখিত উমরাগণ হইতেছেন রাজত্বের উচ্চপদস্থ ও প্রভাবশালী কর্মচারী। তিনি একদিকে স্বয়ং এই সমস্ত লোকের তালীম তরবিয়ত ফরমাইলেন ও তাঁহাদের আকীদাগুলি

www.pathagar.com

দুরস্ত করিয়া ইসলামী যিন্দিগীর প্রকৃত আদর্শ পেশ করিলেন এবং অন্যদিকে তাঁহাদের মাধ্যমে সরকারী শাসনযন্ত্রের গতি নিয়ন্ত্রণ করিলেন। কেননা রাজদরবারে এই সমস্ত ব্যক্তির অবাধ গমনাগমন ছিল এবং তাঁহাদের প্রভাব প্রতিপত্তিও ছিল যথেষ্ট পরিমাণ বেশি।

এতদদৃষ্টে এইরূপ মনে করিবার কারণ রহিয়াছে যে, আকবর ও জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রায় সমুদয় সুন্নী সরকারী কর্মচারিগণ ছিলেন হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর আন্দোলনের সভ্য ও কর্মপরিষদ।

এই সময় অধিকাংশ ইসলামী দেশের আমীর, হাকীম, আলিম ও মাশায়েখগণ হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হন এবং সকল দিক হইতে দলে দলে লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যে আগমন করিতে থাকেন। তিনি সকল শ্রেণীর লোকের ভক্তির পাত্র হন। তাঁহার মজলিস এইরূপ গৌরব ও মর্যাদা লাভ করিয়াছিল যে, এই দরবারে বড় বড় দম্ভকারীরও মুখ খুলিবার সাহস হইত না। এই সময় হযরত মুজাদ্দিদ (র) শেখ বদিউদ্দীনকে খলীফা বানাইয়া বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সৈন্যদের মধ্যে ইসলাহী উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। ইহা পঞ্চদশ ক্বাইউমিয়াত বৎসরের ঘটনা।

ইহা একটি সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠান যাহার মধ্যে আহলুস-সুন্নত ওয়াল জামায়াতের সমস্ত সরকারী কর্মচারী ও পদধারিগণের অধিকাংশই একত্রিভূত। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান পরিচালক হইতেছেন হযরত মুজাদ্দিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বয়ং। তিনি সুযোগমত এই প্রতিষ্ঠানকে আলোড়ন দান করিতেছেন। হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর ইসলাহরূপ এই ইনকিলাবী কার্যসূচীর ধারক—রাজত্বের এই সকল কর্ণধারের কেহ কেহ রাজধানীতে অবস্থান করিতেন এবং কেহ কেহ বিভিন্ন দূর দূর প্রদেশে অবস্থান করিতেন। কিন্তু অতীব আশ্চর্যের বিষয় এই যে, চিঠি পত্রাদির আদান-প্রদানের তৎকালীন সীমাবদ্ধ সুযোগ-সুবিধার মধ্যেও তিনি নিয়মিত এই সকল ব্যক্তিকে হেদায়েত করিতে থাকিতেন। রেলপথ ও আধুনিক ডাক ব্যবস্থা প্রবর্তনের বহু পূর্বে ঐ সময়ে এই নিঃস্ব ফকীর সিরহিন্দ শরীফের এক কোণে অবস্থান করিয়া কি প্রকারে এই সমস্ত কার্য চালাইতে ছিলেন তাহা সত্যিকার অভিনব ও বৈচিত্র্যময়।

এই সময় দেশের সম্মুখে গোলামি ও আযাদী অথবা দেশী ও বিদেশী রাজশক্তির প্রশ্ন ছিল না। বাদশাহ হিন্দুস্থানী ছিলেন এবং হিন্দুস্থান কোন দেশের অধীনস্থ ছিল না। প্রত্যেক হিন্দুস্থানী নিজকে আযাদ মনে করিত। স্বেচ্ছাধীন পঞ্চায়েতী নীতি প্রত্যেক হিন্দুস্থানীর ব্যক্তিগত দাবি-দাওয়া এবং সম্মান ও স্বাধীনতার জিম্মাদার ছিল।

সাধারণ লোক, অমাত্যবর্গ ও স্বয়ং বাদশাহগণ জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্যরূপে নির্ধারিত করিয়া লন যে, তাঁহারা এককভাবে পুরাপুরি সুন্নত অনুসরণ ও সামাজিকভাবে

www.pathagar.com

শরীয়ত প্রচলন করিবেন এবং ইহা তাঁহাদের সমুদয় সামাজিক ও একক চেষ্টা সাধনার আবর্তন কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। মাযহাবী দৃষ্টিকোণ ও ইসলামী হুকুমাতের নিরাপত্তা ও হেফাযতের পেশনজরে ইহাই ছিল ইসলাহের অর্থ।

হযরত মুজাদ্দিদ (র) আগ্রা হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার পর সিরহিন্দ শরীফে বসবাস করিতে থাকেন এবং পিতার মৃত্যুর পর হজ্জ করিতে গমনের নিয়ত করিয়া দিল্লী আসিয়া উপনীত হন। এই সময় তিনি দিল্লীতে হযরত খাজা বাকীবিল্লাহ (র)-এর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করিয়া হজ্জের সফর স্থগিত রাখেন।

নক্‌শবন্দীয়া তরীকার ভিত্তি ওয়াজ্‌দ ও হালের উপর নয় বরং এই তরীকা ইত্তেবায়ে সুন্নতের উপর প্রতিষ্ঠিত। কাজেই এই সিলসিলায় দাখিল হইবার পর হজ্জের সহিত সংশ্লিষ্ট জ্ঞান লাভ জরুরী ছিল। সফরের জিনিসপত্র ও পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের বন্দোবস্তসহ পথ নিরাপদ হইলে শরীয়ত অনুযায়ী হজ্জ ফরয হয়। ওয়াজদ ও হালের ভিত্তিতে হজ্জ করা আবেগপূর্ণ আমল হইলেও শরীয়তের বিচারে ইহা নফলের মর্যাদা রাখে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাতে পরিবার প্রতিপালনজনিত ফরযও তরক হয় এবং যাচ্‌ঞা করার ন্যায় একটি অপছন্দনীয় কার্যও করিতে হয়, যাহাতে এই নফলটিও শেষ হইয়া যায়। হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর ন্যায় হাস্তির জন্য এই প্রশ্নও উঠিতে পারিত যে, কেবল ঔৎসুক্য ও আবেগের ভিত্তিতে এইরূপ হজ্জের সফর উত্তম না হিন্দুস্থানে অবস্থান করিয়া নবী (আ)-গণের ওয়ারিসানের অবশ্য কর্তব্য কর্ম তাবলীগ ও ইসলাহের মহান খেদমত করা উত্তম। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এইরূপ মনে হয় যে, তিনি সম্ভবত এবংবিধ প্রশ্নাদির আলোড়নের দরুন এই ইচ্ছা হইতে বিরত রহিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলাই উত্তম জ্ঞানী।

ইচ্ছা পূরণ করা কুদরতের সাধারণ নিয়ম। পার্থক্যমাত্র এইটুকু যে, মানুষের চিন্তাধারা তাহার হিম্মত অনুযায়ী হইয়া থাকে। মানুষের চিন্তাধারা যতই উচ্চ ও আজিমুশ্‌শান হইয়া থাকে, তাহাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার শক্তিদানও ঐ অনুপাতে হাসিল হইয়া থাকে। কুদরত স্বীয় দস্তুর মোতাবেক যখন বুলন্দ ইচ্ছাগুলিতে পূর্ণতা দান করে, তখন সাধারণ দৃষ্টিতে ইহা বড়ই আশ্চর্য বস্তু বলিয়া মনে হয়। ইহাকে গায়েবী মদদ আখ্যা দেওয়া হয়। সাম্রাজ্য সংস্কার একটি উচ্চ মতবাদের বিষয়বস্তু। ইসলামের নীতি অনুযায়ী এই সাম্রাজ্যের সংস্কার ধর্মের সবচেয়ে বড় খেদমত।

হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর এই মহান উদ্দেশ্য সাধনের পথে কৃতকার্যতাও তাঁহার সহগামী ছিল। জাহাঙ্গীর শাহী সিংহাসনে আরোহণ করার সঙ্গে সঙ্গে শেখ ফরীদের[১]

১. শেখ ফরীদ সরকারের একজন বিশিষ্ট কর্মচারী ছিলেন। তিনি বাদশাহ আকবরের আমলে মীর বখশী ছিলেন। সিংহাসনে আরোহণের পর জাহাঙ্গীর সর্বাগ্রে তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করেন। এই বিষয়ে স্বয়ং বাদশাহ জাহাঙ্গীর লিখিয়াছেন; "শেখ ফরীদ বোখারী আমার ওয়ালেদের খেদমতে মীর বখশী

www.pathagar.com

নামে তিনি একটি পত্র প্রেরণ করেন। নিম্নে উহার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা হইল ঃ

"আজ ইসলামী রাজত্বের উন্নতি ও মুসলমান বাদশাহের সিংহাসন আরোহণের খোশখবরী খাস এবং আম লোকের কর্ণে পৌঁছিয়াছে। বাদশাহর মদদগার ও সাহায্যকারী হওয়া এবং শরীয়ত প্রচার ও মাযহাবকে শক্তিশালী করিতে তাঁহাকে পথ প্রদর্শন করা মুসলমানগণ নিজেদের উপর কর্তব্য বলিয়া মনে করে। এই সাহায্য ও শক্তিবৃদ্ধি মুখেই হউক অথবা বাহুবলে।" (মকতুব নং ৪৭, দফতর ১)

মনে হয় যেন খাস ও আম লোকের এক বড় জামায়াত তাঁহার সঙ্গী যাঁহারা হুকুমাতের ইনকিলাব ও ইসলাহের জন্য ব্যাকুল। তিনি চাহিতেছেন যে, সরকারী কর্মচারী ও খাস খাস পরামর্শদাতাগণের সাহায্যে এই মহৎ কার্যটি সম্পাদিত হউক—যুদ্ধ ইত্যাদি ফেত্‌নার দ্বারা নহে।

বাদশাহ জাহাঙ্গীর ৮ই জুমাদাল্ উখ্‌রা হিজরী ১০১৪ সনে সিংহাসন আরোহণ করেন। হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর বয়স তখন ৪৩ বৎসর। ঐ সময় তিনি নকশবন্দীয়া তরীকায় দাখিল হওয়ার মাত্র ৭ বৎসর অতিক্রম করেন; কিন্তু তখন অগণিত লোকের জামায়াত তাঁহার সঙ্গী। এই বিষয়ে পূর্বেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ইহা হইতে অনুধাবন করা যায় যে, এই জামায়াতটি সুশৃঙ্খল এবং আইন সঙ্গত কানূন ও নেজামের অধীনে ছিল। বাদশাহ জাহাঙ্গীর এই সম্পর্কে স্বীয় মত ব্যক্ত করিয়াছেন, "প্রত্যেক শহর ও নগরে তিনি [হযরত মুজাদ্দিদ (র)] এক একজন খলীফা প্রেরণ করিয়াছেন যাঁহারা নিজ নিজ কার্যে অত্যন্ত বিচক্ষণ ও পারদর্শী।" (তুযূক)

মকতুবাত শরীফ পাঠ করিলে অনুধাবন করা যায় যে, বাদশাহ জাহাঙ্গীরের দরবারের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সকলেই সুন্নী ছিলেন। তাঁহাদের প্রায় প্রত্যেকেই হযরত মুজাদ্দিদ (র) নিজ হালকাভুক্ত করিয়াছিলেন। শাহী দরবারের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যথা ঃ আবদুর রহীম খান খানান, খান জাহান, সদরে জাহান, খান আজম, খাজা জাহান, মির্জা দারাব, কালীজ খান, নওয়াব সৈয়দ ফরীদ, হাকীম ফতহুল্লা, শেখ আবদুল ওয়াহ্‌হাব, সৈয়দ মাহমুদ, সৈয়দ আহমদ, খেজের খান, লোদী, মির্জা বদিউয্‌যামান, জাব্বারী খান, সেকান্দর খান, লোদা প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের নামে লিখিত পত্রাবলিই ইহার প্রমাণ। ইঁহাদের কেহ কেহ অত্যধিক প্রভাব প্রতিপত্তিশালী, কেহ কেহ উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক রাজ কর্মচারী ছিলেন। এই সমস্ত ব্যক্তি ছিলেন জাহাঙ্গীরের রাজত্বের স্তম্ভস্বরূপ। বিশেষ করিয়া আবদুর রহীম খান খানান বাদশাহ আকবরের আমল হইতেই এত বেশি প্রভাব ও প্রতাপশালী ছিলেন যাহাতে মনে হইত যেন অর্ধ রাজত্বের মালিক তিনিই। যদিও জাহাঙ্গীর তাঁহার উপর সন্তুষ্ট

ছিলেন। আমি তাঁহাকে খালয়াত, কারুকার্য খচিত তরবারি, দোয়াত-কলমদান করিয়া উক্ত খেদমতে বহাল রাখিলাম।" (তুযূক)

www.pathagar.com

ছিলেন না এবং একবার তিনি বিদ্রোহও ঘোষণা করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার গৌরব ও প্রতাপে জাহাঙ্গীর ভীত থাকিতেন। তিনি সাম্রাজ্যের সহায়তাকল্পে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি যথারীতি নক্‌শবন্দীয়া তরীকায় বাইয়াত গ্রহণ করিয়াছিলেন। খান খানানের পুত্র দারাব খান শাহজাদা শাহজাহানের বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। এমন কি শাহজাহান বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে তিনি শাহজাহানের পক্ষাবলম্বন করিয়া সাহায্যের সময় শাহী লশকরের হস্তে নিহত হন।

অনুরূপভাবে উল্লিখিত অন্যান্য কর্মচারী বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের রাজত্বের বিশিষ্ট স্তম্ভ ছিলেন। বাদশাহ আকবরের রাজত্বকাল হইতেই তাঁহারা বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। এক নিঃস্ব ফকীর কিরূপে এত উচ্চপদ ও মর্যাদা বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে আয়ত্ত করিয়া লাইয়ছিলেন, ইহা সত্যিকার অতীব আশ্চর্যজনক ব্যাপার।

হযরত মুজাদ্দিদ (র) স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনার্থে বাদশাহ্ আকবরের সময় হইতে সাধনা ও চেষ্টা আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। বাদশাহ আকবরের যামানা ছিল তাঁহার তৈয়ারীর যামানা এবং বাদশাহ জাহাঙ্গীরের আমলে তিনি কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়েন। এই সময় তাঁহার বয়স ছিল চল্লিশের উপর। প্রকাশ্যে তিনি হুকুমাত হইতে পৃথক থাকিতেন। কিন্তু পত্রগুলি পাঠ করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, বাদশাহ জাহাঙ্গীরের দরবারে সম্ভবত এমন কোন বিশিষ্ট দরবারী নাই যাঁহার নামে তিনি পত্র না লিখিয়াছিলেন। ইহাও বিচিত্র নয় যে, বাদশাহ্ আকবরের উপর তাঁহার কোন নযরই পড়ে নাই। নযর ঠিকই পড়িয়াছিল কিন্তু বাদশাহ্ আকবরের ন্যায় প্রভাপশালী বাদশাহর মোকাবিলা করিবার মত ক্ষেত্র তখনও তাঁহার প্রস্তুত হয় নাই।

প্রথমত হযরত মুজাদ্দিদ (র) বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের রাজত্বের অপূর্ব সুযোগকে বহু মূল্যবান মনে করেন। তিনি এ যাবত আয়ত্তাধীন বিশিষ্ট রাজকর্মচারিগণের মাধ্যমে ইসলাহের কার্য আরম্ভ করিয়া দেন। তাঁহার এই ইসলাহী কার্যক্রমের নমুনাস্বরূপ মকতুবাত শরীফ হইতে কতিপয় মকতুবের সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইতেছে। এই পত্রগুলি রাজত্বের বিশিষ্ট কর্মচারিদের নামে লিখিত হইয়াছিল। ইহাতে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর ধর্মের প্রতি আবেগ ও অনুরাগ, তাঁহার কর্মপদ্ধতি এবং তৎকালীন অবস্থার উপর সবিশেষ আলোকসম্পাত রহিয়াছে।

খান আজম ছিলেন বাদশাহ্ আকবরের ওমরাগণের অন্যতম। বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের হুকুমাতের সময়েও তিনি একজন বিশিষ্ট মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। হযরত মুজাদ্দিদ (র) তাঁহাকে লিখিতেছেন, "মুখ্‌বেরে সাদেক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমাইতেছেন, 'ইসলাম প্রারম্ভ কালীন সময়ে অপরিচিত ছিল এবং অচিরেই উহা পুনরায় অপরিচিত হইয়া যাইবে।' কাজেই ইসলামকে সামলাইয়া লওয়ার কারণে সকলের চক্ষে যাহারা অপরিচিত ও অপছন্দনীয় হইয়া যায় তাহাদিগকে মোবারকবাদ।

www.pathagar.com

ইসলামের অসহায়তা ও গরীবী এই দর্জায় পৌছিয়াছে যে, কাফেরগণ প্রকাশ্যভাবে ইসলামের উপর দোষ বর্তাইতেছে, মুসলমানগণের বদনামী করিতেছে, নির্ভয়ে কুফরী আহ্কাম জারি করিতেছে এবং বাজার রাস্তাঘাট ও অলিগলিতে নিজেদের প্রশংসা করিতেছে। মুসলমানগণের পক্ষে ইসলামের আহকাম জারি করা নিষেধ। শরীয়তের আহকাম পালন কার্যে তাহাদের উপর দোষ চাপানো হইতেছে ও তাহাদের বদনাম করা হইতেছে। সুব্হানাল্লাহি ওয়া বিহাম্দিহি। বলা যায় যে, الشرع تحت السيف। 'শরীয়ত তরবারির ছায়ার নীচে।' শরাশরীয়তের সৌন্দর্য ও খুবী বাদশাহগণের উপর নির্ভর করে। কিন্তু হায়! এস্থলে ব্যাপারটি উল্টা। ইহা কতই হৃদয়বিদারক।

আজকাল আপনার হাস্তি বড়ই মূল্যবান। আমরা এই ধর্ম যুদ্ধে দুর্বল পরাজিত—কেবল আপনার মুখের দিকে আশান্বিত হইয়া চাহিয়া রহিয়াছি। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে যেন এই ধর্মযুদ্ধে মদদ করেন।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমাইতেছেন, 'লোক যখন পাগল বলিতে থাকে তখনই পূর্ণ ঈমান অর্জিত হয়।' এই মোবারক পাগলামির আসল উদ্দেশ্য হইতেছে ইসলামের সাহায্য ও ইসলামের প্রতি আন্তরিক দরদ। ইহা আপনার ফিতরতের মধ্যে পরিষ্কার দৃষ্ট হইতেছে। আল্হাম্দু লিল্লাহ্।

সময়টি এইরূপ যখন অল্প কার্যের বদলে অধিক লাভবান হওয়া যায়। আসহাবে কাহ্ফ স্বীয় যামানায় আল্লাহ্ তা'আলার জন্য কেবল হিযরত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই খেদমতটি আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে মকবূল হয়। শত্রুর আক্রমণ কালে সিপাহী অল্পস্বল্প কষ্ট করিলেও তাহারা বড়ই বিশ্বাসের পাত্র হয়। আপনার জন্য যেই জিহাদ করার সুযোগ লাভ হইয়াছে— ইহাই জিহাদে আকবর। ইহাকেই গনীমত মনে করিয়া অধিক সচেষ্ট হউন।"

তৎপর হযরত খাজা আহ্রার (র) কি প্রকারে বাদশাহ্ ও আমীরগণের দরবারে গমন পূর্বক তাঁহাদিগকে স্বীয় চরিত্রগুণে বশীভূত করিয়া তাঁহাদের সংশোধন করিতেন, ইহার দৃষ্টান্ত দান করিবার পর হযরত মুজাদ্দিদ (র) লিখিতেছেন, "নক্শবন্দিয়া তরীকার বুযুর্গদের সহিত মুহাব্বত স্থাপন করার দরুন আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে এক প্রকারের প্রভাব ও দৃঢ়তা দান করিয়াছেন। সমসাময়িক ব্যক্তি ও বন্ধুগণের নযরে আপনার মধ্যে ধর্মীয় মর্যাদা ও সম্মান জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। এই জন্য আপনি চেষ্টা করুন যাহাতে কুফরী আহকাম অনুপ্রবেশজনিত মুসলমানগণের মধ্যে মাযহাবী উদাসীনতা পয়দা হওয়া সর্ম্পূণ না হইলেও যেন অধিকাংশ রদ করা হয় এবং এই সমস্ত অন্যায় ও কলুষ কার্য হইতে মুসলমানগণ যেন নিরাপদ থাকে। বিগত রাজত্বে এইরূপ মনে হইত যেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ধর্মের সহিত

www.pathagar.com

উহাদের শত্রুতা ও হঠকারিতা আছে। এই রাজত্বে প্রকাশ্যভাবে ঐরূপ দুশমনির মাত্রা পরিলক্ষিত হয় না। যদি শত্রুতা থাকে তাহা হইলে উহা বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত না হওয়ার ফল। যাহা হউক, এই ভয়ও অবশ্য আছে যে, উহা হইতে ক্রমে ক্রমে ধর্মীয় ব্যাপারে শত্রুতা সৃষ্টি হইবে এবং মুসলমানগণকে পুনরায় বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে।

দাদেম তোরা আয গঞ্জে মকছুদ নিশাঁ
মা গ্যর না রছি দেম তু শায়েদ বরাছী।
কয়ে দিনু দীশা যেথা রয় তব অভীষ্ট ভাণ্ডার
হয়ত বা তুমি পৌঁছিবে যেথা আমি যদি মনিহার।

(মকতুব নং ৬৫, দফতর ১)

জাহাঙ্গীর বাদশাহের দরবারী লালা বেগ নামক এক আমীরকে হযরত মুজাদ্দিদ (র) লিখিতেছেন, "প্রায় এক শতাব্দী অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। ইসলামের দুর্দশা ও অসহায়তা এই পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে যে, কাফেরগণ ইসলামী মুলুকে প্রকাশ্যভাবে কুফরী আহকাম জারি করিয়াও সন্তুষ্ট নয় বরং তাহাদের ইচ্ছা যে, ইসলামী আহকাম যেন একেবারেই নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় এবং ইসলাম ও ইসলামীয়তের যেন কোন নাম-নিশানাও বাকি না থাকে। বিষয়টি এই পর্যন্ত গড়াইয়াছে যে, কোন মুসলমান ইসলামের কোন শেয়ার (বিশিষ্ট কাজ যাহা অন্য ধর্মের বিপরীত) জাহির করিলে তাহাকে হত্যা করা হয়।

হিন্দুস্থানে গরু যবেহ করা ইসলামের একটি বড় শেয়ার। কাফেরগণ জিযিয়া কর দিতে রাজি হইতে পারে। কিন্তু গরু যবেহ করা কখনও মানিয়া লইবে না। বর্তমান বাদশাহের রাজত্বের প্রারম্ভে যদি ইসলামী হুকুমগুলি প্রচলন হয় এবং মুসলমানগণও তাহাদের বিশ্বাসের মর্যাদা স্থাপন করিতে সক্ষম হয়, তবে উত্তম, নতুবা যদি ইহাতে কিছুও বিলম্ব করা হয়, তাহা হইলে মুসলমানগণের জন্য কার্য করা বড়ই দুঃসাধ্য হইয়া পড়িবে। পানাহ! পানাহ!! তৎপর পানাহ!! পানাহ!!

দেখা যাউক কোন্ ভাগ্যবান ব্যক্তি এই সৌভাগ্যের জন্য প্রস্তুত থাকে এবং কোন্ বাহাদুর উক্ত দৌলত অর্জন করিতে সক্ষম হয়? (মকতুব নং ৮১, দফতর ১)

মুফতী সদরে জাহান একজন বুযুর্গ ছিলেন। তাহাকে বাদশাহ্ আকবর ওফাতের সময় খাস করিয়া কলেমায়ে শাহাদাত পড়াইবার জন্য ডাকাইয়া ছিলেন, ইহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি সৈয়দ বংশজাত ছিলেন। তিনি বাদশাহ আকবরের যামানায় দীর্ঘকাল পর্যন্ত প্রধান মুফতি থাকার দরুন বাদশাহ জাহাঙ্গীরও তাঁহাকে অনুরূপভাবে ফতোয়া দেয়ার কাজে বহাল রাখেন এবং আরও অধিক ক্ষমতা দান করেন। ধর্মের প্রতি সম্মানের দরুন তাঁহাকে এবং প্রধান বিচারপতিকে শাহী সিজদা

www.pathagar.com

হইতে অব্যাহতি দান করা হয়। হযরত মুজাদ্দিদ (র) তাঁহাকে লিখিতেছেন, "প্রসিদ্ধ আছে যে মানুষ বাদশাহের ধর্ম অনুসরণ করে। الناس على دين ملوكهم সর্ব সাধারণের সংশোধনের খাতিরে বাদশাহগণের সংশোধন বড়ই জরুরী। বিগত যামানার (বাদশাহ আকবরের যামানা) কার্যকলাপ এই কথাটির সাক্ষ্য দান করে।

যেহেতু এখন রাজত্বের মধ্যে এক বিপ্লব আসিয়াছে এবং মিল্লাতের লোকগণের দুশমনীর সক্রিয়তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়াছে, কাজেই, ইসলামের নেতাগণের অর্থাৎ উজীর, আমীর ও বুযুর্গ উলামাগণের উপর কর্তব্য যে, তাঁহারা যেন রওশন শরীয়তের প্রচলন কার্যে তাঁহাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেন এবং সর্বপ্রথম ইসলামের ধ্বংসপ্রাপ্ত স্তম্ভগুলিকে পুনরায় কায়েম করেন। কেননা বিলম্বে অধিক পরিমাণ অমঙ্গল অনিবার্য। গরীবের অন্তকরণ এইরূপ বিলম্বের দরুন পেরেশান আছে। বিগত যামানায় দুঃখ-কষ্টগুলির ছাপ মুসলমানগণের অন্তকরণে এখনও আঁকা রহিয়াছে। ঘটনাবলি যেন ইহার প্রতিকারের পরিপন্থী না হয় এবং ইসলাম যেন ইহা হইতেও অসহায় অবস্থাপ্রাপ্ত না হয়। বাদশাহ যে পর্যন্ত সুন্নতে নববীর উন্নতির জন্য আগ্রহশীল না হন এবং বাদশাহের প্রিয় পাত্রগণও নিজকে এই কার্যে নিয়োজিত হইতে পৃথক রাখিয়া নশ্বর জীবনকে প্রিয় মনে করেন, তাহা হইলে বেচারা মুসলমানগণের উপর সময় বড়ই সংকীর্ণ হইবে।

"আঁচেহ্ আয্ মান্ গম শুদাহ্ গার আয্ ছুলাইমাঁ গম শূদে
হাম্ ছুলাইমাঁ হাম্ পরী হাম্ আহরেমান বিগিরিস্তে।"
(হারায়েছি আমি যারে হারালে ছুলাইমান
কাঁদিতেন পরী আরোও যতেক আহ্‌রেমান)

صبت علي مصائب لوانها ... صبت علي الايام صرن ليالي

(মোর পরে যতো হয়েছে যে ঢালা মুসীবত সব তার
দিবসের বুকে ঢালিলে সে হোত রজনী অন্ধকার।)

(মকতুব নং ১৯৫, দফতর ১)

বৈরাম খানের ভাগিনা খান জাহান ছিলেন এইরূপ ব্যক্তি যাহার প্রাধান্য ছিল রাজত্বের অধিকাংশ উমরাগণের উপর। হযরত মুজাদ্দিদ (র) তাঁহার নিকট দীর্ঘ রিসালাহ লিখিয়াছেন। উক্ত রিসালাহ মক্তুবাত শরীফের দ্বিতীয় দফতরে ৬৭ নং মকতুব রূপে সংকলিত হইয়াছে। ইহাতে তিনি ইসলামের সমুদয় আকায়িদ ও ইবাদতগুলি বড়ই চিত্তাকর্ষক ও সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন। যাহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, তাবলীগ ও বিতর্কমূলক কার্যের জন্য তিনি খান জাহানকে প্রস্তুত করিয়া লইতেছেন। এই রিসালাখানির শেষভাগে তিনি লিখিয়াছেন, "বর্তমান বাদশাহ (জাহাঙ্গীর) সপ্ত পুরুষ হইতে মুসলমান এবং আহ্‌লে সুন্নত ও জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত ও হানাফী

www.pathagar.com

মযহাবের অনুসারী। কতক বৎসর হইল কিয়ামতের নিকটবর্তী ও নবুয়তের সময় হইতে দূরবর্তী এই যামানার মধ্যে কতক তালেবে ইল্‌ম স্বীয় অন্তরের কলুষ হইতে উৎপন্ন লোভের বদ্‌বখ্‌তীর দরুন বাদশাহ এবং আমীরগণের নৈকট্য হাসিল ও খোশামোদ করিয়া মযবুত ধর্মের মধ্যে সন্দেহ ঢালিয়াছে, আপত্তি উত্থাপন করিয়াছে, সন্দেহ জাহির করিয়াছে এবং সরল ও নির্বোধ লোকদিগকে ধোঁকা দিতেছে। এইরূপ আযীমুশ্‌শান বাদশাহ যখন আপনার কথাগুলি ভালোরূপে শ্রবণ করিতে ও কবূল করিতে পারেন; এমতাবস্থায় ইহা কতই বড় দৌলত হইবে যে, আপনি প্রকাশ্যে অথবা ইশারায় আহলে সুন্নত ও জামায়াতের আকীদাগুলির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ কলেমায়ে হক অর্থাৎ কলেমায়ে ইসলামকে তাঁহার কর্ণে পৌঁছাইয়া দেন এবং যতদূর সম্ভব হইতে পারে আহলে হকের কথাগুলি পেশ করেন। বরং এইরূপ কোন সুযোগপ্রাপ্তির জন্য সতত আশান্বিত হইয়া প্রতীক্ষা করিতে থাকেন যাহাতে মাযহাব ও মিল্লাতের বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হইয়া যায়। যাহার দরুন ইসলামের হাকীকত প্রকাশ হয় এবং কুফরী ও কাফেরী বাতিল করা যায়। কুফর যে বাতিল ইহা সূর্যালোকের ন্যায় সত্য। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইহা পছন্দ করেন না। নির্ভীকচিত্তে ইহার অসারতা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অনতিবিলম্বে ইহাদের মিথ্যা মাবুদগুলি নফী করিয়া কোনরূপ সংকোচ ব্যতিরেকে আসমান ও জমিনের স্রষ্টা মাবুদে বরহককে প্রমাণ করা দরকার। প্রকৃত পক্ষে কাফেরদের ধর্ম প্রকাশ্যেই বাতিল এবং মুসলমানগণের মধ্যে যে ব্যক্তি হক পথ ও সরল পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে সে কুপথগামী ও বিদআতী। একমাত্র সরল পথ হইতেছে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং খোলাফায়ে রাশেদীন রাদিয়াল্লাহু আনহুমের তরীকা।

... তিনি পুনরায় বলিতেছেন, "এখন আমি প্রকৃত কথা বর্ণনা করিতেছি যে, বাদশাহ প্রাণস্বরূপ এবং সমস্ত মানুষ শরীরস্বরূপ। প্রাণ ভালো থাকিলে শরীরও ভালো থাকে এবং প্রাণ রোগাক্রান্ত হইলে শরীরও রোগাক্রান্ত হয়। বাদশাহকে ভালো করিবার প্রচেষ্টার মধ্যে সমস্ত আদম সন্তানের ইসলাহ নিহিত। বাদশাহর ইসলাহ হইতেছে যে, সময়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যেই প্রকারে হউক কালেমায়ে ইসলামকে তাঁহার নিকট যেন প্রকাশ করা হয়। কলেমায়ে ইসলামের পর সুন্নী জামায়াতপন্থীদের আকীদাগুলিও সময় সময় বাদশাহের কর্ণে পৌঁছান দরকার এবং বাতিল মাযহাবপন্থীদের রদ করা দরকার। এই দৌলত হস্তগত হইলে নবী (আ)-গণের মিরাস বা সম্পত্তি হস্তগত হয়। আপনি এই দৌলত বিনাব্যয়ে লাভ করিতেছেন ইহার কদর করুন।"

(মকতুব নং ৬৭, দফতর ২)

কালীজ খানের নামে লিখিত মকতূবে হযরত মুজাদ্দিদ (র) পরহেজগারী ও পবিত্রতা (তাকওয়া ও তাহারাত) সম্পর্কে পূর্ণ ইরশাদ করার পর লিখিতেছেন,

www.pathagar.com

"দ্বিতীয়ত আপনাকে এই জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি যে, লাহোরের ন্যায় বড় শহরে আপনার হাস্তির দরুন শরীয়তের অনেক হুকুম প্রচলিত হইয়াছে। ইহাতে দীনের শক্তি বৃদ্ধি ও শরীয়তের সাহায্য হইয়াছে। এই শহরটি হিন্দুস্থানের সকল শহরের মধ্যে কুত্বে ইরশাদের মর্যাদা রাখে। এই শহরের খায়র ও বরকত হিন্দুস্থানের সকল শহরের উপর প্রভাব ঢালিয়া দেয়। এই শহরে দীনের প্রচার হইলে অন্য সকল স্থানেও এক প্রকার প্রচলন হইয়া যাইবে। হক সুব্হানাহু তা'আলা আপনাকে মদদ করুন।" (মকতুব নং ৬৭, দফতর ১)

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইরশাদ, 'আমার উম্মতের মধ্যে সর্বদা এক জামায়াত থাকিবে যাহারা জয়ী হইয়া সত্য পথে থাকিবে। তাহাদের বিপক্ষ দল কেয়ামত পর্যন্ত তাহাদের কোন ক্ষতি পৌছাইতে পারিবে না।"

(মকতুব নং ৭৬, দফতর ১)

খান জাহান ছিলেন বাদশাহ আকবর ও জাহাঙ্গীর উভয়ের রাজত্বকালের এক বিশিষ্ট প্রভাবশালী অঙ্গ। তিনি উভয় রাজত্বের মধ্যে আজিমুশ্শান খেদমত সম্পাদন করিয়াছেন। হযরত মুজাদ্দিদ (র) তাঁহাকেও স্বীয় অভীষ্ট কার্যের জন্য নিয়োজিত করেন। তিনি তাঁহাকে লিখিতেছেন, "নশ্বর দুনিয়ার লজ্জত ও নেয়ামতগুলি ভাল মনে হয় যদি ইহার ভিতর দিয়া শরীয়তের প্রচার কার্যেও আমল থাকে নতুবা ইহা ধ্বংসাত্মক জহ্‌রে কাতলের মধ্যে চিনি সদৃশ যদ্দ্বারা অন্ধ লোককে প্রতারণা করা হইয়া থাকে।

পার্থিব লজ্জতের প্রাণ সংহারী বিষের সংশোধন যদি হাকীমে মতলক জাল্লা শানুহুর বিষ সংহারকের দ্বারা করা হয় অর্থাৎ শরীয়তের আহকামের তিক্ততা ও মিষ্টতা দ্বারা যদি ইহার প্রতিরোধ করা হয়, তাহা হইলে অতি সহজ ও সহজের উপর প্রতিষ্ঠিত এইরূপ সামান্য সংস্কারের দ্বারা চিরসুখের স্থান হাসিল হয়।

যাহা হউক, ছেলেদের মত বাদাম ও আখরোটের লালসার শিকার না হইয়া প্রত্যেক অবস্থায় বুদ্ধি ও দূরদর্শিতা সহকারে কর্ম সম্পাদন করা উচিত। সম্মুখে এখন যে খেদমত রহিয়াছে ইহা যদি শরীয়তের মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাবন্দীর সহিত সম্পাদন করা হয়, তাহা হইলে এই খেদমত নবী (আ)-গণের খেদমতের সমকক্ষ হইবে এবং ইহা দ্বারা ইসলাম আরও গৌরবমণ্ডিত ও উজ্জ্বল হইবে।

আমাদের ন্যায় ফকীরগণ যদি বৎসরের পর বৎসরব্যাপী জীবন বিসর্জন দিয়া প্রচেষ্টা চালাইয়া যায়, তাহা হইলেও আপনাদের ন্যায় বাহাদুরদের দলভুক্ত হইতে পারিবে না।" (মকতুব নং ৫৪, দফতর ৩)

www.pathagar.com

তিনি শেখ ফরীদকে লিখিতেছেন, "মানুষের অন্তঃকরণের সহিত তাহার শরীরের যেরূপ সম্পর্ক ঠিক অনুরূপ সম্পর্ক বাদশাহ্ ও তাঁহার রাজত্বের সহিত বিদ্যমান। দিল ভালো থাকিলে যেরূপ শরীর ভালো থাকে, তেমনি দিলের মধ্যে গণ্ডগোল উপস্থিত হইলে শরীরের মধ্যেও গণ্ডগোল হয়। এইভাবেই রাজত্বের মঙ্গল বাদশাহের ভালো হওয়ার উপর নির্ভর করে এবং বাদশাহ্ খারাপ হইলে রাজত্বের অমঙ্গল অনিবার্য।

আপনি জ্ঞাত আছেন যে, অতীতে (আকবরের সময়ে) মুসলমানগণের মস্তকের উপর দিয়া কি কি মুসিবত ঘটিয়া গিয়াছে। অতীতে মুসলমানগণ অপরিচিত ও প্রভাবহীন হওয়া সত্ত্বেও এই প্রকার খারাবী ও ধ্বংস ঘটে নাই। কেননা মুসলমান ও কাফের নিজ নিজ তরীকার উপর কায়েম থাকিত। لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ 'তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম এবং আমার জন্য আমার ধর্ম।' (সূরা কাফেরুন) উপরিউক্ত আয়াত শরীফ এই বিষয়টিরই ব্যাখ্যা। অতীতে কাফেরগণ জয়ী হইয়া দারুল ইসলামে কুফরের হুকুম জারি করিত, অপরপক্ষে মুসলমানগণ ইসলামী হুকুম জারি করিতে ছিল অক্ষম; এবং তাহারা যদি ইসলামী হুকুম জারি করিত, তাহা হইলে তাহাদের হত্যা করা হইত।

বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার মাহ্বুব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারিগণ বে-ইজ্জত ও অপদস্থ এবং তাঁহার প্রতি অবিশ্বাসিগণ সম্মানী ও বিশ্বাসভাজন। মুসলমান আহত হৃদয়ে ইসলামের শোক উদযাপন করিত এবং শত্রুগণ হাসি-তামাশা করিয়া তাহাদের জখমের উপর লবণ ছিঁটাইয়া দিত। হেদায়েতের সূর্য গোমরাহীতে ঢাকা পড়িয়াছিল এবং সত্যের আলো মিথ্যার পর্দায় রুদ্ধ হইয়াছিল। আজ ইসলামী রাজত্বের উন্নতি ও মুসলমান বাদশাহর সিংহাসন আরোহণের সুখবর সব শ্রেণীর লোকের কর্ণে পৌঁছিয়াছে। বাদশাহর মদদগার ও সাহায্যকারী হওয়া এবং শরীয়ত প্রচার ও ধর্মকে শক্তিশালী করে তাঁহাকে পথপ্রদর্শন করা মুসলমানগণ নিজেদের উপর কর্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছে। এই সাহায্য ও শক্তি যোগান মুখেই হউক অথবা বাহু বলে। সবচেয়ে বড় সাহায্য হইতেছে কিতাব, সুন্নত ও ইজমায়ে উম্মতের তরীকা অনুযায়ী শরীয়তের মাসয়ালাগুলি বর্ণনা করা এবং প্রয়োজনীয় আকীদাগুলি প্রকাশ করা যেন কোন বিদ'আত ও গোমরাহী মধ্যখানে উপনীত হইয়া পথভ্রষ্ট না করে ও কর্ম পণ্ড না করে। শরীয়তের ব্যাপারে এই প্রকারের সাহায্যই হইতেছে আখিরাতের নাজাত কামনাকারী হকপন্থী আলিমগণের বিশেষ কর্তব্য। দুনিয়াদার আলিমগণ এই নিকৃষ্ট দুনিয়াকে সর্বতোভাবে কামনা করে। তাহাদের সঙ্গলাভ মারাত্মক বিষয়দৃশ এবং তাহাদের ফাসাদ সংক্রামক ব্যাধির মত।

www.pathagar.com

আলিম কে কামরানী ও তনপরওয়ারী কুনাদ
উ খেশতান গুমআস্ত কারা রাহবারী কুনাদ।
ভোগ বিলাসের সুখ সায়রে যে আলিম রয় নিতি,
পথহারা সে যে কাহারে দানিবে সুপথের পরিচিতি।

বিগত যামানায় যে সমস্ত মুসিবত ইসলামের মস্তকের উপর আপতিত হইয়াছিল, তাহার কারণ ছিল এই দলের অপকর্ম। বাদশাহগণকে ইহারাই পথভ্রষ্ট করিয়াছিল। গোমরাহীর ৭২টি পথ অবলম্বনকারীদের পরিচালনাকারী ও পেশ ইমামও হইতেছে এই সমস্ত নিকৃষ্ট আলিম। আলিম ব্যতিরেকে এইরূপ লোক বিরল যাহারা পথভ্রষ্ট হইয়াছে এবং উহাদের গোমরাহীর প্রভাব অন্য লোকগণ পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। এই যুগে সূফীদের পোশাক পরিহিত অধিকাংশ মূর্খ লোক আলিম সাজিয়াছে। তাহাদের ফাসাদও সংক্রামক। কোন ব্যক্তির শক্তি থাকা সত্ত্বেও শরীয়তের ব্যাপারে যদি সে কোন প্রকার সাহায্য না করে এবং ইহার দরুন ইসলামী বিধানগুলিতে ত্রুটি ঘটে, তাহা হইলে এই ব্যাপারে নিষ্ক্রিয়তার ত্রুটির দরুন তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইবে। এইজন্য এই নিঃস্ব ফকীরও নিজকে ইসলামী রাজত্বের সাহায্যকারীদের দলভুক্ত করিয়া এই বিষয়ে চেষ্টা করিতে চায়। (من كثر سواد قوم فهو منهم) 'জাতির দলকে যে বৃদ্ধি করায় সে তাহাদেরই দলভুক্ত' এই হাদীস শরীফের মর্মানুযায়ী এই ফকীর এই বুযুর্গদের জামায়াতের দলভুক্ত হইতে চায়। হযরত ইউসুফ (আ)-কে বিক্রয় করিবার কথা প্রচারিত হইলে একজন বৃদ্ধা রমণীও কিছু সুতা লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। উদ্দেশ্য, যেন তিনি হযরত ইউসুফ (আ)-এর খরিদ্দারগণের মধ্যে গণ্য হন। তাঁহার সমস্ত পুঁজি উহাই ছিল। এই ব্যাপারে আমি নিজকে উক্ত বৃদ্ধা রমণীর মতই মনে করিতেছি। ইনশাআল্লাহ্, ফকীর শীঘ্রই আপনার নিকট হাজির হওয়ার খাহেশ রাখে। আপনার তরফ হইতে কাম্য যে, আল্লাহ তা'আলা যখন আপনাকে পুরাপুরি বাদশাহর নৈকট্য দান করিয়াছেন, এমতাবস্থায় আপনি প্রকাশ্যে ও গোপনে পূর্ণভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরীয়তের প্রচার কার্যে সচেষ্ট হইবেন এবং মুসলমানদিগকে এই দুরবস্থা হইতে অব্যাহতি দান করিবেন। (মকতুব নং ৪৭, দফতর ১)

তিনি পুনঃ শেখ ফরীদকে লিখিতেছেন, "সৃষ্টি সেরা নবী (আ)-গণ শরীয়তের প্রতি আহবান করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সমস্ত যিন্দিগী ইহাতে নিয়োজিত রাখিয়াছেন। এই সমস্ত বুযুর্গ প্রেরণের মকসুদই হইল শরীয়তের হুকুম মানব সমীপে পৌঁছাইয়া দেওয়া। কাজেই শরীয়ত প্রচলন করা বিশেষ করিয়া এই যামানার মধ্যে যখন ইসলামের শেয়ার ধসিয়া পড়িয়াছে, ইহার হুকুমগুলির কোন একটি হুকুমকে জীবিত করিতে চেষ্টা করাই সবচেয়ে উৎকৃষ্ট নেকি। শরীয়তের কোন একটি মাসয়ালার প্রচলনের মোকাবিলায় কোটি কোটি টাকা আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করা সমান নয়,

কেননা এই কার্যটি আশরাফুল মখলুকাত নবী (আ)গণের অনুসরণের পর্যায়ভুক্ত এবং এই কার্য করা ঐ সমস্ত বুযুর্গের সহিত শরীক হওয়ার শামিল।"

(মকতুব নং ৪৮, দফতর ১)

ইহার পরবর্তী এক পত্রে তিনি শেখ ফরীদকে লিখিতেছেন, "হক সুবহানাহু তা'আলার দরবারে দোয়া এই যে, আহ্লে বাইতের বুযুর্গ আওলাদগণের মাধ্যমে শরীয়তের আরকান ও ধর্মের হুকুমগুলি প্রচার লাভ করুক। ইহাই হইতেছে প্রকৃত কাজ, ইহা ব্যতীত অন্য সবই মূল্যহীন। গোমরাহীর এই তুফানের মধ্যে দুরবস্থা সম্পন্ন মুসলমানগণের নাজাতের আশা অদ্যাপিও নবী (সা) ও আহলে বাইতের কিশ্‌তির উপর নির্ভর করিতেছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইরশাদ ঃ 'আমার আহলে বাইতের উদাহরণ নূহ (আ)-র কিশ্‌তীর অনুরূপ। যাহারা ইহাতে আরোহণ করিয়াছে—নাজাতপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং যাহারা পৃথক রহিয়াছে, ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।' কাজেই এই সৌভাগ্য হাসিল করিতে স্বীয় উচ্চ হিম্মতকে পূর্ণভাবে মিল্লাতের পুনর্জীবিত করণ ও শরীয়তের প্রচলন কার্যে নিয়োজিত করুন। আল্লাহ্ তা'আলার ফযলে বুযুর্গী ও সম্মান এবং শানশওকত—সমস্ত কিছুই আপনার লাভ হইয়াছে; ইহার সহিত যদি এই নিয়ামতটি প্রাপ্তির সুযোগ লাভ হয় তাহা হইলে সৌভাগ্যের ময়দানে সর্বাগ্রে আপনি সফলতা লাভ করিবেন। এই অধম! ধর্মের সাহায্য ও শরীয়তের প্রচলন সম্পর্কে এই শ্রেণীর কথা খিদমতে পেশ করিবার জন্য আপনার নিকট উপস্থিত হইবার ইচ্ছা পোষণ করে।" (মকতুব নং ৫১, দফতর ১)

উল্লিখিত পত্র দ্বারা ইহাও পরিষ্কার হইয়া যাইতেছে যে, হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর নিকট সরকারী কর্মচারিগণের ইসলাহ ছিল—বাদশাহের ইসলাহ হইতেও অগ্রগণ্য। কেননা ফাসাদের আসল কারণ ছিলেন এই লোকগণই।

বাহ্যিকভাবে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর জামায়াতের মধ্যে নওয়াব শেখ ফরীদ ছিলেন সকলের শীর্ষস্থানীয়। হযরত মুজাদ্দিদ (র) উপর্যুপরি পত্র দ্বারা তাঁহার মনোবল বাড়াইতে থাকেন।

হযরত মুজাদ্দিদ (র) তাঁহাকে লিখিতেছেন, "আজকাল ইসলাম বড়ই দুর্দশাগ্রস্ত। এখন ইহার শক্তি বৃদ্ধির জন্য একটি কপর্দক ব্যয় করাও কোটি কোটি টাকা খরচের পরিবর্তে গ্রহণীয়। দেখা যাউক, কোন্ বাহাদুর এই বড় সম্পদটি লাভ করেন। সাধারণত ধর্ম প্রচারের ও ধর্মের শক্তি বৃদ্ধির ব্যাপারে যে কোন সময় যে কোন ব্যক্তি অগ্রসর হউক না কেন উহা ভাল; কিন্তু বর্তমান অসহায় অবস্থার প্রেক্ষিতে আপনার ন্যায় আহলে বাইতের বাহাদুরদের পক্ষে দীন প্রচার ও ধর্মে সাহায্য করা বড়ই শোভা পায় এবং ইহা আপনাদের মত লোকেরই বিশেষ কাজ। কেননা এই ধর্মরূপ মহাধনটি আপনাদেরই গৃহের বস্তু। আপনাদেরই বদৌলতে অন্যরা এই দৌলত হাসিল করিয়াছেন।

www.pathagar.com

এই মহা খিদমতের সুষ্ঠু সম্পাদনই হইতেছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাকীকত ও সত্য তরীকার উত্তরাধিকারিত্ব। ইহাই ঐ যামানা যাহার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম (রা)-কে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "আজ ঐ সময়, যদি আদেশ ও নিষেধের (আমর ও নেহি) এক-দশমাংশও পরিত্যাগ কর তাহা হইলে ধ্বংস হইয়া যাইবে কিন্তু ইহার পর এক সময় আসিবে যখন এক-দশমাংশ সম্পাদন করিলেই মুক্তি পাইবে।"

হযরত মুজাদ্দিদ (র) উক্ত পত্রের শেষ ভাগে লিখিতেছেন, "বর্তমানে ইসলামের বাদশাহের মনোযোগ কাফেরদের দিকে নাই। মুসলমানগণের উপর অবশ্য কর্তব্য হইতেছে —কুফরী রসমের দোষ-ত্রুটিগুলি পূর্ণভাবে বাদশাহর গোচরীভূত করা। এই বিষয়ে আপনি প্রয়োজনবোধ করিলে কোন আলিমকে সঙ্গী করিয়া লইবেন। শরীয়তের আহকাম জারি করিবার জন্য কোন কারামত প্রকাশ জরুরী নয়। যদি লোককে বুঝাইবার জন্য এবং তাবলীগ ও ইরশাদের কার্যে কোন জামায়াতকে কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তাহাও প্রকৃতপক্ষে সৌভাগ্য বটে। নবী (আ)-গণ কি কষ্ট সহ্য করেন নাই? রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, ما اوذي نبي مثل ما اوذيت "যত প্রকার কষ্ট আমাকে দেওয়া হইয়াছে, অন্য কোন নবীকে তাহা দেওয়া হয় নাই।" (মকতুব নয় ১৯৩, দফতর ১)

এই প্রকারের বহু পত্র তিনি সময় সময় বাদশাহের বিশিষ্ট দরবারিগণকে লিখিয়াছেন। মকতুবাত শরীফে এরূপ বহু মকতূবের নজীর রহিয়াছে। এই সকল পত্রে কেবল বাদশাহের নিকট কলেমায়ে হক পৌঁছাইবার জন্য এবং তাঁহাকে সিরাতুল মুস্তাকীমে আনয়ন করিবার জন্য ঔৎসুক্য ও তাওয়াজ্জুহ দান করা হয় নাই বরং ঐ সমস্ত মকতূবে তিনি বড়ই চিত্তাকর্ষক ও বিশদভাবে কুফর, শিরক, কাফেরদের রসমের খণ্ডন ও উহার দোষ বর্ণনা এবং ইসলাম ও শেয়ারে ইসলামসহ ইসলামের তালীমগুলির সমর্থন ও ব্যাখ্যা এরূপভাবে করিয়াছেন যাহা একজন বুদ্ধিমান ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির ইসলাহ ও তাঁহার আকীদার সংশোধনের জন্য যথেষ্ট। এই মকতুবগুলি পাঠ করিলে অনুমিত হয় যে, তিনি বাদশাহর ঐ সমস্ত সহচর ও প্রিয়পাত্রগণকে সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত করিয়াছিলেন। মনে হয় এই ব্যক্তিগণ তাঁহার পক্ষ হইয়া তাঁহার ধ্বনির প্রতিধ্বনিমূলক কার্য সম্পন্ন করিতেন। তিনি বাদশাহের কর্ণকুহরে যাহা পৌঁছাইতে ইচ্ছা করিতেন—এই সকল ব্যক্তির মাধ্যমে তাহা সুসম্পন্ন হইত।

এইরূপ তদবীরের মাধ্যমে তিনি এত বিরাট কামিয়াবী হাসিল করেন, যাহার ফলে অল্পদিনের মধ্যেই বাদশাহের খামখেয়ালী ঝোঁকের মধ্যে বিশেষ পরিবর্তন সূচিত হয় এবং দুর্দশাগ্রস্ত ইসলামের দিকেও তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। বিষয়টি এই পর্যায়ে নামিয়া আসে যে, শেখ ফরীদ একদিন বাদশাহর নিকট হইতে আদেশ

www.pathagar.com

লাভ করেন—"দরবারের জন্য এরূপ চারিজন দীনদার আলিম মনোনীত করুন যাঁহারা শরীয়তের মসলাগুলি লোকদিগকে শিক্ষা দিতে থাকেন ফলে শরার খেলাফ কোন কার্য যেন না হয়।"

হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর নিকট এই খবরটি পৌঁছিলে তিনি বড়ই আনন্দিত হন, কিন্তু তাঁহার মুজাদ্দিদসুলভ ফিৎরত তৎক্ষণাৎ অনুধাবন করেন যে, এই সর্বাঙ্গীণ সুন্দর ব্যবস্থার মধ্যেও অতি সূক্ষ্মতম আশংকা লুক্কায়িত আছে। তাঁহার চিন্তাধারায় ঘটনাবলির পূর্ণ অবয়ব মওজুদ ছিল এবং এই হাকীকতও তাঁহার সম্মুখে ছিল যে, বাদশাহ আকবরকে ইসলাম হইতে দূরে রাখিয়া কতিপয় নফস পুরস্ত দুনিয়াদার আলিম তাঁহাকে বড় দরজার কাফের বানাইয়া দেয়। আল্লাহ্ না করুন, এই প্রকারের আলিম পুনঃ দরবারে সমবেত হইলে এই সমস্ত মেহনত বরবাদ হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ শেখ ফরীদের নামে একটি মূল্যবান পত্র লেখেন। উক্ত পত্রে শেখকে দোয়া দিবার ও এই সুসংবাদ প্রাপ্তির জন্য আনন্দ ও খুশি প্রকাশ করিবার পর লিখিতেছেন, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার। মুসলমানগণের জন্য ইহা হইতে বড় খুশি কি হইতে পারে এবং দুঃখগ্রস্তদের জন্য (ইসলামী ব্যাপারে) ইহা হইতে অধিক খোশখবরী আর কি হইতে পারে। কিন্তু যেহেতু ফকীর এই গরযের উদ্দেশ্যে আপনার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, এইজন্য এই ব্যাপারে কতিপয় জরুরী বিষয় বলা ও লিপিবদ্ধ করা অতিশয় দরকার বলিয়া মনে করে। আপনি আমাকে মার্জনা করিবেন, আপনি অবগত আছেন যে, গরযওয়ালা ব্যক্তি পাগল হইয়া থাকে। আমি আরয করিতেছি যে, মানমর্যাদা ও ধনদৌলতের দিকে একেবারে লোভ নাই এবং শরীয়ত প্রচলন ও ধর্মের পুনর্জীবন ব্যতিরেকে যাঁহাদের কোন উদ্দেশ্য না হয় এরূপ আলিম ব্যক্তি বিরল। ইহা প্রকাশ্য যে, আলিমগণের মধ্যে চাকুরী ও মান-সম্মানের ইচ্ছা হইলে প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বার্থে টানিতে থাকিবে ও নিজ বুযুর্গী প্রদর্শন করিতে সচেষ্ট হইবে এবং তৎপর তাহাদের মধ্যে মতবিরোধ ঘটিয়া ইহাকেই বাদশাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার ওছিলা বানাইবে। এমতাবস্থায় বিষয়টি বানচাল হইয়া যাইবে। বিগত বাদশাহর যুগে এইরূপ দুনিয়াদার আলিমগণের মতবিরোধই দুনিয়ার বুকে মুসিবত আনিয়াছে এবং অদ্যাপিও ঐরূপ সংসর্গের আবেষ্টনী সম্মুখে রহিয়াছে। তাহা হইলে দীন প্রচারের কার্য কি হইবে বরং ইহা তো খারাবীরই কারণ হইবে। আল্লাহ্ তা'আলা যেন নিকৃষ্ট আলিমগণের ফেত্না হইতে রক্ষা করেন। যদি চারিজনের পরিবর্তে একজন সত্যিকার আলিমও নির্বাচিত হন, তাহা হইলে ভাল এবং যদি দীনদার কোন আলিম (উলামায়ে রব্বানী) পাওয়া যায়, তাহা হইলে বড়ই সৌভাগ্যের কথা; কেননা তাঁহার সোহবত অমৃতসদৃশ। যদি কোন খালেস আল্লাহ্ওয়ালা আলিম পাওয়া না যায়, তাহা হইলে বিশেষ চিন্তা ও গবেষণার দ্বারা যাহাকে ভালো মনে করেন নির্বাচন করিয়া লইবেন।......

www.pathagar.com

মানুষের নাজাত যেভাবে উলামাগণের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে, অনুরূপভাবে এই পৃথিবীর লোকসানও তাহাদের উপর নির্ভরশীল। আলিমদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আলিম হইতেছেন বিশ্বের মানবকুল শ্রেষ্ঠ এবং নিকৃষ্টতম আলিম অনুরূপভাবে বিশ্বের মানবকুল নিকৃষ্ট। কেননা বিশ্বের হেদায়েত ও গোমরাহী তাহাদের উপর নির্ভর করে। এক বুযুর্গ—ইবলিস লাইনকে দেখিলেন যে, সে বেকারভাবে বসিয়া আছে। তিনি তাহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তরে বলিল যে, এ সময় আলিমগণ আমার কার্য সম্পন্ন করিতেছে। পথভ্রষ্ট ও গোমরাহ করিতে তাহারাই যথেষ্ট।

আমার উদ্দেশ্য হইতেছে যে, এই বিষয়ে বড়ই চিন্তা ও গবেষণা দ্বারা যেন কার্য সম্পন্ন করা হয়। বিষয়টি হস্তচ্যুত হইলে প্রতিকার সম্ভব নয়।"

(মকতুব নং ৫৩, দফতর ১)

তিনি সদরে জাহানকেও এই সম্পর্কে একখানি পত্র লিখিয়াছেন। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলার তারীফ ও প্রশংসা এবং তাঁহাকে দোয়া দিবার পর লিখিতেছেন, "এরূপ শ্রবণ করিতেছি যে, বাদশাহর এখন ইসলামের প্রতি ঝোঁক হওয়ার কারণে কিছু আলিম চাহিতেছেন। আলহামদু লিল্লাহ। আপনি অবগত রহিয়াছেন যে, বিগত যুগে (আকবরী আমলে) যে ফাসাদ আসিয়াছে, উহা একমাত্র দুনিয়াদার আলিমগণের কমবখতির ফল। এই সম্পর্কে আশা করি যে, আপনি পূর্ণভাবে তালাশ করিয়া দীনদার আলিম নির্বাচন করিবার ব্যাপারে অগ্রণী হইবেন। বদ-দীন উলামা হইতেছে চোর। মানবের নিকট হইতে ইজ্জত, সর্দারী ও বুযুর্গী হাসিল করা হইতেছে তাহাদের আন্তরিক আশা। তাহাদের ফেতনা হইতে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট পানাহ চাহিতেছি। অবশ্য তাহাদের মধ্যে যাহারা উত্তম তাহারা হইতেছে মানবশ্রেষ্ঠ। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র রাস্তায় তাহাদের লেখনিকে শহীদগণের খুনের সহিত ওজন করা হইবে এবং তাহাদের লেখনির পাল্লা ভারী হইয়া যাইবে। মানুষের মধ্যে নিকৃষ্ট হইতেছে নিকৃষ্ট আলিম এবং শ্রেষ্ঠ হইতেছে উত্তম আলিম।" (মকতুব নং ১৯৪, দফতর ১)

এই পত্রগুলির দ্বারা আন্দাজ করা যাইতে পারে যে, হযরত মুজাদ্দিদ (র) কি পরিমাণ উত্তম তদবীর এবং কত দূরদর্শিতার সহিত হুকুমাতের গতি কুফর, বদআকীদা ও রসম হইতে ইসলামের দিকে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। হুকুমাতের বহু কর্ণধার ও স্তম্ভস্বরূপ ব্যক্তিগণকে তো তিনি প্রথম হইতেই সরাসরিভাবে করায়ত্ত করিয়াছিলেন এবং বাহ্যিক ও আন্তরিক দিক হইতে তাঁহাদিগকে কামেল মুসলমান বানাইয়াছিলেন। তৎপর এইরূপ ব্যক্তিগণের কতিপয়ের মাধ্যমে স্বয়ং বাদশাহের মধ্যেও পরিবর্তন আনয়ন করেন।[১]

---

১. আল্ ফোরকান

www.pathagar.com

হযরত মুজাদ্দিদ (র) সরকারী ঘাঁটিকে তো এইরূপভাবে ফতেহ্ করেন। এখন বাকি রহিল দুনিয়াদার আলিম এবং গোমরাহকারী সূফীগণ। তাঁহার একই আঘাতে তাহাদের শক্তিরও অনেক কিছু শেষ হইয়া গেল। কেননা হুকুমাতের গতি তাহাদের মেযাজের অনুরূপ থাকার জন্যই কেবল তাহাদের ফেতনা তরক্কী করিতেছিল। যখন হুকুমাতের রুখ বদলাইয়া গেল, তখন বাতিলের এই শক্তিদ্বয়ও দুর্বল হইয়া পড়ে। ইহা ছাড়াও তিনি তাহাদের গোমরাহীর বিরুদ্ধে পৃথকভাবে যুদ্ধ করেন।

উলামায়ে ছু' অর্থাৎ দুনিয়াদার আলিম গোমরাহীর দুইটি বৃহৎ দ্বার উদঘাটন করিয়া রাখিয়াছিলেন ঃ

১. অযোগ্য ও আল্লাহ ভীতি না থাকা সত্ত্বেও ইজতিহাদের দাবি, কিতাব ও সুন্নতের নছূছের (আহকাম জাতীয় কুরআন শরীফ ও হাদীসের) মধ্যে অর্থের দিক দিয়া হেরফের করিয়া নূতন আকীদা ও ধারণাগুলির আবিষ্কার এবং তৎপর আল্লাহ্ ও রাসূল এবং কুরআন শরীফ ও হাদীসের পবিত্র নামগুলির মাধ্যমে উহাদের রেওয়াজ ও প্রচার। আবুল ফযল প্রমুখ বাদশাহ্ আকবরকে সর্বাগ্রে এই পথে আনয়ন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদেরও গোমরাহীর প্রথম ধাপ ছিল ইহাই।

২. বিদআতে হাসানার নামে নূতন নূতন জিনিসের আমদানী। যে সমস্ত মুসিবত উলামায়ে ছুর পক্ষ হইতে দীনের উপর আরোপিত হইয়াছিল, ইহার অধিকাংশই এই দুই দ্বারের মাধ্যমে আগমন করিতে থাকিত। এই জন্য হযরত মুজাদ্দিদ (র) এই দুইটি ধ্বংসাত্মক মূলের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করেন। মকতুবাত শরীফে এই দুইটি বিষয়ের বিরুদ্ধে যে পরিমাণ উপকরণ মওজুদ আছে, ইহার সমস্ত একত্র জমা করিলে একটি বৃহৎ পুস্তক রচিত হইতে পারে। নিম্নে নমুনাস্বরূপ কতিপয় মকতূবের অংশ উদ্ধৃত করা হইল।[১]

তিনি একটি মকতূবে লিখিতেছেন, "আহলে ছুন্নত ও জামায়াতের মতানুযায়ী স্বীয় আকীদাকে ঠিক করিয়া লওয়া শরীয়তের আহকাম প্রযোজ্য এরূপ ব্যক্তিগণের উপর প্রথম ফরয। মুকারাফগণের (যাহাদের উপর শরীয়তের হুকুম প্রযোজ্য) প্রথম কর্তব্য হইতেছে আহলুস সুন্নত ও জামায়াতপন্থী আলিমগণের মতানুযায়ী স্বীয় আকীদাগুলিকে দুরস্ত করা কেননা এই বুযুর্গগণের নির্ভুল মতাবলির তাঁবেদারীর উপর আখিরাতের নাজাত নির্ভর করে। তাঁহারাই এবং তাঁহাদের তাঁবেদারগণ নাজাতপ্রাপ্ত। তাঁহারা ঐদল যাঁহারা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁহার সাহাবী (রা)গণের তরীকার উপর অধিষ্ঠিত। এই বুযুর্গগণ কিতাব ও সুন্নতের নির্ভর ও গ্রহণযোগ্য ইল্‌মগুলি গ্রহণ ও হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। কেননা প্রত্যেক বিদআতী ও

১. আল্ ফোরকান, শানদার মাযী প্রভৃতি।

www.pathagar.com

গোমরাহ্ ব্যক্তি স্বীয় ফাসেদ আকীদাকে—বাতেল খেয়াল অনুযায়ী কিতাব ও সুন্নত হইতেই গ্রহণ করিয়া থাকে। কাজেই, তাহাদের হৃদয়ঙ্গম করা মতলবগুলির মধ্য হইতে প্রত্যেকটিকে বিশ্বাস করা অনুচিত। (মকতুব নং ১৯৩, দফতর ১)

তিনি অন্যত্র লিখিতেছেন, "আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে নেক হেদায়েত দান করুন এবং সিরাতে মুস্তাকীমের উপর দৃঢ় রাখুন। তোমার জানা উচিত যে, তরীকার প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তুগুলির মধ্যে বিশুদ্ধ আকীদা অন্যতম। ইহাকে সুন্নাতপন্থী আলিমগণ কিতাব ও সুন্নাত এবং সল্‌ফে সালিহীনগণের কার্যাবলি দ্বারা উপলব্ধি করিয়াছেন এবং আহলে সুন্নত ও জামায়াতের সমস্ত আলিম কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফকে যেরূপ অর্থে বর্তাইয়াছেন, সেইরূপভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা অতিশয় জরুরী। ধরিয়া লওয়া হউক যে, জমহুর ওলামাগণ নসুস দ্বারা যে অর্থ উপলব্ধি করিয়াছেন, কাশ্‌ফ ও ইলহামের মাধ্যমে ইহার বিপরীত অর্থ প্রকাশ হইলে উহা মূল্যহীন। বরং ইহা হইতে পানাহ্ চাওয়া উচিত। কেননা জমহুর আলিমগণের মতবিরোধী যে অর্থ ধরিয়া লওয়া হয় তাহা কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ প্রত্যেক বিদআতী ও গোমরাহ্ ব্যক্তি স্বীয় আকীদাগুলিকে নিজ ধারণা অনুযায়ী কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফ হইতেই বাহির করিয়া থাকে। কুরআন মজীদের শান হইতেছে ঃ يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا 'ইহার দ্বারা অনেকে গোমরাহ ও অনেকে হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়।' (সূরায়ে বাকারা) আমি যে দাবি করিলাম যে হকপন্থী আলিমগণের হৃদয়ঙ্গমকৃত অর্থই নির্ভরযোগ্য এবং উহার বরখেলাফ কাহারও হৃদয়ঙ্গমকৃত অর্থ নির্ভরযোগ্য নহে। উক্ত দাবি এইজন্য করিয়াছি যে, আলিমগণ এই অর্থগুলিকে সাহাবায়ে কিরাম (রা) ও সলফে সালেহীনগণের ফয়ুযাতের ঝরনা হইতে হাসিল করিয়াছেন। এবং এইগুলিকে তাঁহাদেরই নূর হইতে গ্রহণ করিয়াছেন এইজন্য চিরন্তন নাজাতী ও সফলকাম তাঁহাদেরই সহিত জড়িত। তাঁহারাই আল্লাহ্‌র দল এবং আল্লাহ্‌র দলই বিজয়ী।

(মকতুব নং ২৮৬, দফতর ৬)

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মকতুবাত শরীফের মধ্যে এই বিষয়টির উপর মোটামুটি ও বিশদভাবে বর্নিত বহুবিধ মকতুব মওজুদ আছে, যাহাতে গোমরাহীর এই ঝরনাটির উৎসমুখে বাঁধ দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। একটু চিন্তা ও গবেষণাকে নিয়োজিত করা হইলে উপলব্ধি করা যাইবে যে, অদ্যাপি যে সমস্ত নূতন বিপদসংকুল গোমরাহী এই উম্মতের মধ্যে পয়দা হইতেছে—ইহার প্রকৃত ভিত্তিও ইহাই, কেননা প্রত্যেক আবুল হাওয়াস (নফসের বশীভূত ব্যক্তি) অর্থাৎ মতলববাজ নিজকে হযরত আবূ হানীফা (র) এবং সূফিয়ান সওরী, আবুল হাসান আশ'আরী, আবূ মনসুর মাতুরিদী, ইবনে তাইমিয়া হার্‌রানী এবং ইমাম গাযালী (র)-এর সমকক্ষ মনে করে

www.pathagar.com

এবং বিন্দুমাত্র দ্বিধা-চিন্তা না করিয়া কিতাব ও সুন্নাতেরই দোহাই দিয়া নূতন নূতন ফেত্না সৃষ্টি করে।

বিদআতে হাসানার মতবাদ ও যাহার অন্তরালে নফসপরস্তি আলিমগণ স্বীয় নফসানী খাহেশগুলিকে ধর্মের অংশ বানাইয়া রাখিয়াছিল, হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর নজরে ইহাও বড়ই বিপজ্জনক ছিল। এইজন্য তিনি এই মতবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছেন এবং নির্ভীকচিত্তে সম্পূর্ণ মুজাদ্দিদসুলভ বিচারে কোন বিদআতকে হাসানা হওয়ার পর্যায়ভুক্ত বলিয়া অস্বীকার করেন।[১]

তিনি মুফতী খাজা আবদুর রহমানকে লিখিতেছেন, "এই ফকীর-হক সুবহানাহু তা'আলার নিকট বড়ই বিনয় ও ক্রন্দনের সহিত দোয়া করে যে, দীনের মধ্যে যে সমস্ত নূতন বিষয় আমদানী করা হইয়াছে এবং রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁহার খলীফা (রা)-গণের সময় মওজুদ ছিল না এরূপ যে সমস্ত বিদআত আবিষ্কার করা হইয়াছে, যদিও উহা আলোকের দিক হইতে উষাকালীন শুভ্রতার ন্যায় দৃষ্ট হয়, তবুও এই ফকীরকে যেন উহা হইতে মাহফুয রাখেন এবং উহাতে যেন জড়িত না করেন।...... তাহারা বলিয়া থাকে যে, বিদআত দুই প্রকারের—হাসানা ও সাইয়্যিয়া। ....এই ফকীর, উক্ত বিদআতগুলির মধ্য হইতে কোনটিতেও সৌন্দর্য ও নূরানী অবলোকন করে না এবং অন্ধকার ও কদর্যতা ব্যতিরেকে ইহাদের মধ্যে কিছুই অনুভব করে না। ......সাইয়েদুল বাশার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, من احدث في امرناهذا ماليس منه فهوزن যাহারা আমার দীনের মধ্যে এরূপ বিষয় আমদানী করে যাহা ইহাতে নাই, উহা বর্জনীয়।' কাজেই, যাহা বর্জনীয় উহাতে সৌন্দর্য কি প্রকারে হইতে পারে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমাইয়াছেন, اياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعةو وكل بدعة ضلالة 'তোমরা নিজকে নূতন আমদানীকৃত বিষয়গুলি হইতে রক্ষা কর। কেননা প্রত্যেক নূতন আমদানীকৃত বস্তুই বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআত গোমরাহ। কাজেই যখন প্রত্যেক নূতন আমদানীকৃত বিষয়টি বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআত গোমরাহী, এমতাবস্থায় বিদআতের মধ্যে সৌন্দর্যের কি অর্থ!"

(মকতুব নং ১৮৬, দফতর ১)

তিনি অন্যত্র লিখিতেছেন, "সুন্নতের রওশন নূরকে বিদআতের অন্ধকার ঢাকিয়া ফেলিয়াছে এবং আমদানীকৃত বিষয়াদি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দানের সৌন্দর্য বিকৃত করিয়া দিয়াছে। ইহা হইতেও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কোন কোন লোক এই নূতন আমদানীকৃত জিনিসগুলিকে বিদআতে হাসানা মনে করে ও

১. আল্ ফোরকান

www.pathagar.com

ইহার দ্বারা দীনের পরিপূর্ণ করিতে চাহে। তাহারা এই কার্যগুলি পালন করিবার জন্য লোকদিগকে উৎসাহিত হরে। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে সরল পথে হেদায়েত দান করুন। কিন্তু তাহারা জানে না যে, দীন ইসলাম এই বিদআতগুলির পূর্বেই পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে ও পূর্ণ নেয়ামতপ্রাপ্ত হইয়া আল্লাহ্ তা'আলার রেযামন্দী হাসিল করিয়াছে, اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا। "আজ আমি তোমাদের দীনকে কামেল করিয়া দিলাম এবং স্বীয় নিয়ামত তোমাদের জন্য পূর্ণ করিয়া দিলাম এবং দীন ইসলামকে তোমাদের জন্য পছন্দ করিলাম।" (সূরা মায়িদা)

সুতরাং এই বিদআতগুলির দ্বারা দানের পরিপূর্ণতা অনুসন্ধান করা প্রকৃতপক্ষে উক্ত আয়াত শরীফের মর্মকে অস্বীকার করার শামিল। (মকতুব নং ২৬১, দফতর ১)

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এই বিষয়ের উপর অন্যূন পঞ্চাশখানি মকতুব রহিয়াছে। এখানে মাত্র তিনটি মকতুব হইতে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা হইল। আলোচ্য মকতুবগুলি হইতেই এই দলের কদর্যতা এবং হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর ইসলাহী নমুনা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হইবে।

এখন মাযহাবী ফেতনার তৃতীয় উৎস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইতেছে।

মাযহাবী ফেত্নার তৃতীয় উৎস

উল্লিখিত মাযহাবী ফেত্নার প্রথম শ্রেণীভুক্ত উৎস হইতেছেন তৎকালীন বাদশাহগণ এবং দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত উৎস হইতেছেন উলামায়ে ছু' অর্থাৎ দুনিয়াদার আলিমগণ। হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর মুজাদ্দিদী জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট এই দুই শ্রেণীর উৎস এবং তাঁহাদের কার্যকলাপ পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। এই অনুচ্ছেদে মাযহাবী ফেত্নার তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত উৎস সম্পর্কে আলোচনা করা হইল।

গোম্রাহ সূফীগণ হইতেছে মাযহাবী ফেত্নার তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত উৎস। এই শ্রেণীর সূফীদের একটি দল ছিল। ইসলাম-বিরোধী তাসাউফের পূর্ণ ইতিহাস সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ব্যক্তিগণই কেবল এই দল কর্তৃক দীন ইসলামের মধ্যে পরিবর্তনের পরিমাণ সম্পর্কে আন্দাজ করিতে সক্ষম। হযরত মুজাদ্দিদ (র) এই শ্রেণীর বিপথগামীদের সংস্কারকল্পে স্বীয় কার্য পদ্ধতি, বাগ্মিতা ও লেখনীর দ্বারা যে প্রচেষ্টা চালাইয়াছেন, তাহা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিলে একটি স্বতন্ত্র পুস্তক রচিত হইবে। বিষয়টি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইতেছে।

এই লোকগুলির সবচেয়ে বড় গোমরাহী হইতেছে- ইত্তেহাদ ও হলুল (আল্লাহ্র সহিত একত্রিত হওয়া ও অনুপ্রবেশ)। তাহাদের এই আকীদা পোষণের ভিত্তি ছিল

www.pathagar.com

ওয়াহ্‌দাতুল অজুদ মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ব্যাপারে প্রকৃত ঘটনাস্বরূপ ইহা বলা যায় যে, তরীকতের কতিপয় পূর্ববর্তী (মুতাকাদ্দেমীন) বড় বড় সূফী হইতে হালের আতিশয্য ও বেহুঁশী অবস্থার মধ্যে এরূপ কিছু কথা প্রকাশ লাভ করিয়াছে যাহাতে ওয়াহ্‌দাতের ঝলক পরিদৃষ্ট হয়।

তৎপর কতিপয় মাশায়েখ (হযরত শেখ আকবর—মহীউদ্দীন ইবনে আরাবী প্রমুখ) হামাউস্তের মতবাদকে ইলমী রঙের মধ্যে ফেলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই ব্যাপারে তাঁহাদের মতলব এই নির্বোধগণের বোধগম্য হয় নাই। কাজেই হামাউস্তের প্রত্যেক দাবিদারগণই হলুল ও ইত্তেহাদের দাবি আরম্ভ করে। ফলস্বরূপ, এক মূল হইতে গোমরাহীর যে কত শাখা-প্রশাখা বিস্তার লাভ করিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। এই শ্রেণীর অজ্ঞ দাবিদারগণের অধিকাংশই বিষয়টির গূঢ়তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম না হইয়া বলে যে, সৃষ্ট জগতে যাহা কিছু আছে সমস্তই আল্লাহ্ বই কিছু নয়। জমিনও আল্লাহ্, আসমানও আল্লাহ্, বৃক্ষ, প্রস্তর, উদ্ভিদ ইত্যাদি সকলই আল্লাহ্। (আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাই)- معاذ الله ولاحول ولاقوة الا بالله

আফসোস! ইহা অতীব দুঃখজনক ব্যাপার। আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত সমুদয় পয়গম্বর এই কথাই বলিবার জন্য পৃথিবীতে আগমন করিয়াছিলেন যে, সৃষ্ট জগতে যাহা কিছু আছে উহার সমস্তই গায়রুল্লাহ্ অর্থাৎ উহা আল্লাহ্ নয় এবং আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্ট জগতের সমস্ত বস্তু হইতে বহু দূরে। তিনি একমাত্র একক, তাঁহার কোন শরীক বা অংশীদার নাই। কিন্তু এই ব্যক্তিগণ শয়তানের ধোকায় পতিত হইয়া ঘোষণা করিল যে, সৃষ্ট জগতের সমস্তই আল্লাহ্।

হযরত মুজাদ্দিদ (র) এই গোমরাহীর বিরুদ্ধে ভীষণ যুদ্ধ করিয়াছেন এবং নির্ভীকচিত্তে এইরূপ আকীদা পোষণকারীদিগকে মূল্‌হিদ ও যিন্দীক (আল্লাহ্ অস্বীকারকারী) বলিয়া নির্ধারিত করিয়াছেন। তিনি এই সম্পর্কে মকতুবাত শরীফের দ্বিতীয় দফতরের প্রথম মকতুবে লিখিতেছেন, "মুমকিনকে হুবহু ওয়াজেব মনে করা অর্থাৎ আল্লাহ্ সৃষ্ট বস্তুকে হুবহু আল্লাহ্ মনে করা এবং উক্ত মুমকিনের কার্যাবলি ও গুণাবলিকে আল্লাহ্ তা'আলার কার্যাবলি ও সিফাতরূপে নির্ধারিত করা বড় শক্ত রকমের বেয়াদবী, বরং ইহা আল্লাহ্ তা'আলার নাম ও গুণাবলি অস্বীকারের শামিল।"

তৎপর তিনি মূল বিষয়টি অর্থাৎ ওয়াহ্‌দাতুল অজুদ- একমাত্র আল্লাহ্‌র অজুদ মতবাদের সংশোধন ও তৎসহ উহাতে শেখ আকবর প্রমুখ এবং তাঁহার নিজস্ব মতবাদের প্রভেদ বিশ্লেষণ করিবার পর এই মকতুব খানিকে নিম্নলিখিত মর্মে সমাপ্ত করেন, "ইত্তিহাদ ও আইনিয়ত (একত্রিত হওয়া ও হুবহু আল্লাহ্‌র মত হওয়া) তো দূরের কথা, এই দুনিয়ার সহিত আল্লাহ্ তা'আলার কোনই সামঞ্জস্য নাই। আল্লাহ্ পাক সমস্ত সৃষ্ট জগত হইতে বে-নেয়াজ (মুখাপেক্ষী নহেন) এবং তিনি বহু-ব-হু

www.pathagar.com

দূ-রে। আল্লাহ্ তা'আলাকে সৃষ্ট জগতের আইন ও মুত্তাহিদ মনে করা এমন কি আল্লাহ্র সহিত কোন প্রকার সম্পর্ক রাখা—এই ফকীরের নিকট বড়ই বেদনাদায়ক ও কষ্টকর। কিন্তু কি করা যাইবে! তাহারা আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে, ইহা হইতে নিশ্চিতই তিনি পাক, পবিত্র ও মহান।"

তিনি অন্য এক স্থানে লিখিতেছেন, "খবরদার, কখনও সূফীগণের এরূপ বেহুদা কথার উপর মুগ্ধ হইও না এবং যে আল্লাহ্ নয় তাহাকে আল্লাহ্ মনে করিও না।" (মকতুব নং ২৭২, দফতর ১)

একদিকে যেমন তিনি এই বিপথগামীদের দোষত্রুটি প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন এবং এরূপ আকীদা পোষণকারীদিগকে মুলহিদ ও যিন্দীক বলিয়া আখ্যা দান করিয়াছেন এবং অপর পক্ষে পূর্ববর্ণিত ওয়াহ্দাতুল অজুদ ও হামাউস্তের মতবাদ পোষণকারী বড় বড় বুযুর্গ মাশায়েখগণের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে, এবংবিধ শব্দ হইতে তাঁহাদের উদ্দেশ্য এই হইতেছে যে, সৃষ্ট জগতে যাহা কিছু আছে উহার সমস্তই আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের বিকাশ অথবা এরূপ বলা যাইতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলার অজুদই প্রকৃত ও আসল অজুদ এবং বাকি সমস্ত সৃষ্ট জগতের অজুদ একমাত্র যিল্লী অর্থাৎ ছায়ার ন্যায় যাহা গণনা বহির্ভূত ও বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই মর্মে একটি মকতুবে তিনি লিখিতেছেন, "মুহ্তারেম সূফীয়ায়ে কিরামের মধ্যে যাঁহারা ওয়াহ্দাতুল অজুদের মতবাদ পোষণ করেন এবং হামাউস্ত বলিয়া থাকেন, ইহা হইতে তাঁহাদের উদ্দেশ্য কখনই এরূপ নয় যে, বিষয়বস্তুগুলি সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার সহিত মিলিত। আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাই! তাঁহারা 'তনযীহ্' অর্থাৎ পবিত্রতার মরতবা হইতে নিম্নে অবতরণ করিয়া 'তশবীহ' অর্থাৎ সামঞ্জস্য করার দায়েরায় উপনীত হইয়াছেন এবং ওয়াজেবকে মুমকিনের (স্রষ্টাকে সৃষ্টির) পর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। ইহার সমস্তই কুফর, ইলহাদ ও গোমরাহীর অন্তর্গত। বরং হামাউস্তের অর্থ এই যে, সকলই নিস্ত—একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই মওজুদ। তিনি বড়ই মহান ও পবিত্র।"

(মকতুব নং ৪৪, দফতর ২)

তিনি অন্যত্র বলিতেছেন, "যে সমস্ত সূফীয়ায়ে কেরাম হামাউস্তের মত পোষণ করেন, তাঁহারা সৃষ্ট জগতকে আল্লাহ্ তা'আলার সহিত মুত্তাহিদ বলিয়া মনে করেন না এবং হুলুল ও সুরিয়ান প্রমাণ করেন না। এ সম্পর্কে তাঁহাদের বক্তব্য যিল্লীর দৃষ্টিকোণ হইতে—অজুদ ও তাহাক্কুকের দৃষ্টিকোণ হইতে নয়। তাঁহাদের বর্ণনার বাহ্যিক রূপ হইতে যদিও ইত্তিহাদ ও অজুদীর সন্দেহ হইয়া থাকে, কিন্তু কখনও তাঁহাদের মতলব ইহা নয়। কেননা এরূপ ধারণা তো কুফর ও নাস্তিকতার শামিল। যেহেতু তাহাদের এরূপ বক্তব্য বিকাশের অর্থে—অজুদের দিক হইতে নহে। কাজেই হামাউস্তের অর্থ হইবে হামা আয উস্ত অর্থাৎ সমস্তই আল্লাহ্ তা'আলা হইতে। যদিও হালের আতিশয্য

www.pathagar.com

বশত তাঁহারা হামাউস্ত বলিয়া থাকেন। প্রকৃতপক্ষে এই শব্দগুলির দ্বারা তাঁহাদের উদ্দেশ্য হামা আয উস্তই বটে।" (মকতুব নং ৮৯, দফতর ৩)

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, মনসুর হাল্লাজ বলিয়াছিলেন, "আনাল হক" (আমিই আল্লাহ্); বায়েজীদ বুস্তামীর জবান হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল, سبحانى ما اعظم شانى। "আমি কতই পবিত্র এবং আমার শান কত মহান", এবং لوائى ارفع من لواء محمد (ص)। "আমার পতাকা মুহাম্মদ (সা)-এর পতাকা হইতেও উচ্চ।" এই ব্যাপারে হযরত মুজাদ্দিদ (র) বলেন, "যেইভাবে শরীয়তে ইসলাম ও কুফর আছে অনুরূপভাবে তরীকতের মধ্যেও ইসলাম ও কুফর বিদ্যমান। শরীয়তে যেরূপ কুফর একেবারেই ঘৃণ্য ও পরিত্যাজ্য এবং ইসলাম সর্বগুণে পরিপূর্ণ, তেমনি তরীকতের মধ্যেও কুফর একেবারেই খারাপ এবং ইসলাম পূর্ণ পরিপক্ক। কুফরে তরীকত—জম্‌আর মাকামকে বলা হয়। এই মাকামে হক ও বাতিলের তমীয উঠিয়া যায়। কেননা এই মাকামে সালেক ভাল-মন্দ রূপ আয়নাগুলির মধ্যে একমাত্র মাহ্‌বুবের সৌন্দর্য দেখিয়া থাকে, কাজেই ভালমন্দ—পূর্ণতা ও অপূর্ণতাকে এই তাওহীদের ছায়া এবং বিকাশ ছাড়া কিছু অবলোকন করে না। ফলে সে সকলের সহিত সোলহের মাকামে থাকে এবং সকলকে সত্যপথে আছে বলিয়া ধারণা করে। কখনও কখনও সে বিকাশকে যাহেরের আইন মনে করিয়া সৃষ্ট বস্তুকে আল্লাহ্ মনে করিয়া থাকে এবং প্রতিপালিতকে প্রতিপালক মনে করে। এই প্রকারের ফুল জম্‌আর মাকামে ফুটিয়া থাকে। মনসুর এই মাকামে বলে, كفرت بدين الله والكفر واجب = لدي وعند المسلمين قبيح "কুফরী আমার ভাল লাগে, আমি কাফের-ত্যজিয়া দীন; কুফর নাহক-নাচীয বস্তু জানেত মুসলেমীন।"

তরীকতের কোন কোন মাশায়েখ আল্লাহ্‌র মুহাব্বতে বিভোর হইয়া এইরূপ শরীয়ত-বিরোধী অসংযত উক্তি করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই 'কুফরে তরীকতের' মাকামে রহিয়াছেন। ইহা সুকর ও বেতমীযীর মাকাম। কিন্তু যে সমস্ত বুযুর্গ (হাকীকী) প্রকৃত ইসলামের নিয়ামতপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা এই শ্রেণীর বাক্যালাপ হইতে পবিত্র। তাঁহারা যাহেরী ও বাতেনীভাবে নবী (আ)-গণকে অনুসরণ করেন এবং তাঁহাদের অনুচর হইয়া থাকেন। কাজেই যেই ব্যক্তি কালামে শাৎহিয়াত (শরার বিরোধী কথা) করেন এবং সকলের সঙ্গে দোস্তী রাখিতে চাহেন ও সকলকে হকপথে আছে বলিয়া ধারণা করেন এবং আল্লাহ্ ও সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে পার্থক্য করেন না ও দুইয়ের অজুদের বিশ্বাসী নহেন (হামাউস্ত), এরূপ ব্যক্তি যদি 'মাকামে জমআ' পর্যন্ত পৌছিয়া থাকেন ও কুফরে তরীকত হাসিল করিয়া থাকেন এবং নেসিয়ান মা সাওয়া আল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া সকলকে ভুলিয়া যাওয়ার মাকাম হাসিল করেন, তাহা

www.pathagar.com

হইলে এরূপ ব্যক্তি মকবুল এবং তাঁহার বেহুঁশ অবস্থার অসংযত উক্তিগুলির বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ না করিয়া শরীয়ত-সংগত অর্থ করিতে হইবে। [যেমন আনাল হকের অর্থ হইতেছে আমি মওজুদ নহি—একমাত্র হকই মওজুদ।] যদি ঐ ব্যক্তি এইরূপ হাল হাসিল হওয়া ও কামালাতের প্রথম ধাপে না পৌঁছা ব্যতিরেকে এই প্রকারের অসংযত কথা বলে ও সকলকে সিরাতে মুস্তাকিমের উপর বলিয়া বিশ্বাস করে এবং হক ও বাতিলের মধ্যে তমীয না করে, তাহা হইলে এইরূপ ব্যক্তি যিন্দীক ও মুলহিদ। শরীয়তকে বাতিল করাই তাহার উদ্দেশ্য। বিশ্বের রহমত স্বরূপ নবী (আ)-গণের দাওয়াতকে মিটাইয়া দেওয়াই তাহাদের উদ্দেশ্য। কাজেই এই শ্রেণীর শরার খেলাফ উক্তিগুলি হকপন্থী ও বাতিলপন্থী—উভয় শ্রেণীর ব্যক্তি হইতেই প্রকাশ হইয়া থাকে। হকপন্থীদের পক্ষে ইহা আবেহায়াত স্বরূপ এবং বাতিলপন্থীদের জন্য ধ্বংসাত্মক বিষ। যেমন নীল দরিয়ার পানি বনী ইসরাঈলদের জন্য সুমধুর ছিল। কিন্তু কিবতীদের পক্ষে উহা ছিল রক্ত সদৃশ।

এই মাকামে অধিকাংশ সালেকের পদস্খলন হয়। অনেক মুসলমান 'আরবাবে সুকর' (বেহুঁশী অবস্থাপ্রাপ্ত)-গণের উক্তিগুলি অনুসরণ করিয়া সৎপথ হইতে বিচ্যুত হইয়া গোমরাহ্ হইয়া যায় এবং স্বীয় দীনকে বরবাদ করিয়া থাকে। ইহারা জানে না—এই শ্রেণীর উক্তিগুলি কবুল হওয়া কতিপয় শর্তের উপর নিয়ন্ত্রিত যাহা আরবাবে সুকরদের মধ্যে মওজুদ আছে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে তাহা নাই। এই শর্তগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম শর্ত হইতেছে আল্লাহ্ ছাড়া সকলকে ভুলিয়া যাওয়া এবং ইহাই কবুল হওয়ার সোপান। হকপন্থীগণ সুকর ও মস্তী এবং বেতমীযী হওয়া সত্ত্বেও এক কেশাগ্রও শরার খেলাফ কাজ করেন না। মনসুর— 'আনাল-হক' উক্তি করা সত্ত্বেও জেলখানায় শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় প্রতি রাত্রে পাঁচ শত রাকায়াত নফল নামায আদায় করিতেন এবং জালিমগণের প্রদত্ত হালাল খাদ্যও আহার করিতেন না। পক্ষান্তরে বাতিলপন্থীগণের জন্য শরীয়ত পালন যেন কোহকাফ (ককেসাস) পর্বতের ভার সদৃশ।" (মকতুব নং ৯৫, দফতর ২)

উল্লিখিত অলীগণ কর্তৃক আল্লাহ্র মুহাব্বতের জোশে সুকর (বেহুঁশী) ও গালবায়ে হালের (হালের আতিশয্যবশত) অবস্থায় বর্ণিত উক্তিগুলি দ্বারা আকবরী আমলের তথাকথিত গোমরাহ তরীকতপন্থিগণ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিত যে, শরীয়ত ও তরীকত দুইটি স্বতন্ত্র জিনিস।

তরীকতপন্থিগণের কোন কোন সময় রিয়াযত করাকালীন বিচিত্র ও আশ্চর্য কাশ্ফ হইয়া থাকে। কতিপয় ব্যক্তি এইগুলিকেই নিজের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইয়াছে মনে করিয়া ইহাকেই আল্লাহ্ পরস্তীর শেষ ধাপ মনে করিত এবং এই শ্রেণীর কল্পনা ও ধারণা বশত বহু ভেলকি প্রকাশক ও ধোঁকাবাজ বে-শরা ফকীরকে পীরের বড়

www.pathagar.com

মসনদে সমাসীন করিত। তাহাদের দ্বারা কেবল সাধারণ লোকই গোমরাহ্ হয় না বরং অনেক ক্ষেত্রে সত্যিকার ভাল লোকদের জন্যও এই শ্রেণীর ধারণা তাহাদের রূহানী তরক্কীর অন্তরায় হইয়া থাকে।

তিনি ওয়াহ্দাতুল্ অজুদ মতবাদীদের এই শ্রেণীর শব্দের অন্যান্য সূক্ষ্ম বিশ্লেষণও করিয়াছেন। নমুনা স্বরূপ নিম্নে একটি মকতুবের অনুবাদ উদ্ধৃত করা হইল ঃ

"কতিপয় সুফীয়ায়ে কেরাম হইতে মুহাব্বতের আতিশয্যবশত এই বিষয়গুলি প্রকাশ লাভ হইয়াছে, কেননা মুহাব্বতের প্রভাব প্রেমিকের নজর হইতে প্রেমাস্পদ ব্যতিরেকে অন্য কিছু বিলীন করিয়া দেয় এবং প্রেমিক স্বীয় প্রেমাস্পদ ব্যতিরেকে অন্য কাহাকেও নিরীক্ষণ করে না। ইহার অর্থ এই নহে যে, বাস্তবিকপক্ষে প্রেমাস্পদ ব্যতিরেকে আর কেহ থাকে না, কেননা ইহা জ্ঞান ও শরা বিরোধী।"

(মকতুব নং ৩১, দফতর ১)

ফল কথা, একদিকে তিনি ওয়াহ্দাতুল অজুদ ও হামাউস্ত মতবাদ পোষণকারী এই বুযুর্গগণের উক্তিগুলির উদ্দেশ্য ও মতলব বর্ণনা করিয়াছেন এবং অপরপক্ষে ওয়াহ্দাতুল অজুদের ঐ সমস্ত খারাবী ও যিন্দীকসুলভ মতবাদকে পরিষ্কারভাবে ইলহাদ ও কুফর বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন। কারণ পরবর্তী যামানার এই বিষয় সম্পর্কে অনভিজ্ঞ দাবিদারগণ ওয়াহ্দাতুল অজুদপন্থী ঐ সমস্ত বুযুর্গের উক্তি হইতে দলীল পেশ করিয়া সর্ব সাধারণের মধ্যে প্রচার করিতেছিল এবং সৃষ্ট জগতের সমস্ত বস্তুকে নির্বিঘ্নে খোদা বানাইতেছিল।

এই প্রকারের কতিপয় সূফী প্রত্যেক বস্তুকে অবশ্য আল্লাহ্ বলিতেন না, কিন্তু তাঁহাদের ধারণা এই ছিল যে, ফকীর যখন কামেলের দরজা প্রাপ্ত হয়, তখন সে আল্লাহ্র সহিত মিলিত হইয়া যায় এবং তাহার হাস্তী যেন আল্লাহ্র হাস্তীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। কতিপয় আরেফের উক্তি হইতে এই ফকীরগণ এইরূপ ধারণার সনদও পেশ করিত। হযরত মুজাদ্দিদ (র) ইহারও প্রতিবাদ করিয়া ইহাকেও কুফর ও যিন্দীকের শামিল করিয়া ফরমাইতেছেন, "হক তা'আলা কোন বস্তুর সহিত মিলিত হন না এবং কোন বস্তুও তাঁহার সহিত মিলিত হয় না। কতিপয় সূফীর কতিপয় উক্তি হইতে বাহ্যত ইত্তেহাদের মত উপলব্ধি করা যায়, ইহা তাহাদের মতলব ও ইচ্ছার পরিপন্থী। এই কালাম হইতে তাহাদের মতলব এই হইতেছে যে, ফকীর কামেল হইলে একমাত্র খাঁটি ফানা হাসিল হয়। 'واذاتم الفقر فهو الله' তখন একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই থাকিয়া যান এবং আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত যাহা কিছু আছে উহা সালেকের দৃষ্টিপথ হইতে বিলীন হইয়া যায়। এই বুযুর্গগণের মতলব কখনও ইহা নয় যে, ঐ ফকীর আল্লাহ্র সহিত মিলিত হইয়া যায়। ইহা তো প্রকৃত কুফর এবং পরিষ্কারভাবে যিন্দীকসুলভ আকীদা। এই জালিমগণের মতবাদ হইতে আল্লাহ্ তা'আলার

www.pathagar.com

পাক জাত বহু উর্ধে ও তিনি মহান। 'تعالي سبحانه عما يقولهم الظالمون علو أكبيرا' (মকতুব নং ২৬৬, দফতর ১)

হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর উল্লিখিত মকতুব সমস্ত বিশ্বের অথবা কমপক্ষে কামেল আরেফগণের আল্লাহ্ অথবা আল্লাহ্র সহিত একত্রিভূত হইবার মত পোষণকারী যিন্দীকদের যুক্তি খণ্ডনকারী; এমন'কি এই গোমরাহগণ আম্বিয়া আলাইহি মুস্সালাম অথবা খাস করিয়া হযরত সাইয়েদুল বাশার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও আল্লাহ্র সহিত একত্রিত করিতে ছাড়ে নাই। বর্তমান যুগেও এই শ্রেণীর কথা কখনও কখনও শোনা যায়। এই বিষয়ে ভুরি ভুরি উদাহরণ রহিয়াছে। কিন্তু ইহার উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই। হযরত মুজাদ্দিদ (র) এরূপ গোমরাহী ও ইসলাম-বিরোধী আকীদাকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া দিয়াছেন। তিনি এক স্থানে ফরমাইতেছেন, 'হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ তা'আলার বান্দা। তিনি সীমাবদ্ধ ও সসীম এবং হক তা'আলা সীমাহীন ও অসীম।"

(মকতুব নং ৯৫, দফতর ১)

তিনি অন্যত্র বলিতেছেন, "হে ভাই, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতিশয় উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও মানব ছিলেন এবং তিনি নশ্বর ও এমকানের দায়েরা ভুক্ত।" (মকতুব নং ১৭৩, দফতর ১)

তথাকথিত এই শ্রেণীর গোমরাহ সূফীদের একটি বাতিল আকীদা ইহাও ছিল যে, মারিফাত হাসিল না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করা জরুরী। মারিফাত হাসিল হইলে ইবাদতের দরকার নাই। এই সম্পর্কে হযরত মুজাদ্দিদ (র) অতিশয় রোষভরে লিখিতেছেন, "অনেক মূর্খ ও অপক্ব সূফী নামধারী মুলহিদের ধারণা এই যে, একমাত্র খাস খাস লোকগণ আল্লাহ্ তা'আলার মারিফাত হাসিল করিবার জন্য আদিষ্ট। তাহারা বলিয়া থাকে যে, শরীয়তের উপর আমলের উদ্দেশ্য হইতেছে মারিফাত হাসিল করা। মারিফাত হাসিল হইলে শরীয়তের হুকুম আর বর্তায় না এবং তাহারা স্বীয় উক্তির সমর্থনে কুরআন মজীদের- وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ। (সূরা হিজর) এই আয়াত শরীফ সাক্ষ্য স্বরূপ পেশ করে। পরন্তু ইহার দ্বারা তাহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, ইবাদতের শেষ সীমা মারিফাত হাসিল হওয়ার উপর ন্যস্ত। (আল্লাহ্ তা'আলা ইহাদের অপদস্ত করুন। ইহারা কত বড় জাহিল ?) আরেফগণের যে পরিমাণ ইবাদতের প্রয়োজন— প্রারম্ভকারিগণের পক্ষে ইহার এক-দশমাংশেরও দরকার নাই।" (মকতুব নং ২৭৬, দফতর ১)

অনুরূপভাবে একমাত্র বাতেন দুরস্ত হওয়া চাই বলিয়াও এই ভণ্ডগণের ধারণা ছিল। অতএব তাহাদের মতে নামায, রোযা প্রভৃতি জাহেরী আমলগুলি আল্লাহ্ওয়ালাদের

www.pathagar.com

পক্ষে অনাবশ্যক। হযরত মুজাদ্দিদ (র) ইহাদের সম্পর্কে বলিতেছেন, "আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য সবকিছু হইতে দিল শূন্য হওয়া এবং শরীয়ত কর্তৃক আদিষ্ট বদনী নেক আমলগুলি সম্পাদন করা—এই উভয়টিই দরকারী। বদনী নেক আমল সম্পাদন ব্যতিরেকে কাল্‌বের নিরাপত্তার দাবি নিছক মিথ্যা; যেমন এই দুনিয়াতে বদন ব্যতিরেকে রূহের অস্তিত্ব অসম্ভব ও ধারণাতীত। সম্প্রতি বর্তমান যুগে অনেক মুলহিদ এই প্রকারের দাবি করিয়া থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তোফায়েলে এই সমস্ত বাতিল আকীদা হইতে আমাদিগকে হেফাযত করুন।" (মকতুব নং ৩৯, দফতর ১)

তিনি অন্যত্র ফরমাইতেছেন, "জাহেরকে বেকার ছাড়িয়া দিয়া যে ব্যক্তি কেবল বাতেনকে দুরস্ত করিতে চায় সে মুল্‌হিদ। তাহার কোন বাতেনী হাল হাসিল হইলে তাহা ইহার সম্পর্কে এস্‌তেদ্‌রাজ অর্থাৎ ভেল্‌কিবাজী মাত্র। বাতেনী হালের বিশুদ্ধতা ও কবুলীয়তের চিহ্ন হইতেছে জাহেরীভাবে শরীয়তের বিধানগুলির দ্বারা সুসজ্জিত হওয়া।" (মকতুব নং ৮৭, দফতর ২)

সূফীগণের একটি সাধারণ ভ্রান্ত ধারণা ইহাও ছিল যে, তাহারা নিজ নিজ তরীকার মাশায়েখগণের কাশ্‌ফ ও মারিফাতগুলিকে মূল বলিয়া মনে করিত এবং জাহেরী শরীয়তের সহিত ইহার সংঘর্ষ হওয়া সত্ত্বেও আমলের ভিত্তিও ইহার উপর আরোপ করিত। হযরত মুজাদ্দিদ (র) ইহাদের বিরুদ্ধেও মুজাদ্দিদসুলভ সাহস ও দৃঢ়তার সহিত লিখিতেছেন, "শরীয়তের হুকুমগুলি প্রমাণ করিতে একমাত্র কিতাব ও সুন্নাত নির্ভরযোগ্য এবং কেয়াস ও উম্মতগণের ইজমাও এই হুকুমগুলিকে প্রমাণ করে। শরীয়তের এই চারটি দলীলের পরে এইরূপ কোন দলীল নাই, যদ্দ্বারা শরীয়তের হুকুমগুলি প্রমাণ হইতে পারে। আউলিয়ায়ে কেরামের ইল্‌হামের দ্বারা কোন বিষয়ের হালাল হারাম প্রমাণ হইতে পারে না এবং বাতেনওয়ালাদের কাশ্‌ফ—কোন বিষয়কে ফরয বা সুন্নতরূপে সাবেত করিতে পারে না। বড় বড় মুজতাহিদগণের তকলীদ সম্পর্কে খাস খাস বেলায়েতওয়ালাগণও সাধারণ মুমিনের সমপর্যায়ভুক্ত এবং হযরত জুন্‌নুন মিসরী, বায়েজীদ বুস্তামী, জোনায়েত বাগদাদী ও শিবলী (র) এই বিষয়ে সাধারণ মুসলমান যথা ঃ যায়েদ, আমর, বকর ও খালেদের সমশ্রেণীভুক্ত। অবশ্য এই বুযুর্গগণ অন্যান্য মর্যাদার দিক দিয়া বড়ই ফজিলত রাখেন।"

(মকতুব নং ৫৫, দফতর ২)

তিনি অন্যত্র বলিতেছেন, "ইল্‌মে লাদুন্নীর বিশুদ্ধতা ও কবুলিয়তের পরিষ্কার চিহ্ন হইতেছে শরীয়তের ইল্‌মের সহিত ইহার সামঞ্জস্য বিধান। এক কেশ পরিমাণ ব্যতিক্রম হইলে মনে কর ইহার কারণ হইতেছে বেহুঁশী। আহলে সুন্নত ও জামায়াতের আলিমগণ যাহা গবেষণা করিয়াছেন উহাই হক—সত্য। ইহার খেলাফ যাহা কিছু

www.pathagar.com

নজরে আসে—হয় উহা নাস্তিকতা ও বেদীনী হইতে উদ্ভূত অথবা বেহুঁশী ও গাল্‌বায়ে হাল হইতে উৎপন্ন।" (মকতুব নং ৩০, দফতর ১)

অনেক জাহিল ও অজ্ঞ সূফী - সুন্নত ও শরীয়তের তরীকা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া রিয়াযত ও কঠোর মুজাহেদা করে এবং তাহারা এইরূপ কার্যকে আল্লাহ্ তা'আলার সহিত মিলিত হইবার ওসিলাস্বরূপ মনে করে। বর্তমান কালেও এইরূপ বহু সূফী দৃষ্টিগোচর হয়। হযরত মুজাদ্দিদ (র) এই সম্পর্কে ফরমাইতেছেন, "সুন্নত তরীকা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া লোকগণ যে সমস্ত রিয়াযত ও মুজাহেদা করে ইহার কোন মূল্য ও গুরুত্ব নাই। গ্রীকদেশীয় দার্শনিক ও হিন্দুস্থানের ব্রাহ্মণ, মুণি-ঋষিগণ এইরূপ ধ্যান-ধারণা করিয়া থাকে, কিন্তু ইহার দ্বারা তাহাদের একমাত্র লোকসান ও ক্ষতি ব্যতীত অন্য কিছু অর্জিত হয় না।" (মকতুব নং ২২১, দফতর ১)

হযরত মুজাদ্দিদ (র) কতিপয় মকতুবে ইহাই সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এইরূপ শরীয়ত-বিরোধী রিয়াযত ও মুজাহেদা অথবা এমন্বিধ অন্যান্য শরীয়ত-বহির্ভূত ওসিলা দ্বারা যে সমস্ত কাশ্‌ফ, তাজাল্লা, হাল ও ওয়াজদ প্রভৃতি হাসিল হয়, ইহা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দান ও বখশিশ নহে বরং উহা এস্‌তেদরাজ বা ভেলকিবাজী, যাহা আল্লাহ্ তা'আলার দুশমন যোগী ও সাধু প্রমুখ হাসিল করিয়া থাকে। এই মর্মে মকতুবাত শরীফ হইতে একটি মকতুব উদ্ধৃত করা হইল ঃ

"শরীয়ত নিষিদ্ধ তরীকার মাধ্যমে যে হাল ও কাইফিয়ত হাসিল হয়, তাহা ফকীরের নিকট ভেলকিবাজীর অন্তর্গত। কেননা এসতেদরাজ-সম্পন্ন ব্যক্তিদেরও হাল ও কাইফিয়ত হইয়া থাকে। গ্রীকদেশীয় দার্শনিক এবং হিন্দুস্থানের যোগী সাধুগণ এই ব্যাপারে সমপর্যায়ভুক্ত। হাল ও কাইফিয়তের সততা ও কবুল হইবার নিদর্শন হইতেছে হারাম ও সন্দিগ্ধ বিষয়াদি হইতে পূর্ণভাবে দূরে থাকার সঙ্গে সঙ্গে শরীয়তের ইল্‌মের সহিত এই হাল ও কাইফিয়তগুলির সামঞ্জস্য বিধান।" (মকতুব নং ২৬৬, দফতর ১)

মোল্লা হাসান কাশ্‌মিরী হযরত মুজাদ্দিদ (র)-কে নিম্নলিখিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেনঃ

আল্লাহ্ তা'আলাকে আলেমুল গায়েব (গায়েব সম্পর্কে অবগত) জানা সম্পর্কে অমুক বুযুর্গ নিষেধ করিয়াছেন, ইহার অর্থ কি ?

হযরত মুজাদ্দিদ (র) ইহার উত্তর স্বরূপ ফরমাইতেছেন,—"তাহারা লিখিয়াছিল যে, ইয়ামনের অধিবাসী শেখ আবদুল কবীর বলিয়াছেন যে, হক সুবহানাহু তা'আলা আলেমুল গায়েব নহেন। প্রিয় মখদুম, এই ফকীর এইরূপ উক্তি শ্রবণ করা বরদাশ্‌ত করে না। ইহাতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বেশামাল অবস্থার মধ্যে আমার ফারূকী ধমনী জোশ মারিয়া উঠে এবং ইহা আমাকে একটুও চিন্তা ও তাবীল করার অবসর দান করে না। এইরূপ উক্তিগুলির বক্তা শেখ কবীর ইয়ামানী বা শেখ আকবর ইবনে আরাবী শামী হউক,—আমাদের প্রয়োজন মুহাম্মদ আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। মুহীউদ্দিন

১৪—

www.pathagar.com

ইবনে আরাবী, ছদরুদ্দীন কুনিয়বী, আবদুর রাজ্জাক কাশী প্রমুখের বাণীর প্রয়োজন নাই। আমাদের দরকার কুরআন শরীফ ও হাসীদ শরীফ,—ফসুস অর্থাৎ ফসুসুল হেকাম ইত্যাদির দরকার নাই। ফতুহাতে মদীনা অর্থাৎ হাদীস শরীফ—ইবনে আরাবীর ফতুহাতে মক্কা হইতে আমাদিগকে লা-পরওয়া করিয়া দিয়াছে।

(মকতুব নং ১০০, দফতর ১)

অনুরূপভাবে মুসলিম দার্শনিকগণ যথা ফারাবী প্রমুখ গ্রীক দার্শনিকের মতের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া বিশ্বকে ও রূহকে কদীম (চিরন্তন) বলিয়াছে। তিনি তাহার বিরুদ্ধেও কলম ধরিয়াছেন। হযরত ইমাম গাযালী (র)-এর মতে ইহারা কাফের। হযরত মুজাদ্দিদ (র) এই সম্পর্কে বলেন, "আসমান ও যমীন বিনষ্ট হইয়া যাইবে না বলিয়া দার্শনিকগণ যে ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন, নির্বুদ্ধিতার দরুন শেষ যামানার কতিপয় মুসলমান দার্শনিকও তাঁহাদের এই মত সমর্থন করেন এবং কতিপয় আহলে ইসলামও ইহা বিশ্বাস করে। তাহারা কুরআন শরীফের অকাট্য দলীল অবিশ্বাসকারী এবং নবী (আ) গণের ইজমাকেও তাহারা এনকার করে। এই মতবাদের বিরুদ্ধে কুরআন শরীফের বহু আয়াত শরীফ বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহারা অবগত নহেন যে, কলেমায়ে শাহাদাত কেবল মৌখিকভাবে উচ্চারণ করাই ইসলামের জন্য যথেষ্ট নহে বরং এই সমস্ত বিষয়ের উপর বিশ্বাসও জরুরী নতুবা ঈমান বিনষ্ট হইয়া যাইবে।"

(মকতুব নং ২৬৬, দফতর ১)

তৎপর তিনি এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে সাধারণ ব্যাধির ন্যায় পরিব্যাপ্ত সেমা ও নাচগান সম্পর্কে ফরমাইতেছেন, "সেমা ও নাচগান ইত্যাদি বাস্তবিকপক্ষে খেলাধুলার শামিল। ইহা হারাম হওয়ার ব্যাপারে কুরআন মজীদের আয়াত, হাদীস এবং ফেকাহ-এর রেওয়ায়েত এত অধিকসংখ্যক বিদ্যমান আছে যাহা গণনা করা কঠিন। কোন সময়েই কোন ফকীহ গান ও নাচকে জায়েয বলিয়া ফতোয়া দান করেন নাই। হালাল ও হারাম সম্পর্কে সূফীগণের আমল কোন দলীল নহে।" (মকতুব নং ২৬৬, দফতর ১)

এই অপক্ক সূফী ও গানবাদ্যের ভক্তগণের দুর্ভাগ্যের দিকে ইঙ্গিত করিয়া হযরত মুজাদ্দিদ (র) ভগ্নহৃদয়ে বিলাপ করিয়া ফরমাইতেছেন, "আফসোস! এই সূফীগণের মধ্যে বহু লোক এরূপ আছে যাহারা সেমা, নগমা, ওয়াজদ ইত্যাদির মধ্যে নিজ নিজ অশান্তির চিকিৎসা অন্বেষণ করিয়া থাকে এবং সুরের পর্দার মধ্যে নিজ নিজ মাহবুবকে নিরীক্ষণ করিতে অভিলাষ পোষণ করে। এই জন্য তাহারা নাচগান ইত্যাদিকে স্বীয় তরীকাস্বরূপ প্রস্তুত করিয়া লইয়াছে। অথচ তাহারা এই হাদীস সম্পর্কে ওয়াকেফহাল আছে যে, ما جعل الله في الحرام شفاء 'আল্লাহ্ তা'আলা কোন হারাম বস্তুর মধ্যে শেফা নিহিত করেন নাই।' ..... হায়রে, যদি নামাযের হাকীকতের একটি ঝলকও এই ব্যক্তিগণের উপর বিকাশ লাভ করিত, তাহা হইলে কখনও তাহারা

www.pathagar.com

এইরূপ গান-বাদ্যের অভিলাষী হইত না। .... তাহারা হাকীকতের রাস্তা লাভ না করা বশত ভুল রাস্তায় গমন করিয়াছে। আয় প্রিয় ভাই, নামায ও গানের মধ্যে যেই পরিমাণ বিভেদ বর্তমান, নামাযের কামালাত ও বাদ্য হইতে উৎপন্ন হালের বিভেদের পরিমাণও এক সমান বুঝিয়া লও। বুদ্ধিমানের জন্য ইশারাই যথেষ্ট।'

(মকতুব নং ২৬১, দফতর ১)

প্রকৃতপক্ষে তথাকথিত সূফীগণের ভ্রান্ত ধারণা ও পথভ্রষ্টতার মূলে ছিল—শরীয়ত ও তরীকত দুইটি ভিন্ন জিনিস এবং মারেফাতওয়ালা ও তরীকতের সালেকদের জন্য জাহেরী শরীয়ত পালনের কোন দরকার নাই। এই জন্য হযরত মুজাদ্দিদ (র) এই মৌলিক গোমরাহীর বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে লিখনী পরিচালনা করিয়াছেন। তাঁহার মকতুবাত শরীফ বিশ্লেষণ করিলে এই বিষয়টির উপর আলোচনার আধিক্য পরিদৃষ্ট হইবে। নিম্নে নমুনা স্বরূপ কতিপয়ের উদ্ধৃতি দান করা হইল ঃ

"এই বড় নিয়ামতটি হাসিল হওয়া সরদারে আওয়ালীন ও আখেরীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পায়রবীর উপর নির্ভরশীল। সালেক এই নিয়ামতটির সুঘ্রাণ লাভ করিতে পারে না যে পর্যন্ত না সে নিজকে শরীয়তের মধ্যে নিমগ্ন রাখে এবং স্বীয় যিন্দেগীকে পরিপূর্ণভাবে শরীয়ত অনুযায়ী প্রস্তুত করিয়া লয়।"

(মকতুব নং ৭৮, দফতর ১)

তিনি অন্যত্র বলিতেছেন , 'আয় ফরজন্দ, যে বিষয়টি আগামী দিবস (রোজ কেয়ামত) কাজে আসিবে, উহা একমাত্র সাহেবে শরীয়ত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পায়রবী। হাল, কাইফিয়ত, ইল্‌ম, মারিফাত ও ইশারাদি এই পায়রবী সম্মত হইলে ভাল ও উত্তম নতুবা উহা খারাবী ও ভেলকিবাজী বই আর কিছু নহে।"

(মকতুব নং ১৮৪, দফতর ১)

ফল কথা তাসাউফ সম্পর্কে এই জাতীয় ইসলাহ ছাড়াও তিনি বহু প্রকার ইসলাহ করিয়াছেন। ইহা অতীব সত্য যে, শত শত বৎসর যাবত ইহাতে অনুপ্রবেশিত পংকিলতাগুলি দূরে নিক্ষেপ করিয়া তিনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে ইসলামী তাসাউফকে দুনিয়া সমক্ষে পেশ করিয়াছেন।

এ অনুচ্ছেদের উপসংহারে হযরত মুজাদ্দিদ (র) কর্তৃক খাজা-শরফুদ্দীন হোসায়নীকে লিখিত একটি মকতুবের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ উদ্ধৃত করা হইল, যাহাতে তাঁহার হেদায়েতের পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দান করা হইয়াছে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى (সূরা নমল) "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য এবং মনোনীত বান্দাগণের উপর সালাম। প্রিয় বৎস, অবসর অতি অল্প। ইহা বিশেষ জরুরী যেন আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত আয়ুকে বেহুদা কার্যে নষ্ট না করা হয়; বরং পূর্ণ যিন্দিগী যেন হক তা'আলার রেযামন্দীর জন্য ব্যয়িত

www.pathagar.com

হয়। আরকান ইত্যাদি পালন পূর্বক একাগ্রতা ও জামায়াতের সহিত পাঁচ ওয়াক্তের নামায আদায় করা দরকার। তাহাজ্জুদের নামায যেন পরিত্যক্ত না হয় এবং প্রাতঃকালীন তওবাকেও যেন পরিত্যাগ না করা হয়। খরগোসের নিদ্রায় যেন অভিভূত হইও না এবং নশ্বর দুনিয়ার বিলাসে যেন নিমজ্জিত না হও। মৃত্যুকে স্মরণ করিতে থাকিবে এবং আখিরাতের ভীতিবিহ্বল অবস্থাকে সব সময় সম্মুখে স্থাপন করিবে। ফল কথা দুনিয়া হইতে পৃষ্ঠপ্রদর্শনপূর্বক আখিরাতের দিকে কঠোর মনোনিবেশ করিবে। প্রয়োজন মাফিক কেবল দুনিয়ার সহিত সম্পর্ক রাখিয়া অবশিষ্ট সময় আখিরাতের কাজে নিয়োজিত রাখিবে। সংক্ষিপ্ত কথা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য বস্তুর গ্রেফতারী হইতে দিলকে মুক্ত রাখিবে এবং জাহেরকে শরীয়তের বিধানগুলির দ্বারা সুসজ্জিত রাখিবে। কার্য হইতেছে ইহাই—বাকি সমস্ত অর্থহীন।

(মকতুব নং ৩১ দফতর ২)

হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর ইরশাদ ও তলকীনের ইহাই হইতেছে সারাংশ ও তাঁহার তরীকার মূল তথ্য।[১]

রাফেযিগণের সংস্কারকল্পে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর জিহাদ

বাদশাহ্ আকবরের রাজত্বকালে কয়েকটি কারণবশত রাফেযিগণের প্রভাব মোগল সাম্রাজ্যে বিস্তার লাভ করে। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালেও ইহা অক্ষুণ্ন থাকে এবং শেষ পর্যন্ত নূরজাহানের তোফায়েলে জাহাঙ্গীরের নামের মাধ্যমে হুকুমাতের দণ্ড রাফেযি ভাবধারায় পরিচালিত হইতে থাকে। জাহাঙ্গীর নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি সম্রাজ্ঞী নূরজাহান এবং তাঁহার পিতা ও ভ্রাতার হাতের পুতুল। পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে ইহা আনুপূর্বিক বিবৃত হইয়াছে।

মানুষ স্বভাবগতভাবে বাদশাহের দীন অনুসরণ করিয়া থাকে। কাজেই রাফেযি মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত শাহী দীনের বীজ সুন্নীগণের মধ্যেও অনুপ্রবেশ করিতেছিল। হযরত আলী (ক)-র শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আকীদা এবং যে সমস্ত সাহাবায়ে কিরামের সহিত তাঁহার মতবিরোধ ঘটিয়াছিল, তাঁহাদের প্রতি ঈর্ষা ও দুশমনীও সর্বগ্রাসী মহামারীর ন্যায় সুন্নীগণের মধ্যে বিস্তার লাভ করিতেছিল। এই ফেত্না ও গোমরাহীর মূলোৎপাটন করিয়া দীন ইসলামকে সতেজ সজীব করিবার জন্য হযরত মুজাদ্দিদ (র)-কে দাঁড় করান হইয়াছিল; ফলে তিনি এই সমস্তের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহার প্রচেষ্টা তিন প্রকারে প্রকাশ লাভ করে ঃ

১. রাফেযী উলামাগণের সহিত তিনি প্রকাশ্যভাবে বিতর্ক ও আলোচনা করিয়া তাঁহাদের পরাভূত করেন, ফলে রাফেযি প্রভাবের গতিরোধ হয়।

---

১. আল্ ফোরকান, শানদার মাযী প্রভৃতি।

www.pathagar.com

২. মাশহাদের কোন কোন রাফেযি আলিম-মাওরা অন্নাহারের সুন্নী উলামাগণের একটি পুস্তিকার উত্তরে নিছক মিথ্যা ও ধোঁকায় পরিপূর্ণ একটি পুস্তিকা লিখিয়া দেন। এই মিথ্যা পুস্তিকাখানি সম্পর্কে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর মত এই যে, উহাতে তিন খলীফাকে কাফের সাব্যস্ত করা ছিল ও হযরত আয়েশা (রা)-এর বদনামী ছিল। হিন্দুস্থানের রাফেযিগণ এই পুস্তিকাখানি এতদুদ্দেশ্যে জনসাধারণ তথা আমীর ওমরাহদের নিকট ব্যাপকভাবে প্রচার করে। ফলে সাধারণ্যে ইহার চর্চা হইতে থাকে। প্রথমত হযরত মুজাদ্দিদ (র) খাস ও আম লোকের মজলিসে এই পুস্তিকাখানি রদ করিতে থাকেন এবং পরে ইহার অসারতা ও ছলনার জাল বিদীর্ণকল্পে একটি উত্তর লিখিয়া প্রচার করেন। হযরত ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী (র)-এর ন্যায় মনীষীও হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর এই উত্তর পুস্তিকাখানির প্রশংসাসহ ব্যাখ্যা করিয়া একটি পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

৩. তিনি স্বীয় মকতুবাত শরীফে ইমামীয়া মাযহাবের মূলনীতি ও আকীদাসহ ধারণারাজিকে দলীল ও প্রমাণসহ বিজ্ঞজনোচিতভাবে রদ করেন এবং ইহাদের অবাধ প্রচারের ফলে সুন্নীদের মধ্যে যে সমস্ত ভুল ধারণার সৃষ্টি হইতেছিল; কিতাব, সুন্নাত ও আকলে সলীমের (সুস্থ জ্ঞান) মাধ্যমে বড়ই হিকমতের সহিত তৎসমুদয় ইসলাহ করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত ভেদাভেদ ভুলিয়া গিয়া এবং নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি না করিয়া সাহাবায়ে কিরামতের ন্যায় সমস্ত মুসলমান ভাই ভাই রূপে এক পংক্তিতে দণ্ডায়মান হউক।

যদিচ তাঁহার মকতুবগুলি বিশেষ বিশেষ লোকের নামে লিখিত হইত এবং উহাদের মানও পত্রের অনুরূপ হইত কিন্তু ইহাদের প্রচার ও নকলের ব্যাপারে এত অধিক গুরুত্ব দান করা হইত ফলে তৎকালীন সংবাদপত্রবিহীন যামানায় উহা গেজেটের ন্যায় কার্যকরী হইত। তাঁহার খলীফাগণ দেশের সর্বত্র তথা হিন্দুস্থানের বাহিরে মা-অরা অন্নাহার, বদখশান, খোরাসান, তুরান, তালেকান প্রভৃতি স্থানেও প্রচারকার্য পরিচালনা করিতেছিলেন। অথবা ইহাও বলা যাইতে পারে যে, তিনি একটি বিশেষ ইন্তেজামসহ কার্যসূচি মোতাবেক এই পত্রগুলি বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রচার করিতেন এবং অন্যান্য বিভিন্ন ওসিলার মাধ্যমে মকতুবাত শরীফের নকল জনসমাজে বিলি করা হইত। এই জন্য তাঁহার এই মকতুবগুলির মানপত্র না হইয়া প্রকৃতপক্ষে তাবলীগ ও ইরশাদের একটি সুশৃঙখল ও প্রভাবশীল সিলসিলা ছিল।

যাহা হউক এই সিলসিলার মাধ্যমে তিনি রাফেযি ফেতনা পূর্ণভাবে প্রতিহত করেন। তৎকালীন এই অবস্থার প্রেক্ষিতে একিনের সহিত ইহা বলা যাইতে পারে, হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর মনোযোগ এই দিকে না হইলে আকবরী ইলহাদ

www.pathagar.com

(ধর্মবিরোধিতা) হইতে রক্ষাপ্রাপ্ত মুসলমানগণের অধিকাংশই রাফেযিদের জালে আবদ্ধ হইয়া পড়িত।

বর্তমান যুগেও এই মুজাদ্দিদী হেদায়েতগুলির প্রচার অত্যাবশ্যক। কেননা আজকাল কতিপয় পেশাদার তাসাউফ ও ফকীরীর দাবিদার ব্যক্তি নিজ নিজ তেজারতের প্রসার লাভ এবং কতিপয় বংশগত পীর নিজ মূর্খতা, বেখবরী ও লোভবশত সুন্নী ও হানাফীয়তের দাবির সঙ্গেও উল্লিখিত আকীদাহ্ ও ধারণা পোষণ করিয়া থাকে। তাহারা নিজকে মোবাল্লেগ সাজাইয়া আকবর ও জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের রাফেযিদের ন্যায় অতিশয় চালাকি ও হুঁশিয়ারির সহিত সুন্নীদের মধ্যে এই বাতিল আকীদাগুলি প্রচার করিতেছে। তাহারা ইহা দাবি করে যে, বড় বড় আউলিয়া ও সূফীগণের সকল সময় ঐ মতই ছিল। হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর এতদসম্পর্কীয় ইরশাদ ও হেদায়েতগুলি পাঠ করিলে সুধী পাঠকবর্গ জ্ঞাত হইতে সক্ষম হইবেন যে, এই উম্মতের আল্লাহ্‌র অলী ও আরেফগণের মতে এই সম্পর্কে বিশুদ্ধ তরীকা ও সরল পথ কি এবং এই পবিত্র জামায়েতের নজরে এইরূপ ধারণা কিরূপ কুসংস্কারমূলক ও বিশুদ্ধ ইসলাম হইতে দূর।

হযরত মুজাদ্দিদ (র) এই প্রসঙ্গে প্রায় পঞ্চাশটি মকতুব লিখিয়া সঠিক পন্থা নির্ধারণ করিয়াছেন। নমুনা স্বরূপ কয়েকটি মকতুব হইতে উদ্ধৃতি দান করা হইল ঃ

.... হযরত শেখাইন [সাইয়্যেদেনা আবূ বকর সিদ্দীক ও সাইয়্যেদেনা ওমর (রা)]-এর শ্রেষ্ঠত্ব সাহাবা, তাবেঈনের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। ইমামগণের এক বড় জামায়াত ইহা নকল করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে হযরত ইমাম শাফেয়ী (র)ও রহিয়াছেন। আবুল হাসান আশ'আরী (র) বলিয়াছেন, হযরত সিদ্দিকে আকবর (রা) ও হযরত ফারূক (রা)-এর শ্রেষ্ঠত্ব উম্মতের সকলের উপর অকাট্য। বিশ্বস্ত সূত্রে গৃহিত হযরত আলী (রা) হইতে একটি রেওয়ায়েত আছে যে, তিনি তাঁহার খেলাফতকালে বিশেষ করিয়া রাজধানীতে নিজ অনুসরণকারীদের এক বিরাট দলের সম্মুখে ঘোষণা করিয়াছেন যে, আবূ বকর ও ওমর (রা) এই উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।"

(মকতুব নং ১৫, দফতর ২)

"হযরত খাতেমুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে যোগ্য ইমাম এবং খলীফা হইতেছেন হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা), তৎপর হযরত ওমর ফারূক (রা), তৎপর হযরত ওসমান জিন্নুরাইন (রা) এবং ইহার পর হযরত আলী বিন আবূ তালিব (রা)। তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব হইতেছে তাঁহাদের খেলাফতের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী।"

...... হযরত আলী কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু বলেন, "যে ব্যক্তি আমাকে হযরত আবূ বকর সিদ্দিক ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করে সে

www.pathagar.com

মিথ্যাবাদী ও প্রবঞ্চক। আমি এই ব্যক্তিকে এইরূপ ভাবে কশাঘাত করিব যেরূপভাবে কোন মিথ্যাবাদী ও প্রবঞ্চককে কশাঘাত করা হয়।" (মকতুব নং ৬৭, দফতর ২)

খাজা মুহাম্মদ তকীকে লিখিত মকতূবে সাহাবায়ে কিরাম (রা) ও তাঁহাদের পরস্পর মতবিরোধ ও ঝগড়া সম্পর্কে হযরত মুজাদ্দিদ (র) ফরমাইতেছেন, "আহলে সুন্নত ও জামায়াত সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর পরস্পর মতবিরোধ এবং ঝগড়াগুলিকে ভাল অর্থের উপর বর্তাইয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে নফসের প্রবৃত্তি ও দলগত স্বার্থ প্রভৃতি হইতে মুক্ত ও পবিত্র মনে করেন। কেননা হযরত খাইরুল বাশার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সোহবতের প্রভাবের দরুন তাঁহাদের নফস পাকসাফ হইয়াছে এবং তাঁহাদের বক্ষ ঈর্ষা ও শত্রুতা হইতে পূর্ণভাবে পবিত্র হইয়াছে। অবশ্য কেবল ইহাই বলা যাইতে পারে যে, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র মত ও ইজতিহাদ ছিল। ইহা স্বীকার্য যে, প্রত্যেক মুজতাহিদের জন্য নিজ নিজ ইজতিহাদ ও যাহা তিনি উত্তম ও সঠিক মনে করেন তদনুযায়ী আমল করা তাঁহার উপর ওয়াজেব। কাজেই ইজতিহাদজনিত মতভেদ হওয়ার ফলে অগত্যা এরূপ বিরোধিতা ও ঝগড়ার সৃষ্টি হইয়াছে এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ মত অনুযায়ী আমল করা জরুরী মনে করিয়াছেন। কাজেই তাঁহাদের এই মতবিরোধ সত্যের সামঞ্জস্যতা বিধানকল্পে ছিল—নফ্সে আম্মারা চরিতার্থ করিবার জন্য নহে।" (মকতুব নং ৩৬, দফতর ২)

সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর মধ্যে জঙ্গে জামাল ও সিফ্ফিনের যুদ্ধ ইত্যাদি যে সমস্ত পারস্পরিক যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে ইহার সমস্তই ভাল অর্থে বর্তাইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহা স্বার্থ ও পক্ষপাতিত্ব হইতে মুক্ত বলিয়া ধারণা পোষণ করা উচিত। হযরত শিবলী (র) ফরমাইয়াছেন যে, যে ব্যক্তি আসহাবে রাসূল (সা)-এর প্রতি তাযীম ও সম্মান প্রদর্শন করেন নাই, তিনি যেন হুযূর (সা)-এর উপর ঈমান আনয়ন করেন নাই। (আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাই)।

হযরত মুজাদ্দিদ (র) কতিপয় পত্রের মধ্যে পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, শেখাইনের সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়ার আকীদা—আহ্লে সুন্নাতগণের জন্য জরুরী এবং ইজমার অন্তর্গত। ইহার সহিত যাহারা ইখতেলাফ করে তাহারা আহলে সুন্নতের পর্যায়ভুক্ত নহে। এই সম্পর্কে তিনি মকতুবাত শরীফের প্রথম দফতরের ২২৯ নং মকতুবে লিখিতেছেন, "কাসে কে হযরত আমীররা আফযাল আয হযরত সিদ্দিক গোয়েদ আয জিরগায়ে আহলে সুন্নত মি বরায়েদ—যে কেহ হযরত আলী (রা)-কে হযরত সিদ্দিক আকবর (রা) হইতে শ্রেষ্ঠ বলে সে আহলে সুন্নতের জীর্গার বহির্ভূত।"

ইনশা আল্লাহ্ এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হইবে।

www.pathagar.com

কতিপয় ইসলাহ্ সম্পর্কে

হযরত মুজাদ্দিদ (র) তৎকালীন সামাজিক ও নৈতিক কুসংস্কার এবং প্রচলিত বদ রসমগুলির সংস্কারকল্পে কর্মপন্থা গ্রহণ করেন এবং বিশেষ সতর্কতার সহিত উহাদের কুফল বর্ণনা করিয়া ইসলাহ্ করেন। এই অনুচ্ছেদে সেই সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হইল।

তিনি খান আযমকে সতর্ক করিয়া লিখিয়াছেন, "কাফেরগণের বহু বিধান ও রসম মুসলমানগণের মধ্যে দেখা যাইতেছে।" (মকতুবাত নং ৫৬, দফতর ১)

তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন, "মুসলমানগণ ঈমান আনা সত্ত্বেও কাফেরগণের রসমগুলিকে পালন করে এবং তাহাদের দীনগুলিকে তাযীম করে।"

(মকতুব নং ২৬৬, দফতর ১)

তিনি মকতুবাত শরীফের তৃতীয় দফতরের ৪০ নং মকতুবে ফরমাইয়াছেন, "মুসলমান জাহিল শ্রেণীর লোকের মধ্যে হিন্দুদের দেবতা ও মূর্তি হইতে রোগীর রোগ দূরীভূতকল্পে সাহায্য চাওয়া ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছে।" বিশেষ করিয়া স্ত্রীলোকের ব্যাপারে তাঁহার বর্ণনা এই যে, অধিকাংশ স্ত্রীলোক তাহাদের চরম মূর্খতার দরুন এই হারাম ও নিষিদ্ধ মদদ তলব করিবার ব্যাপারে লিপ্ত আছে এবং কাল্পনিক দেবতাগণ হইতে বালা-মুসিবত দূর করিবার জন্য আরযি পেশ করিয়া থাকে ও পৌত্তলিকদের আচার-অনুষ্ঠান পালন করে।"

বসন্ত রোগের ব্যাপারে হিন্দুস্থানের সাধারণ মুসলমানের ঘরোয়া অবস্থা সম্পর্কে তিনি ফরমাইতেছেন, "বসন্ত রোগকে হিন্দী ভাষায় শিতলা বলে। ইহার সম্পর্কে এই বিষয় অবলোকন করা গিয়াছে যে, খুব অল্প সংখ্যক স্ত্রীলোক হইবে যাহার অন্তঃকরণ এই প্রকারের শেরেকী হইতে মুক্ত আছে।

অমুসলমানদের পর্বাদি উপলক্ষে মুসলমানদের কার্য পদ্ধতি কি হইয়া গিয়াছিল? দিল্লীর দরবারে যাহা কিছু হইত, ইহার প্রভাব সমস্ত হিন্দুস্থানের উপর প্রসার লাভ করিয়াছিল। তিনি বলিতেছেন, "মুসলমানদের জাহিলগণ বিশেষ করিয়া স্ত্রীলোকগণ দেয়ালীর দিনে কাফেরদের রসম পালন করে এবং ইহাকে তাহাদের পর্বস্বরূপ পালন করিয়া এই দিন তোহফা ও উপঢৌকনাদি কাফেরগণের ন্যায় স্বীয় কন্যা ও ভগিনীদের ঘরে প্রেরণ করে। তাহারা তাহাদের পাত্রগুলিকে হিন্দুদের খাস মওসুমের অনুকরণে রঞ্জিত করে এবং লাল চাউল উহাতে ভর্তি করিয়া প্রেরণ করে।"

অমুসলমানগণের দেবতা ও পর্বের সহিত সাধারণ মুসলমানের এই সম্পর্কাদি ছিল এবং দেশের মধ্যে তাহারা অধিকাংশ মিলিয়া এক পৃথক ধরনের পৌত্তলিকদের রীতিনীতি জারি করিয়াছিল। এই সম্পর্কে হযরত মুজাদ্দিদ (র) ফরমাইতেছেন,

www.pathagar.com

"বুযুর্গগণের নামে জানোয়ার মানত করে এবং তাঁহাদের কবরে গমন করিয়া যবেহ করে।"

ব্যাপারটি কেবল 'গাইরুল্লাহ্‌র' এই মানতের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য খাস—নামায রোযার ব্যাপারেও হিন্দুস্থানের মুসলমানগণ গাইরুল্লাহ্‌কে শরীক করিয়া লইয়াছিল। হযরত মুজাদ্দিদ (র) বিশেষ করিয়া স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে বলেন, "স্ত্রীলোকগণ পীর ও পীরানীদের নামে রোযা রাখে। এই পীরগণের নামও তাহারা নিজেরা বানাইয়া উক্ত নামে রোযা রাখে।" এই আশ্চর্য ও অদ্ভুত রোযাগুলি রাখিবার ধরনও আশ্চর্য ছিল অর্থাৎ প্রতিটি রোযা খুলিবার জন্য খাস খাস তরীকা ও পানাহার নির্দিষ্ট ছিল। হযরত মুজাদ্দিদ (র) বলিতেছেন, 'প্রত্যেক রোযার খাস খাস তরীকা তাহারা নির্ধারণ করে।" এই রোযাগুলির উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি ফরমাইতেছেন, "তাহারা স্বীয় মকসুদ ও হাজতগুলি এই রোযার সহিত জড়িত করে, ইহার মাধ্যমে স্বীয় অভীষ্ট বস্তু তলব করে এবং তাহারা মনে করে যে, তাহাদের মনোবাঞ্ছা এই রোযার দ্বারাই পূর্ণ হয়।" তিনি আরও বলেন, "প্রয়োজন ব্যতিরেকে তাহারা ভিক্ষা করে এবং এই ভিক্ষালব্ধ বস্তুর দ্বারা রোযা ইফতার করে এবং এইরূপ হারাম কার্য দ্বারা তাহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় বলিয়া মনে করে।"

(মকতুব নং ৪১, দফতর ৩)

আবদুর রহীম খান খানানের এক সৈয়দ বংশজাত সঙ্গী ছিলেন। তিনি বিজ্ঞ কবি ছিলেন এবং 'কুফরী' নামে ছদ্মনাম গ্রহণ করেন। এই ব্যাপারে তিনি আবদুর রহীম খান খানানকে আরবী ভাষায় এক পত্র লিখিয়া বিশেষ হুঁশিয়ারি করিয়া বলেন, "আমি জানি না তিনি কেন এইরূপ ছদ্মনাম পছন্দ করিয়াছেন এবং কোন্ বস্তু তাঁহাকে ইহা করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে? ইহা অতিশয় নিকৃষ্ট এবং ইহা এরূপ যে মানুষ যেভাবে ব্যাঘ্র ভয়ে পলায়ন করে, অনুরূপভাবে ইহা হইতে পলায়ন করা উচিত, কেননা এই নাম এবং যাহাকে উপলক্ষ করিয়া এই নামকরণ—উভয়ই আল্লাহ্ তা'আলা এবং রাসূল (সা)-এর নিকট ঘৃণ্য।" (মকতুব নং ৩২, দফতর ১)

উক্ত যামানার দীনদার আলিমগণের অবস্থাও হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর ভাষায় উদ্ধৃত করা হইল, "জ্ঞাত হওয়া দরকার যে, আজকাল খাস আম লোকদের মধ্যে অধিক সংখ্যক এরূপ লোক আছে যাহারা নফল আদায় করিবার ব্যাপারেও বড়ই গুরুত্ব দান করে। কিন্তু ফরয কার্যগুলির ব্যাপারে তাহারা উদাসীন। তাহারা নফলকে বড় মূল্যবান মনে করে। কিন্তু ফরযগুলি তাহাদের চক্ষে মূল্যহীন বরং তাহারা ইহা তুচ্ছ মনে করে। তাহাদের মধ্যে খুব কমসংখ্যক লোকই ফরযগুলিকে মুস্তাহাব সময়ে আদায় করিয়া থাকে। তাহারা সুন্নতরূপ জামায়াতের প্রথম তকবীর বরং একেবারেই

www.pathagar.com

জামায়েতের পাবন্দী করে না ও আলস্যভরে ফরযগুলিকে আদায় করাই গনীমত মনে করে।" (মকতুব নং ২৮৮, দফতর ১)

এই ছিল তাহাদের আচরণ আল্লাহ্ এবং রাসূল কর্তৃক নির্ধারিত শরীয়ত সম্পর্কে। তাহারা ফরযগুলির মোকাবিলায় আমদানীকৃত বিদআতগুলিকে গুরুত্ব দিতে কুণ্ঠাবোধ করিত না। হযরত মুজাদ্দিদ (র) ফরমাইতেছেন, "আশুরার দিন, শবে বরাত, ২৭শে রজব এবং 'লাইলাতুর রাগায়েবের' (রজব মাসের প্রথম জুমুয়ার দিনের এই নামকরণ হইয়াছে) দিন বড়ই যত্ন ও আন্তরিক একাগ্রতা লইয়া জামায়াতের সহিত নফল নামাযগুলি আদায় করে এবং তাহাদের এই কার্যটিকে তাহারা শরীয়তের দিক দিয়া বড়ই ভাল মনে করে কিন্তু তাহারা অবগত নয় যে, উহা শয়তানের ধোঁকা ও প্রতারণা যাহা বদকাজকে নেককাজের আকারে প্রকাশ করে। (মকতুব নং ২৮৮, দফতর ১)

এমন কি উক্ত যামানার নকশবন্দীয়া তরীকাভুক্ত মাশায়েখগণের মধ্যেও বহু বিদআত বিস্তার লাভ করিয়াছিল এবং বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এই বিদআতের প্রসারকে তাঁহারা তরীকার তকমীল মনে করিতেন। হযরত মুজাদ্দিদ (র) মকতুবাত শরীফের প্রথম দফতরের ১৩১ নং মকতূবে ঐ যামানার কতিপয় বিদআতের উল্লেখ করিয়া ফরমাইয়াছেন, "আফসোস! হাজার আফসোস!! অন্য তরীকায় আদৌ দৃষ্টিগোচর হয় না এরূপ কতিপয় বিদআত—নকশবন্দীয়া তরীকার কোন কোন মাশায়েখ কর্তৃক এই তরীকাভুক্ত হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ তাঁহারা জামায়াতের সহিত তাহাজ্জুদের নামায আদায় করেন এবং এই নামায জামায়াতে পড়িবার জন্য চতুর্দিক হইতে লোক একত্র করেন।

তিনি মকতুবাত শরীফের প্রথম দফতরের ১৬৮ নং মবতূবে স্বীয় পীরযাদাগণকে লিখিতেছেন, "লোকগণ তাহাজ্জুদের নামায জামায়াতের সহিত আদায় করিতেছে এবং এই বিদআতটিকে তারাবীহ নামাযের সুন্নতের ন্যায় মসজিদগুলিতে জাঁকজমকের সহিত পালন করিতেছে। তাহারা ইহাকে একটি ভাল কাজ বলিয়া মনে করিতেছে এবং অন্যান্যকেও ইহার জন্য ঔৎসুক্য প্রদান করিতেছে অথচ ইহা বিদআত।"

অধুনা কোন কোন স্থানে তাহাজ্জুদের নামায জামায়াতের সহিত আদায় করার উদাহরণ পরিদৃষ্ট হয় এবং এই কার্যে ঔৎসুক্য প্রদানেও একদল মুসলমানের বিশেষ কর্মতৎপরতা দেখা যায়। হযরত মুজাদ্দিদ (র) এই কার্যটিকে বিদআত বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন এবং বিদআত মাত্রই পরিত্যাজ্য।

হযরত মুজাদ্দিদ (র) কেন বিদ্রোহ করেন নাই ?

হাদীসের মর্ম অনুযায়ী মুসলমান বাদশাহ পরিষ্কারভাবে কুফরী কার্যে রত হইলে ঐ সময় তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা জায়েয।

www.pathagar.com

মুশরিক ও কাফেরের ন্যায় কার্য করা যদিও হারাম কিন্তু মুসলমান বলিবার কোন কারণ বাকি থাকিলে কোন ব্যক্তিকে কাফের বলা যাইবে না। সম্ভবত বাদশাহ আকবরের সময় হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর আন্দোলন ঐরূপ শক্তি সঞ্চয় করে নাই যাহাতে তিনি আকবরের ন্যায় চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসরের বুনিয়াদী ও প্রতাপশালী সম্রাটের মোকাবিলা করিতে পারেন। অথচ জিহাদের ঘোষণা করিবার জন্য এতটুকু শক্তি থাকা প্রয়োজন যাহাতে বাহ্যিকভাবে সফলকাম হওয়ার আশা করিতে পারা যায়। ইহাতে আশ্চর্য হইবার কি আছে যে, হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর আন্দোলনের প্রভাব বাদশাহ আকবর পর্যন্ত পৌঁছিয়া থাকিবে এবং ইহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সম্ভবত আকবর মৃত্যুর কিছু পূর্বে তওবা করিয়া থাকিবেন। যদিও এই মতটি সম্পর্কে সকলে একমত নয়।

কিন্তু বাহ্যিকভাবে হযরত মুজাদ্দিদ (র) বাদশাহ আকবরকে মতলববাজ ও ফাসিক মুসলমান বলিয়া সাব্যস্ত করেন, কেননা তিনি মতলববাজদের ফন্দিতে গ্রেফতার হইয়াছিলেন। এই জন্য হযরত মুজাদ্দিদ (র) বাদশাহ আকবরের চেয়ে দুনিয়াদার আলিম এবং ঐ শ্রেণীর মতলববাজ ব্যক্তিগণের উপর অধিকতর দোষ আরোপ করেন এবং তাহাদের সংশোধনকল্পে সরকারী অমাত্যবর্গের সংশোধনের উপর অধিক গুরুত্ব দান করেন।

ইহা ব্যতীত প্রকৃত কথা এই যে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে রাজ্যাভিলাষী ছিলেন না, বরং রাজত্বের সংশোধন করা ছিল তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। তিনি রক্তপাতকে ঐ সময় জরুরী মনে করিবেন, যখন ইহা ছাড়া উপায়ান্তর না থাকে। বাদশাহের প্রিয়পাত্র ও উজিরগণের মধ্যে যে প্রভাব সৃষ্টি করা হইয়াছিল, যদিও ইহার দ্বারা আকস্মিক বিপ্লব করা যাইত না। কিন্তু তাঁহারা বিপ্লবের আশা হইতেও একেবারে নিরাশ হন নাই। কিন্তু তিনি বিপ্লবের পরিবর্তে বাদশাহের প্রিয়পাত্রদের মধ্যে ইসলাহের জযবাতকে আরও অধিক শক্তিশালী করিতে চাহিয়াছিলেন এবং তাঁহার অভীষ্ট বস্তুকে এতদূর সুস্পষ্টরূপে দেখাইতে চাহিয়াছিলেন যাহাতে ইহা ব্যতিরেকে অন্য কোন বিষয় সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ যেন না থাকে।

ঐ সময় মুসলমান বাদশাহগণের গৃহবিবাদ চরমে পৌঁছিয়াছিল। হযরত মুজাদ্দিদ (র) তখন তরবারির যুদ্ধের ঘোষণা করিলে হয়তো শাহী ওমরাহগণ মনে করিতেন যে, ইহা রাজত্ব লাভ করিবার একটি ফন্দি। ইবরাহীম লোদীর মুকাবিলায় বাবর অথবা হুমায়ুনের মুকাবিলায় শের শাহ শূরী যেরূপ সংস্কারমূলক দাবির ঘোষণা করিয়াছিলেন, হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর সংস্কারের দাবিকেও অনুরূপ মনে করা হইত। ফল কি হইল ? এই হইল যে, সবল দুর্বলের উপর জয়ী হইল।

ইহা ছাড়া বাদশাহ আকবরের পঞ্চাশ বৎসরের রাজত্বকালে হিন্দুদের শক্তি এত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে, ইসলাহের এই প্রচেষ্টার ভিতর দিয়া মুসলমানী রাজশক্তির

www.pathagar.com

পতন হইবার আশংকা ছিল। ইহা ছাড়াও ইরানের রাজশক্তি শাহ আব্বাস শীয়া মতাবলম্বী ছিলেন। হিন্দুস্থানে ইসলামের ভিতর বিভেদ সৃষ্টিকারী দল সরকারের বড় বড় কর্মচারী ছিলেন। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের সাহায্যার্থে বীরবিক্রমে ইরানী ফৌজের হিন্দুস্থানে আসিয়া উপনীত হইবার ব্যাপারেও সন্দেহের কি অবকাশ থাকিতে পারে ?

যাহা হউক, শাহী দরবারের ইসলাহ্ পছন্দকারী উজীর, ওমরাহ ও অমাত্যবর্গের হৃদয়ের গভীর অন্তঃস্থলে এই ইসলাহী কর্মসূচি অনুপ্রবেশ করাইয়া দেওয়াই ছিল ঐ সময় বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তাজনক একমাত্র কর্মপন্থা যদ্দ্বারা ঐ সমস্ত ব্যক্তি ইসলাহের প্রতীক বনিয়া যান।

এই প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইসলাম প্রচারজনিত কর্মপদ্ধতির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিলেই ইহার সঠিক কারণ উপলব্ধি করা সম্ভবপর হইবে। তাঁহার তেইশ বৎসরের নবুয়তের অধিকাংশ সময়ই তিনি যে বিরাট ধৈর্য, দৃঢ়তা ও আত্মত্যাগের দ্বারা স্বীয় সত্যবাদিতার এরূপ জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন, যাহার দরুন বিরোধীদলও তাঁহার এই সমস্ত গুণে মুগ্ধ হইয়া ইসলামের জন্য আত্মসমর্পণ করেন। ফলস্বরূপ, যাহারা একদিন ইসলাম-বিরোধী কাফের ছিলেন, পরে তাঁহারাই কাফেরগণের মুকাবিলায় দুর্ভেদ্য প্রাচীররূপে দণ্ডায়মান হইলেন।

এমতাবস্থায় হযরত মুজাদ্দিদ (র) সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারী যথা উজীর, রাজ্যপাল, সৈন্যাধ্যক্ষ ইত্যাদির মাধ্যমে বাদশাহের ইসলাহ করাই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা বলিয়া মনে করেন এবং এইভাবে তিনি রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্ন হাদীসকে কার্যে পরিণত করেন। হাদীস : افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر 'জালিম সুলতানের বিরুদ্ধে কলেমায়ে হক বলা সকল যুদ্ধ হইতে শ্রেয়।' হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর দূরদর্শিতা ও সংস্কারমূলক কর্মপদ্ধতির ধারা তাঁহার মুজাদ্দিদীয়তের বিরাট শানের দিকে ইশারা করিতেছে। তিনি স্বীয় সত্যবাদিতার মাধ্যমে বাদশাহ ও তাঁহার সাম্রাজ্যের মঙ্গল কামনার শেষ প্রমাণ পেশ করেন। এই প্রকার জিহাদের জন্য ইহাই ছিল জরুরী।

হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর গ্রেফতারী ও শাস্তিবিধান

হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর এই আন্দোলন নিঃসন্দেহে সফলকাম হইয়াছিল কিন্তু সম্রাজ্ঞী নূরজাহান ও তাঁহার দলের জন্য তাঁহার এই কৃতকার্যতা বড়ই বিপজ্জনক হয়। সেই সঙ্গে বিশেষ করিয়া ভাবী সম্রাট নির্বাচনের ব্যাপারেও সংকট দেখা দিল। প্রমাণস্বরূপ নিম্নের কারণগুলি উল্লেখযোগ্য ঃ

www.pathagar.com

১. সম্রাজ্ঞী নূরজাহান তাঁহার জামাতা শাহরিয়ারকে দিল্লীর সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী করিবার অভিলাষিণী ছিলেন। ইহার মুকাবিলায় ধর্মানুরাগী ও সুন্নী মতাবলম্বী হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর সম্পূর্ণ দল কুদরতীভাবে খুররমের (শাহজাহান) সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল।

২. রাফেযিগণের বিরুদ্ধে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর প্রচেষ্টা ও নির্ভীক আন্দোলন তাঁহাকে ও তাঁহার দলকে নূরজাহানের চক্ষে আরও বিষ সদৃশ করিয়া দিয়াছিল।

৩. নক্‌শবন্দীয়া তরীকার প্রতি ঔৎসুক্য ও সুন্নতের পায়রবীর তাগাদা এবং সেমা, গান ও নাচগানের বিরোধিতা নূরজাহানের দলকে রাগান্বিত করিয়া দিয়াছিল, কেননা এই দল গানবাদ্য করার মধ্যেই চিশতীয়া তরীকাকে সীমাবদ্ধ করিয়াছিল।

চিশ্‌তীয়া তরীকার দাবিদার শেখ কবীর, শেখ আলাউদ্দীন প্রমুখ ব্যক্তির মতে সেমা ও নাচ ইত্যাদি জায়েয ছিল। তাহারা বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরকে নিজ দলে ভিড়াইয়া লইয়াছিল। তাহাদের দলের প্রত্যেকের কর্ণ ছিদ্র করাইত। তাহারা বাদশাহের অতি প্রিয়পাত্র ও দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিল। তাহারা হযরত মুজাদ্দিদ (র) ও তাঁহার জামায়াতকে আইনসম্মতভাবে পরাস্ত করিবার ফন্দি আঁটিতে লাগিল।

হযরত মুজাদ্দিদ (র)-কে উপলব্ধি করিবার কোন শক্তিই এই জ্ঞানান্ধদের ছিল না। অবশ্য দুশমনী করিয়া নানা ছলচাতুরীর সাহায্যে তাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল।

৪. কাবুলবাসী হাসান খান নামক এক ব্যক্তি হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর হস্তে বাইয়াত করিয়াছিল। হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর কোন খলীফার সহিত ঐ ব্যক্তির মনোমালিন্য হইলে শেষ পর্যন্ত সে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিল। সে নিজ কুবুদ্ধি ও বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের রাজত্বের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ব্যক্তিদের ফাঁদে ধৃত হইয়া হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর মকতুবাতে রদবদল করিল এবং উহার মধ্যে কুফরী ও যিন্দীকদের (আল্লাহ্‌র অবিশ্বাসী) উক্তি সংযোজন করিয়া উহার বিংখানি নকল করিয়া হিন্দুস্থান ও আফগানিস্তানের মশহুর আলিম ও মাশায়েখগণের নিকট ফতোয়া চাহিয়া পাঠাইল। হযরত শেখ আবদুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী (র) প্রমুখ তৎকালীন হিন্দুস্থানের বিশিষ্ট আলিমও এই ফেত্‌নাগ্রস্তদের দলভুক্ত হইলেন এবং হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর বিরুদ্ধে প্রবন্ধ ও পুস্তিকা লিখিলেন।

৫. ওয়াহ্‌দাতুল অজূদের বিষয়টি সম্পর্কেও হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর বিরুদ্ধে দোষারোপ করা হয়। সূফীগণ দীর্ঘকাল যাবত 'ওয়াহ্‌দাতুল অজূদ' অর্থাৎ 'হামাউস্তের' মতবাদ পোষণ করিতেন। হযরত মুজাদ্দিদ (র) ইহার বিরুদ্ধে শরীয়তে মুহাম্মদী সম্মত অন্য হাকীকত বয়ান করেন। সূফীগণ বলিতেন 'হামাউস্ত' (সবই আল্লাহ্) এবং হযরত মুজাদ্দিদ (র) ইহাকে সংশোধন করিয়া বলিলেন—'হামা আয উস্ত' অর্থাৎ সবই আল্লাহ্ হইতে।

www.pathagar.com

সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের অসীম প্রভাবের দরুন বাদশাহ জাহাঙ্গীরের রাজদরবারে রাফেযীদের প্রভাব অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। হযরত মুজাদ্দিদ (র) এই মাযহাবের বিরুদ্ধে কতিপয় পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন। যাহার ফলে এই সম্প্রদায় তাঁহার ঘোর শত্রুতে পরিণত হইয়াছিল। তাহারা হযরত মুজাদ্দিদ (র)-কে জব্দ করিবার জন্য তৎপর হইয়া উঠিল। তাহারা সুযোগ বুঝিয়া হযরত মুজাদ্দিদ (র) কর্তৃক হযরত খাজা বাকীবিল্লাহ্ (র)-কে লিখিত একটি পত্র বাদশাহর সম্মুখে পেশ করিয়া বাদশাহকে বুঝাইয়া দিল যে, শেখ আহ্মদ (র) নিজকে হযরত সিদ্দিকে আকবর (রা) হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করেন এবং তিনি বলেন যে, তাঁহার মাকাম হযরত সিদ্দিকে আকবর (রা)-এর মাকাম হইতে উচ্চে। উক্ত পত্র খানির অংশ বিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল ঃ "দ্বিতীয়বার এই মাকাম অবলোকন করিবার সময় আরও অনেক মাকাম দৃষ্টিগোচর হয়, যাহার একটি অন্যটি হইতে উচ্চ ছিল। যখন উহা হইতে অধিকতর উচ্চ মাকামে পৌঁছিলাম তখন বুঝিলাম এই মাকামটি হযরত উসমান গনী (রা)-এর এবং অন্য খলীফাগণও এই মাকাম অতিক্রম করিয়াছেন। এই স্থান হইতে অধিক উচ্চ হযরত সিদ্দিকে আকবর (রা)-এর মাকাম জাহির হইল। এই উচ্চ স্থানেও আসিয়া পৌঁছিলাম।

খাজা বুযুর্গ হযরত শাহ্ নক্শবন্দ (র)-কে প্রত্যেক স্থানে এইভাবে আমার সঙ্গীরূপে দেখিলাম যেন মাত্র অতিক্রম করার তফাৎ ছিল। হযরত সিদ্দিকে আকবর (রা)-এর মাকাম হইতে উচ্চ কোন মাকাম বুঝিতে পারি নাই। অবশ্য নবুয়তের মাকাম অত্যন্ত বুলন্দ ও উচ্চ ছিল। হযরত সিদ্দিকে আকবর (রা)-এর মাকামের বরাবর আর একটি অতি উত্তম ও বহুত নূরানী মাকাম দৃষ্টিগোচর হয়, যাহা হইতে অধিক উত্তম অন্য কোন মাকাম দৃষ্টিগোচর হয় নাই। মাকামে সিদ্দিকী হইতে উহা কেবল এতটুকু উচ্চ ছিল যেরূপ জমিন হইতে সভামঞ্চ কিয়ৎ পরিমাণ উচ্চ হইয়া থাকে। আমি জানিতে পারিলাম যে, ইহা 'মাহবুবিয়াতের মাকাম'। এই মাকামটি রঙিন ও নক্শা খচিত ছিল। এই মাকামের প্রতিচ্ছায়া পড়িবার দরুন এই বান্দা নিজকে রঙিন ও উক্ত নক্শায় নিজকে খচিত দেখিল। তৎপর রঙিন ও নক্শা খচিত এই অবস্থা সত্ত্বেও আমি নিজকে বড়ই সূক্ষ্ম (লতীফ) অনুভব করিতে লাগিলাম এবং বাতাস ও মেঘের টুকরার ন্যায় নিজকে আকাশের চক্রবালে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় অনুভব করিতে লাগিলাম। এই অবস্থায় এক প্রান্তে যাইয়া পৌঁছিলাম। হযরত খাজা বুযুর্গ (র) মাকামে সিদ্দিকের মধ্যে রহিলেন এবং আমি নিজকে ইহার বরাবরের মাকামে উল্লিখিত অবস্থায় দেখিতে লাগিলাম। (মকতুব নং ১১, দফতর ১)

এই পত্রখানি পেশ করার দরুন বাদশাহ জাহাঙ্গীর দুঃখিত হইলেন এবং হযরত মুজাদ্দিদ (র)-কে শাহী দরবারে ডাকাইয়া আনিয়া এই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। হযরত মুজাদ্দিদ (র) উত্তরে বলিলেন, "আহলে সুন্নাতগণের নিকট যেমন ঐ ব্যক্তি

www.pathagar.com

সুন্নী নহেন যিনি হযরত আলী (রা)-কে হযরত সিদ্দিকে আকবর (রা) হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করেন; অনুরূপভাবে সূফীগণের নিকটও ঐ ব্যক্তি সূফী নহেন, যিনি নিজকে সৃষ্ট জীবের মধ্যে নিকৃষ্ট কুকুর হইতে ভালো মনে করেন। অতএব আমি নিজকে কিরূপে হযরত সিদ্দিকে আকবর (রা) হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করিতে পারি। পীরের তাওয়াজ্জুহের দরুন সালেকগণ কিরূপে এক মাকাম হইতে অন্য মাকামে ভ্রমণ করে ও উন্নীত হয় তাহার বর্ণনা এই মকতুবে উল্লেখ করা হইয়াছে। সালেকগণের উরুজ বা উত্থান এইরূপ মাকামে অল্প সময়ের জন্য হইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, শাহী দরবারে আমীরগণ রাত্র-দিবস হাজির থাকেন। যদি কোন সময় প্রয়োজনবশত বা অন্য কোন অজুহাতের দরুন বাদশাহ কোন সিপাহীকে তলব করিয়া তাহার সঙ্গে আলাপ- আলোচনা করিয়া তাহাকে সম্মানিত করেন, তাহা হইলে উহা একটি অস্থায়ী ব্যাপার। ক্ষণিক পরেই সিপাহী নিজ স্থানে প্রত্যাবর্তন করে এবং দরবারী—স্বীয় বুলন্দ মাকামেই অবস্থান করেন। এই অস্থায়ী নৈকট্যের দরুন সিপাহীর মর্যাদা বাদশাহের অমাত্যগণ হইতে উচ্চ মনে করা যাইতে পারে না।

এইভাবে আমাদের উরুজ বা উত্থান একটি সাময়িক অবস্থা। এই অবস্থা শেষ হওয়ার পর আমি পুনঃ সিরহিন্দের পুরাতন পর্ণ কুটিরেই ফিরিয়া আসি। এই হাকীকতটি উপলব্ধি করার পর এই উচ্চ মাকামে সিদ্দিকী অর্থাৎ সিদ্দিকে আকবর (রা) হইতে নিজকে শ্রেষ্ঠ হওয়ার ধারণা করাও অসম্ভব।

ইহা ব্যতীত এই পত্রে ইহাও লিখিত আছে যে, এই মাকামের প্রতিবিম্বের দরুন আমি নিজকে স্বয়ং রঙিন পাইলাম। সূর্যের আলো এবং ইহা হইতে আলোকপ্রাপ্ত হওয়াকে উদাহরণস্বরূপ পেশ করা যাইতে পারে। সূর্য সূর্যই থাকে—জমিনের উপর উহার আলোক পতিত হইলে জমিন আলোকিত হয়। কিন্তু জমিন কি ইহার কারণে সূর্যের সমকক্ষতার দাবি করিতে পারে?"

এইরূপ দলীল ও প্রমাণের দ্বারা হযরত মুজাদ্দিদ (র) বাদশাহকে বুঝাইবার পর বাদশাহ শান্ত হইলেন এবং শাস্তি দান করিবার পরিবর্তে তাঁহাকে সসম্মানে বিদায় দান করিলেন।

বিরোধীদলের জন্য এই পরাজয় বরদাশ্‌ত যোগ্য ছিল না। তাহারা তখন অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিল।

বাদশাহর উজীর আছফজাহের সহিত হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর মনোমালিন্য হওয়ায় উক্ত উজীর বাদশাহকে পরামর্শ দান করিলেন, "হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর তরফ হইতে আপনার সাবধান থাকা উচিত। কেননা তাঁহার প্রভাব কেবল হিন্দুস্থানে সীমাবদ্ধ নহে বরং ইরান, তুরান, বদখশান প্রভৃতি স্থানেও বিদ্যমান। তিনি হাজার হাজার জীবন উৎসর্গকারী মুরিদ নিজের চতুর্দিকে একত্র করিয়াছেন। ভয় হয় পাছে

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যের মধ্যে তাঁহারা কোন ফেত্‌নার সৃষ্টি করেন। সে একজন অহংকারী ব্যক্তি। শাহ্ ইছমাইল ছফবী কেবল মুরিদগণের সহায়তায় ইরানের রাজত্ব আয়ত্তে আনয়ন করিয়াছিলেন। এমতাবস্থায় আপনার উচিত হইবে তাঁহার খলীফা শেখ বদিউদ্দীনের নিকট সৈন্যদের গমনাগমন বন্ধ করিয়া দেওয়া এবং হযরত মুজাদ্দিদ (র) এই বিষয়ে বাধা সৃষ্টি করিলে তাঁহাকে কয়েদ করা। ইহার পর শেখ বদিউদ্দীনের নিকট সৈন্যদের গমনাগমনের শাহী নিষেধাজ্ঞা জারি করা। হযরত মুজাদ্দিদ (র)ও শাহী সন্দেহের নেত্রে পতিত হইলেন। শেখ সাহেব সৈন্যদের হইতে পৃথক হইতে চাহিলে হযরত মুজাদ্দিদ (র) এজাযত দান করিলেন না। শেষ পর্যন্ত বাদশাহর তরফ হইতে গুপ্তচর নিয়োগ করা হইল এবং শেখ বদিউদ্দীন ও হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর মধ্যে পত্রালাপ বন্ধ হইল। শেখ বদিউদ্দীন পেরেশান হইয়া হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর খিদমতে হাজির হইলেন বটে। কিন্তু তিনি ইহাতে নারায হইলেন। কাজেই শেখ সাহেব পুনঃ স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ইহাতে বিরোধীদল সুযোগ লাভ করিল এবং বাদশাহকে বুঝাইয়া দিল যে, শেখ সাহেব হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর নিকট লশকরের পয়গাম লইয়া গমন করিয়াছিলেন। ফল কথা, উজির নিপুণভাবে বাদশাহর কর্ণকুহরে বিষবাণী ঢালিতে লাগিলেন এবং শাহী দরবারে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-কে হত্যা, জ্বালা-যন্ত্রণা, দেশান্তরিত করণ অথবা কয়েদ করণের পরামর্শ হইতে লাগিল।

এই পক্ষ বাদশাহকে আরও বুঝাইয়া দিলেন যে, হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর নিয়ত যে খারাপ তাহার প্রমাণ এই যে, বাদশাহ সালামতের জন্য জায়েয বলিয়া মান্যকৃত সিজদায়ে তাযীমী পালন করিতে তিনি অস্বীকার করেন। তিনি পূর্বেও বাদশাহকে সম্মান প্রদর্শন করেন নাই। আপনি পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইবেন যে, তিনি শাহী দরবারে হাজির হইয়াও সিজদা অথবা মস্তক অবনত করিবেন না।

ধর্মীয় বিপদ অপেক্ষা রাজত্ব সম্পর্কীয় বিপদ বাদশাহের নিকট অধিকতর চিন্তার কারণ স্বরূপ হইয়াছিল।

বিরোধীদল ইহার সহিত তাহাদের নিকট দুর্বোধ্য বলিয়া বিবেচিত কতিপয় মক্‌তূবের অনুচ্ছেদ হেরফের করিয়া বাদশাহের নিকট পেশ করিল এবং কতিপয় উলামার ফতোয়াও বাদশাহর নজরে পড়িল। যাহার মধ্যে হযরত মাওলানা আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র)-এরও কতিপয় পাল্‌টা আক্রমণাত্মক প্রবন্ধ ছিল।

যাহা হউক, উল্লিখিত অবস্থাবলির প্রেক্ষিতে বাদশাহ জাহাঙ্গীর হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর বিরাধীগণের চক্রান্তে পড়িয়া যান এবং শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে কয়েদ করিবার ইচ্ছা করেন। বাদশাহ তদীয় মতলব হাসিল করিবার নিরাপত্তা নিবন্ধন হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর হালকাভুক্ত সমুদয় উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে রাজধানী হইতে সরাইয়া দেন। বাদশাহ খান খানানকে দাক্ষিণাত্যে, সৈয়দ সদ্‌রে জাহানকে পূর্বদিকে, খান জাহান

www.pathagar.com

লোদীকে মালব দেশে, খান আযমকে গুজরাটে এবং মহাবত খানতে কাবুলের গভর্নর নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করেন। ইহার পর পত্র মারফত দ্বিতীয়বার হযরত মুজাদ্দিদ (র)-কে সিরহিন্দ হইতে শাহী দরবারে তলব-করা হয়, উদ্দেশ্য ছিল সিজদা করান—তথা শাহী আনুগত্যের যাচাই করা। কেননা ধর্মীয় বিপদ অপেক্ষা রাজত্ব সম্পর্কীয় বিপদ বাদশাহর নিকট অধিকতর চিন্তার কারণ হইয়াছিল।

হযরত মুজাদ্দিদ (র) যথারীতি শাহী দরবারে উপস্থিত হইলেন। উজিরের কথায় আকায়েদ সম্পর্কীয় যে ভ্রান্ত ধারণা বাদশাহর অন্তঃকরণে স্থান লাভ করিয়াছিল। তিনি তদসমুদয় বিদূরিত করেন কিন্তু তিনি সিজদায়ে তাযীমী পালন করিতে বিশেষ দৃঢ়তা সহকারে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। এমন কি বাদশাহের সম্মুখে সামান্য অবনত হইয়া শাহী আদব রক্ষা করিতেও তিনি পছন্দ করিলেন না। কাজেই সমস্ত আলিম বাদশাহ ও দরবারী ওমরাগণের সন্তোষ বিধানে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-কে হত্যা করিবার ফতোয়া দেন।

কিন্তু বাদশাহ জাহাঙ্গীর কিছুটা সহিষ্ণুতার সহিত কর্ম সম্পাদন করিলেন। তিনি উল্লিখিত অবস্থাগুলির ফলস্বরূপ হযরত মুজাদ্দিদ (র)-কে দুই বৎসরের জন্য কয়েদ করিবার হুকুম জারি করিয়া গোয়ালিয়র দুর্গে প্রেরণ করেন। হযরত মুজাদ্দিদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন, "এই কয়েদ আমার নফ্‌সের সংশোধন কার্যে বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল।"

শাহ্‌জাদা খুররম হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর প্রতি অতিশয় উচ্চ আকীদা পোষণ করিতেন। তিনি তাঁহার দুইজন বিশ্বস্ত বন্ধু আফজল খান ও খাজা আবদুর রহমানকে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর খেদমতে এই বলিয়া প্রেরণ করেন, "ফিকাহের কিতাবে এইরূপ সম্মানসূচক সিজদা জায়েয বলা হইয়াছে। হুযূর যদি বাদশাহর সহিত সাক্ষাতের সময় এইরূপ সম্মানসূচক সিজদা পালন করেন, তাহা হইলে কেহ যেন আপনাকে কষ্ট দান করিতে সক্ষম না হয়, তাহার আমি জিম্মা গ্রহণ করিতেছি।" হযরত মুজাদ্দিদ (র) উত্তরে বলিলেন, 'ইহা রুখসত কিন্তু আজীমত[1] হইতেছে আল্লাহ্‌ ছাড়া কাহাকেও সিজদা না করা।'

হযরত মুজাদ্দিদ (র) সিজদা[2] সম্পর্কে মীর মুহাম্মদ নুমানকে একটি মকতুবে

---

১. রুখসত—যাহা করার সাধারণ অনুমতি আছে। আজীমত—বিপন্ন হওয়া সত্ত্বেও যাহা পালন করা হয়।

২. প্রসঙ্গত কুরআন শরীফ হইতে সূরায়ে বাকারা ও ইউসুফে বর্ণিত হযরত আদম (আ)-এর সিজদা সম্পর্কিত আয়াত শরীফের তফসীর উদ্ধৃত করা হইল যাহা হইতে সিজদা তথা সিজদায়ে তাযীমীর পুরাপুরি হাকীকত উপলব্ধি করা সম্ভব হইবে। নিম্নে সূরা বাকারা হইতে সিজদা সম্পর্কে আয়াতটির তফসীর পেশ করা হইল ঃ

وَاِذْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلاَّ اِبْلِيْسَ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ –

www.pathagar.com

"এবং যখন আমি ফেরেশতাগণকে আদেশ দান করিলাম যে আদমকে সিজদা কর, তখন সকলেই সিজদায় ভূতলে পতিত হইল কিন্তু শয়তান (ইবলিস) সে মানিল না এবং বড়াই করিল ও কাফেরের মধ্যে গণ্য হইল।" (সূরা বাকারা) হযরত আদম (আ)-এর খলীফা হওয়া মান্য করিয়া লওয়া হইলে, তৎসহ সিজদার কেবলা বানাইয়া তাঁহাকে সিজদা করিতে ইবলিসকে হুকুম করা হইল, যেমন বাদশাহগণ নিজ নিজ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া সর্ব প্রথম রাজত্বের অমাত্যবর্গকে নজর ও উপহার পেশ করিবার আদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, উদ্দেশ্য যেন ঐ ব্যক্তির সহিত বিরোধিতা করিবার অবকাশ কাহারও না থাকে। এই ব্যাপারে সকলেই সিজদা করিল কিন্তু ইবলিস সিজদা করিল না। সে মূলত জিন বংশোদ্ভূত ছিল এবং ফেরেশতাগণের সহিত পূর্ণভাবে মেলামেশা করিত। তাহার এই নাফরমানীর কারণ এই যে, জিনগণ কয়েক হাজার বৎসর যাবত জমিনে বসবাসপূর্বক আধিপত্য করিতেছিল এবং আসমানের উপরও তাহারা গমনাগমন করিত। তাহাদের ফাসাদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে ফেরেশতাগণ আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমে তাহাদের কতকগুলিকে কতল করিলেন এবং অবশিষ্ট কতককে পাহাড়ে জঙ্গলে দ্বীপে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিলেন। ইবলিস তাহাদের মধ্যে বড় আলিম ও আবেদ ছিল। সে জিনদের ফাসাদ হইতে মুক্ত ও পাক বলিয়া প্রকাশ করিলে ফেরেশতাগণের সুপারিশ বশত উক্ত ফরমান হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া ফেরেশতাগণের মধ্যে জীবন যাপন করিতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে জমিনের খেলাফত করার স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমে হযরত আদম (আ)-কে খেলাফত প্রদত্ত হইলে সে নিরাশ হইল এবং তাহার রিয়াপূর্ণ ইবাদত অসার হইয়া যাওয়ার দরুন ঈর্ষাবশত সব কিছু করিল ও আল্লাহ্ তা'আলার লানতের পাত্র হইল। সে আল্লাহ্ তা'আলার ইল্‌মের মধ্যে পূর্ব হইতেই কাফের ছিল এবং এখন হযরত আদম (আ)-কে সিজদার সূত্রে তাহার ব্যবহারে তাহা প্রকাশ লাভ করিল।

[শাহ আবদুল কাদের (র) কৃত 'মুযেহুল কুরআন' ও বাকিয়ায়ে সলফ শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান (র) কৃত 'ফাওয়ায়েদে কুরআন' হইতে।]

সূরা ইউসুফ হইতেও সিজদা সম্পর্কিত আয়াতটির ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল -

وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাঁহার পিতামাতাকে সিংহাসনে উপবেশন করাইলে সকলেই তাঁহার সম্মুখে সিজদায় পতিত হইল। হযরত ইউসুফ (আ) নিজ পক্ষ হইতে তাঁহার পিতামাতার তাযীম করিয়া তাঁহাদিগকে সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে হযরত ইউসুফ (আ)-কে যে সম্মান প্রদত্ত হইবার ছিল, ইহা কি প্রকারে প্রতিরোধ হইতে পারিত? উক্ত সময়ের রীতি অনুযায়ী মাতা-পিতা ও ভ্রাতাগণ হযরত ইউসুফ (আ)-এর সম্মুখে সিজদায় পতিত হইলেন। ইহা ছিল সিজদায়ে তাযীমী। হাফেজ ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসিরের মতে হযরত আদম (আ)-এর কাল হইতে হযরত ঈসা (আ)-এর যুগ পর্যন্ত উক্ত সিজদা জায়েয ছিল। শরীয়তে মুহাম্মদী (সা) অবশ্যই উহা হারাম ও নিষিদ্ধ বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছে। বহু হাদীস হইতে ইহার প্রমাণ ও সাক্ষ্য পাওয়া যায়। বরং হযরত শাহ আবদুল কাদের (র)- وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ "সমস্ত সিজদা আল্লাহ্‌র জন্যই"-এই আয়াত শরীফ দ্বারা সিজদা হারাম হওয়ার ইঙ্গিত জাহির করিয়াছেন। কোন কোন তফসিরকারগণ এই স্থানে সিজদা দ্বারা প্রথমত যেই অর্থ উপলব্ধি করা যায় তাহা গ্রহণ না করিয়া কেবল ঝুঁকিয়া যাওয়ার অর্থ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, এই সিজদা হযরত ইউসুফ (আ)-এর জন্য ছিল না বরং ইউসুফ (আ)-এর বুযুর্গী ও বুলন্দশান নিরীক্ষণ করিয়া সকলেই আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে শুকরিয়া স্বরূপ সিজদা করেন। এমতাবস্থায় 'خَرُّوا لَهُ' এর মধ্যে لَام অক্ষরটিকে কারণের অর্থে লওয়া হইবে। অর্থাৎ ইউসুফ (আ)-এর তরক্কী ও বুলন্দ শান হওয়ার দরুন সকলেই আল্লাহ্‌র সম্মুখে সিজদায় পড়িয়া গেল।

হুঁশিয়ারি ঃ তাযীম ও ইবাদত দুইটি স্বতন্ত্র জিনিস। গাইরুল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের তাযীম সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ নহে। গাইরুল্লাহ্‌র ইবাদত করা পরিষ্কার শেরেকী, যাহার অনুমতি এক মুহূর্তের জন্যও দান করা হয় নাই এবং হইতেও পারে না। ইবাদতের সিজদা অর্থাৎ গাইরুল্লাহ্‌কে কোন প্রকারের ভাল-মন্দের প্রকৃত মালিক মনে করিয়া সিজদা করা খাঁটি শেরেকী। ইহার অনুমতি কস্মিনকালেও কোন আসমানী শরীয়তে প্রদত্ত হয় নাই। অবশ্য সিজদায়ে তাযীমী অর্থাৎ উল্লিখিত আকীদা হইতে মুক্ত হইয়া কেবলমাত্র তাযীম ও সম্মানার্থে মস্তক অবনত করিয়া সিজদা করা শরীয়তে মুহাম্মদী (সা)-এর পূর্ববর্তী শরীয়তগুলিতে জায়েয ছিল। শরীয়তে মুহাম্মদী (সা) এই তাযীমের সিজদারও মূলোৎপাটন করিয়া

www.pathagar.com

লিখিয়াছেন, "জমিনের উপর কপাল স্থাপন করাকে সিজদা বলা হয়। ইহাতে দীনতা, হীনতা, আজেযী ও অক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ হয়। এইজন্য এরূপ দীনতা আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতের জন্য খাস হইয়াছে। তিনি ব্যতীত অন্য কাহারও জন্য ইহা জায়েয নহে।"

এইরূপ কথিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন পথ দিয়া গমন করিতেছিলেন। সেই সময় একজন বেদুঈন আসিয়া বলিল, হুযূর আমাকে মুজিযা দেখাইলে আমি ঈমান আনিব। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, তুমি গাছটিকে যাইয়া বল যে, পয়গম্বর (সা) তোমাকে ডাকিতেছেন। গাছটি উহা শ্রবণ করিয়া নিজ স্থান হইতে নড়িল ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাজির হইল। বেদুঈন এই অবস্থা অবলোকন করিয়া ঈমান আনিল। তৎপর সে আরয করিল—হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার অনুমতি হইলে আমি আপনাকে সিজদা করি। তিনি বলিলেন—আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহাকেও সিজদা করা জায়েয নাই। যদি আল্লাহ্ ব্যতীত কাহাকেও সিজদা করা চলিত, তাহা হইলে আমি স্ত্রীলোকদিগকে তাহাদের স্বামীদিগকে সিজদা করিতে বলিতাম।" (মকতুব নং ৯১, দফতর ২)

বাদশাহ জাহাঙ্গীর হযরত মুজাদ্দিদ (র)-কে কয়েদ ও বন্দী করিয়াও ক্ষান্ত হন নাই বরং তাঁহার ঘরবাড়ি বাজেয়াফ্ত করিবারও হুকুম জারি করিলেন। কিন্তু মুজাদ্দিদ সুলভ ধৈর্য ও আল্লাহ্র প্রতি আত্মসমর্পণ বশত তাঁহার প্রতি অত্যাচার হওয়া সত্ত্বেও বাদশাহকে তিনি স্বয়ং বদদোয়া করেন নাই এবং তাঁহার সন্তান ও মুরিদগণকেও মুসলমান বাদশাহর প্রতি কোন প্রকার বদদোয়া করিবার অনুমতি প্রদান করেন নাই।

শানীদামকে মরদানে রাহে খোদা
দেলে দুশমনা হামনাকরদান তাঙ্গ
আল্লাহ্র রাহে রাহগীর যারা-শুনেছি তাদের কথা,
দুশমন দিলে কখন যে তারা দেয়না দেয়না ব্যথা।

হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর জেলখানার জীবন আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্টি ও আত্মসমর্পণের জ্বলন্ত নিদর্শন। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বাদশাহ জাহাঙ্গীর মতলববাজদের ফন্দিতে ধৃত হইয়া হযরত মুজাদ্দিদ (র)-কে দুই বৎসরের জন্য কয়েদ করেন। তাঁহার জেলখানার অবস্থানের কাহিনী তিনি স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

সাধারণ ঐতিহাসিকগণ হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর বিরুদ্ধে আনীত মোকদ্দমা ও

দিয়াছেন। হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দেস দেহলভী (র) স্বীয় হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা পুস্তকে এই সম্পর্কে যে সূক্ষ্ম আলোচনা করিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য।

[ইয়াদগারে সলফ উমদাতুল মুফাসসেরীন শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বির আহমদ ওসমানী কৃত 'ফাওয়ায়েদে কুরআন' হইতে।]

www.pathagar.com

গ্রেফতারীর উল্লিখিত রোয়েদাদ পেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাদশাহ জাহাঙ্গীর কর্তৃক তুযূকে বর্ণিত ফারসী অনুচ্ছেদটির মর্মে বোঝা যায় যে, বাদশাহ স্বয়ং হযরত মুজাদ্দিদ (র)-কে বন্দী করিবার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। উক্ত ফারসী অনুচ্ছেদটির অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ

বাদশাহ জাহাঙ্গীর লিখিতেছেন, "সম্প্রতি আমার দরবারে আরযী পেশ করা হইয়াছে যে, শেখ আহমদ নামক একজন প্রতারক সিরহিন্দে প্রতারণার জাল বিস্তার করিয়া অসংখ্য বেহুদা জাহের পরাস্ত লোকদিগকে শিকার করিয়া স্বীয় হালকাভুক্ত করিয়া লইয়াছে। তাহারা প্রত্যেকেই দোকান সাজাইবার ও মারিফাতের মাধ্যমে লোকদিগকে প্রতারণা করিতে অন্যান্য লোক হইতে বড়ই দক্ষ। সে তাহাদের প্রত্যেককে খলীফা নামকরণ করিয়া প্রতিটি শহর ও গ্রামে প্রেরণ করিয়াছে। সে নিজ মুরিদ ও মোতাকেদীনগণের নামে কিছু চটকদার কথা লিপিবদ্ধ করিয়া একটি কিতাব প্রণয়ন করিয়া উহার নামকরণ করিয়াছে 'মকতুবাত'। এই বেহুদা তর্কে ভরপুর কিতাবে অনেক অহেতুক ভূমিকা সন্নিবেশিত করা হইয়াছে যাহা শেষ পর্যন্ত কাফের ও যিন্দীক করিয়া দেয়। এই পত্রগুলির একটি পত্রে লিখিত আছে যে, রূহানীভাবে পরিভ্রমণকালে হযরত জুন্নুরাইন (রা)-এর মাকামে আমার গতায়ত হয় এবং একটি অতিশয় উত্তম ও বুলন্দ দ্বিতীয় মাকাম নজরে আসে। ঐ স্থান অতিক্রম করিয়া হযরত ফারূক (রা)-এর মাকামে আগমন করি এবং হযরত ফারূক (রা)-এর মাকাম অতিক্রম করিয়া হযরত সিদ্দিকে আকবর (রা)-এর মাকামে আমার আগমন হয়। সে এই মাকামগুলির প্রত্যেকটির উপযোগী তারিফও পৃথক পৃথক লিপিবদ্ধ করিয়াছে। তৎপর লিখিয়াছে যে, মাকামে সিদ্দিকী অতিক্রম করিয়া সে মাকামে মাহবুবিয়াতে গমন করে এবং আর একটি মাকামের মোশাহাদা করে। এই মাকামটি বড়ই রওশন ও রঙিন। সে ইহার রঙ ও নূরের প্রতিফলন দ্বারা নিজকে রওশন ও রঙিনরূপে উপলব্ধি করে। আস্তাগ্ফিরুল্লাহ্! তাহার মতলব এই যে, সে খলীফাগণের মাকাম অতিক্রম করিয়া একটি উচ্চ মাকামে পৌঁছিয়াছে। সে এইরূপ আরও বহু বেয়াদবী করিয়াছে। ইহা বর্ণনা করা সময়সাপেক্ষ এবং আদব বহির্ভূত। এই কারণে আমি আদেশ দান করিয়াছি যে, তাহাকে যেন আমার আদালতে পেশ করা হয়। তাহাকে হুকুম অনুযায়ী খিদমতে হাজির করা হয়। কিন্তু যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করা হয় তাহার সমীচীন উত্তর দান করিতে সে সক্ষম হয় না। বুদ্ধি-বিবেচনা রহিত হওয়া সত্ত্বেও তাহাকে বড়ই অহংকারী ও আত্মাভিমানী বলিয়া প্রতীয়মান হইল। আমি চিন্তা করিলাম যে, তাহার মেজাযের পাগলামি ভাব ও উষ্ণ মস্তিষ্কের কিছু পরিমাণ উপশমকল্পে তাহার অবস্থার পরিবর্তনের একমাত্র পন্থা ইহাই হইতে পারে যে, কিয়ৎ দিবস সে যেন জেলখানায় বন্দী থাকে এবং ইহার দ্বারা দেশের অরাজকতার দমন হয়। আমি বাধ্য হইয়া

তাহাকে বাণীরায় সংদলনের হাওলা করিয়া দিলাম যেন তাহাকে গোয়ালিয়র দুর্গে কয়েদ করা হয়।" (তূযুকে জাহাঁগীরী)

হযরত মুজাদ্দিদ (র) কর্তৃক বাদশাহ জাহাঙ্গীরের শাহী দরবারে কথিত বিষয়ের যে বিবরণী পূর্বে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, উক্ত বিবরণীর সহিত বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের প্রদত্ত বিবরণের কিছুটা অসামঞ্জস্যতা ঠেকিলেও প্রকৃতপক্ষে বাদশাহ্ সংক্ষেপে বিষয়টি লিপিবদ্ধ করিয়া মূল বিষয়টি যথাযথ বর্ণনা করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে হযরত মুজাদ্দিদ (র) দ্বিতীয়বার শাহী দরবারে আনীত হইয়া বন্দী হন। ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, বাদশাহ্ পুরাপুরি হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর বিরোধী দলের চক্রান্তে পড়িয়া রাজনৈতিক কারণে তাঁহাকে বন্দী করেন—মাযহাবী আকীদার জন্য নহে। কেননা বাদশাহের "দেশের অরাজকতার দমন হয়" এই উক্তি হইতেই উহা পরিষ্কার প্রতিভাত হইতেছে। বাদশাহর জন্য বাদশাহী হইতেছে সর্বাগ্রগণ্য এবং ইহা রক্ষা করিতে অথবা হস্তগত করিতে সর্বশক্তি তথা জীবন বিসর্জন দান করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত নহেন। হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর বিরোধীদল এই কূটনৈতিক চালে বাদশাহকে হস্তগত করিয়া তাঁহার উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

www.pathagar.com

হযরত মুজাদ্দিদ (র) গোয়ালিয়র দুর্গে নযরবন্দী

হযরত মুজাদ্দিদ (র) জেলখানায় বন্দী হইবার কয়েক মাস পূর্বে নিজ বন্ধু-বান্ধবগণকে বলিতেন, "শীঘ্রই আমার উপর একটি বিপদ আপতিত হইবে, যাহা আমার আধ্যাত্মিক উন্নতির কারণ হইবে। এই মুসিবত আপতিত হওয়া ব্যতিরেকে তরক্কী অর্জন করা সম্ভব নহে।"

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর মতলববাজদের ফন্দিতে ধৃত হইয়া হযরত মুজাদ্দিদ (র)-কে কয়েদ করিবার হুকুম জারি করিয়া গোয়ালিয়র দুর্গে নযরবন্দী করেন। হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর জেলখানার জীবন আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্টি ও আত্মনির্ভরতার জ্বলন্ত নিদর্শন।

হযরত মুজাদ্দিদ (র) যখন গোয়ালিয়র দুর্গে আগমন করেন, তখন ঐ স্থানে কয়েক হাজার অমুসলমান কয়েদীও ছিল। তিনি তাহাদের মধ্যে তাবলীগ করিয়া তাহাদিগকে ইসলাম ধর্মে আনয়ন করেন এবং শত শত লোক তাঁহার নিকট মুরিদ হইয়া অলীর দরজা হাসিল করে।

হযরত মুজাদ্দিদ (র) কয়েদ থাকাকালীন কখনও বাদশাহ্কে বদ্দোয়া করেন নাই বরং তিনি বলিতেন, "যদি বাদশাহ্ আমাকে জেলখানায় প্রেরণ না করিতেন, তাহা হইলে এত সহস্র ব্যক্তি কিরূপে দীন ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আগমন করিত এবং আমার উপর এই বিপদ আপতিত হওয়া ব্যতিরেকে আমার বেলায়েতের পদোন্নতির অন্য কোন উপায় ছিল না।"

তাঁহার হালকাভুক্ত সালেকগণ বাতেনী প্রভাব দ্বারা বাদশাহের অমঙ্গল কামনা করিতে চাহিলে তিনি স্বপ্নে ও জাগ্রত অবস্থায় তাঁহাদিগকে নিষেধ করিতেন। তিনি যতদূর সম্ভব নবী (আ) গণের কোন সুন্নতকেই পরিত্যাগ করেন নাই। কাজেই কয়েদী হওয়ার মাধ্যমে তিনি হযরত ইউসুফ (আ)-এর এই সুন্নতটিও আদায় করিবার সুযোগ লাভ করেন।

আঁ হাঁ কে পায়ে দ্যর রাহে মাওলা নেহাদান
গাম নাখোস্ত বর সেরে দুনিয়া নেহাদান।

আল্লাহ্র পথে রেখে দেন যাঁরা চরণ যুগল তাঁর
ওই পদ যেন এই রাখা হলো শির জুড়ে দুনিয়ার।

www.pathagar.com

গোয়ালিয়র দুর্গে নযরবন্দী থাকাকালীন তিনি কতিপয় পত্র লিখিয়াছিলেন। মকতুবাত শরীফে এই সকল পত্র সঙ্কলিত হইয়াছে। নিম্নে কয়েকটি পত্রের অনুবাদ উদ্ধৃত করা হইল :

হামদ ও নাতের পর লিখিতেছি। প্রিয় বৎস,

পরীক্ষার সময় যদিও তিক্ত ও বিস্বাদ, কিন্তু এই সময় কার্য করিবার তওফীক হইলে ইহা বড়ই মূল্যবান। যেহেতু আজকাল তোমার অবকাশের সুযোগ লাভ ঘটিয়াছে, আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করিয়া স্বীয় কর্তব্যে মশগুল থাক। ফুরসত সময়ের একটি মুহূর্তও অনর্থক নষ্ট করিও না।

সর্বদা নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়ের যে কোন একটি অযীফাস্বরূপ করিতে থাকিবে, যথা ১. কুরআন মজীদের তিলাওয়াত, ২. দীর্ঘ কিরাতের সহিত নামায আদায় করা, এবং ৩. কলেমায়ে তাইয়েবা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুর বারংবার আবৃত্তি। 'লা' কলেমা দ্বারা নফ্সের বাতিল মা'বুদগুলিকে নফী কর ; স্বীয় উদ্দেশ্য ও অভীষ্ট বস্তুগুলিকে দূরীভূত কর। স্বীয় অভীষ্ট বস্তুর কামনা করাও স্বীয় মা'বুদ হইবার দাবি বটে। বক্ষের আঙিনায় যেন কোন মুরাদ এবং খেয়ালে যেন কোন আকাঙ্ক্ষা বাকি না থাকে। বন্দীর প্রকৃত শান এই সময়েই প্রকাশ লাভ করে। স্বীয় মুরাদ কামনার মধ্যে স্বীয় মাওলার ইচ্ছাকে রদ করা ও মাওলার ইচ্ছার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা যেন স্বীয় মনিবের হুকুমকে রহিত করিয়া নিজকে মনিবের স্থানে বসান হয়। ইহার কুফল উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া নফ্সানী মা'বুদের মা'বুদ হইবার দাবিকে রহিত কর। আশা কর যে আল্লাহ তা'আলার এনায়েতের দ্বারা মহাপরীক্ষার আবর্তনের মধ্য দিয়া এই বিষয়টি পূর্ণভাবে হাসিল হইবার সুযোগ লাভ হইবে। পরীক্ষার সময় ব্যতিরেকে অন্যান্য সময়েও স্বীয় মুরাদ ও খাহেশগুলি সেকান্দরী প্রাচীরের মতো প্রতিবন্ধক হয়। আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে শান্তিতে রাখুন। আমার সহিত তোমাদের সাক্ষাৎ হউক বা না হউক, আমার নসীহত এই যে, কোন মুরাদ অথবা লোভ-লালসা যেন অবশিষ্ট না থাকে। যাহা কিছু হয়, তাহা যেন আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ও রেযামন্দি অনুযায়ী হয়। এমন কি জেলখানা হইতে আমার খালাস প্রাপ্ত হওয়া যেন তোমাদের কাম্য না হয়। আজকাল ইহা তোমাদের একটি বড় মকসুদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বরং আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত করা তক্দীর, তাঁহার ইচ্ছা ও মরজীর উপর সম্পূর্ণরূপে রাজী হইয়া যাও। নিজ আত্মাকেও এই বিষয়টি পূর্ণভাবে অবহিত কর।

এই জীবনের অন্যান্য অবস্থা লেখনীর বিষয়বস্তু হওয়ার যোগ্য নয়। কেননা শীঘ্রই ইহার পরিসমাপ্তি ঘটিবে। ছোটদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিবে। তাহাদের পড়া-শোনার জন্য ঔৎসুক্য প্রদান কর এবং যতদূর সক্ষম হও হকদারদিগকে আমার তরফ হইতে রাজী রাখিও। দালান-কোঠা, কূপ, বাগ-বাগিচা এবং পুস্তকাদির চিন্তা

www.pathagar.com

খুব সামান্য কথা, আমার মৃত্যু হইলেও ইহারা চলিয়া যাইত,—এখন আমার জীবিত অবস্থাতেই চলিয়া যাইতেছে।[১] কোনরূপ চিন্তা করিও না। আল্লাহ্ তা'আলার দোস্তগণ এই বস্তুগুলিকে নিজেরাই পরিত্যাগ করেন। এখন শুকরিয়া আদায় কর, যেহেতু আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ইচ্ছা ও পছন্দ অনুযায়ী এই বস্তুগুলিকে দূর করিয়া দিয়াছেন।

যেই স্থানে উপবিষ্ট আছ উক্ত স্থানকেই স্বীয় মাতৃভূমিস্বরূপ মনে কর। কয়েকটি দিনের যিন্দেগী। ইহা যেই স্থানেই হউক না কেন আল্লাহ্ তা'আলার যিকিরের মধ্যে দিনপাত হওয়া উচিত। দুনিয়ার কারবার সহজ—আখিরাতের দিকে মনোযোগ দাও। স্বীয় আত্মাকেও প্রবোধ ও আখিরাতের রগবত দিতে থাক। আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা হইলে আমাদের সকলের মোলাকাত হইবে ; নতুবা আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমের উপর রাজী থাক ও দোয়া কর যেন বেহেশ্তে দুনিয়ার মোলাকাতের ক্ষতিপূরণস্বরূপ সকলেই একস্থানে অবস্থান করিতে পারি।"

[মকতুব নং ২ দফতর ৩—হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর সুযোগ্য পুত্র খাজা মুহাম্মদ মাসুমকে লিখিত]

শেখ বদিউদ্দীনকে লিখিত :

শেখ ফতহুল্লার মারফতে আপনার পত্র পাইলাম। ইহাতে সৃষ্ট জীবের প্রতি জুলুম ও অত্যাচারের প্রসঙ্গ লিখিত ছিল। এই বস্তুগুলি প্রকৃতপক্ষে আউলিয়ার জন্য সৌন্দর্য এবং তাঁহাদের মরীচিকা জাল ছিন্ন করিবার শানযন্ত্র। কাজেই আপনি ইহাতে কেন মনক্ষুণ্ন হইয়াছেন ?

প্রথম দিকে যখন ফকীর এই দুর্গে পৌঁছে, তখন এরূপ অনুভূত হইত যে, জনগণের ভর্ৎসনার আলো শহর ও গ্রাম হইতে উচ্চ হইয়া নূরানী মেঘমালার মতো আমার নিকট একের পর এক পৌঁছিতেছে এবং আমার ব্যাপারটিকে নিম্নস্তর হইতে উচ্চস্তরে উন্নীত করিতেছে। আমি জামালী তরবিয়তের মাধ্যমে বহু বৎসর এই দূরত্বকে অতিক্রম করিয়াছি। এখন জালালী তরবিয়তের মাধ্যমে এই ধাপগুলি অতিক্রম করান হইতেছে। সবর ও রেযার মাকামে অবস্থান করুন। জামালী ও জালালীকে বরাবর সমান মনে করুন।

আপনি লিখিয়াছিলেন যে, এই ফেত্না প্রকাশের দরুন আমার মধ্যে যওক (রুচি) বা হাল কিছুই নাই। অথচ উচিত এই ছিল যে, রুচি ও হালের মধ্যে অধিকতর তরক্কী হইত। কেননা প্রেমাস্পদের মুহব্বতের চেয়ে জুলুম অধিকতর উপভোগ্য।

---

১. প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বাদশাহ জাহাঙ্গীর হযরত মুজাদ্দিদ (র)-কে কয়েদ করিয়া তাঁহার দালান কোঠা ইত্যাদি সমুদয় জিনিস সরকারে বাজেয়াফত করেন। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে অত্র পত্রে তিনি নিজ পুত্রকে সান্ত্বনা প্রদান করিতেছেন।

www.pathagar.com

আপনার কি হইল ? আপনি সাধারণ লোকের মতো কথাবার্তা বলিতেছেন ? আপনি আল্লাহ্র জাতি মুহব্বত হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন। যাহা হউক, অতীতের বরখেলাফ আগামীতে সংশোধনপূর্বক জালালকে জামাল হইতে উত্তম মনে করুন এবং বকশিশের মোকাবিলায় কষ্টকে উত্তম বলিয়া ধারণা করুন। কেননা জামাল ও বকশিশের মধ্যে প্রেমাস্পদের উদ্দেশ্যের সঙ্গে স্বীয় উদ্দেশ্যও মিশ্রিত থাকে এবং জালাল ও কষ্টের একমাত্র প্রেমাস্পদের ইচ্ছাই সম্মুখে থাকে ইহাতে স্বীয় ইচ্ছার বিরোধিতা হয়। (মকতুব নং ৬ দফতর ৩)

হযরত মীর মুহাম্মদ নূ'মান সাহেবকে লিখিত :

"জানিতে পারিলাম যে আমার মুক্তির জন্য হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুদের চেষ্টা সফল হয় নাই। আল্লাহ্ তা'আলা যাহা করেন তাহাতেই মঙ্গল। মানুষ হিসাবে একটু দুঃখ অবশ্য হইল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই খোদাওন্দ আলমের ফযল ও করমে ঐ সমস্ত দুঃখ ও কষ্ট, সুখ ও শান্তিতে পরিণত হইল। বিশেষ করিয়া ইহার একিন হইল যে এই জমায়াত আমায় কষ্ট পৌঁছাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য যখন আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা অনুযায়ী এমতাবস্থায় মনোকষ্ট, দুঃখক্লেশ অর্থহীন এবং ইহা মুহব্বতের দাবির সম্পূর্ণ উল্টা।

প্রিয়তমের প্রত্যেকটি কার্যই প্রিয় হইয়া থাকে। প্রেমিক যেইভাবে প্রেমাস্পদের দান ও বকশিশ দ্বারা আনন্দ লাভ করে, অনুরূপভাবে তাঁহার তরফ হইতে তকলিফ ও কষ্ট পাইয়াও আনন্দলাভ করিয়া থাকে বরং তকলিফ ও কষ্টের মধ্যে অধিক আনন্দ লাভ করে।

আল্লাহ্ তা'আলার কার্যগুলি বড়ই সুন্দর। এই অধমকে যখন দুঃখ-কষ্ট দেওয়া তাঁহার কাম্য, তখন এই অধম তাঁহার এই দানেই সন্তুষ্ট বরং ইহাতে সে আনন্দ অনুভব করিতেছে। যেহেতু বাদশাহের অনুচরগণের উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্য রাখিতেছে, কাজেই এই অধমের দৃষ্টিতে তাঁহাদের কামনাও বড়ই উত্তম ও আনন্দদায়ক।

যদি কোন ব্যক্তির কার্যে প্রেমাস্পদের কার্যের বিকাশ হয়, তাহা প্রেমাস্পদের কার্য বলিয়াই দৃষ্টিগোচর হয় এবং প্রেমাস্পদের কার্যের মতোই ইহা আনন্দ দান করে।

ইহা একটি বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার। এই ব্যক্তি হইতে জুলুম ও অত্যাচার যতই অধিক হয়, প্রেমিকের দৃষ্টিতে উহা ততই মধুর ও উত্তম মনে হয়। কেননা ইহাতে প্রেমাস্পদের ক্রোধের রূপের প্রদর্শনী অধিক হইতে অধিকতর হয়। প্রেমের পথিকদের কারবারই উল্টা।

এইজন্য এই ব্যক্তির অমঙ্গল কামনা করা এবং তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া প্রেমাস্পদের ভালবাসার পরিপন্থী।

www.pathagar.com

এই ব্যক্তি কি এবং তাহার হাকীকতই বা কি ? কেননা সেও কেবল প্রেমাস্পদের কার্যের আয়নামাত্র। যাহারা কষ্ট দান করিবার জন্য লাগিয়া থাকে সমস্ত সৃষ্টি জগতের মধ্যে তাহাদিগকে সবচেয়ে অধিক প্রিয় মনে হয়।

বন্ধুগণকে বলিয়া দিবেন যেন অন্তঃকরণের সংকীর্ণতা দূর করে এবং ঐ দলকে কষ্টদান করিবার চিন্তা যেন মনে না রাখে। বরং তাহাদের কার্যাবলি হইতে যেন আনন্দলাভ করে।

অবশ্য যেহেতু দোয়া করিবার জন্য আমরা আদিষ্ট হইয়াছি, এইজন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট বিনয় ও কান্নাকাটির সহিত এই বিপদ দূর করিবার উদ্দেশ্যে দোয়া করিতে থাক।

ইহা মনে রাখ, প্রকৃত গজব আল্লাহ্ তা'আলার দুশমনদের প্রাপ্য। আল্লাহ্ তা'আলার প্রেমিকদের জন্য ইহা গজবের বাহ্যিক রূপমাত্র ; যাহা প্রকৃতপক্ষে হুবহু রহমত। ইহার দ্বারা এত উপকার সাধিত হয় যাহার বিশদ বর্ণনা অসম্ভব। এই গজবের বাহ্যিক রূপের মধ্যেও বিরোধিগণের অমঙ্গল নিহিত এবং ইহা পরীক্ষার কারণ।

শেখ মহীউদ্দীন ইবনে আরাবী বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলার প্রেমিক হিম্মত রাখে না অর্থাৎ তাহার উপর কোন দুঃখ-কষ্ট আপতিত হইলে উহা দূর করিবার ইচ্ছা থাকে না। কেননা আল্লাহ্ তা'আলার প্রেমিকের মতে দুঃখ-কষ্ট হইতেছে প্রেমাস্পদের কামনা এবং ইহা প্রেমাস্পদের তরফ হইতেই আগত। কাজেই বেচারা প্রেমিক কি করিয়া উহা দূর করিবার কামনা করিবে ? যদিও সে বাহ্যিকভাবে দূর করিবার জন্য মৌখিক দোয়া করিবে। কিন্তু ইহা কেবল দোয়ার হুকুম পালন করিবার জন্য, ইহা মনের কথা নয়। কেননা মন প্রেমাস্পদের কামনাকেই আন্তরিকভাবে চাহে।

(মকতুব নং ১৫, দফতর ৩)

এই পবিত্র পত্রগুলি পাঠ করিলে আল্লাহ্ তা'আলার সহিত তাঁহার কিরূপ সম্বন্ধ এবং কিরূপ অতুলনীয় মুহব্বত ছিল, তাহা পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করা যায়। আল্লাহ্ তা'আলা ফরমাইতেছেন, وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ "যাহারা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনিয়াছে—আল্লাহ্কে তাহারা বড়ই মুহব্বত করে।"

হযরত মুজাদ্দিদ (র) কর্তৃক এই পত্রগুলির মাধ্যমে তাঁহার প্রিয় মুরিদান মীর নু'মান ও অন্যান্য খাদেমের মনের মধ্যে বাতেনী শক্তির দ্বারা বদদোয়া করিয়া তাঁহার অনিষ্টকারিগণকে ধ্বংস করিবার জন্য যে আবেগ উদয় হইয়াছিল উহার প্রতি উত্তর দান করা হইয়াছে।

নিঃসন্দেহে উল্লিখিত অলীগণের পক্ষে এইরূপ কর্ম সম্পাদন আদৌ কষ্টকর ছিল না। তাঁহাদের সম্পর্কে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন,

www.pathagar.com

لوقسم على الله لابره "যদি তাহারা আল্লাহ্‌র জিম্মাদারীর উপর কসম খাইয়া বসে, তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের কসমকে পূর্ণ করেন।" যদি তাঁহারা চাহিতেন তাহা হইলে বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের সাম্রাজ্যকে উলট-পালট করিয়া দিতে সক্ষম হইতেন।

গুরুহে আ'মলদার আ'যলাত নাশী
কদম হায়ে খাকী দমে আতশী।
বয়েক নালা মুল্‌কে বাহমব্যর কুনান্দ
বয়েক নালা কোহে যেজাবের কুনান্দ।
কভীবাজু আঁন্দ কোতা দাস্তে
খ্যর্‌দমান্দ দিওয়ানা হুঁশিয়ার মাস্ত।

আল্লাহ্‌র পথে পথিক যাহারা—ঘরে তারা বসে রয়
চরণ তাদের ধুলি ধূসরিত—নিঃশ্বাসে লাভা বয়।
তাদের একটি ফরিয়াদে শুধু মুলুক যে ছারখার
পাহাড় ভাঙ্গিয়া টুকরা হইবে করিলে দ্বিতীয়বার।
বাহুতে তাদের কুওত অসীম—কিন্তু খর্ব দাস্ত
দেখবে সবাই বেহুঁশ হ'য়েও তারা হুঁশিয়ার মাস্ত।

হযরত ইমাম রব্বানী (র) তাঁহাদের এই আবেগগুলিকে নির্বাণ করিয়া দিয়াছিলেন এবং পরিশোধ গ্রহণের পরিবর্তে তাঁহাদের অন্তঃকরণের মধ্যে দোয়ায়ে খায়ের করিবার উদ্দীপনা ভরিয়া দিয়াছিলেন।

খানখানান, খানজাহান, সদরে জাহান প্রমুখ রাজত্বের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর মুরিদ ছিলেন। হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর এই পরীক্ষা তাঁহাদের পক্ষে বড়ই কষ্টকর ও জটিল প্রশ্নমূলক ছিল। কিন্তু হযরত মুজাদ্দিদ (র) স্বয়ং এই জটিলতাকে কত আছানির সহিত সমাধা করিয়া দিয়াছিলেন এবং অপরপক্ষে মুরিদ হিসাবে ও কর্মপরায়ণতায় এই সমস্ত উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের আন্তরিক অনুরাগ ও ভক্তি বহুগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

জাহাঙ্গীর হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর প্রতি প্রতারণা, ছলনা, অহংকার ইত্যাদির যে অভিযোগ করিয়াছিলেন, ইহার জওয়াব স্বরূপ হযরত মুজাদ্দিদ (র) যে দৃষ্টান্ত বাস্তবায়িত করিয়াছিলেন, ইহাই ইসলামের প্রকৃত রাজনীতি। ইহার দ্বারা বাতিলপন্থীদের ভ্রান্ত কূটনীতির উত্তর দেওয়া হইয়া থাকে এবং ইহা ধৈর্যের মাধ্যমে প্রতিরোধ অথবা আতিশয্যবিহীন যুদ্ধ। পবিত্র ইসলাম এরূপ তা'লীম শিক্ষা দেয়। আল্লাহ্ তা'আলা ফরমাইয়াছেন,

www.pathagar.com

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ عَلَى الْخَاشِعِيْنَ
الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُلاَقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

"ছবর ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য লাভ কর। নিঃসন্দেহে নামায (যাহা আল্লাহ্‌র দিকে তাওয়াজ্জুহের জন্য আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পন্থা) কষ্টকর হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা ভয় অবলম্বনকারীদের পক্ষে কষ্টকর নহে। এইরূপ ব্যক্তিগণ তাহাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ লাভের এ'তেকাদ পোষণ করে এবং তাহারা তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তন করিবে।" (সূরা বাকারা)

কয়েদ হইতে অব্যাহতি ও শাহী লশকরে নযরবন্দী

নূরজাহান ও তাঁহার দল বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। এই দল হযরত মুজাদ্দিদ (র) ও তাঁহার সহকর্মীগণকে পরাভূত করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার সত্যবাদিতা, উত্তম নিয়ত, অকপট রাজনীতি, ধৈর্য ও দৃঢ়তা—তাঁহার দলকে পূর্ব হইতেও অধিকতর মজবুত করিয়া দিয়াছিল। এমন কি শাহী দল কর্তৃক তাঁহাদের প্রতি আরোপিত কাফের ও বে-দীন হওয়ার ফতোয়াও কোন কাজে আসিল না।

খুররম (শাহজাহান) হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর প্রতি উত্তম আকীদা পোষণ করিতেন। হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর দলের মদদ তাঁহার কাম্য ছিল। খুররম বিশিষ্ট খেদমত সম্পাদনের মারফত বাদশাহের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিতেছিলেন ; ইহা নূরজাহানের কর্মপন্থার পক্ষে একটি স্থায়ী বিপদস্বরূপ ছিল। সঙ্গে সঙ্গে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর ধৈর্য, দৃঢ়তা, আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা, সমুদয় কার্যে আল্লাহ্ তা'আলার উপর রাজী থাকা প্রভৃতি এই বামপন্থীদের মধ্যে কর্মতৎপরতা আনিয়া দিয়াছিল। ইহাও ছিল নূরজাহানের পক্ষে বড়ই বিপজ্জনক। ইহার প্রতিকূল অবস্থাস্বরূপ নূরজাহানের শাসনে এক বিরাট পরিবর্তন সাধিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল।

নূরজাহান চক্রান্ত করিয়া খুররমকে বাদশাহের চক্ষুশূলে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। খুররম শেষ পর্যন্ত বাদশাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া বাদশাহের নৈকট্য লাভ হইতে বঞ্চিত হইলেন। বাদশাহ্ ন্যায়পরায়ণ হওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত নূরজাহানের কথায় সম্মতি প্রদর্শন না করিয়া পারিতেন না।

হযরত মুজাদ্দিদ (র)-কে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করা সত্ত্বেও চিঠি-পত্রাদি আদান-প্রদান ও দেখা-সাক্ষাৎ ইত্যাদির কোন বিধি নিষেধ ছিল না। বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর ক্রমে ক্রমে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর জেলখানার অবস্থা, চিন্তাধারা ইত্যাদির বিষয় অবগত হইলেন এবং অতীব আশ্চর্যান্বিত হইলেন যে যাঁহাকে মানুষ শিকারী, প্রতারক, অহংকারী, কাফের ও ধর্ম পরিত্যাগকারীরূপে চিত্রিত করা হইয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে

www.pathagar.com

তিনি তাহা নহেন; সত্যিকার তিনি সত্যের প্রতীক, মহানুভব চরিত্রের অধিকারী ও ইসলামী গুণাবলির জীবন্ত জাগ্রত ছবি। তিনি জেলখানায় পৌঁছিয়া নিজ ঈমানের তেজোব্যঞ্জক শক্তি দ্বারা চির ডাকাত, চোর ও বদমায়েশদিগকে সত্যবাদিতা ও হেদায়েতের রঙ্গে রঙিন করিয়া দিয়াছিলেন। কাফের বেদীন যাহাদের যিন্দিগী জুলুম, বদমায়েশী ও জনসাধারণকে কষ্টদান করার মধ্যে অতিবাহিত এবং যাহারা জেলখানার ভীষণতর কষ্ট নিষ্পেষণেও শায়েস্তা হয় নাই, এই সমস্ত লোক মাত্র এক বৎসরের ব্যবধানে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর হালকাভুক্ত হইয়া পবিত্র ইসলামের খেদমতে জীবন নিয়োজিত করেন। হযরত মুজাদ্দিদ (র) কয়েদী হইয়াও স্বীয় মুজাদ্দিদীয়তের কর্ম সম্পাদন করিয়া এই শ্রেণীর নিকৃষ্ট লোকগণের ইসলাহ্ করেন। তিনি জেলখানায় গমন না করিলে এই শ্রেণীর লোকগণের কি প্রকারে ইসলাহ্ হইত তাহা সত্যিকার গবেষণার বিষয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা মহা হেকমত ওয়ালা ও সর্বতত্ত্বজ্ঞ। তিনিই প্রকৃত হেদায়েত দানকারী।[১]

কোন কোন গ্রন্থকারের মতে জেলখানায় হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর এবংবিধ কর্ম পদ্ধতি নিরীক্ষণ করিয়া বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর অনুতপ্ত হন এবং তাঁহাকে মুক্তির আদেশ প্রদান করেন।[২] (খাযীনাতুল আসফীয়া, শানদার মাযী)

---

১. অন্যান্য ধর্মের প্রতি তাঁহার ইসলাহী দাওয়াতের ক্ষেত্রে জনৈক হৃদয়রাম হিন্দুর নিকট লিখিত পত্রটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই পত্রখানি মকতুবাত শরীফে সংকলিত রহিয়াছে। ইনশাআল্লাহ এই পুস্তকের ২য় খণ্ড মারফত ইহা সুধী সমাজে পেশ করা হইবে।

২. মুক্তির ব্যাপারে কেহ কেহ লিখিয়াছেন :
(ক) হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর মুরিদ ও মোতাকেদীনগণের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ ধূমায়িত হইতে লাগিল এবং রাজ্যের মধ্যে অরাজকতা দেখা দিল। তাঁহার কয়েদী হওয়ার খবর শ্রবণ করিয়া তাঁহারা পরস্পর চিঠি-পত্র আদান-প্রদান পূর্বক মহাবত খানকে সরদার নির্বাচন করিয়া বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উড্ডীন করিলেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, শাহী দরবারের বহু বিশিষ্ট ওমরা হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর মুরিদ ও মুতাকেদ ছিলেন। [হযরত মুজাদ্দিদ (র) দেশে দেশে স্বীয় ইসলাহী দাওয়াত পেশ করিয়াছিলেন। ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে।] পক্ষান্তরে শেখ বদিউদ্দীনের মারফত শাহী লশকরের মধ্যে পূর্বাহ্নেই ইসলাহী দাওয়াত পেশ করা হইয়াছিল। অতএব, এই গ্রেফতারীর কারণে সর্বত্র অসন্তোষের সৃষ্টি হওয়া কোন মতেই অস্বাভাবিক রূপে গণ্য করা যায় না।
মহাবত খান প্রথমে খোত্বা ও মুদ্রা হইতে শাহী নাম দূর করিয়া কাবুল হইতে রাজধানীর দিকে রওয়ানা হইলেন। অন্যান্য প্রদেশের শাসনকর্তাগণও হামদরদী প্রকাশ করিয়া সাহায্য প্রেরণ করেন। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-কে হত্যা করার পক্ষে উজির বাদশাহকে পরামর্শ দান করিলেন। প্রথমত হত্যার পরামর্শ সমীচীন বলিয়া গৃহীত হয়। কিন্তু বাদশাহ সুস্থ মস্তিষ্কে চিন্তা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এইরূপ কার্যের দ্বারা হয়ত ঘটনা প্রবাহ আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইবে। যদিও বিরোধীদল এইরূপ একটি সুযোগের প্রতীক্ষা করিয়া কার্য হাসিল করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল, কিন্তু বাদশাহ তাহাদের ক্রীড়নক হওয়া সত্ত্বেও চরম পন্থা গ্রহণে সাহসী হন নাই। ইহাতে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়।
ফলকথা, মহাবত খান বহুসংখ্যক সৈন্যসহ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ইত্যবসরে একদল বিদ্রোহী হযরত মুজাদ্দিদ (র)-কে সিংহাসনে আরোহণ করাইতে প্রয়াস পাইলে তিনি অস্বীকার করেন। ঝিলাম নদীর উভয় তীর বরাবর বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর ও মহাবত খানের সৈন্যদল সম্মুখ সমরে দণ্ডায়মান হইল। শাহী ফওজের মধ্যে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর মুরিদগণও ছিলেন। তাঁহারা মহাবত খানের সৈন্য দলের উপর

www.pathagar.com

ইহা সত্য যে, হযরত মুজাদ্দিদ (র)-কে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত শাহী লশকরের মধ্যে নযরবন্দীর যিন্দিগী অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। এই সময়ে তাঁহাকে এদিক-ওদিক চলাফেরা করার খুব কমই অনুমতি প্রদান করা হইত। ইহার মূলে ছিল সম্রাজ্ঞী নূর জাহানের রাজনৈতিক চাল। হযরত মুজাদ্দিদ (র)-কে একেবারে মুক্ত করিয়া দিলে শাহজাহানের শক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে ইহাই ছিল তাঁহার আশংকা।

আক্রমণ করিলেন। বাদশাহ নিজ সৈন্যদলের রহস্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন না। আক্রমণের মুখে মহাবত খান পলায়ন করিলে বাদশাহ স্বয়ং তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন এবং নিজ লোক লশকর হইতে দূরে সরিয়া পড়িলেন। এই অবসরে মহাবত খান অতি সহজেই বাদশাহকে বন্দী করিয়া ফেলিলেন।

ইত্যবসরে হযরত মুজাদ্দিদ (র) অন্যান্য আমীরের মাধ্যমে মহাবত খানকে হুকুম প্রেরণ করিলেন, "ফেত্না ফাসাদ বন্ধ করুন এবং বাদশাহের হুকুম পালন করুন।" মহাবত খান হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর মুক্তির প্রতিজ্ঞাপত্র আদায় করিয়া বাদশাহকে মুক্তি দান করিলেন এবং কেবল সেজদায়ে তাযীমী ব্যতিরেকে অন্যান্য সমুদয় শাহী আদব পালন করিলেন। বাদশাহ তাঁহার কসুর মাফ করিলেন। বাদশাহ তিন অথবা তদূর্ধ্ব কতক দিবস বন্দী থাকিয়া মুক্তিলাভ করেন।

পূর্ব হইতেই শাহজাদা খুররম (শাহজাহান) হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর মুক্তির জন্য পিতা বাদশাহ জাহাঙ্গীরের নিকট সুপারিশ করিতেছিলেন। একদিকে বাদশাহ কর্তৃক হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর নেক নিয়ত ও কর্মপদ্ধতির অভিব্যক্তি অবহিত হওয়া এবং অপরদিকে বিদ্রোহ ও রাজ্যব্যাপী অসন্তোষ ও পুত্র ইত্যাদির সুপারিশ-- এই সকল অবস্থার প্রেক্ষিতে তিনি হযরত মুজাদ্দিদ (র)-কে মুক্তির আদেশ প্রদান করিয়া নিজের নিকট তলব করিলেন। হযরত মুজাদ্দিদ (র) বাদশাহের নিকট হাজির হইবার জন্য নিম্নলিখিত শর্তগুলি পেশ করিলেন ঃ

১. সিজদায়ে তা'যীমী বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক।
২. মসজিদ আবাদ করা হইক।
৩. গরু কোরবানী বন্ধ করিবার যে আদেশ বলবত আছে তাহা রহিত করা হউক।
৪. শরীয়তের খাদেম যথা ঃ কাজী, মুহ্তাছিব (শান্তি রক্ষক) ও মুফতি প্রভৃতি নিযুক্ত করা হউক।
৫. জিযিয়া কর পুনঃপ্রবর্তন করা হউক।
৬. শরীয়তের হুকুম প্রচলন করা হউক এবং বিদ'আত রহিত করা হউক।
৭. কয়েদী--বিশেষ করিয়া রাজনৈতিক কয়েদীকে মুক্তিদান করা হউক।

বাদশাহ উপরোক্ত শর্তগুলির সমুদয় মনজুর করিলেন এবং হযরত মুজাদ্দিদ (র)-ও বড়ই মর্যাদা ও সম্মানের সহিত মুক্তি লাভ করিয়া বাদশাহ সমীপে আগমন করিলেন। উল্লিখিত সাতটি শর্ত সম্পর্কে শাহী ফরমান জারি হইল এবং রাজত্বের সর্বত্র ইহা অনুযায়ী আমল হইতে আরম্ভ হইল। প্রত্যেক শহরে ও গ্রামে মসজিদ ও মাদ্রাসা কায়েম হইল। কসাইখানা স্থাপিত হইল। আম দরবারের সম্মুখে মসজিদ প্রস্তুত করা হইল। উক্ত মসজিদে বাদশাহ হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর ইমামতিতে নামায আদায় করিলেন। বাদশাহ তাঁহাকে নিজের নিকট আনয়ন করিয়া বহুত সম্মান ও ইজ্জত দান করিলেন এবং অতীতের ভুল-ত্রুটির জন্য বড়ই অনুতপ্ত হইয়া মার্জনা চাহিয়া লইলেন। তিনি এই সময় হইতে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-কে নিজের নিকট রাখিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহাকে এরূপ মুহব্বত করিতে লাগিলেন যে, কোন সময় তাঁহার বিচ্ছেদ বরদাশত করিতেন না। তিনি শাহযাদা খুররমকে তাঁহার মুরিদীনের মধ্যে দাখিল করিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বাদশাহ শাহজাহান ও আলমগীরের সময় পর্যন্ত বাদশাহ ও উজিরগণ--মুজাদ্দিদীয়া তরীকাভুক্ত হইতে থাকেন। (সাওয়ানে উমরী মুজাদ্দিদ আলফেসানী)

(খ) হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর মুক্তি সম্পর্কে কেহ কেহ ইহাও লিখিয়াছেন যে, বাদশাহ জাহাঙ্গীর স্বপ্নে দেখিলেন যে রাসূলুল্লাহ (সা) কোন স্থানে দণ্ডায়মান আছেন এবং তিনি পেরেশানী ও দুঃখের সহিত দন্ত সংযোগে একটি অঙ্গুরী দাবাইয়া ফরমাইতেছেন, 'জাহাঙ্গীর, তুমি কতবড় এক মহান ব্যক্তিকে কয়েদ করিয়াছ, উহ্!' বাদশাহ জাহাঙ্গীর খাব হইতে জাগ্রত হইলেন। তাঁহার অন্তঃকরণে নূর ও মারিফতের দ্বার খুলিয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর মুক্তির হুকুম দান করেন।(আল ফোরকান)

www.pathagar.com

দুই বৎসর কি এক বৎসর

জীবনচরিতকারগণ সকলেই একমত যে, হযরত মুজাদ্দিদ (র) কারারুদ্ধ হইয়া দুই বৎসর কারাবাস করেন। কিন্তু বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর নিজ তুযুকের রোজনামচায় লিখিয়াছেন, "আমার সিংহাসন আরোহণের পঞ্চদশ বৎসরে শেখ আহমদ ছেরহেন্দীকে—তাঁহার পীর সাজিয়া আত্ম প্রচার ও প্রলুব্ধ বাক-চাতুর্যের দরুন কতিপয় দিবস আদব শিক্ষা দানকল্পে জেলখানায় বন্দী করিয়াছিলাম। আমার সম্মুখে তাঁহাকে আনয়নপূর্বক মুক্তি দান করিয়া খালয়া'ত (ভূষণ) এবং এক সহস্র মুদ্রা দান করিয়া চলিয়া যাইবার অথবা অবস্থান করিবার এখতেয়ার দান করি।" (তুযুক)

যাহা হউক এই উক্তি হইতে প্রতীয়মান হয় যে, বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর পূর্ণ এক বৎসরের মধ্যে মুক্তির আদেশ জারি করিলেন, কিন্তু বাহ্যত শাহী ফরমান কার্যকরী করা হয় নাই বরং অন্য কোন কারণে তাঁহাকে স্বদেশ গমনের সুবিধাদি দান না করিয়া নযরবন্দীর মতো লশকরের প্রহরাধীনে রাখা হইয়াছিল। রাজনৈতিক কারণে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর গতিবিধি এইরূপ নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকিলেও তাঁহার মুরিদগণ ইহাকে বন্দী ও কয়েদরূপে আখ্যায়িত করিয়াছেন। বাদশাহ জাহাঙ্গীর যদিও ইহাকে মুক্তি বলিয়া মনে করিয়াছেন। ইহার পর তুযুকে জাহাঁগীরীতে হযরত মুজাদ্দিদ (র) সম্পর্কে কোন আলোচনা নাই। কিন্তু তুযুক জাহাঁগীরী হইতে অধিকতর সত্য ও নির্ভরযোগ্য তুযুক অর্থাৎ মকতুবাত শরীফ (যাহা আড়াই শত বৎসর পরে কোন স্যার সৈয়দ আহমদের প্রচেষ্টায় সংগৃহীত ও প্রকাশিত হয় নাই, বরং এই পত্রগুলি লেখনীর প্রথম হইতেই শত শত হস্তে হস্তান্তরিত হয় এবং তৎপর শত হইতে হাজার ও লক্ষ লক্ষ হাতে পৌঁছিয়া আজ পর্যন্ত লোক পরম্পরায় বর্ণিত হইয়া রক্ষিত ও নির্ভরযোগ্য বলিয়া গৃহীত) হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর সফলকাম হওয়ার বিশদ বিবরণী জাজ্জ্বল্যমানরূপে লোক সমাজে পেশ করিতেছে।

বাদশাহকে ওয়ায ও নসীহত

এই বৎসর রমযান শরীফে প্রত্যহ মাগরিব বাদ বাদশাহের সহিত হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর যে খাস সোহবত থাকিত ইহার কিছু অবস্থা তিনি পুত্রগণকে লিখিয়াছিলেন। মকতুবাত শরীফ হইতে তাহা উদ্ধৃত করা হইল, "এখানের অবস্থা প্রশংসার যোগ্য। বড় আশ্চর্য রকমের সংসর্গ চলিতেছে আল্হামদুলিল্লাহ। এই সংসর্গের সময় বাদশাহের সহিত দীনের বিষয়াদি ও ইসলামের মূলনীতির (উসুলাদি) ব্যাপারে যে সমস্ত আলোচনা হইতেছে তাহাতে এক কেশ পরিমাণও মোদাহানাত, মোসাহেলাত ও চশমেপুষী[১] এবং তোষামোদীর কোন প্রশ্রয় দান করা হয় না। সঙ্গোপনে ও খাস খাস মজলিসে যে

---

১. মোদাহানাত—ধর্মীয় ব্যাপারে বড় লোকদের সন্তুষ্টির জন্য অন্যায় কার্যে সম্মতি দান করা ও কিছু না বলা। মোছাহেলাত—সহজ করিয়া দেওয়া। চশমে পুষী—দেখিয়াও না দেখা।

www.pathagar.com

সমস্ত বিষয় বর্ণিত হইত, হক তা'আলার তওফিকের দরুন ঐ সমস্ত বাণী ও বিষয় এই দরবারে হুবহু বর্ণনা করা হইতেছে। যদি একটি মজলিসের অবস্থাও লিপিবদ্ধ করি, তাহা হইলে একটি বৃহৎ পুস্তক হইয়া যাইবে। খাস করিয়া অদ্যকার ১৭ই রমযান মোবারকের রাত্রিতে বিশেষভাবে নবী (আ)-গণের প্রেরণ, ধর্মীয় জিজ্ঞাস্য ব্যাপার সমাধান করিবার জন্য আকল যথেষ্ট নয়, আখেরাতের আযাব ও সওয়াবের উপর ঈমান আনয়ন, হক তা'আলার দীদার, খাতেমুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর নবুয়ত শেষ হওয়া, প্রত্যেক শতাব্দীর মুজাদ্দিদ, খুলাফায়ে রাশেদীনগণের অনুসরণ, তারাবীহ সুন্নত হওয়া, তানাসুখ (আত্মার রূপান্তর) অর্থাৎ পুনর্জন্মবাদের ভ্রান্ত ধারণার বাতিল হওয়া, জিন ও জিনগণের আজাব ও সওয়াবের সম্পর্কে অনেক কিছু বর্ণনা করা হইয়াছে এবং খুব ভালরূপ শ্রবণ করান হইয়াছে। কুতুব, আবদাল, আওতাদ এবং তাঁহাদের বিশেষত্ব ইত্যাদির আলোচনাও উপরোক্ত আলোচনার সহিত করা হইয়াছে। আল্‌হাম্‌ দুলিল্লাহ ! মনে হয় যেন এই সমস্ত আলোচনা যথাস্থানে করা হইতেছে। (মকতুব নং ৪৩, দফতর ৩)

ইহার পর হযরত মুজাদ্দিদ (র) স্বীয় পুত্রগণকে নিজের নিকট ডাকাইয়া লন এবং তাঁহারা সকলে মিলিতভাবে লশকরদের মধ্যে তাবলীগের কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। পরে পুত্রগণ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু মুজাদ্দিদ (র) লশকরদের প্রহরাধীন থাকিয়া যান। তিনি এক পত্রে লিখিতেছেন, "আমার প্রিয় পুত্রগণ, তোমরা যেরূপ সর্বদা আমার সহিত অবস্থান করিতে ইচ্ছুক, আমার ইচ্ছাও অনুরূপ ; কিন্তু কি করা যায়, সব সময় সব আশা পূর্ণ হয় না। লশকরদের মধ্যে এইরূপ অসহায় শক্তিহীনভাবে অবস্থান করাকে আমি অনেক গনিমত মনে করি। এই স্থানে যে জিনিসের সুযোগ লাভ হয় তাহা অন্যত্র হয় না। এই স্থানের ইল্‌ম, মা'রিফাত, হাল ও মাকাম বড়ই বিচিত্র। বাদশাহের তরফ হইতে যে প্রতিবন্ধকতা আছে, উহাকে আমি হক তা'আলার সন্তুষ্টির সোপানস্বরূপ মনে করি এবং এই কয়েদী অবস্থাকে আমি নিজের সৌভাগ্য মনে করি।" (মকতুব নং ৭৮, দফতর ৩)

কিয়ৎকাল পর হযরত মুজাদ্দিদ (র) স্বদেশ গমনের অনুমতিপ্রাপ্ত হইলেন ; কিন্তু বাদশাহের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা তাঁহার কর্তব্য কার্যে পরিণত হইল। তিনি সর্বদা বাদশাহের ইসলাহের খাস তদবীর করিতেন। হযরত মুজাদ্দিদ (র) বাদশাহ জাহাঙ্গীরের নামে সিরহিন্দ শরীফ হইতে এক পত্র প্রেরণ করেন যাহাতে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, "আপনার নিকট যুদ্ধের সৈন্য আছে আর আমার নিকট আছে দোয়ার সৈন্য যাহা ব্যতিরেকে যুদ্ধের সৈন্যদের কামিয়াবী নছিব হয় না।" তৎপর তিনি এই বিষয়টি হাদীস শরীফ দ্বারা স্বপ্রমাণ করেন। উক্ত পত্রটি মকতুবাত শরীফের তৃতীয় খণ্ডে সংকলিত হইয়াছে।

www.pathagar.com

কামিয়াবী

বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর—হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর নিকট হইতে খাছ খাছ মজলিসে ওয়াজ নসীহত শ্রবণ করেন। ইহা হইতেছে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর কামিয়াবীর প্রথম ধাপ। ইহার পর যদিও কিছুকাল কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অথবা বাদশাহের সহিত বন্ধুত্বের দরুন তিনি শাহী লশকরের প্রহরাধীনে অবস্থান করেন, কিন্তু এই প্রহরা ও লশকরের সাহচর্যের বদৌলতে লশকরের মধ্যে তাঁহার শরীয়ত প্রচার কার্যের এক অপূর্ব সুযোগ ঘটে। বাহির হইতে হয়ত এইরূপ সুযোগ লাভ হইত না। আল্লাহ্ তা'আলা মহা হেকমতময়।

ইহার পর এই বৎসরই কাঙ্গারা দুর্গ মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর এই বিষয়ে বড়ই সন্তোষ লাভ করেন এবং ইহার শোকরানাস্বরূপ সিজদা আদায় করেন, কেননা বিগত হাজার বৎসরের মধ্যে কোন মুসলমান বাদশাহের ভাগ্যে এইরূপ বিজয়ের সুযোগ লাভ ঘটে নাই ; যদিও প্রত্যেক প্রতাপশালী বাদশাহ্ এইরূপ বিজয় কামনা করিয়া প্রচেষ্টা চালাইয়া গিয়াছেন। বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর এই দুর্গের কার্যাবলির সুবন্দোবস্তের ভার হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর খাস মুরিদ সৈয়দ ফরীদ ও তৎপর আবদুল আযীয খান প্রমুখের হস্তে সোপর্দ করেন।

ইহার পর বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর—কাযী, মীর আদল ও বহু ওলামা সমভিব্যাহারে এই দুর্গে ভ্রমণ করেন এবং ঐ স্থানে আযান, নামায, খোত্‌বা ইত্যাদি দীন ইসলামের শেয়ার জারি করেন। তিনি ঐ স্থানে একটি মসজিদও নির্মাণ করান এবং ইসলামী শেয়ার জারি করার দরুন অতিশয় আনন্দ লাভ করেন।

প্রসিদ্ধি আছে যে, বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর একদা হযরত ইমাম রব্বানী মুজাদ্দিদ আলফেসানী (র)-এর মেহমান হন এবং তাঁহার বাবুর্চিখানার প্রস্তুত আহার্যদ্রব্য আহার করেন। আহার্যদ্রব্য যদিও সাদাসিধে ধরনের ছিল। কিন্তু আদশাহ জাহাঙ্গীর বলিয়াছেন, "জীবনে আমি এরূপ সুস্বাদু আহার্য দ্রব্য কখনও আহার করি নাই।" (হালাত মশায়েখে নকশবন্দীয়া) বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর শেষ বয়সে বলিতেন, "আমি এরূপ কোন কাজ করি নাই, যদ্দ্বারা নাজাতের আশা করা যায়। অবশ্য আমার নিকট একখানি সনদ আছে, ইহা আল্লাহ তা'আলার দরবারে পেশ করিব। ঐ সনদখানি হইতেছে এই যে, একদিন শেখ আহ্‌মদ ছেরহেন্দী আমাকে বলিয়াছিলেন যে, যদি আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে বেহেশ্‌তে লইয়া যান, তাহা হইলে আপনাকে ছাড়া যাইব না।"

যদি বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সৌভাগ্য বাস্তবিকপক্ষে এতদূর অগ্রসর হইয়াছিল তাহা হইলে তাঁহার পরিণামও অত্যন্ত শুভ বলিতে হইবে। নিঃসন্দেহে ইহা হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর কর্মজীবনের এক বিরাট সফলতা। প্রকৃতপক্ষে সত্যিকার কামিয়াবী হইতেছে এই যে, তিনি এরূপ এক অবস্থার সৃষ্টি করেন, যাহার বদৌলতে পরবর্তী বাদশাহ

www.pathagar.com

শাহজাহান ও আলমগীর পূর্ণ দীনদারীর সহিত একশত বৎসর পর্যন্ত হুকুমাত পরিচালনা করেন। এই পরিবেশই স্থায়ী হইত যদি বাদশাহ আলমগীরের পরবর্তী মোগল বাদশাহগণ বিবেচনা ও উচ্চ আকাঙ্ক্ষার সহিত কার্য পরিচালনা করিয়া যাইতেন।

বাদশাহ আকবর প্রাথমিক জীবনে দীনদার ছিলেন এবং তৎপর বেদীন হইয়া যান। বাদশাহ জাহাঙ্গীরের মযহাবী জযবাত ছিল। তিনি দীনের প্রতি উদাসীনতা বশত এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করিয়া ধর্মভীরু হইতে সক্ষম হন নাই। এই উভয় ব্যক্তির ধর্ম বিষয়ে বেপরোয়া ভাব ও নীতির মূলে ছিল তৎকালীন হুকুমাতের কিছু সংখ্যক উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও উলামায়ে ছু'-এর অতি জঘন্য শয়তানী প্রভাব। তাহাদের সহিত রাফেযি ও সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের সমর্থনপুষ্ট ইমামীয়া সম্প্রদায়ের প্রভাবও বিশেষ প্রকট হইয়া বাদশাহ্কে প্রভাবান্বিত করিয়া ধর্মে বিরাট ফেত্নার সৃষ্টি করে এবং কৌশলে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-কে বন্দী করিয়া পবিত্র ইসলামকে ধ্বংস করিবার কর্মসূচিতে ব্রতী হয়—কেননা হযরত মুজাদ্দিদ (র) তাঁহার মুজাদ্দিদীয়তের কর্মধারায় তাহাদের সৃষ্ট ফেত্নার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। পবিত্র ইসলামকে কতল করিবার জন্য বাদশাহ আকবর দীনে-ইলাহী নামে এক অভিনব ধর্ম প্রতিষ্ঠা করিয়া যে ফেতনার সৃষ্টি করিয়াছিলেন জাহাঙ্গীর বাদশাহ হওয়ার পর তাহা ফলেফুলে পুষ্ট হইয়া রাজ্যময় ধর্ম বিষয়ে মহা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। হযরত মুজাদ্দিদ (র) তাঁহার মুজাদ্দিদরূপ বিরাট দায়িত্বমূলক কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে এই সমস্ত অনাচার-ফেতনা ক্রমে দূরীভূত করিয়া পবিত্র ইসলামকে প্রতিষ্ঠাপূর্বক নবতর রূপে সজীব করেন।

যাহা হউক, হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর এই আন্তরিকতাপূর্ণ ও মুজাদ্দিদ-সুলভ প্রচেষ্টাগুলি খুব শীঘ্র ফলপ্রসু হইয়াছিল। তৎপর ইহার বিশেষত্ব এই যে, এই সমস্ত বিষয় বড়ই নীরবতার সহিত সম্পাদিত হইয়াছিল, যাহা অদ্যাপিও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের জন্য মোগল রাজত্বের এই নীরব ইনকিলাব একটি দুর্বোধ্য সমস্যা হইয়া রহিয়াছে। হযরত মুজাদ্দিদ (র) বাদশাহ জাহাঙ্গীরকে নিজ প্রভাবে প্রভাবান্বিত করিবার পর ধর্মে ফেতনা সৃষ্টিকারীরূপ ব্যক্তি ও উলামায়ে ছু' নামীয় উলামাগণকে শাহী দরবার হইতে বহিষ্কার করেন। সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের ভ্রাতা আসফ খানের প্রভাবও ক্ষুণ্ন হয়। কিন্তু তিনি পরবর্তী বাদশাহ শাহজাহানের আমলে এইহেতু বিশেষ গৌরব লাভ করেন যে, তাঁহার কন্যা মমতাজ মহলের সহিত শাহজাহানের বিবাহ হয়। মমতাজ ইমামীয়া মযহাব পরিত্যাগ পূর্বক স্বামী শাহজাহানের সুন্নী মযহাব এখতেয়ার করেন।

সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, যে সমস্ত দক্ষিণবাহু ৭০ বৎসর ব্যাপি হুকুমাতের রগ ও কেশের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহারা আজ ভীষণভাবে পরাস্ত হইল।

তখনও কি হুকুমাতের মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রভাব ছিল না? হিন্দু ও ইসলামের ভিতর বিভেদ সৃষ্টিকারিগণকে কি হুকুমাত হইতে খারিজ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল

www.pathagar.com

এবং তখনও কি ঈসায়ীগণের আসা-যাওয়া বন্ধ হইয়াছিল ? না, এক কথায় তখনও আকবরী ফেত্‌নার উপাদান মওজুদ ছিল, কিন্তু একটিমাত্র প্রতিষেধক সমস্ত বিষাক্ত বিজাণুগুলিকে ধ্বংস করিয়া দেয়। এইরূপ তীব্র বিষাক্ত বিজাণুরূপ বড় বড় শক্তির ক্রিয়া চিরতরে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাওয়ার মূলে রহিয়াছে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর মুজাদ্দিদীয়তের জাজ্জ্বল্যমান প্রতিষ্ঠা ও কামিয়াবী।

বাদশাহ্ আলমগীরের অযোগ্য বংশধরগণ পরবর্তীকালে মুসলমানী রাজত্ব খতম করিয়া দিয়াছিলেন কিন্তু হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী ও খলীফাগণ দীনের যোগ্য খেদমত করিয়া দীন হেফাযত ও স্থায়িত্বের অন্যান্য পন্থা সৃষ্টি করেন যাহাতে দীনের তরক্কী হয় এবং এখনও দীন ঠিকভাবে বাঁচিয়া আছে এবং ইনশাআল্লাহ বাঁচিয়া থাকিবে।

www.pathagar.com

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বাতেনী কামালাত

বাতেনী কামালাত সম্পর্কে মন্তব্য বা আলোচনা করা অতীব দুরূহ ব্যাপার। প্রসিদ্ধি আছে যে, "কদ্‌রে গাওহার শাহ্ দানাদ ইয়া বে দানাদ জাওহারী" অর্থাৎ হীরা জহরত ইত্যাদির মূল্য জানেন বাদশাহ্ অথবা জহুরী। বাতেনী কামালাতের বিষয়টি সাধারণ্যে আলোচনার ক্ষেত্রে উপরিউক্ত উপমা পরিপূরক।

সাধারণত কাশ্‌ফ ও কারামাতকে কামালাত বলিয়া ধারণা করা হইয়া থাকে। এইজন্য সূফীগণের জীবনের প্রধান আলোচনা প্রায়ই কাশ্‌ফ ও কারামাতে ভরপুর থাকে।

যদিও হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর এই শ্রেণীর কামালাতের কোনরূপ স্বল্পতা নাই, কিন্তু অসুবিধা এই যে, হযরত মুজাদ্দিদ (র) এই জিনিসগুলিকে প্রকৃত কামালাতরূপে গণ্য করেন না বরং কোন কোন স্থানে ইহাদিগকে ছেলেদের খেলনারূপে উল্লেখ করিয়াছেন। এরশাদ ও তালকীনের আধিক্য, মুরিদের সংখ্যাধিক্য, হালকায়ে যিকিরের প্রশস্ততা ইত্যাদি বিষয়ে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর নিকট রাস্তায় পড়িয়া থাকা বস্তুসদৃশ। (মকতুব নং ৬, দফতর ২ দ্রষ্টব্য)

হযরত মুজাদ্দিদ (র) রূহানী জগতে কতটুকু বুলন্দ (উচ্চ) দরজা হাসিল করিয়াছিলেন—তাহার আভাস দান স্বরূপ কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। ইসলাম সর্বপ্রথম তাহার অনুসারীকে এই কথা বলিতে শিক্ষা দেয়– اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ "নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার সমস্ত কোরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সবই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের জন্য।" (সূরা আনআ'ম) তৎপর ঐ পবিত্র তালীম পেশ করে যাহার আলোকে রাজনীতি, সমাজনীতি এবং অর্থ ও গার্হস্থ্যনীতি, এমন কি মানবের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কার্য ইবাদতে গণ্য হয় এবং তৎপর এই শরীয়তই হুবহু তরীকতে পরিণত হয়। সুতরাং একজন পরিপক্ক কামেল মুমিন এবং জ্ঞানী মুসলমানের জন্য এই শ্রেণীর বিষয়গুলিতে

www.pathagar.com

পারদর্শিতা লাভ করা প্রয়োজন। তৎপর এই পারদর্শিতার দরুন তিনি রূহানীয়ত ও তরীকতের মধ্যে বুলন্দ দরজা ও মর্যাদা লাভ করেন। এই সম্পর্কে কতিপয় মৌলিক ধারা নিম্নে আলোচিত হইতেছে, যদ্দ্বারা রূহানীয়ত সম্পর্কে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর বুলন্দ দরজার আন্দায হইতে পারে।

উল্লিখিত আয়াত শরীফটির তাৎপর্য হইতেছে "তছলীম ও রেযা।" ইহাই মুসলমানের জীবনের লক্ষ্যবস্তু। আবদীয়াত ও বন্দেগীর প্রকৃত ব্যাখ্যাস্বরূপ কামেল বান্দা ঐ ব্যক্তি যিনি স্বীয় অপারগতা, ত্রুটি, স্বীয় অবাস্তবতা ও দীনতাকে সম্মুখে রাখিয়া নিজেকে একেবারে কিছুই মনে না করেন এবং এইরূপ ধারণা শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে ইয়াকীনের দরজায় পৌঁছায়। এমন কি তাঁহার এরাদা, কামনা ইত্যাদি প্রত্যেকটি জিনিসই লয়-প্রাপ্ত হয়। তাঁহার সম্মুখে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জাত বাকি থাকে। তিনি যেন তাঁহার হন ও তাঁহার জন্য হন—আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছাই তাঁহার আরজু হয় এবং মাশিয়াত ইলাহী তাঁহার কাম্য হয়। তিনি স্বীয় ইচ্ছা ও কামনা এমন কি স্বীয় হাস্তী ও অজুদ হইতে এইরূপ গাফেল হইয়া যান যে ভুলেও ইহার ধারণা আসে না।

হযরত মুজাদ্দিদ (র) মকতুবাত শরীফের প্রথম দফতরের ৩৬ নং মকতুবে বলিতেছেন, "ইচ্ছা, উদ্দেশ্য, কামনা—আল্লাহ্র রাস্তায় ফানা হওয়ার এই মর্যাদা স্বভাবের উপর জবর করিয়া পয়দা হইলে ইহাকে তছলীম ও রেযার প্রথম ধাপ বলা যাইবে।" উপরিউক্ত ফানার অবস্থাগুলি প্রকৃতির উপর কোনরূপ জোর-জবরদস্তি না করিয়া স্বভাবগত হইলে—ইহাই উচ্চতর দরজা এবং ইহা হইতেও উচ্চতর দরজাটি হইতেছে এই যে, সালেক যেন এই অবস্থা হইতে আনন্দ উপভোগ করে এবং আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছার মোকাবিলায় স্বীয় কামনা পূর্ণ না হওয়ার মধ্যেও আনন্দ লাভ করেন। তাঁহার নিকট নিজ আকাঙক্ষা হইতেও আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছাই প্রিয়তম হয় এবং আল্লাহ্ তা'আলার তরফের প্রত্যেকটি কষ্ট ও যাতনা তাঁহাকে আরাম দান করে। ইহাই হইতেছে মুহব্বতের সর্বশ্রেষ্ঠ দরজা।

হযরত মুজাদ্দিদ (র) মকতুবাত শরীফের ২য় দফতরের ৩৩ নং মকতুবে লিখিতেছেন, "ঘটনার ও হাকীকতের দৃষ্টিকোণ হইতে প্রেমাস্পদ প্রেমিকের নযরে সর্বদা প্রিয়ই থাকেন। প্রেমাস্পদ কষ্ট বা আরাম দান করার প্রত্যেক অবস্থাতেই প্রিয়। ঘটনাবলির বাস্তব কোণ হইতে দৃষ্টিপাত করিলে এই রহস্যটির দ্বারোদঘাটন হয়। সালেকের অবস্থা এইরূপ হইলে তিনি আল্লাহ্ তাআলার জাতী মুহব্বতের দৌলত লাভ করেন। ইহা হাবীব রাব্বুল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাস সিফত এবং কেবল তাঁহারই জন্য এই সিফতটি খাস করা হইয়াছে। এমতাবস্থায় দান ও পুরস্কার অপেক্ষা দুঃখ-কষ্ট অধিক আনন্দ ও শান্তির কারণ হইবে। কাজেই এই স্তরটিকে রেযার মাকাম হইতেও উচ্চ মনে করা হয়।

www.pathagar.com

এই সমস্ত মাকাম অতিক্রম করিয়া রেযার মাকামে পৌছিতে হইবে যাহা সুলুকের শেষ মাকাম। কেননা রেযার মাকামে একমাত্র প্রেমাস্পদের পক্ষ হইতে কষ্ট ও যাতনার উপর সন্তুষ্ট থাকা হয়। এমতাবস্থায় স্বভাবের মধ্যে অপছন্দ না হওয়া জরুরী নয় বরং মুহব্বতের স্তরে অপছন্দত দূরের কথা—প্রেমাস্পদের পক্ষ হইতে যে কষ্ট ও যাতনা আপতিত হয়, ইহা দান ও বকশিশ হইতে অধিকতর মধুর হইয়া থাকে। প্রেমাস্পদের পক্ষ হইতে যাতনা যতই অধিক হয় প্রেমিকের পক্ষে ইহা ততই অধিক আনন্দ ও সন্তোষ দান করে। রূহানী কামালাতের মধ্যে রেযার মাকাম হইতেছে সব চেয়ে বুলন্দ এবং ইহা হইতেও বুলন্দ মাকাম হইতেছে মুহব্বতের মাকাম। ইহা রাহ্মাতুললিল্ আলামীন মাহবুব রাব্বুল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাস সিফত অর্থাৎ এই মহব্বতের মূল উৎস হইতেছে একমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাক জাত।

জেলখানা হইতে প্রেরিত হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর সমুদয় মকতুব[১] বিশেষ করিয়া পূর্বে উল্লিখিত হাছেলে কয়েদ' নামীয় মকতুবখানি পুনরায় ভালোরূপে অনুধাবন করিলে তাঁহার অতিশয় বুলন্দ মাকামের আন্দায করা যাইবে।

এতদভিন্ন হযরত মুজাদ্দিদ (র) নিম্নলিখিত মকতুব শরীফে তাঁহার প্রিয় পুত্র ও সুযোগ্য খলীফা খাজা মাছুম (র)-কে লিখিতেছেন, "আমি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম যে বেলায়েতে মুহাম্মাদীকে—বেলায়েতে ইব্রাহিমের রঙে রঙিন করাই হইতেছে আমাকে পয়দা করার উদ্দেশ্য, যেন বেলায়েতে মুহাম্মদীর কামালাত (হুসনে মালাহাত)—বেলায়েতে ইব্রাহিমীর কামালাতের (জামালে ছাবাহাত) সহিত সংমিশ্রিত হইয়া যায়। হাদীস শরীফে আসিয়াছে- أَخِى يُوسُفُ أَصْبَحُ وَأَنَا أَمْلَحُ "আমার ভাই ইউসুফ (আ) আস্‌বাহ ও আমি আম্‌লাহ।[২] এই সংমিশ্রণ ও রঙিন হওয়ার মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মাহবুবিয়াতের মাকাম উচ্চ দরজায় পৌছিয়া যায়।

"ইব্রাহীম (আ)-এর মিল্লাতের অনুসরণ করার আদেশের উদ্দেশ্য হইতেছে এই বড় নেয়ামতটি লাভকরণ এবং হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর সৌজন্যে দরূদ ও বরাকাত প্রার্থনা করার উদ্দেশ্যও ইহাই। মালাহাত ও সাবাহাত উভয়টি আল্লাহ্ তা'আলার জাতি সৌন্দর্য সিফাতী সৌন্দর্যের সংমিশ্রণে গঠিত, কিন্তু সিফাত কার্যাবলি ও নিদর্শনাবলির সৌন্দর্যগুলি সাবাহাতের সৌন্দর্য হইতে গৃহীত। ইহা বড়ই বরকতদানকারী। মালাহাতের সৌন্দর্য আল্লাহ্ তা'আলার জামালের সহিত অধিক সম্পর্ক রাখে যেন মালাহাত সৌন্দর্যরূপ বৃত্তের কেন্দ্র এবং সাবাহাত এই কেন্দ্রের বৃত্ত।" ....

"সাবাহাত ও মালাহাত পরস্পর পৃথক এবং প্রত্যেকের হুকুমও পৃথক। ইহাদের

---

১. মকতুবাত শরীফের তৃতীয় খণ্ডে সংকলিত অধিকাংশ মকতুবই জেলখানা হইতে লিখিত।

২. আসবাহ—খুব সুন্দর ; আমলাহ—খুব লাবণ্যময়।

www.pathagar.com

সম্পর্কিত কামালাতগুলিও পরস্পর পৃথক ধরনের। আমার মনে হয় আমার পয়দায়েশের যে উদ্দেশ্য ছিল তাহা সফল হইয়াছে এবং হাজার বৎসরের দোয়া কবুল হইয়াছে। الحمد الذى جعلنى صلة بين البحرين ومصلحا بين الفئتين 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি আমাকে দুই সমুদ্রের সংযোজক ও দুই সম্প্রদায়ের সংস্কারকরূপে প্রস্তুত করিয়াছেন।' হযরত খাইরুল আনাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁহার নবী ভ্রাতাগণ ও বড় বড় ফেরেশতাগণের উপর রহমত ও সালাম বর্ষিত হউক।

যেহেতু সাবাহাতও (সৌন্দর্য) মালাহাতের রং ধারণ করিয়াছে, এই জন্য খুল্লাতি ইব্রাহীমীর মাকাম ও প্রশস্ততা লাভ করিয়াছে এবং বৃত্ত কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে।

ইহা জানিয়া লও যে, মুহব্বতের মাকাম মালাহাতের মরতবার সহিত সম্পর্ক রাখে এবং খুল্লাতের মাকামের সামঞ্জস্য সাবাহাতের মরতবার সহিত রহিয়াছে। মুহব্বতের মাকামে মাহবুবিয়াতে ছরফ—হযরত খাতেমুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের প্রাপ্য এবং খালেস মুহিব্বিয়াত হযরত কলীমুল্লাহ আলাইহিস সাল্লামের জন্য খাস। হযরত খলীল আলাইহিস সালাম বন্ধু ও সহচরের সম্পর্ক রাখেন। মুহিব ও মাহবুব এবং বন্ধু সহচর এক নহে। ইহাদের প্রত্যেকের নিসবত পৃথক পৃথক। এই ফকীর যেহেতু মুহাম্মদী (সা) ও মুছাবী (আ)-এর বেলায়েতের দ্বারা তরবিয়তপ্রাপ্ত, এইজন্য এই ফকীরের বাসস্থান মালাহাতের মাকামে ; কিন্তু বেলায়েতে মুহাম্মদীয়া (সা)-এর মুহব্বতের আধিক্যের দরুন মাহবুবিয়াতের নিসবত প্রবল এবং মুহিব্বিয়াতের নিসবত গুপ্ত ও নিষ্প্রভ।

প্রিয় বৎস! আমার পয়দায়েশের এই উদ্দেশ্য ব্যতীত আরও একটি বড় কার্যভার আমার উপর সোপর্দ করা হইয়াছে। পীরী-মুরিদী করিবার জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয় নাই এবং আমাকে পয়দা করার উদ্দেশ্য কেবল সৃষ্ট জীবের শিক্ষা-দীক্ষার পূর্ণতা দান করা নয়। কিন্তু ইহা একটি ভিন্ন ব্যাপার এবং একটি ভিন্ন ধরনের কার্যক্রমের উদ্দেশ্যে আমাকে পয়দা করা হইয়াছে। ইহার মাধ্যমে যে ব্যক্তি সম্পর্ক স্থাপন করিবে সে ফয়েযপ্রাপ্ত হইবে নতুবা নয়। তকমীল ও এরশাদের কার্যটি এই কার্যক্রমের মোকাবিলায় রাস্তার উপর পরিত্যক্ত বস্তুসদৃশ। নবী (আ)-গণ কর্তৃক ধর্মের প্রতি দাওয়াত (আহবান) ও আল্লাহ্ তা'আলার সহিত তাঁহাদের বাতেনী বিষয়টিও সমপর্যায়ভুক্ত। যদিও নবুয়তের পদবী শেষ হইয়াছে, কিন্তু নবুয়তের কামালাত ও ইহার বৈশিষ্ট্যরাজি নবী (আ)-গণের অনুসরণ ও মিরাসীসূত্রে কামিল তাঁবেদারগণকে নসিব হইয়া থাকে।" (মকতুব নং ৬, দফতর ২)

মকতুবাত শরীফের দ্বিতীয় দফতরের ৭ নং মকতুবে মুহব্বত, মাহবুবিয়াত ও মুহিব্বিয়াতের মধ্যে মরতবার বিভিন্নতা বর্ণনা করিবার পর হযরত মুজাদ্দিদ (র)

www.pathagar.com

ফরমাইতেছেন, "রেযা মাক্কামের উপর খাতেমুর-রাসুল (সা) ব্যতিরেকে কেহ্ পৌঁছিতে সক্ষম নহে। ... অবশ্য যদি হুযূর (সা) -এর দস্তরখানের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণকারী খাদেমগণের মধ্য হইতে কাহাকেও মিরাসী ও অনুসরণ সূত্রে এবং তাঁহার তোফায়েলে উক্ত স্থানে স্থান দান করেন, তাহা হইলে ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই।"

এই বুলন্দ মাকামে ও স্তরগুলির বিশদ বিবরণ হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর মকতুবাত শরীফ ; খাজা মুহাম্মদ মাসুম (র)-এর মকতুবাত ; মীর্জা মযহাব জান জানান (র)-এর মলফুযাত ; জুবদাতুল মাকামাত, আনওয়ারে আহমদীয়া, হাদীয়ায়ে মুজাদ্দিদীয়া, আল্ কালামুল মুনজী প্রভৃতি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। অনুসন্ধিৎসুগণ তালাশ করিতে পারেন।

হযরত মুজাদ্দিদ (র) বিভিন্ন মুরশেদ হইতে চিশতীয়া, সোহরাওয়ার্দীয়া, কাদেরীয়া, কোবরাবিয়াহ্, নকশবন্দীয়া প্রভৃতি তরীকার মধ্যে নিসবত হাসিল করিয়াছিলেন।

হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর নক্শবন্দীয়া তরীকার নিসবত হাসিলের আলোচনা, এই নিসবতের আদি ইতিহাস এবং এই প্রসঙ্গের অন্যান্য ঘটনা পূর্বেই স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে আনুপূর্বিক আলোচিত হইয়াছে। উক্ত ঘটনা হইতে নিঃসন্দেহে তাঁহার বাতেনী কামালাতের জ্বলন্ত নিদর্শন অনুধাবন করা যাইবে। সহৃদয় পাঠকবর্গ এই আলোচনার সহিত পূর্ববর্ণিত আলোচনার সমন্বয় সাধন করিয়া পাঠ করিতে পারেন।

এতদ্ব্যতীত উপমহাদেশের বিখ্যাত মনীষী হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (র) হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর প্রশংসা ও গুণাবলি উল্লেখ করার পর লিখিতেছেন, "তাঁহাকে কেবল মু'মিন মুত্তাকীই ভালবাসেন এবং মুনাফেক ও দুর্ভাগ্য বিজড়িত ব্যক্তি তাঁহার প্রতি দুশমনী পোষণ করে।" প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (র)-এর সুযোগ্য পুত্র হযরত মাওলানা শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিদ দেহলভী (র), হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভী (র) প্রমুখ বিশিষ্ট আলিম ও মনীষী হযরত মুজাদ্দিদ (র)-কে হিজরী দ্বিতীয় হাজার বৎসরের মুজাদ্দিদরূপে মান্য করিয়া স্বীকৃতি দান করিয়াছেন।

হযরত মীর্জা মযহাব জান জানান (র) মল্ফুযাতের মধ্যে লিখিয়াছেন যে, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীদারের শরফ হাসিল করেন। তিনি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাহুমূল বরাবর শায়িত এবং হুযূর (সা)-এর মোবারক নিশ্বাস তাঁহার শরীরে আসিয়া পৌঁছিতেছে। ইতিমধ্যে তিনি [হযরত মীর্জা (র)] পিপাসার্ত হইলেন। সিরহিন্দের পীরযাদাগণও ঐ স্থানে হাযির আছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁহাদের একজনকে পানি আনয়ন করিবার জন্য আদেশ ফরমাইলে, তিনি তখন আরজ করিলেন, আয় আল্লাহ্র রাসূল, তাঁহারা ত আমার মোহতারাম পীরের আওলাদ। রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইলেন, 'তাঁহারা

www.pathagar.com

আমার হুকুম পালন করেন।' ইহা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের মধ্য হইতে এক আযীয উঠিয়া গিয়া পানি আনয়ন করিলে আমি তৃপ্তির সহিত পান করিলাম এবং আরজ করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল, হযরত মুজাদ্দিদ আল্ফেসানী (র) সম্পর্কে আপনার এরশাদ কি ? রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমাইলেন, "আমার উম্মতের মধ্যে তাঁহার ন্যায় কে আছে ?"

হযরত মীর্জা মযহারজান জানান (র) ইহাও ফরমাইয়াছেন যে, যে স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁহার কদম মোবারক স্থাপন করিয়াছেন, উক্ত স্থানে হযরত সিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু স্বীয় মস্তক স্থাপন করিয়াছেন এবং যে স্থানে হযরত সিদ্দিকে আকবর (রা) কদম স্থাপন করিয়াছেন, উক্ত স্থানে হযরত মুজাদ্দিদ (র) স্বীয় মস্তক স্থাপন করিয়াছেন।

হযরত মুজাদ্দিদ (র) তাঁহার "মাব্দা ও মায়া'দ" গ্রন্থের মধ্যে أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ এর হুকুম পালন সম্পর্কে লিখিতেছেন, "একদা এই ফকীর স্বীয় বন্ধুগণের মধ্যে উপবিষ্ট ছিল। ঐ সময় ফকীর নিজ খারাবীগুলি অবলোকন করিতেছিল। এই অবস্থা এত বেশিক্ষণ যাবত জারি ছিল যে, ফকীরের মনে হইতেছিল যে ফকীরী ও দরবেশীর সহিত ফকীরের একটুও সম্পর্ক নাই। ইতিমধ্যে ومن تواضع لله رفعه الله "যে আল্লাহ্র ওয়াস্তে নতি স্বীকার করে, আল্লাহ তাহার শান বুলন্দ করেন"—নামীয় এই হাদীসটি অনুযায়ী দূরে পড়িয়া থাকা ব্যক্তিকে নিকৃষ্ট মৃত্তিকা হইতে উপরে উত্থিত করা হইল এবং ফকীরের দিল কন্দরে এই আওয়াজটি শ্রুত হইল :

غفرت لك ومن توسل بك بواسطة اوبغيروا سطة الى يوم القيامة-

"তোমাকে ও যাহারা মধ্যস্থতা অথবা মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে তোমার উসিলা ধারণ করে তাহাদিগকে কেয়ামত পর্যন্ত মার্জনা করিয়া দিলাম।" এই বিষয়টি বারংবার বলিয়া ফকীরকে এত বেশি পুরস্কৃত করা হইল যে, এই বিষয় সম্পর্কে ফকীরের মনে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ রহিল না। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। ইহার পর এই রহস্যটি প্রকাশ করিবার জন্য আমাকে আদেশ প্রদান করা হইল।

সাইয়েদুল কাওনাইন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁহাকে ইল্মে কালামের মধ্যে মুজতাহিদ হওয়ার সুসংবাদ দান করিয়াছিলেন। "হযরাতুল কুদছ" গ্রন্থের প্রণেতা ও হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর খলীফা হযরত শেখ বদরউদ্দীন (কু) বলেন, "একদিন হযরত খিযির (আ)-এর সহিত আমার যিয়ারত নসীব হয়। আমি আরজ করিলাম—হুযূর! আমাকে আপনার নিসবতের ফয়েয দান করুন। হযরত খাজা

www.pathagar.com

খিযির (আ) উত্তরে ফরমাইলেন, "তুমি এমন এক ব্যক্তি হইতে নিসবত হাসিল করিয়াছ যাহা তোমার জন্য কেন বরং সমস্ত বিশ্বের জন্য যথেষ্ট হইতে পারে।"

"জময়ূ'ল জাওয়ামে" গ্রন্থে আল্লামা সুয়ুতী (র) একটি হাদীস উদ্ধৃত করিয়াছেন। হাদীসটি এই ঃ يكون فى امتى رجل يقال له صلة يدخل الجنة بشفاعته كذا وكذا من الناس "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন—"আমার উম্মতের মধ্যে এক ব্যক্তি হইবে যাহাকে সংযোজক (صلة) বলা হইবে। তাহার সুপারিশে অসংখ্য লোক জান্নাতে দাখিল হইবে।" শেখ বদরউদ্দীন (কু) উক্ত কিতাবে ফরমাইতেছেন, "আমার বিশ্বাস যে, এই সুসংবাদের পাত্র হইতেছেন হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।"

হযরত মুজাদ্দিদ (র) স্বয়ং একটি মকতুবে নিম্নলিখিত শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন, الحمد الذى جعلني صلة بين البحرين ومصلحا بين الفئتين "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি আমাকে দুই সমুদ্রের সংযোজক ও দুই সম্প্রদায়ের অর্থাৎ দুই ফেরকার সংস্কারকরূপে প্রস্তুত করিয়াছেন।" দুই ফেরকার সংস্কারক অর্থ এই যে, তিনি শরীয়তের আলিম এবং হামাউস্তপন্থী সূফীগণের মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপি বিতর্কের সন্ধি করিয়া দিয়াছেন।

হযরত মুজাদ্দিদ (র) তরীকতের সমস্ত পীরের নিকট হইতে খিলাফতনামা হাসিল করেন। কাদেরীয়া তরীকায় তাঁহার পুরাপুরি কামালাত হাসিল করার ঘটনাটি বাতেনী কামালাতের এক প্রোজ্জ্বল নিদর্শন। নিম্নে উক্ত ঘটনার অবতারণা করা হইল :

একদা হযরত মুজাদ্দিদ (র) মুরিদগণের হাল্কার মধ্যে মোরাকাবায় রত। এমন সময় হযরত শাহ কামাল কায়থলী (র)-এর দৌহিত্র হযরত শাহ সিকান্দর (র) উপস্থিত হন। তিনি একটি খেরকা হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর মোবারক স্কন্ধে স্থাপন করেন। হযরত মুজাদ্দিদ (র) মোরাকাবা হইতে ফারেগ হইয়া শাহ সিকান্দর (র)-কে দর্শন করিয়া তাঁহার সহিত আলিঙ্গন করিলেন এবং সসম্মানে তাঁহাকে উপবেশন করাইলেন।

হযরত শাহ সিকান্দর (র) ফরমাইলেন, "আপনার পবিত্র স্কন্ধে যে খেরকাটি স্থাপন করিয়াছি উহা হযরত শাইখুল মশায়েখ শাহ আবদুল কাদের জিলানী (র)-এর স্মৃতির পবিত্র নিদর্শন। ইহা আমাদের খান্দানে দীর্ঘদিন হইতে বংশানুক্রমিকভাবে চলিয়া আসিতেছে। আমার বুযুর্গ পিতামহ শাহ কামাল কায়থলী (র)-এর ওফাতের সময় এই জুব্বাটি আমাকে সোপর্দ করিয়া আদেশ করেন, "ইহা আমানতস্বরূপ নিজের নিকট রাখিয়া দাও এবং আমি যাহাকে উহা প্রদান করিতে বলি তাঁহাকে দিয়া দিও।" কিছুকাল যাবত আমার বুযুর্গ পিতামহ (র) এই জুব্বাটি আপনাকে সোপর্দ

www.pathagar.com

করিবার জন্য তাগিদ করিতেছেন। এইরূপ অমূল্য দুষ্প্রাপ্য দৌলত হস্তান্তর করিতে আমার পছন্দ হইতেছিল না। কিন্তু যখন আমার বুযুর্গ পিতামহ (র) রূহ মোবারক বারংবার এই বিষয়ে আমাকে তাগিদ করিতে থাকেন, এমনকি শেষ পর্যন্ত তাঁহার আদেশ প্রতিপালন না করায় আমাকে ধমক পর্যন্ত দান করিতে থাকেন। অতএব, অনন্যোপায় হইয়া এই দুর্লভ আমানতটি আপনার খেদমতে পেশ করিতেছি।"

হযরত মুজাদ্দিদ (র) পবিত্র খেরকা পরিধান করিয়া খাস কামরায় গমন করিলেন। তাঁহার মনে এই কথা উদয় হইল ঃ যদি এই মশায়েখ কেরাম আমাকে প্রথম হইতে খলীফা বানাইতেন তৎপর খেরকা এনায়েত করিতেন, তাহা হইলে সমীচীন হইত। হঠাৎ তিনি অবলোকন করিলেন যে, হযরত শাইখুল মশায়েখ শাহ আবদুল কাদের জিলানী (র)-এর সমুদয় খলীফা এমন কি হযরত শাহ কামাল কায়থলী (র) সমভিব্যাহারে তশরিফ আনিয়াছেন। পবিত্র রূহগণের এক বড় জলসা। হযরত শায়খুল মশায়েখ (র) তখন হযরত মুজাদ্দিদ (র)-কে স্বীয় নিসবত ও বাতেনী কামালাতে ভরপুর করিয়া দেন।

হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর মনে ধারণা জাগিল ঃ আমার তরবীয়ত তো নক্‌শবন্দীয়ার মশায়েখগণ করিয়াছেন ; কাজেই আমি তো এই বুযুর্গদেরই। অদ্য আমাকে কাদেরীয়া তরীকায় নিসবত দান করা হইতেছে। এইরূপ ধারণার সঙ্গে সঙ্গেই অবলোকন করিলাম যে, হযরত আবদুল খালেক গুজদোওয়ানী (র) হইতে হযরত খাজা বাকীবিল্লাহ (র) পর্যন্ত নক্‌শবন্দীয়া তরীকার সমুদয় মশায়েখ তশরীফ আনয়ন করিয়াছেন। হযরত খাজা নক্‌শবন্দ (র) হযরত শাহ আবদুল কাদের জিলানী (র)-এর বরাবর উপবেশন করিয়াছেন। তখন তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর আলোচনা চলিতে লাগিল। নক্‌শবন্দীয়া তরীকার মাশায়েখগণ ফরমাইলেন, "শেখ আহমদ আমাদের তরবীয়াতের দ্বারা কামাল ও তকমীলে পৌঁছিয়াছেন। আপনি অনর্থক তাঁহাকে স্বীয় দলভুক্ত করিতে প্রয়াস পাইতেছেন।"

কাদেরীয়া তরীকার শ্রেষ্ঠ মশায়েখগণ এবং হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র) উত্তর দান করিলেন, "শেখ আহমদ প্রথম অবলেহন আমাদের রক্ত হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।"

এই আলোচনার সময় চিশতীয়া, কোবরাবিয়াহ্ সুহরওয়ার্দীয়া তরীকার মাশায়েখগণও তশরীফ আনয়ন করেন। হযরত মুজাদ্দিদ (র) প্রথম দিকে স্বীয় ওয়ালেদ মাজেদ হইতে এই সিলসিলাগুলিতেও নিসবত হাসিল করিয়াছিলেন। কাজেই, এই হযরতগণও নিজ নিজ দাবি পেশ করিলেন।

এই সমস্ত হযরতের আলোচনা চলিতেছিল, সেই সময় হযরত রিসালাত পানাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত স্থানে তশরীফ আনয়ন করিলেন। তিনি ফয়সালা

www.pathagar.com

দান করিলেন যে, যেহেতু শেখ আহমদের তকমীল—তরীকায়ে নক্‌শবন্দীয়ায় হইয়াছে, অতএব, এই তরীকাকেই রেওয়ায দান করা হউক এবং বাকি অন্যান্য তরীকার নিসবতও তাহাকে দান করা হউক।

এই ব্যাপারটি ভোর হইতে আরম্ভ হইয়া যোহরের নিকটবর্তী সময়ে শেষ হয়। হযরত মুজাদ্দিদ (র) যোহরের সময় পর্যন্ত মোরাকাবায় মশগুল ছিলেন। উপরিউক্ত ঘটনাটি রূহানীভাবে ঘটিয়াছিল। (হালাত মশায়েখে নক্‌শবন্দ)

সারওয়ারে কায়েনাত ফখরে মওজুদাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরফ হইতে কামালাতের সনদ

প্রকৃতপক্ষে আসল সনদ হইতেছে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদব ও সুন্নতের পুরাপুরি অনুসরণ। এই অনুসরণ যতই পূর্ণাঙ্গ হইবে, সনদে তক্‌মীল ততই উত্তম ও শ্রেষ্ঠ হইবে। হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর উক্তি অনুযায়ী আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের বারেগাহে মকবুল ও মাহ্‌বুব—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রত্যেকটি সুন্নত টেকশালী সিক্কা। যিনি এই টেকশালের দৌলত হাসিল করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই রাব্বুল ইয্‌যতের বারেগাহে অতি উত্তম কবুলিয়াত হাসিল করিবেন। সুন্নতের পায়রবীকারিগণের ও মোতাকেদগণের দরজা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কবুল হয়। কেননা পায়রবীর অর্থ হইতেছে ইহাই যে, তিনিও যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদব ও সুন্নতের পায়রবীকে তাঁহার জীবনের অযীফা বানাইয়া লন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নতের পায়রবী করার দরুন হযরত মুজাদ্দিদ (র) যে উচ্চ মরতবা হাসিল করিয়াছেন, ইহার কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। যাহা হউক, এই বিষয়ে হযরত মুজাদ্দিদ (র) শেষ পর্যন্ত কতটুকু অগ্রসর হইয়াছিলেন নিম্নে তাহা আলোচনা করা হইল।

হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ খলীফা মীর মুহাম্মদ নূ'মান (র) বলিতেছেন, "একদা আমার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহিত যিয়ারত নসীব হইল। হযরত সিদ্দিকে আকবর (রা) তাঁহার সঙ্গী ছিলেন। সারওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত সিদ্দিকে আকবর (রা)-কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "নূ'মানকে বলিয়া দাও, যে ব্যক্তি শেখ আহমদের নিকট মকবুল, সে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু আমার নিকট মকবুল। আর যে ব্যক্তি শেখ আহমদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়, সে আল্লাহ তা'আলা ও আমার নিকট তদ্রূপ।"

(খাযীনাতুল আসফীয়া)

www.pathagar.com

হযরত মুজাদ্দিদ (র) স্বয়ং লিখিতেছেন, "একদিন মোরাকাবায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যিয়ারত দ্বারা সরফরাজ হইলাম। সারওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, 'আমি একটি এজাযত-নামা লিখিয়া দিবার জন্য তোমার নিকট আগমন করিয়াছি। ইহা অদ্যাবধি কাহাকেও লিখিয়া দেই নাই।" সারওয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, 'তুমি যে ব্যক্তির জানাযার নামায পড়িবে ঐ মাইয়েতকে মাফ করিয়া দেওয়া হইবে।' (খাযীনাতুল আসফীয়া)

প্রকৃত হাকীকত হইতেছে এই যে, যিনি নিজকে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য সোপর্দ করিয়া দিয়াছেন, তিনি যতই অভিমান করুন না কেন ইহা কমই।

مَنْ كَانَ لِلّٰهِ كَانَ اللّٰهُ لَهُ 'যিনি আল্লাহ্র হন—আল্লাহ তাঁহার হইয়া যান।' হাদীস ঃ رب اشعث اغدر اقسم على الله لابره 'এমন বহু লোক আছে যাহারা আল্লাহ্র পথে এলোমেলো কেশবিশিষ্ট ও ধূলিধূসরিত বদন ; আল্লাহ্র কাছে তাহাদের এত বড় মর্যাদা যে যদি তাহারা আল্লাহ্র জিম্মাদারীর উপর কসম খায়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের কসমের সম্মান করেন ও ইহা অবশ্য পূর্ণ করেন।'

যাহা হউক, এরূপ কামালাত ভুরি ভুরি রহিয়াছে যাহার বর্ণনা দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইবে।

না হোছ্নাশ গায়াতে দারাদ না সা'দীরা সুখন্ পায়াঁ
বমিরাদ তিশ না মুছ তাছ্কি ও দরিয়া হাম চুনি বাকী।
বাহারে তাঁহার তুলনা মিলে না পয়ামে ছা'দীযে অন্তহীন
পানি পানকারী পিপাসায় মরে দরিয়ার বুকে নাহিক চিন্।
উমর বিগুজাশ্ত ও হাদীসে দরদে মা আখের নাশুদ
শব আখের শুদ কানূঁ কোতাহ কুনাম আফছানারা।
জীবন হয়েছে শেষ ইশকের কত কথা রয়ে যায় বাকী
ক্ষান্ত কাহিনী মোররাত সে যে চলা পথে বিদায়ের পাখী।

তাঁহার কতিপয় তা'লীম ও হালের বর্ণনা

তরীকতের সাধনা পথে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ধরনের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। সালেক এই অবস্থায় বহু কিছু অবলোকন করেন এবং বহু পরিবর্তনের সমন্বয়সহ প্রকৃত রাস্তার দিশা তাঁহার মিলিয়া যায়। সাধারণের বিশেষ করিয়া তরীকতপন্থীদের জ্ঞাতার্থে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর নিজস্ব সাধনা ও রিয়াযতের কিঞ্চিৎ ঘটনা উদ্ধৃত

www.pathagar.com

করা হইতেছে যাহা তাঁহার বাতেনী কামালাতের প্রোজ্জ্বল নিদর্শন। তরীকত এবং উহা সাধনার পথে ঘটিত বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া বড়ই কষ্টকর এবং যদিও বুঝান সম্ভব কিন্তু কেবল উপলব্ধি ব্যতীত ইহাতে কোনই ফল লাভ হইবে না, কেননা ইহার উদাহরণ প্রকৃত অগ্নি হস্তে ধারণ করা ও অগ্নি কাগজে লিপিবদ্ধ করিয়া হস্তে ধারণ করার মতো। তরীকতের বিষয়টি পাঠ করিয়া অগ্নি শব্দটি কাগজে লেখার ন্যায়ই উপলব্ধি হইবে। ইহা কামেল পীরের নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া স্তরে স্তরে তাওয়াজ্জুহ ও ফয়েয প্রভাবে উপলব্ধিসহ হাসিল করিতে হয়। এই বিষয়ের বাহ্যিক জ্ঞানসহ সিনা-ব-সিনা তা'লীম গ্রহণই ইহা অর্জনের বিশেষ তাৎপর্য। তরীকতের পরিভাষায় ব্যবহৃত শব্দ এবং উহার হাকীকত এই সাধনার পথে আপনা-আপনি আয়ত্ত হইয়া যায়।

তথাপি সাধারণভাবে তরীকতপন্থীদের তথা সাধারণের অবগতির জন্য হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর কতিপয় অবস্থার বিবরণী লিপিবদ্ধ করা হইল, উদ্দেশ্য যেন সকলে ইহা হইতে সুফলপ্রাপ্ত হন। তিনি একজন তালেবে ইল্‌মের রগবত ও ঔৎসুক্য প্রদানের জন্য ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং ইহা মকতুবাত শরীফে সন্নিবেশিত আছে।

তিনি বলেন, "এই দরবেশের এই রাস্তার শওক হইলে আল্লাহ্ তা'আলার এনায়েতও তাহার মদদগার হইল। তখন এই ফকীর নক্‌শবন্দীয়া তরীকার বিশিষ্ট খলীফাগণের অন্যতম হাদীয়ে তরীকত, ইমাম ও মুরশেদ মাওলানা মুহাম্মদ বাকীবিল্লাহ (র)-এর খেদমতের শরণাপন্ন হইল।

যিকরে যাতের তা'লীম : প্রথমে এই দরবেশকে তিনি [হযরত খাজা (র)] এসমে যাতের যিকিরের তা'লীম দান করেন এবং নির্ধারিত তরীকা অনুযায়ী তিনি এইরূপ তাওয়াজ্জুহদান করেন যাহাতে ফকীরের কাল্‌বে যিকিরের পূর্ণ লজ্জত পয়দা হয়। আমি কামেল যওক শওকের সহিত কান্নাকাটি করিতে লাগিলাম।

বেহুঁশী ও ফানা : একদিন পরে বেখুদী অবস্থায় একটি মহাসমুদ্রে ও উহার ছায়ার মধ্যে বিশ্বের নানা প্রকার ছবি ও সুরাত প্রকাশ লাভ করিল। ক্রমে ক্রমে এই বেখুদী কাইফিয়ত পূর্বের চেয়ে অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। কোন কোন সময় এই অবস্থা এক প্রহর ও কোন কোন সময় দুই প্রহর এমন কি সারা রাত্র থাকিত। এই কাইফিয়ত আমি খাজা সাহেব (র)-এর নিকট বয়ান করিলে তিনি ফরমাইলেন যে, তোমার এক প্রকারের ফানা হাসিল হইয়াছে।

মাকামে যেলাল ও ফানাউল ফানা : ইহার পর তিনি আমাকে যিকির করিতে নিষেধ করেন। কিন্তু বর্তমান যিকিরের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য তিনি ইরশাদ

www.pathagar.com

করেন। তৎপর দুই দিবস পর আমার "ফানায়ে মোসতালেহ" হাসিল হয়। আমি হুযূরের খেদমতে এই কাইফিয়ত বর্ণনা করিলে ইরশাদ হইল—"তুমি কি তামাম আলমকে এক দেখিতেছ এবং একক ও সংলগ্ন পাইতেছ ? না অন্যরূপ।" আমি আরজ করিলাম, "একক পাইতেছি।" ইরশাদ হইল, "এই বিষয়টিকে 'ফানা ফিল ফানা' বলা হয়। বদনের সহিত সম্পর্ক ও সংলগ্ন থাকা সত্ত্বেও যেন বেখুদী হাসিল হয়।" এইরূপ কাইফিয়ত আমার মধ্যে ঐ রাত্রব্যাপি 'বিদ্যমান থাকায় আমি সমস্ত ঘটনা হযরত খাজা (র)-এর নিকট আরজ করিয়া বলিলাম, "আমি আমার ইল্‌মকে হক সুবহানাহু তা'আলার সম্পর্কে হুযুরী পাইতেছি।"

মরতবায়ে ইল্‌মী : ইহার পর সমস্ত বস্তুকে পরিবেষ্টনকারী একটি কালো রঙের নূরের আবির্ভাব হইল। আমি ইহাকে আল্লাহ্ তা'আলা মনে করিলাম। আমি এই ঘটনাটিও হুজুরের দরবারে পেশ করিলে তিনি বলিলেন, "আল্লাহ্ জাল্লা শানুহ নূরের পর্দায় যাহির হইয়াছেন এবং ঐ নূরের মধ্যে যে প্রসারতা মনে হইতেছে উহা ইল্‌ম সম্পর্কিত। ইহা কতিপয় বস্তুর সহিত সম্পর্কিত হওয়ার দরুন প্রসারিত মনে হইতেছে। এই প্রসারতার 'নফী' কর।" ইহার পর ঐ কালো প্রসারিত নূরটি ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া কেবল এক বিন্দু পরিমাণ রহিয়া গেল।

মাকামে হয়রাত ও হুযুরে নক্‌শবন্দীয়া : হযরত খাজা (র) ইরশাদ ফরমাইলেন, "এই বিন্দুটিকেও 'নফী' কর এবং হয়রাতে আগমন কর।" আমিও উক্তরূপ করিলাম। আল্লাহ্ তা'আলার রহমতে ঐ নুকতাটিও বিলীন হইল এবং হয়রাত হাসিল হইল। এই মাকামেই 'খুদ বখুদ হক সুবহানাহু তা'আলার শহুদ' অর্থাৎ তাওহীদে শহুদী নসীব হয়। আমি এই কাইফিয়ত—খেদমতে আরজ করিলাম। তখন ইরশাদ হইল, 'ইহাই হুযুরে নক্‌শবন্দীয়া এবং ইহাকেই নক্‌শবন্দীয়ার পরিভাষায়—হুযুরে আগাহী বা হুযুরে বেগাইবতও বলে। ইহাই 'এন্‌দেরাজুন নেহায়ত ফিল বেদায়েতের মাকাম।' ইহা এই তরীকায় গ্রহণ করামাত্রই হাসিল হইয়া থাকে। যাহা অন্যান্য তরীকায় (যদিও কাহার হাসিল হয় তাহাও) দীর্ঘকাল রিয়াযত ও সাধনার পর হইয়া থাকে।" তা'লীম আরম্ভ করার সময় হইতে দুই মাস ও কয়েক দিনের মধ্যে ফকীরের এই মাকাম হাসিল হইয়াছিল।

মাকামে ফানায়ে হাকীকী ও শরহে সদর : ইহার পর আর এক দিবস ফানায়ে হাকীকী হাসিল হয়। ইহাতে কাল্‌বের মধ্যে এইরূপ প্রশস্ততা আগমন করিল, যেন সমস্ত আলম আরশ হইতে ফরশ পর্যন্ত তাহার তুলনায় কেবল একটি সরিষার দানার মতো দেখাইতে লাগিল।

www.pathagar.com

মরতবায়ে মাকামে হক্কুল ইয়াকীন ও জময়ুল জমআ' : "ইহার পর আমি নিজকে এবং বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুকে বরং প্রত্যেক অণু-পরমাণুকে 'হক তা'আলা' বলিয়া ধারণা করিতে লাগিলাম। ইহার পর বিশ্বের প্রত্যেক অণু-পরমাণুকে পৃথক পৃথক স্বীয় প্রতিচ্ছবি এবং আমি নিজকে এই সকলের প্রতিচ্ছবি মনে করিতে লাগিলাম। এমন কি সমস্ত বিশ্বকে একটি অণু-পরমাণুর মধ্যে নিখোঁজ পাইলাম। ইহার পর আমি নিজকে বরং প্রত্যেক অণু-পরমাণুকে এই পরিমাণ প্রশস্ত ও প্রসারিত দেখিলাম যে সমস্ত বিশ্ব কেন—বরং উহা হইতে কয়েক গুণ—এরূপ বিশ্ব ইহার মধ্যে সংকুলান হইতে পারে। বরং আমি নিজকে এবং প্রত্যেক অণু-পরমাণুকে এইরূপ প্রসারিত নূররূপে নিরীক্ষণ করিলাম, যাহা প্রত্যেক অণু-পরমাণুতে অনুপ্রবেশ করিয়াছিল এবং বিশ্বের আকৃতি ও সুরতগুলি এই নূরের মধ্যে নিশ্চিহ্ন ও অস্তিত্বহীন হইয়াছিল। ইহার পর আমি নিজকে এবং প্রত্যেক অণু-পরমাণুকে সমস্ত বিশ্বের শক্তির আধার মনে করিলাম। আমি ইহা আরয করিলে, তিনি ফরমাইলেন, 'তাওহীদে হক্কুল ইয়াকীন' ইহাই এবং ইহার অর্থ হইতেছে জময়ুল জমআ'।" ইহার পর বিশ্বের আকৃতিগুলিকে—যাহাকে প্রথম আল্লাহ' মনে করিতেছিলাম, এখন অলীক বলিয়া প্রতীয়মান হইল।" (মকতুব নং ২৯০, দফতর ১)

মরতবায়ে ফরক বাদল জমআ' : ইহার পর আমি হুযূরের খেদমতে হাযির হইয়া স্বীয় হাল আরজ করিলাম। ইরশাদ হইল, "এখনও তোমার হুযূর সাফ হয় নাই। তুমি স্বীয় কর্মে মশগুল হইয়া যাও, যেন বাস্তব ও অবাস্তবের মধ্যে পার্থক্য করিবার শক্তি হাসিল হয়।" তখন আমি "ফছুছুল হেকামের" মাশয়ার বআদমে তমীয বিষয়টি পড়িয়া শোনাইলে তিনি ইরশাদ ফরমাইলেন, "হযরত শেখ মহীউদ্দীন ইবনে আ'রাবী (র) যাহা লিখিয়াছেন ইহা কামেল পীরের অবস্থা নয় ; কেননা প্রাথমিক মাকামে সাধারণত তারতম্য উপলব্ধি করা যায় না।" আমি হুযূরের নির্দেশ অনুযায়ী স্বীয় কর্মে মশগুল হইলাম। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত খাজা (র)-এর তাওয়াজ্জুহের দরুন দুই দিবস পর বাস্তব ও অবাস্তবের মধ্যে পার্থক্য করিবার শক্তি প্রকাশ করিয়া দিলেন এবং আমি মওজুদে হাক্কীকীকে কাল্পনিক ধারণা হইত পৃথক দেখিলাম এবং সিফাত, কার্যাবলি ও লক্ষণাদি যাহা কাল্পনিক বস্তু হইতে প্রকাশ লাভ করে—ইহাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে পাইলাম। ঐ সিফাত ও কার্যাবলিকেও নিছক কাল্পনিক পাইলাম এবং বহির্জগতে কেবল এক মওজুদ ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাইলাম না। এই অবস্থাটি হুযূরের খেদমতে পেশ করিলে তিনি বলিলেন, "ইহাই মরতবায়ে ফরক বাদল জমআ'। ইহাই সুলুকের শেষ সীমা। এই মাকামকে তরীকতের মশায়েখগণ মাকামে তকমীল আখ্যা দান করিয়াছেন।" ইহা তাঁহার কালামের আদ্যোপান্ত।

www.pathagar.com

নিসবতে মুরাদীয়ত ও মাহবুবিয়ত : ফলকথা, তিনি অতি অল্প সময়ে নক্‌শবন্দীয়া তরীকায় সূক্ষ্ম বিষয়াদি, উচ্চ মাকামাদি, উত্তম হাল, ওয়ারেদাত ও ওয়াজদ[১] ইত্যাদির কামালত হাসিল করেন যাহা সালেকগণ দীর্ঘ বৎসর সাধনা করিয়াও হাসিল করিতে সক্ষম হন না। হযরত খাজা (র) ইহার কারণস্বরূপ ফরমাইয়াছেন যে, হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর মধ্যে নিসবতে মাহবুবিয়াত ও মুরাদীয়ত আছে। এইরূপ নিসবত ওয়ালা ব্যক্তিগণ মুরিদীয়াত ও মুহিব্বিয়াতগণের তুলনায় অতি সহজে বিনা আয়াসে শীঘ্রই সুলুকের সমস্ত ধাপ অতিক্রম করেন।

পরিশেষে হযরত মুজাদ্দিদ (র) কৃত 'মাবদা ও মায়া'দ' কিতাব হইতে "ইল্‌মে বাতেন অর্জন" ও "মুহব্বতে এলাহী" শীর্ষক দুইটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করিয়া এই প্রসঙ্গের আলোচনা শেষ করা হইল।

ইল্‌মে বাতেন অর্জন

হযরত মুজাদ্দিদ (র) 'মাব্‌দা ও মায়া'দ' কিতাবে তাঁহার ইল্‌মে বাতেন অর্জন সম্পর্কে লিখিয়াছেন, "আমার সুলুকের রাস্তার খাহেশ হইলে আমি নকশবন্দীয়া তরীকার এরূপ এক খলীফার খেদমতে পৌঁছিলাম যাঁহার তাওয়াজ্জুহের বরকতে এইরূপ জযবা হাসিল হইল যাহা ফানার দৃষ্টিকোণ হইতে কাইউমিয়াতের ধাপে মিলিত হয় এবং 'এনদেরাজুন নেহায়ত ফিল বেদায়েতের' তরীকার মাধ্যমেও এক ঢোক আমি পান করি। এই জযবার পরে আমার সুলুক আরম্ভ হয় এবং এই রাস্তাটি আমি হযরত আলী (রা)-এর রূহানীয়তের মাধ্যমে অতিক্রম করি। তৎপর খাজা নকশবন্দ (র)-এর রূহানীয়তের সাহায্যে হাকীকতে মুহাম্মদী পর্যন্ত তরক্কী করি। তৎপর হযরত ফারূক (রা)-এর রূহানীয়তের সাহায্যে আমার উরুজ হয় এবং তৎপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রূহানীয়তের সাহায্যে আমি 'মাকামে আকতাবে মুহাম্মদীয়া' পর্যন্ত তরক্কী করি। এই মাকামে পৌঁছিবার সময় হযরত নকশবন্দ (র)-এর খলীফা হযরত খাজা আলাউদ্দিন আত্তার (র)-এর রূহানীয়তের দ্বারাও কিছু সাহায্য লাভ করি। কুতুবের সর্বশেষ উরুজ এই 'মাকামে আকতাবে মুহাম্মদীয়া' পর্যন্ত হইয়া থাকে। এই মাকামে যিল্লীদায়েরা শেষ হইয়া যায়। ইহার পর আসল খালেস ছায়ার সহিত মিলিত দেখা যায়। এই মাকামটি আফরাদের জন্য খাস। কোন কোন সালেক কুতুবে আফরাদের সোহবতের দরুন এই মিশ্রিত মাকাম পর্যন্ত তরক্কী করিয়া থাকেন, কিন্তু আসল খালেস পর্যন্ত পৌঁছা ফরদিয়তের দরজার জন্য খাস করা হইয়াছে। মাকামে আকতাব পর্যন্ত পৌঁছিলে সারওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

---

১. এইরূপ অবস্থা ও বিষয়বস্তু যাহা সালেকের কাল্‌বে আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে আপনা-আপনি আসে।

www.pathagar.com

সাল্লাম হইতে আমাকে কুতুবে ইরশাদের খালায়া'ত দান করা হয়। তৎপর আমার উপর আল্লাহ্র রহমত হয় এবং এই মাকাম হইতে উপরের দিকে তরক্কী হয়। এই পর্যন্ত যে আসল এবং ছায়া যেখানে মিলিত আছে সেই স্থানে আমি পৌছিলাম ও ঐ স্থান হইতে আসলে আসল পর্যন্ত আমাকে পৌছান হয়। এই উরুজে অর্থাৎ মাকামাতে আসলের উরুজে শেখ আবদুল কাদের (র)-এর রূহানীয়তের সাহায্য লাভ আমার সৌভাগ্য হয়। তৎপর ঐ স্থান হইতে বিশ্বের দিকে প্রত্যেক মাকাম অতিক্রম করার ভিতর দিয়া আমার নুযুল হয়। নিসবতে ফরদীয়া হইতেছে উরুজের শেষ ধাপ। আমি স্বীয় ওয়ালেদ মাজেদ হইতে ইহাও হাসিল করিয়াছিলাম ; কিন্তু ইহার অনুমতি সুলুকের সমস্ত মনজিল অতিক্রম করার পূর্বে আমার হয় নাই। খাস করিয়া নফল নামায আদায় করাও আমি আমার ওয়ালেদ মাজেদ হইতে হাসিল করিয়াছিলাম। তিনি ইহা চিশতীয়া তরীকার একজন শেখ হইতে হাসিল করিয়াছিলেন। মাকামে আকতাব অতিক্রম করার পূর্বে আমি হযরত খাজা খিযির (আ)-এর রূহানীয়তের মাধ্যমে ইল্‌মে লাদুন্নী হাসিল করিয়াছিলাম। তৎপর আমি স্বীয় হাকীকতের মাধ্যমে এই ইলম গ্রহণ করিতে লাগিলাম। নুযূলের সময়কে সায়ের আনিল্লাহ বিল্লাহ বলা হয়। এই সময় আমি অন্যান্য সিলসিলার মশায়েখগণের মাকামাত অতিক্রম করি এবং প্রত্যেক মাকাম হইতে আমি যথেষ্ট হিস্যা লাভ করি। ইহাতে খাজা কুতুবুদ্দীনের রূহানীয়ত আমাকে অত্যন্ত মদদ করেন। ইহার পর আমি কোবর্‌বীয়া তরীকার বড় বড় বুযুর্গগণের মাকাম অতিক্রম করি। এই মাকামটি সুন্নতে নববীর পায়রবীর নূরের দ্বারা সুসজ্জিত। নুযুলের আখেরী মরতবা হইতেছে কাল্‌বের মাকাম এবং ইহা হইতেছে হাকীকতে জামে'। এই মাকামে উন্নীত হইলে আমার উরুজ নসীব হয়।"

মুহব্বতে ইলাহী

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুহব্বতের আধিক্যের দরুন একদা আমার মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল 'আমি হক তা'আলাকে কেবল এইজন্য ভালবাসি যে তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরওয়ারদেগার। হযরত রাবেয়া বসরী (র) স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আরজ করিলেন, 'আমার দিলে আল্লাহ তা'আলার মহব্বত এত বেশি প্রবল যে আপনার মুহব্বতের স্থান নাই।' এই উক্তিদ্বয় ছুক্‌রের (বেহুঁশী) অন্তর্গত। ইহা সত্ত্বেও আমার কথাটিতে কিছু পরিমাণ ভিত্তি আছে। রাবেয়ার কথাটি সিফাতে ইলাহীর মরতবার সহিত সম্পর্কিত। আমার কথা মরতবায়ে যাত হইতে রুজু করিবার পরের পর্যায়ের এবং ইহা প্রকাশ্য যে মরতবায়ে যাতের মধ্যে এই প্রকারের মুহব্বতের স্থান নাই অর্থাৎ সমস্ত নিসবত মরতবায়ে যাত হইতে নিম্নে থাকিয়া যায়। ঐ মাকামে কেবল হায়রত

www.pathagar.com

বা জাহল (অজ্ঞতা) পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহ্‌র সহিত মুহব্বত এবং মা'রিফাত একমাত্র তাঁহার সিফাতের মধ্যে হইয়া থাকে।"

মুজাদ্দিদীয়া তরীকায় তা'লীমের নিয়ম

বিগত অলীগণের সুলুকের দরজা নিম্নলিখিত রূপ :

১. ছায়র ইলাল্লাহ—ইহাতে আলমে খাল্‌ক, আলমে আমর, ওয়াহিদীয়ত ও ওয়াহ্‌দাত-এর ছায়র হইয়া থাকে।

২. ছায়র ফিল্লাহ—ইহাতে আহদীয়তের ছায়র হয়। ইহাকে হযরত মুজাদ্দিদ (র) স্বীয় তাহকীক অনুযায়ী বলেন যে, এই ছায়রটি প্রকৃতপক্ষে আছ্‌মা ও সিফাতের যেলালের ছায়র বটে।

৩. ছায়র আনিল্লাহ বিল্লাহ—ইহাতে আহদীয়ত হইতে কাছরতে খাল্‌কের দিকের নুযুলের ছায়র হইয়া থাকে।

আলমে খালক অর্থে—আরশের নিম্নস্থ সৃষ্ট বস্তু এবং আলমে আমরের অর্থ আরশের উপরস্থ ফেরেশ্‌তা প্রভৃতি। ওয়াহিদীয়তের অর্থ সিফাতে ইলাহীর পূর্ণ বিবরণ ও ওয়াহ্‌দাতের অর্থ হইতেছে ইলাহীর মোটামুটি বর্ণনা। আহদীয়তের অর্থ যাতে বাহ্‌ত যাহা সর্বপ্রকার ই'তেবাবাত হইতে পাক ও পবিত্র। এই পাঁচটি মরতবাকে ইনছানে জামে'-এর মরতবার সহিত মিলিতভাবে মারাতবে সেত্তা বলা হইয়া থাকে। এই মরতবাগুলি কেবলমাত্র ই'তিবারী অর্থাৎ ধরিয়া লওয়া হইয়াছে নতুবা প্রকৃতপক্ষে তিনি হইতেছেন একই যাত এবং চিরন্তন।

হযরত মুজাদ্দিদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহির সুলুকের ছায়র নিম্নে প্রদত্ত হইল :

১. বেলায়েতে সুগরা বা বেলায়েতে আউলিয়া—ইহাতে ছায়র ইলাল্লাহ হইয়া থাকে। যেই ছায়রকে অন্যান্য অলী ছায়র ফিল্লাহ বলিয়া ধারণা করিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে তাহা ছায়র ফিল্লাহ নয়, বরং তাহা আল্লাহ্‌ তা'আলার আসমা ও সিফাতের যেলালের ছায়র বটে।

২. বেলায়েতে কুব্‌রা বা বেলায়েতে আম্বীয়া ইহাতে আসমা ও সেফাতের আসলের (মূল) ছায়র হইয়া থাকে। ইহা অন্যান্য তরীকায় নাই।

ইহা ভিন্ন আরও ১৬ কি ১৭টি মাকাম নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই সুলুকে উহা যাতে বাহ্‌তের দিকে অতিক্রম করিতে হয় ঃ

১. বেলায়েতে উলীয়া বা বেলায়েতে মালায়েকা, ২. কামালাতে নবুয়ত, ৩. কামালাতে রেসালাত, ৪. কামালাতে উলুল আ'যম। ইহার সুলুকের তিনটি পথ আছে যথা ঃ ৫. হাকীকতে কা'বা, ৬. হাকীকতে কোরআন, ৭. হাকীকতে সালাত, ৮. ইহার বরাবর মাকামকে হাকীকতে সাওম বলা হয়। ৯. মা'বুদীয়াতে সর্‌ফা, ১০. আবদীয়ত।

www.pathagar.com

সুলুকের অন্যান্য পথ—কামালাতে রেসালাতের পরে ১১. খুল্লাত—হাকীকতে ইব্রাহীমীয়া, ১২. মুহিব্বিয়ত—হাকীকতে মুফাবীয়া ১৩. মাহবুবিয়াতে মুমতাযেজা—হাকীকতে মুহাম্মাদীয়া ১৪. মাহবুবিয়াতে সর্‌ফা—হাকীকতে আহমদীয়া ১৫. তায়া'ইউনে হুব্বি, ১৬. তায়া'ইউনে অজুদী। তৃতীয় পথ কামালাতে রেসালাতের পর ১৭. মাকামে কাইউমিয়াতে আশ্‌ইয়া। মুজাদ্দিদীয়া তরীকার সুলুকের দরজার এই হইল মোটামুটি বিবরণ। (জওয়াহেরে মুজাদ্দিদীয়া)

www.pathagar.com

নবম পরিচ্ছেদ

স্বভাব-চরিত্র, গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য

স্বভাব চরিত্র ও গুণাবলির মাপকাঠিতেই মানুষের বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে। ইহার প্রতিকৃতি জীবনের প্রত্যেক কার্যের উপর আলোকপাতকারী। এইজন্য হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর খেদমত ও ইসলাত বিষয়ক কার্যাবলির আলোচনা করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার গুণাবলি ও চারিত্রিক মানের আলোচনা করাও দরকার। যাহার ফলে বাস্তব দুনিয়ায় মানুষ হিসাবে তাঁহার মর্যাদার পূর্ণ পরাকাষ্ঠার প্রতিষ্ঠা হইবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যাঁহাকে দ্বিতীয় হাজার বৎসরের মুজাদ্দিদরূপে নির্বাচিত করিয়া দুনিয়ায় এক বিশেষ খেদমত সম্পাদন করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছেন, এ হেন মনীষীর আদত ও আখলাকের মান বর্ণনা না করিলেও সহজেই অনুমেয়। একমাত্র মুজাদ্দিদ লকবই তাঁহার সমুদয় সদগুণের ব্যাখ্যার পরিপূরক।

আকৃতি : হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর শরীরের আকৃতি ছিল মধ্যম ধরনের অর্থাৎ তিনি অত্যধিক লম্বা অথবা বেঁটে ছিলেন না। তাঁহার চেহারা মোবারক নূরে ভরপুর, পূর্ণ উজ্জ্বল ও গাম্ভীর্যপূর্ণ ছিল এবং তাঁহার রঙ ছিল গন্ধমী। তাঁহার ললাট প্রসারিত, শ্মশ্রু ঘন ও চক্ষুদুটি ছিল ডাগর ডাগর। তাঁহার সুরত মোবারক নূর ও বেলায়েতে উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত। তাঁহার ললাটের উপরিভাগ ও গণ্ড মোবারক হইতে এরূপ নূর বিকশিত হইত, যাহা দৃষ্টিপাতকারীর চক্ষু ঝলসাইয়া দিত। তাঁহার বদন মোবারকে ময়লা জমিত না এবং গ্রীষ্ম অথবা বর্ষা কোন মওসুমেই তাঁহার ঘর্মে কোনরূপ গন্ধ হইত না। তাঁহার মোবারক ললাটে সিজদার চিহ্ন পরিস্ফুট ছিল এবং ললাট হইতে নাসিকার অগ্রভাগ পর্যন্ত সদা উদ্ভাসিত একটি লোহিত রেখা লম্বালম্বি অংকিত ছিল। তাঁহার নাসিকার অগ্রভাগ সুউচ্চ, ওষ্ঠ মোবারক লোহিত, মুখ মাঝামাঝি ধরনের ছিল এবং সুসন্নিবেশিত মোবারক দন্তশ্রেণী মুক্তার ন্যায় ঝলমল করিত। তাঁহার হস্তের অঙ্গুলিগুলি সরু ছিল এবং পদযুগলও ছিল অত্যন্ত হাল্‌কা ধরনের।[১] সৌন্দর্য ও লাবণ্য

---

১. মাওলানা আবদুস শুকুর সাহেব এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "বাহরাইচ নামক স্থানে মুজাদ্দিদীয়া সিলসিলার জনৈক বুযুর্গের নিকট আমি হযরত ইমাম রব্বানী (র)-এর ব্যবহারকৃত জুতা মোবারক

www.pathagar.com

সমন্বয়ে তাঁহার চেহারা হইতে হায়রত ও রু'বের নিদর্শনাদি প্রকাশ লাভ করিত। তাঁহাকে দর্শনমাত্র দর্শক স্বগতভাবে বলিয়া উঠিত- تبارك الله احسن الخالقين। "আল্লাহ বড় মোবারক, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও উত্তম সৃষ্টিকারী।" (সূরা মুমিনুন)

গুণাবলি : তিনি ছিলেন বড়ই সহিষ্ণু, দানবীর, শরীফ, বিনয়ী ও ভদ্র, দাতা চিন্তাশীল, উত্তম তদবীরকারী, মেধাবী, বুদ্ধিমান ও তেজস্বী। তাঁহার কথাবার্তা ছিল বড়ই সুমিষ্ট বিশিষ্ট, বিনয়ে পরিপূর্ণ ও ভদ্র সমুচিত এবং চরিত্র ছিল স্বচ্ছ, সরল ও আত্মসম্মানবোধে পূর্ণ। তিনি নিজের বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী হইতেন না। অর্থাৎ পরমুখাপেক্ষিতার বিষয়ে তাঁহার অবস্থা এইরূপ ছিল যে, জাহাঙ্গীরের মতো প্রতাপশালী সম্রাট তাঁহার মুরিদ হওয়া সত্ত্বেও বাদশাহের নিকট হইতে কোনদিন নিজ সুবিধার খাতিরে কোনরূপ অনুগ্রহ লাভের কোন উপায়ই তিনি করেন নাই এবং এ জাতীয় কোনরূপ কল্পনাও তাঁহার মনে উদয় হয় নাই।

মেহমানদারী : প্রত্যহ হাফেজ, আলিম ও নেক লোকগণের সমন্বয়ে প্রায় একশত ব্যক্তি তাঁহার দস্তরখানে হাযির হইতেন। রমযান মোবারকে এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইত।

মানুষের প্রাপ্য ও হক : বেলায়েতের শর্ত হইতেছে মানুষের প্রাপ্য আদায় করা। অতএব, মানুষের হক আদায়ের ব্যাপারে তাঁহার ন্যায় একজন বিশিষ্ট মুজাদ্দিদ কিরূপ প্রস্তুত থাকিবেন, ইহার আনুপূর্বিক ব্যাখ্যা দান করার আবশ্যকতা নাই। অনুরূপভাবে সন্তান-সন্ততির খবরদারী করা, পরিবারবর্গের লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষা, শরীয়তের ইল্‌মের মৌখিক ও পুঁথিগত শিক্ষা এবং রব্বানী আহকামের উপর আমল করাইবার প্রচেষ্টা ইত্যাদি বিষয়গুলি প্রত্যেক অলীর পবিত্র জীবনে নিয়মিত ঘটিয়া থাকে। ইহা ব্যাখ্যা অথবা আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। সারকথা এই যে, তাঁহারা তাঁহাদের কর্তব্যের প্রত্যেকটি বিষয়ের পুরাপুরি হক আদায় করিয়া থাকেন।

পরিবেশ ও দীনী খেদমত : ইবাদত, মানুষের প্রতি সদব্যবহার, যিকির ও শোগল, উত্তম চরিত্র নিশ্চিতরূপে অতি অমূল্য ও দুষ্প্রাপ্য রত্ন এবং দীন ও দুনিয়ার সৌভাগ্যের পুঁজিস্বরূপ। কিন্তু তিনি এই সকল সদগুণে গুণান্বিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার মুজাদ্দিদীয়তের প্রমাণ এই জিনিসগুলি দ্বারা করা যায় না। পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে, যে সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি ধর্মীয় লোকগণের বাড়াবাড়ি করার দরুন ধর্মে প্রবেশ লাভ করিয়াছে উহা বিদূরিত করাই হইতেছে মুজাদ্দিদের কর্তব্য।

সুন্নাতের পায়রবী ঃ হযরত মুজাদ্দিদ (র) পুরাপুরি সুন্নাতের পায়রবী করিতেন। এ বিষয়ে একটি ঘটনা পেশ করা হইতেছে—যাহা হইতে অনুমান করা যাইবে যে,

---

যিয়ারত করিবার সৌভাগ্য লাভ করি। ইহার দ্বারা এরূপ অনুমান করা যায় যে তাঁহার গঠন প্রকৃতি ছিল মধ্যম ধরনের।"

www.pathagar.com

তিনি সুন্নাতের পায়রবী ও বিদআত বর্জন করার ব্যাপারে কত বেশি সাবধানতা অবলম্বন ও পরহেজ করিতেন।

(ক) একদা তাঁহার কোন খাদেমকে তিনি নির্দেশ দান করেন যে, অমুক স্থানে কিছু লবঙ্গ রক্ষিত আছে, যাও উহা হইতে কিছু নিয়ে আস। খাদেম উক্ত স্থান হইতে ছয়টি লবঙ্গ লইয়া ফিরিয়া আসিলে তিনি তাহাকে তাম্বিহ্ সহকারে ইরশাদ করেন, আমার সূফী ভাই বেচারা এতটুকু খবরও রাখে না যে সুন্নতে মুহাম্মদী-জোড়ের মোকাবিলায় বেজোড়কে ভাল বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছে। ইহাতে মনোযোগ দেওয়া দরকার কেননা الله وتر يحب الوتر। "আল্লাহ্ বেজোড় এবং বেজোড়কে ভালবাসেন।" আমি মুখ ধৌতকালীন খেয়াল রাখি—যেন পানি প্রথমে চিবুকে পড়ে, কারণ দিককে অগ্রাধিকার দান করাই সুন্নত।

(খ) হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর মকতুবাত শরীফের প্রথম দফতরের ৩১৩নং মকতুব হইতে পঞ্চম প্রশ্ন ও উহার উত্তর উদ্ধৃত করা হইল ঃ

প্রশ্ন- পঞ্চম প্রশ্নের সারমর্ম এই যে, এ স্থানের সূফীগণ কামিজের চাক সম্মুখ দিকে কাটা পরিধান করেন ও বলেন যে, ইহাই সুন্নত এবং হযরত মীর নু'মানের খাদেম কামিজের চাক হালকায় বসার অনুরূপ কাটেন।

উত্তর- 'জ্ঞাত হওয়া উচিত যে, আমিও এই বিষয়ে ইতস্তত করিতেছি। আরবগণ পেশ চাক অর্থাৎ সম্মুখ দিকে কাটা কামিজ পরিধান পূর্বক ইহাকে সুন্নত মনে করেন। ফিকাহের কতিপয় নির্ভরযোগ্য কিতাব হইতে এরূপ মনে হয় যে, পেশ চাক অর্থাৎ সম্মুখ দিকে কাটা কামিজ পুরুষগণের পরিধান করা অনুচিত যেহেতু ইহা স্ত্রীলোকগণের পোশাক।

ইমাম আহমদ (র) ও আবূ দাঊদ (র) হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে রেওয়ায়েত করিতেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন যে, 'ঐ পুরুষ যে স্ত্রীলোকের পোশাক পরিধান করে এবং ঐ স্ত্রীলোক যে পুরুষের পোশাক পরিধান করে-এই উভয়ের উপর আল্লাহ্ তা'আলার লা'নত।' 'মাতালেবুল মুমিনীন' কিতাবে আছে যে, স্ত্রীলোক যেন পুরুষের সামঞ্জস্যতা না রাখে এবং পুরুষও যেন স্ত্রীলোকের অনুসরণ না করে, কেননা এই অবস্থায় উভয়েরই উপর লা'নত হইয়া থাকে।

বরং এরূপ মনে হয় যে, পেশ চাক অর্থাৎ সম্মুখ দিকে কাটা কামিজ আলিম ও দীনদারগণের শেয়া'র নহে। এইজন্য এই পোশাক যিম্মীদের জন্য মনোনীত করা হইয়াছে। 'জামেউর রমুজ' কিতাবে 'মুহীৎ' হইতে গৃহীত হইয়াছে যে, আলিম ও দীনদারগণের বিশেষ পরিচ্ছদ—পাগড়ি ও চাদর যেন যিম্মীগণ পরিধান না করে বরং

www.pathagar.com

তাহারা সেলাইকালীন স্ত্রীলোকের কামিজের ন্যায় চারু কাটাবিশিষ্ট মোটা কাপড়ের কামিজ পরিধান করে।

কতিপয় আলিমের মতে কামিজ পেশ চাক অর্থাৎ সম্মুখ দিকে কাটা হয় না বরং ইহা দেরা—তাঁহাদের মতে কামিজ উহাকে বলে যাহার উভয় স্কন্ধের উপর কাটা। জামেউর রমুজ ও হেদায়া কিতাবদ্বয়ের মধ্যে স্ত্রীলোকের কাফনের বর্ণনা সম্পর্কিত স্থানে কামিজের পরিবর্তে দেরা লিখিত আছে। এই উভয় বস্তুর মধ্যে পার্থক্য এই যে, দেরা'র চাক কাটা বক্ষের দিক দিয়া হয় এবং কামিজের চাক উভয় স্কন্ধের দিকে কাটা হয়। কেহ কেহ এই শব্দদ্বয়কে একই অর্থে ব্যবহৃত হয় বলিয়া মত পোষণ করেন।

ফকীরের [হযরত মুজাদ্দিদ (র)] নিকট ইহাই সমীচীন মনে হয় যে, পুরুষের জন্য যখন স্ত্রীলোকের পোশাক পরিধান করা নিষেধ, এমতাবস্থায় যে দেশের স্ত্রীলোকগণ কামিজের চাক সম্মুখ দিকে কাটা পরিধান করেন, ঐস্থানে পুরুষগণের জন্য উচিত যে তাঁহারা স্ত্রীলোকের সামঞ্জস্যতা পরিত্যাগ করিয়া কামিজের চাক হালকায়ে গরীবান অর্থাৎ স্কন্ধের দিকে কাটা অবস্থায় পরিধান করেন এবং যে দেশের স্ত্রীলোকগণ কামিজের চাক স্কন্ধের দিকে কাটা পরিধান করেন, ঐ স্থানে পুরুষগণ যেন কামিজের চাক বক্ষের দিকে কাটা পরিধান করেন। আরবদেশে স্ত্রীলোকগণ কামিজের চাক স্কন্ধের দিকে কাটা পরিধান করেন বলিয়া পুরুষগণ কামিজের চাক বক্ষের দিকে কাটা পরিধান করেন। বোখারা, খোরাসান ও হিন্দুস্থানের স্ত্রীলোকগণের কামিজের চাক বক্ষের দিকে কাটা, এইজন্য পুরুষগণ যেন স্কন্ধে কাটা কামিজ বাছিয়া লন।

পেশ চাক অর্থাৎ সম্মুখ দিকে কাটা কামিজ পরিধান করা সুন্নত বলিয়া সাবেত হইলে হানাফী মাযহাবের আলিমগণ এই ধরনের কামিজকে যিম্মীদের জন্য মনোনীত করিতেন না এবং ইহাকে আলিম ও দীনদারগণের জন্য খাস করিয়া দিতেন। যেহেতু স্ত্রীলোকগণ এইরূপ পোশাকের ব্যাপারে অগ্রগামী, এই স্থলে পুরুষগণের পোশাক স্ত্রীলোকগণের পোশাকের অনুরূপ হইয়া গেল।" (মকতুব নং ৩১৩ দফতর ১) প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর কামিজের চাকও উভয় স্কন্ধের উপর কাটা থাকিত।

ফলকথা, লেবাস পোশাক, পোশাকের ধারা, চালচলন, কথাবার্তা, পানাহার, বসা-উঠার আদব-কায়দা, সুখ-দুঃখ এমন কি জীবনের প্রত্যেক ধাপের খুব সাধারণ ও মামুলী ধরনের ছোটখাট বিষয়গুলির মধ্যেও তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের তাহকীক ও তালাশীর পূর্ণ চেষ্টা করিতেন ও তৎপর উহার পায়রবী করিতেন।[১]

১. ইনশা আল্লাহ্ তা'আলা এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে 'এত্তেবায়ে সুন্নাতের' উপর বিশদ আলোচনা করা হইবে।

www.pathagar.com

হযরত মুজাদ্দিদ (র) মকতুবাত শরীফের প্রথম দফতরে ১৮৪নং মকতুবে ফৎহুল্লাহ খানকে সাইয়েদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পায়রবীর জন্য যে ঔৎসুক্য প্রদান করিয়াছেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল ঃ

"মীর সৈয়দ খাজার মাধ্যমে আপনার মুহব্বতনামা প্রাপ্ত হইয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। হক সুবহানাহু তা'আলা যেন সাইয়েদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুরমতে তাঁহার রেযামন্দীর তৌফীক দান করেন। হে প্রিয় বৎস, কিয়ামতের ময়দানে একমাত্র ছাহেবে শরীয়ত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পায়রবী কাজে আসিবে। হাল, ওয়াজ্দ, ইল্ম, মা'রিফাত, ইশারাত ও রহস্যাদি যদি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পায়রবীর সহিত একত্রিত হয়, তাহা হইলে বড়ই উত্তম ও সৌভাগ্যের কথা, নতুবা খারাবী ও ভেলকিবাজীর অন্তর্গত। সূফীকুল শিরোমণি হযরত জোনায়েদ বাগদাদী (র)-কে এক ব্যক্তি স্বপ্নযোগে যিয়ারত করিয়া তাঁহার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তরে বলেন, হাল, ওয়াজ্দ, এবারত ও ইশারাত প্রভৃতি কোন কাজে আসে নাই। একমাত্র গভীর রাত্রে পঠিত কতিপয় রাকাত নামায কাজে আসিয়াছে।' কাজেই তোমরা নবী করীম ও খোলাফায়ে রাশেদীনের (তাঁহার ও তাঁহাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলার শান্তি বর্ষিত হউক) পায়রবীকে আঁকড়িয়া ধারণ কর এবং তোমরা তাঁহার শরীয়ত সম্পর্কে কওলী, আমলী ও এতেকাদী বিষয়ের বিরোধিতা হইতে বাঁচিয়া থাক। কেননা পায়রবী করা বরকতের শামিল ও বিরোধিতা করা দুর্ভাগ্য ও ধ্বংস।

বৈশিষ্ট্য : হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর চরিত্র ছিল যেমন স্বচ্ছ, নির্মল ও শিশুসুলভ সারল্যমণ্ডিত, তেমনি তাঁহার চারিত্রিক মানও ছিল সর্বগুণ সম্বলিত। প্রকৃতপক্ষে মানুষের কল্যাণার্থে দীনের সংস্কারকার্য যাঁহার ব্রত, এরূপ মনীষীর চারিত্রিক মান যে কত উচ্চ ধরনের, তাহা সহজেই অনুমেয়। নিম্নে তাঁহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর মোটামুটি আলোচনা করা হইল ঃ

১. তিনি জীবিকার নিমিত্ত কোনরূপ চিন্তিত হইতেন না। শেষ পর্যন্ত যদিও দিল্লীর বাদশাহ তাঁহার মুরিদ ও একান্ত বাধ্যগত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার নিকট হইতে কোন সাহায্য বা সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করেন নাই।

২. তাঁহার ইল্ম ও আমল সম্পর্কে তাঁহার পীর সাহেব ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি মুহাক্কেক আলিম হইয়াও হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মাযহাবের উপর তকলীদ করা জরুরী মনে করিতেন। তিনি হযরত ইমাম সাহেব (র)-এর ইজতিহাদের বুলন্দ শান এবং তাঁহার পরহেজগারী ও ইবাদতের বুযুর্গী সম্পর্কে মকতুবাত শরীফের বহু স্থানে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "কিয়াস ও ইজতিহাদ শরীয়তের মৌলিক নীতির অন্তর্গত। আমাদিগকে এই দুইটি বিষয়ে তকলীদ করার জন্য আদেশ

www.pathagar.com

করা হইয়াছে। কিন্তু কাশফ্ ও ইলহামের উপর তকলীদ করিতে আদেশ করা হয় নাই। ইলহাম অন্যের উপর দলীল হইতে পারে না কিন্তু ইজতিহাদ তকলীদকারিগণের জন্য দলীল। কাজেই উলামায়ে মুজতাহিদীনগণের তকলীদ করা কর্তব্য।

(মকতুব নং ২৭২, দফতর ১)

তিনি পুনঃ মকতুবাত শরীফের প্রথম দফতরের ২৬৬নং মকতুবে লিখিয়াছেন, "ইমাম জিয়াউদ্দীন শামীর 'মুলতাক্বাত' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, হালাল-হারাম বিষয়ে সূফীগণের আমল দলীল নহে। কেবল ইহাই যথেষ্ট নহে যে, আমরা সূফীগণকে এই বিষয়ে মা'যুর মনে করি এবং তাঁহাদিগকে ভর্ৎসনা না করিয়া তাঁহাদের বিষয়টি আল্লাহ্ তা'আলার উপর ন্যস্ত করি। এখানে ফেকাহের মাসয়ালা সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মত নির্ভরযোগ্য। আবু বকর শিবলী (র) ও আবুল হাসান নূরী (র) প্রমুখ সূফীর আমলের কোন মূল্য নাই।"

৩. শরীয়তের পাবন্দী, সুন্নাতের পায়রবী ও বিদআত হইতে অধিকতর ঘৃণা ও পরহেযগারী তাহার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি সর্বদা আযীমতের উপর আমল করিতেন ও রুখসতের নিকটবর্তীও হইতেন না। তাঁহার অভ্যাসাদির মধ্যে এমন কি সামান্য ব্যাপারেও সুন্নাতের পায়রবীর কিছুমাত্র ত্রুটি পরিলক্ষিত হইত না।

তিনি সুন্নত তরীকা অনুযায়ী পাগড়ি বাঁধিতেন এবং জুময়া ও দুই ঈদে উত্তম পোশাক পরিধান করিতেন।

তিনি মকতুবাত শরীফের দ্বিতীয় দফতরের ৫৪নং মকতুবে সুন্নাতের পায়রবীর সাতটি শ্রেণী বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার পূর্বে সম্ভবত কেহই এই বিষয়ে এত গভীর চিন্তা করেন নাই। এই পত্রখানি পাঠ করিলে মনে হয় যে, সুন্নাতের পায়রবীর কত বুলন্দ শানের প্রাধান্য তাঁহার নজরে ছিল এবং তাঁহার চিন্তাধারা কিরূপ গভীর ছিল। উক্ত পত্রে সুন্নাতের পায়রবীর তৃতীয় দরজা বর্ণনা করিয়া তিনি ফরমাইয়াছেন, "এই দরজাটি বিদআত পরহেজ করা ব্যতিরেকে হাসিল হইতে পারে না। এমন কি যে বিষয়গুলি বিদআতে হাসানার পর্যায়ে আনা হয়, উহা হইতেও দূরে থাকিতে হইবে।' তৎপর সপ্তম শ্রেণী বর্ণনা করিয়া শেষে ফরমাইয়াছেন, "সারকথা এই যে, যত কিছু নিয়ামত পৌঁছিয়াছে, উহা নবী (আ)-গণের সৌজন্যে পৌঁছিয়াছে। উম্মতগণের সৌভাগ্য এই যে, তাঁহারা নবী (আ)-গণের তোফায়েলে উক্ত দৌলত লাভে সমর্থ হইয়াছেন এবং তাঁহাদের পরিত্যক্ত খাদ্য আহার করিতেছেন।

দর কাফেলায়ে কে উস্ত দানাম না রছম
ই ব্যস কে রাছাদ যে দূর বাঙে জরাছম।

বিরাজে হুযূর যে কাফেলা মাঝে জানি সেথা যেতে নারি
আমি চাহি মোর সুদূরের ধ্বনি হোক তাঁর দরবারী।

www.pathagar.com

৪. ইবাদতের আধিক্য ছিল তাঁহার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি অসাধারণভাবে ইবাদত-বন্দেগীতে নিজকে নিয়োজিত রাখিতেন। তাঁহার পীর সাহেব স্বয়ং ইহার প্রশংসা করিয়াছেন। মানুষের হক, রোগীর সেবা, জানাযায় শরীক, যাকাত, পরিবারবর্গের খবরদারী, মুরীদের তরবিয়ত, মুরিদকে শরীয়ত সম্পর্কে জবানী ও কিতাবী শিক্ষা, সন্তান-সন্ততির শিক্ষা—এ জাতীয় কার্য তিনি সব সময় সম্পাদন করিতেন।

অলীগণের সময়ের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ বরকত বখশিশ করিয়া থাকেন, যাহার ফলে তাঁহাদের দৈনিক নিয়মিত কার্যসূচি পর্যবেক্ষণ করিলে বুদ্ধি আড়ষ্ট হইয়া যায় এবং উপলব্ধি করা সম্ভব নয় যে, দিবারাত্র চব্বিশ ঘণ্টার ব্যবধানে এই সমস্ত কার্য কিরূপে সম্পাদন করা যাইতে পারে।

নিঃসন্দেহে সময়ের আজীমুশশান বরকতই একটি অলৌকিক কারামত। এইরূপ কোন পবিত্র নমুনা যাঁহারা নিরীক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারা এ বিষয় মানিয়া লইতে কোনরূপ দ্বিধা করিবেন না এবং যাঁহারা নিরীক্ষণ করেন নাই, তাঁহাদের জন্য উচিত হইবে যে, তাঁহারা যেন আল্লাহ্ তা'আলার প্রত্যেক মখলুককে নিজের উপর কিয়াস না করেন।

আমর বিল মা'রুফ নেহি আনিল মুনকার[১] ছিল তাঁহার বৈশিষ্ট্যরাজির অন্যতম

---

১. প্রসঙ্গত পবিত্র দীন ইসলামে আমর বিল মা'রুফ নেহি আনিল মুনকারের ব্যাখ্যা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হইল :

আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদে ফরমাইয়াছেন,-كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَامُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (সূরা আল এমরান) হে মুসলমানগণ! তোমাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উম্মত বলিয়া নির্ধারিত করিয়াছেন। তাঁহার চিরন্তন ইল্‌মের মধ্যে পূর্ব হইতেই ইহা নির্ধারিত ছিল। এই সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী নবী (আ)-গণকেও অবহিত করিয়া দিয়াছিলেন যে, যেরূপ শেষ যামানার নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত নবী (আ) গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অনুরূপভাবে তাঁহার উম্মতগণও সমস্ত নবী (আ)-এর উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং তাহারা সকল জাতির উপর প্রভুত্ব করিবে। কেননা সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম ও সর্বজন সম্মানিত পয়গাম্বর তাহাদের নসীব হইবে। তাহাদের শরীয়ত সর্বকালের জন্য জারি থাকিবে ও সর্ববিষয়ে পূর্ণতাপ্রাপ্ত থাকিবে এবং ইল্‌ম ও মা'রিফাতের সমস্ত দ্বার তাহাদের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে। ঈমান, আমল ও তাকওয়ার সমস্ত ধাপ তাহাদের চেষ্টা ও কোরবানীর মাধ্যমে সতেজ ও শক্তিশালী হইবে।

তাহারা কোন বিশেষ জাতি, সম্প্রদায়, বিশেষ গোত্র ও দেশে সীমাবদ্ধ হইবে না, বরং তাহাদের কর্মক্ষেত্র সমস্ত বিশ্ব ও সমস্ত মানবীয় জীবন ক্ষেত্রের যাবতীয় স্তরে পরিবেষ্টিত থাকিবে। তাহাদের অজুদ কেবল এইজন্য হইবে যেন তাহারা অন্যদের মঙ্গল কামনা ও হিত সাধন করেন ও যতটুকু সম্ভব তাহাদিগকে বেহেশতের দ্বারে আনিয়া সমবেত করেন।

মুন্‌কার অর্থ খারাব কার্যাবলি। ইহা দ্বারা কুফর, শিরক, বিদআত, বদ রসম, ফিস্‌ক ও ফজুর—খোলাখুলি অন্যায় কার্য করা, বদআখলাক ও বিবেচনাবর্জিত কার্যাবলি বুঝায়। কতিপয় পন্থার মাধ্যমে ইহাদের প্রতিরোধ সাধন করিতে হইবে ; যেমন কোন সময় হস্ত সাহায্যে, কোন সময় বক্তৃতার দ্বারা, কোন সময় লেখনির সাহায্যে ও কোন কোন সময় তলওয়ারের সাহায্যে এই প্রতিরোধ সাধন করিতে হইবে। ফলকথা, এই সম্পর্কে সর্বশ্রেণীর জিহাদ প্রয়োগ করিতে হইবে। এই গুণটি যেইভাবে উম্মতে মুহাম্মদী (সা)-এর মধ্যে পাওয়া গিয়াছে পূর্ববর্তী উম্মতগণের মধ্যে অনুরূপভাবে কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় নাই এবং ইহার নজীর নাই।

www.pathagar.com

একটি বৈশিষ্ট্য। তাঁহার সমগ্র মুজাদ্দিদী জীবনই ইহার ব্যাখ্যার পরিপূরক।

তিনি আল্লাহ্ তা'আলা হইতে আদিষ্ট ব্যক্তির শান রাখিতেন। কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কার বা কোন ভয়প্রদর্শনকারীর ভয় বা কোন বড় বিপদ তাঁহার এই কর্তব্য হইতে বিরত রাখিতে সক্ষম হয় নাই।

সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে হিন্দুস্থানে ইসলামের ঘোর দুর্দিনে হযরত মুজাদ্দিদ (র) কোন তরবারি অথবা রাজার বিরুদ্ধে কোন রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনা ব্যতিরেকে সিরহিন্দ শরীফের পর্ণ কুটিরে অবস্থান করিয়া সময়োপযোগী ও স্থান-কাল-পাত্রভেদে মকতুবাতের রিসালার মাধ্যমে প্রথমত রাজত্বের কর্ণধারগণ ও

আল্লাহ্ তা'আলার উপর ঈমান আনা বলিলে-তাঁহার তাওহীদ, রাসূলগণ ও আল্লাহ্ তা'আলার অবতীর্ণ কিতাবগুলির উপর ঈমান আনা বুঝায়। সত্য কথা বলিতে হইলে, বাস্তবিকপক্ষে কামেল ও খালেছ তাওহীদ এই উম্মতগণের মধ্যে যেইরূপ সর্বত্র প্রচারিত ও প্রসারিত এবং এই বিষয়ে যেইরূপ যত্ন ও সাবধানতা অবলম্বন করা হয়, অন্যান্য মাযহাবে এইরূপ কার্যের নজীর পাওয়া যায় না। হযরত উমর (রা) ফরমাইতেছেন, "তোমাদের মধ্যে যাহারা নিজকে এই খাইরুল উম্মত অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মতের দফতরে শামিল করিতে চায়, তাহাদের উচিত যেন তাহারা আল্লাহ্র শর্ত পূর্ণ করে অর্থাৎ আমর বিল মা'রূফ নেহি আনিল মুন্কার ও আল্লাহ্র উপর ঈমান আনার শর্ত পূর্ণ করে ; যাহার সারাংশ হইতেছে স্বয়ং সংশোধিত হইয়া অন্যান্যকে সংশোধিত করে। ইহাই ছিল সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর খাস শান।

কুরআন মজীদের সূরা আল এমরান হইতে এই সম্পর্কিত আর একটি আয়াত পেশ করা হইল, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ। তাক্ওয়া, আল্লাহ্র রশিকে আঁকড়িয়া ধারণ করা, একতা ও একতাবন্ধন, জাতীয় জীবন, ইসলামী ভ্রাতৃবন্ধন ইত্যাদি জিনিসগুলি ঐ সময় স্থায়ী হয়, যখন মুসলমানগণের একটি খাস জামায়াত ধর্মের প্রতি আহ্বান ও হেদায়েত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়। তাহাদের কর্তব্য হইতেছে তাহারা যেন স্বীয় কথা ও কার্য দ্বারা বিশ্ববাসীকে কুরআন মজীদ ও সুন্নাতের দিকে আহ্বান করে এবং যখন লোকগণকে শরীয়তসঙ্গত ও অন্যান্য জন-মঙ্গল-সাধনমূলক ভাল কার্যে শৈথিল্য দেখে অথবা অন্যায় কার্যকলাপে নিমগ্ন দেখে, ঐ সময় ভাল কার্যের দিকে তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাইতে ও মন্দ কার্য হইতে বিরত করাইতে স্বীয় শক্তি অনুযায়ী যেন ত্রুটি না করে। ইহা প্রকাশ থাকে যে, আয়াত শরীফ দ্বারা এইরূপ কার্য সম্পাদন সকলের উপর ন্যস্ত করা হয় নাই ; বরং এই কার্য সমাধা করিবার জন্য ঐ সমস্ত লোক উপযোগী যাঁহারা মা'রূফ ও মুন্কার সম্পর্কে ইলম রাখেন এবং কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিচক্ষণতা ও কার্য করিবার সুযোগ হৃদয়ঙ্গম করিতে বিশেষ পারদর্শী ; নতুবা একজন জাহিল লোক মা'রূফকে মুন্কার ও মুনকারকে মা'রূফ মনে করিয়া ইসলাহের পরিবর্তে সমস্ত বিষয়টিই বিনষ্ট করিয়া দিতে পারে ; অথবা মুন্কার সংশোধনের জন্য তাহারা এইরূপ পন্থা অবলম্বন করে যদ্দারা পূর্ব হইতে অধিক অন্যায় ও গর্হিত কার্য সম্পাদিত হওয়ার কারণ হইতে পারে, অথবা যেইস্থানে মোলায়েম ব্যবহার দরকার, এইরূপ স্থানে কঠোর এবং কঠোর ব্যবহার করিবার স্থানে নরম ও কোমল ব্যবহার দ্বারা ইসলাহের কার্যে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে। সম্ভবত এইজন্য মুসলমানগণের মধ্য হইতে যাঁহারা ভাল কার্যের প্রতি আহবান ও মন্দ কার্য হইতে বিরত করার ব্যাপারে পূর্ণ দক্ষতা রাখেন-এইরূপ একটি বিশেষ দলকে এই কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে। হাদীস শরীফে আছে, "যখন লোক অন্যায় কার্যে লিপ্ত হইয়া যায় এবং তাহাদিগকে বিরত রাখার জন্য কোন ব্যক্তি দণ্ডায়মান না হয়, তখন ব্যাপকভাবে আযাব আসিবার ভয় থাকে।"

কোন্ কোন্ অবস্থায় এই কার্যটি সম্পাদন করা ওয়াজেব এবং কোন্ সময় ইহা তরক করার ওজর গ্রহণীয় হয় এবং কোন্ সময় ইহা সম্পাদন করা মুস্তাহাব ইত্যাদি বিষয়ের পূর্ণ আলোচনা আবু বকর রাজীর 'আহকামুল কুরআন' কিতাবে পূর্ণভাবে বর্ণিত আছে। (ফাওয়ায়েদে কুরআন)

www.pathagar.com

সাধারণ লোকসমাজকে দীন ইসলামের আকীদা সম্পর্কিত ও মূল সম্পর্কিত নীতি উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া তাহাদের মধ্যে ধর্মের এক বিশেষ প্রেরণা উজ্জীবিত করিতে সক্ষম হন। তিনি উক্ত পর্ণকুটির হইতে একটুও না সরিয়া ভারতের সর্বত্র ও ভারতের বাহিরে বিশেষ করিয়া পারস্য, খোরাসান, ইরাক ও বদখশান ইত্যাদি দেশে স্বীয় খলীফাগণের মাধ্যমে লোকদিগকে অতিশয় হেকমতের সহিত মুসলমান সমাজ দেহে, ইসলাম-বিরোধী কার্যকলাপ, আকীদা সম্পর্কিত দোষ-ত্রুটি, বিদআত এবং মুসলমানগণের পরস্পর ঐক্য ও সংহতি বিনষ্টমূলক কার্যাবলির সংশোধন করেন। তাঁহার আদর্শ ছিল স্বীয় প্রপিতামহ হযরত উমর ফারূক (রা)-এর উক্ত আদর্শে গঠিত। এই জন্য শরীয়তবিরোধী কোন কার্য অবলোকন করিলে উহার বিরুদ্ধে তাঁহার ফারূকী ধমনী উত্তেজিত হইয়া উঠিত এবং ইহা রোধকল্পে তিনি কর্মপন্থা অবলম্বন করিতেন। তাঁহার ইসলাহী আদর্শ ও মাপকাঠি পর্যালোচনা করিলে সুস্পষ্টরূপে ইহা প্রতীয়মান হইবে যে, তাঁহার পিছনে মুরিদগণের একটি বিরাট শক্তিশালী দল থাকা সত্ত্বেও তিনি বিশেষ বিচক্ষণতা ও হিকমতের সহিত বিনারক্তক্ষয়ে দীন ইসলামের তাবলীগ ও হেদায়েতের কার্য সম্পাদন পূর্বক মুজাদ্দিদীয়তের গুরু দায়িত্ব সুসম্পন্ন করেন। দ্বিতীয় হাজার বৎসরের মুজাদ্দিদের ইহাই অতীব শানদার বৈশিষ্ট্য। তিনি তাঁহার ইসলাহী কার্যকলাপের মাধ্যমে কুরআন মজীদের – اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ 'আপনি আপনার প্রতিপালকের রাস্তায় লোকদিগকে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে দীনের দিকে আহবান করুন' (সূরা নহল) এই আয়াত শরীফের হক পূর্ণভাবে আদায় করিয়াছেন। এতদসত্ত্বেও উলামায়ে ছু' ও সূফীগণের সংস্কারকল্পে তাঁহার কার্যকলাপ অপর একটি ভূমিকার অবতারণা। পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, এই উলামায়ে ছু' ও নফস পরস্ত সূফী গোষ্ঠী–রাজত্বের ভালমন্দের প্রতীক বাদশাহ ও অমাত্যবর্গের উপর মনস্তুষ্টিমূলক কার্যকলাপের বদৌলতে প্রভাব বিস্তার করিয়া সমূহ ক্ষতি সাধন করিয়াছে। তিনি স্বীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কার্যপদ্ধতির মাধ্যমে এই শ্রেণীরও ইসলাহ করেন।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপযুক্ত নায়েবরূপে তিনি কুরআন মজীদ ও হাদীস শরীফের পুরাপুরি আদর্শ পালনপূর্বক স্বীয় মুজাদ্দিদীয়তের দায়িত্ব পালন করিয়া স্বীয় যামানায় দীন ইসলামকে দুর্দশা ও ফেত্নামুক্ত করেন যাহার জের আজিও চলিয়াছে। তাঁহার ঘটনাবহুল জীবনী আলোচনা করিলেই বিষয়টি সম্যকরূপে উপলব্ধি হইবে।

কাশ্ফ ও কারামত

পয়গাম্বর বা নবী (আ) হইতে কোন অলৌকিক বা অসাধারণ ঘটনা প্রকাশ লাভ করিলে উহাকে 'মু'জিযা' বলা হয়। অনুরূপভাবে এই উম্মতের অলীগণ হইতে এইরূপ

www.pathagar.com

ঘটনা প্রকাশ লাভ করিলে উহাকে 'কারামত' বলা হয়। মুসলমান ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হইতে এই জাতীয় ঘটনা প্রকাশিত হইলে উহাকে 'এছতেদরাজ' বলা হয়।

নবী (আ)-গণকে তাঁহাদের নবুয়তরূপ দায়িত্ব বহনের সহায়তাকল্পে মু'জিযা দান করা হইয়াছে, যেন উহার দ্বারা কাফেরগণের উপর ভীতির সঞ্চার হয় ও তাহারা ঈমান গ্রহণে প্রয়াসী হয়। অলীগণকে কারামত প্রদানের তাৎপর্য হইতেছে, যেন উহার দ্বারা ফাসেক ও ফাজেরগণ ভীত হইয়া তওবা করে ও সৎপথে আগমন করে। অতএব, মু'জিযা ও কারামত প্রকাশের প্রকৃত তাৎপর্য হইতেছে দীনী খিদমত সম্পাদন করা।

হযরত মুজাদ্দিদ (র) বলেন, "নবীর জন্য মু'জিযা প্রকাশ হওয়া জরুরী, যেন নবী ও গায়ের নবীর মধ্যে পার্থক্য করা যায়। কেননা নবীর জন্য তাঁহার নবী হওয়ার ইল্ম হওয়া জরুরী।" কিন্তু কারামত জাহির হওয়ার উপর কোন অলীর বুযুর্গীতে পার্থক্য হয় না অর্থাৎ ইহাতে তাঁহাদের বুযুর্গী বৃদ্ধি বা হ্রাস হইবার কারণ হয় না। ইহা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, কোন অলী যত বড়ই হউন না কেন–সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর মরতবায় পৌছিতে সক্ষম হন না অথচ তাঁহাদের পক্ষ হইতে অলীগণের তুলনায় খুব অল্প কারামতই জাহির হইয়াছে।

হযরত মুজাদ্দিদ (র) এই মাকামটির ব্যাখ্যা দান করিয়া বলেন, "যখন সালেকগণ কামালাতের উচ্চ স্তরে পৌছেন তখন তাঁহাদিগের তরফ হইতে কাশ্ফ–কারামত অধিক পরিমাণে প্রকাশ হয় এবং কামালাত নিম্নগামী হইলে কারামত কম জাহির হয়। তখন অসাধারণ ও অলৌকিক ঘটনাদির স্থলে অন্য প্রকারের বহু উচ্চ ও উত্তম ধরনের কামালাত জাহির হইয়া থাকে।

কোন অলীর জীবন আলেখ্য বর্ণনা কালে কাশ্ফ—কারামতের আলোচনা স্বভাবতই আসিয়া পড়ে। কারণ অলীর জীবনে ইহা সংঘটন স্বাভাবিক ব্যাপার, ইহাতে বৈচিত্রের কিছু নাই। কেহ কেহ অলীর জীবন আলোচনায় এই বিষয় বিশেষ গুরুত্ব দান করিয়া থাকেন এবং কেহ কেহ সাধারণভাবেই বিষয় বর্ণনা করিয়া থাকেন। হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর জীবনে কাশ্ফ—কারামতের ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং উহা তাঁহার জীবনে ঘটনার নামান্তর বিধায় তাঁহার জীবন চরিতের সহিত সংযোজিত করা হইল।

অধুনা এক শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা বাস্তব জীবন ক্ষেত্রে কেবল কাশ্ফ-কারামতের আধিক্য প্রচার করিয়া লোকচক্ষে আত্মপ্রতিষ্ঠার কোশেশ করেন এবং নিজস্ব উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিয়া থাকেন। তাঁহারা বাস্তব জ্ঞান-বিদ্যাকে উপেক্ষা করিয়া কাশ্ফ-কারামতের মাধ্যমে তরক্কীর মাপকাঠি নিরূপণপূর্বক অহেতুক ধূম্রজাল বিস্তার করেন যাহাতে সমাজ জীবনে কোন উপকার দর্শে না বরং হেঁয়ালীর সৃষ্টি হয়।

www.pathagar.com

পক্ষান্তরে কাশ্‌ফ-কারামত প্রকাশক ঐ সকল লোক দীনী খিদমতের ছদ্মবেশে নিজস্ব স্বার্থ পুরাপুরি গ্রহণ করে। নিম্নে কাশ্‌ফ-কারামত সম্পর্কে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করা হইল যাহাতে কাশ্‌ফ-কারামতের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও উহার প্রয়োজনীয়তার উপর সঠিক আলোকপাত হইবে।

কাশ্‌ফ ও কারামত সম্পর্কে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর দৃষ্টিভঙ্গি

হযরত মুজাদ্দিদ (র) বলেন, "খাওয়ারেক অর্থাৎ অলৌকিক ঘটনাবলি ও কারামত ইত্যাদির প্রকাশ বেলায়েতের শর্ত নহে। অলৌকিক ঘটনাবলি হাসিল করিবার জন্য যে রূপ আলিমগণ আদিষ্ট নন, অলীগণও অনুরূপভাবে অসাধারণ ও অলৌকিক ঘটনাবলি প্রকাশের জন্য আদিষ্ট নন। কারণ বেলায়েতের অর্থ 'কুরবে এলাহী' অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া যাবতীয় বস্তুকে ভুলিয়া যাওয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বান্দাগণকে ইহা দান করিয়া থাকেন। আল্লাহ্ তা'আলা কোন কোন অলীকে এই কুরব (নৈকট্য) দান করেন। কিন্তু অদৃশ্য ঘটনাবলির উপর তাঁহাকে ওয়াকিফহাল করা হয় না এবং আল্লাহ্ তা'আলা কোন কোন অলীকে এই বেলায়েতও দান করেন এবং অদৃশ্য বস্তু বিষয়াদির বিষয় খবর দান করিয়া থাকেন। কোন কোন ব্যক্তিকে তিনি এই বেলায়েত দান করেন না কিন্তু গায়েবী অবস্থার উপর জ্ঞাত করান। এই তৃতীয় শ্রেণীর লোকগণ এছতেদরাজ[১] সম্পন্ন। নফসের সাফাই গায়েবী কাশফের মধ্যে জড়িত করিয়া তাহাদিগকে গোমরাহীতে ফেলিয়া দিয়াছে।

'তাহারা মনে করে যে আমরা বহু কিছু অর্থাৎ বিশেষ কিছু স্থানে আছি। খবরদার—ইহারা মিথ্যাবাদী, তাহাদের উপর শয়তান প্রাধান্য বিস্তার করিয়া আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণ হইতে গাফেল করিয়া দিয়াছে। ইহারাই শয়তানের দলভুক্ত। খবরদার, নিশ্চয়ই শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত' (সূরা মোজাদালা) ইহাই তৃতীয় শ্রেণীর লোকদের প্রকৃত অবস্থা।

উল্লিখিত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকগণ আল্লাহ্ তা'আলার আউলিয়া। গায়েবী বিষয়াদির কাশফ হওয়া না হওয়ার উপর তাঁহাদের বেলায়েতের হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না। তাঁহাদের মধ্যে কেবল বেলায়েতের দরজা হিসাবে পার্থক্য থাকে। অনেক সময় এমনও হয় যে, কাশ্‌ফ হয় না এইরূপ ব্যক্তির অত্যধিক নৈকট্য হাসিল হওয়ার দরুন কাশফ্‌ওয়ালা ব্যক্তি হইতে তিনি উত্তম ও পেশকদম হন। শেখ মহিউদ্দীন ইবনে আরাবীর ন্যায় একজন বড় দরজার অলী স্বীয় 'আওয়ারিফ' গ্রন্থে এই বিষয়টি বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ আমার বক্তব্যে একিন না করিলে যেন উক্ত

১. এছতেদরাজ ঃ কোন কাফের কর্তৃক স্বভাববিরোধী বিষয়াদি প্রকাশ লাভ করিলে উহাকে এছতেদরাজ বলা হয়।

www.pathagar.com

কিতাবখানি পাঠ করেন। তিনি উক্ত গ্রন্থে কারামতের বিষয়টি উল্লেখ করার পর লিখিতেছেন যে, কারামত ও খাওয়ারেক আল্লাহ্ তা'আলার দান। কখনও এইরূপ হয় যে, কোন কোন ব্যক্তিকে তিনি কাশ্ফ ও কারামত দ্বারা সম্মানিত করেন এবং এই নিয়ামত দান করেন। কখনও কখনও এমনও হয় যে, তাঁহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি বড়ই শ্রেষ্ঠ ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। কিন্তু তাঁহার মধ্যে কাশ্ফ ও কারামত কিছুই পরিদৃষ্ট হয় না। কেননা কারামত একিনকে অধিকতর শক্তিশালী করিবার জন্য দান করা হয়। যে ব্যক্তি খাঁটি একিন হাসিল করিয়াছে, তাহার জন্য কারামতের কি দরকার?

উপরে উল্লিখিত এই কারামতগুলি 'জিক্‌রে যাত এবং ফানায়েকাল্‌ব' ইত্যাদি হইতে পৃথক জিনিস।

এই দলের ইমাম শাইখুল ইসলাম খাজা আবদুল্লাহ্ আনসারী তাঁহার 'মানাজেলুছ ছায়েরীন' গ্রন্থে বলেন যে, ফারাছাত দুই প্রকার। একটি মা'রিফাতওয়ালাদের এবং অন্যটি রুজুও রিয়াজতওয়ালাদের। মা'রিফাত ওয়ালাদের ফারাছাতের সম্পর্ক সালেকগণের এছতে'দাদ (গ্রহণ করার ক্ষমতা) আল্লাহ্‌র খাস অলীগণের পরিচিতির সহিত রহিয়াছে এবং রুজু ও রিয়াজতওয়ালাদের ফারাছাতের সম্পর্ক আল্লাহ্‌র সৃষ্টজীবের গায়েবী সুরত, হাল ও কাশ্‌ফের উপর সীমাবদ্ধ। যেহেতু অধিকাংশ লোক আল্লাহ্ তা'আলার দরবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দুনিয়ায় মশগুল হইয়া যায় এবং তাহাদের অন্তঃকরণ আকৃতিগুলির কাশ্ফ ও সৃষ্টবস্তুর গায়েবী খবরের দিকে আকৃষ্ট হয়, উহাদের নিকট এই বিষয়টি বড় মূল্যবান মনে হয় এবং তাহারা মনে করে যে, তাহারাই আল্লাহ্ তা'আলার দোস্ত ও খাস বান্দা। তাহারা হাকীকত পন্থীদের কাশ্‌ফকে অস্বীকার করে এবং হাকীকতপন্থিগণ যে সমস্ত হাল আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে প্রাপ্ত হইয়া বর্ণনা করেন, তৎপ্রতিও অপবাদ আরোপ করিয়া বলে যে, যদি তাহারা হকপন্থী হইত, তাহা হইলে তাহারাও আমাদের ও সমস্ত মখলুকাতের গায়েবী অবস্থাদি বলিতে পারিত। যখন তাহারা সৃষ্টজীবের অবস্থার উপর কাশফের শক্তি রাখে না, তাহা হইলে সৃষ্টজীবের অবস্থা হইতে উচ্চতর বিষয়াদির কাশফের ব্যাপারে কিভাবে সামর্থ্য রাখিবে? তাহারা হক তা'আলার যাত, সিফাত ও কার্যাবলির সহিত সম্পর্ক যুক্ত মা'রিফাত পন্থীদের ফারাছাতকে নিজেদের বাতেল কিয়াসের দ্বারা মিথ্যা মনে করে এবং ঐ বুযুর্গগণের ইল্‌ম ও খাঁটি মা'রিফাত হইতে বঞ্চিত থাকিয়া যায়। তাহারা অবগত নয় যে, হকতা'আলা তাঁহাদিগকে সৃষ্টজীবের প্রতি লক্ষ করা হইতে নিরাপদ রাখিয়া তাঁহার পাক জবানের সহিত খাস করিয়া লইয়াছেন এবং তাঁহাদের সাহায্য ও সংরক্ষণের সৌজন্যে তাঁহাদিগকে সৃষ্টজীবের দিক হইতে সরাইয়া রাখিয়াছেন। যদি তাঁহারা সৃষ্টজীবের হাল অবগত হইবার পিছনে পড়িয়া থাকিতেন, তাহা হইলে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারের হুযূরীর যোগ্যতা তাঁহাদের মধ্যে থাকিত না।"

www.pathagar.com

তিনি আরও বলিয়াছেন, "আমি হযরত খাজা বাকীবিল্লাহ (র) হইতে শ্রবণ করিয়াছি, তিনি ফরমাইতেন যে, শেখ মহিউদ্দীন ইবনে আরাবী লিখিয়াছেন, কারামত জাহির হইয়াছে এইরূপ কতিপয় আউলিয়া শেষ মুহূর্তে এই কারামত জাহির হওয়ার দরুন লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়াছেন। তাঁহারা ইহা আরজু করিতেন যে, হায়! আমাদের তরফ হইতে এই সমস্ত কারামত জাহির না হইলে কত ভালো হইত! যদি কারামত অধিক প্রকাশ হওয়াই ফজিলতের কারণ হয়, তাহা হইলে তাঁহারা এই প্রকারের অনুতাপ কেন করেন ? (মকতুব নং ৯২ দফতর ২)

একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি অসাধারণ ঘটনা প্রকাশ হওয়া বেলায়েতের জন্য শর্ত বা জরুরী নয়,—তাহা হইলে অলী ও গায়ের অলীর মধ্যে কিরূপে পার্থক্য করা যাইবে এবং হক ও বাতিলের মধ্যে কিরূপ প্রভেদ বোঝা যাইবে! উত্তরস্বরূপ বলা যায় যে, যদি পার্থক্য নাও হয় এবং হক-বাতিলের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায় কেননা হক বাতিলের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকাই এই জাহানের রীতি, তথাপি বহু অলী এরূপ আছেন যাঁহারা স্বীয় বেলায়েতের খবর রাখেন না। তাহা হইলে অন্য লোকেরা কিরূপে উক্ত অলীর বেলায়েতের বিষয় অবগত হইবে ? হ্যাঁ, অবশ্য নবীর জন্য মু'জিযা (খাওয়ারেক) অর্থাৎ অসাধারণ ঘটনাবলি প্রকাশ হওয়া জরুরী, যেন নবী ও গায়ের নবীর মধ্যে পার্থক্য করা যায়। কেননা নবীর জন্য তাঁহার নবী হওয়ার ইল্‌ম হওয়া জরুরী। যেহেতু অলী স্বীয় নবীর শরীয়ত অনুযায়ী দাওয়াত করেন-নবীর মু'জিযাই অলীর জন্য যথেষ্ট। যদি অলী তাঁহার পয়গাম্বরের শরীয়ত ব্যতীত অন্য কোন শরীয়তের দাওয়াত পেশ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার জন্য অস্বাভাবিক ও অসাধারণ কার্যাবলীর প্রকাশ হওয়া জরুরী হইত। অতএব, তাঁহার দাওয়াত স্বীয় নবীর শরীয়ত মোতাবেক হওয়ার দরুন তাঁহার জন্য কোন অলৌকিক ঘটনাবলি প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা নাই। আলিমগণ কেবল শরীয়তের বাহ্যিক দিক অনুযায়ী আহবান করেন এবং অলীগণ শরীয়তের যাহের ও বাতেন-উভয় দিক অনুযায়ী আহবান করেন। তাঁহারা প্রথমে মুরিদগণকে তওবা ও এনাবতের দিকে হেদায়েত করেন এবং শরীয়তের হুকুমগুলি পালন করিবার ঔৎসুক্য দান করেন। তৎপর আল্লাহ্ তা'আলার যিকির করিবার তা'লীম দান করেন ও তাকিদ করিতে থাকেন, যেন সর্ব সময় যিকিরে মশগুল থাকে—উদ্দেশ্য যেন যিকির গালেব হয় ও আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতিরেকে অন্যান্য বস্তুর অনুভূতি এইরূপভাবে বিস্মৃত হইয়া যায়, যদিচ স্মরণ করাইয়া দিলেও স্মরণ পথে উদিত হয় না।

পীর-মুরিদী এরূপ একটি দাওয়াত যাহাতে কারামত ও অসাধারণ ঘটনাবলির কোন দরকার নাই। কেননা আমি বলিতে চাহি যে, সত্যিকার ধারণ-শক্তিসম্পন্ন মুরিদ প্রত্যেক মুহূর্তে সুলুকের রাস্তায় পীর হইতে কারামত উপলব্ধি করিয়া থাকেন এবং

www.pathagar.com

গায়েবী বিষয়ে প্রতি মুহূর্তে তাঁহার নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করেন। .... মুরিদ কেন পীর হইতে এইরূপ কারামত উপলব্ধি করিবেন না, যেহেতু পীর মৃত দিলকে জীবিত করিয়াছেন এবং ইহাকে মোশাহাদা ও মোকাশাফা পর্যন্ত পৌঁছাইয়াছেন। সাধারণ লোক শরীরকে জীবিত করাই বড় জিনিস মনে করে। কিন্তু খাস লোকগণের নিকট কাল্‌ব ও রূহকে জীবিত করাই বড় উচ্চ দরজার দলীল।

খাজা মুহাম্মদ পারছা বলেন, "যেহেতু সাধারণ লোক শরীরকে জীবিত করা বড় বস্তু মনে করে, এই জন্য আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ এই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ না করিয়া কাল্‌ব ও রূহকে জীবিত করিতে মশগুল হইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে শারীরিক যিন্দিগী—কাল্‌বী ও রূহানী যিন্দিগীর তুলনায় রাস্তায় পরিত্যক্ত আবর্জনার ন্যায়। ইহার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা অনর্থক। শারীরিক যিন্দিগী কয়েক দিনের হইয়া থাকে এবং কাল্‌বী ও রূহানী যিন্দিগী চিরন্তন জীবনের সহায়ক।

বরং আমি বলিতে চাহি যে, আল্লাহ্ ওয়ালাগণের হাস্তিই (অস্তিত্ব) কারামত। যাঁহারা মানবকে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে আহবান করেন, নিঃসন্দেহে তাঁহারা আল্লাহ্ তা'আলার রহমতস্বরূপ। মৃত অন্তঃকরণকে জীবিত করা আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশাবলির মধ্যে একটি বড় নিদর্শন। তাঁহারাই পৃথিবীর মানব সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তা এবং তাঁহারাই ইহার অমূল্য সম্পদ। وبهم يمطرون و بهم يرزقون "তাঁহাদেরই তোফায়েলে বৃষ্টিপাত হয় ও তাঁহাদেরই সৌজন্যে রিযিকপ্রাপ্ত হওয়া যায়।" এই হাদীসটি তাঁহাদের শানে বলা হইয়াছে। তাঁহাদের মুখনিঃসৃত বাণী ঔষধস্বরূপ এবং তাঁহাদের দৃষ্টিপাত আরোগ্য প্রদানকারী। তাঁহারা ঐরূপ হাস্তী—যাঁহারা আল্লাহ্ তা'আলার সহিত উঠাবসা করেন। তাঁহাদের সহিত সঙ্গলাভকারিগণ বদবখত হন না এবং তাঁহাদের দোস্তগণ আল্লাহ্‌র রহমত হইতে আশাহীন হন না।"

(মকতুব নং ৯২, দফতর ২)

কাশ্‌ফ ও কারামতের ক্ষেত্রে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর উপরিউক্ত দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। আশা করা যায় যে, উহা হইতে ব্যাপারটি পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। অধুনাপ্রচলিত বহু পুস্তকে বড় বড় অলীর জীবনে এমন এমন অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ জড়িত করা হইয়াছে যাহা বিশ্বাস ও বাস্তবতার ক্ষেত্রে সন্দেহ সৃষ্টি করে, অপরপক্ষে মনে হয় যে, কেবল গুরুত্ব সহকারে কারামত বর্ণনা করাই পুস্তক লেখার একমাত্র উদ্দেশ্য—সেই অলীর জীবনের বিশিষ্ট আদর্শ ও দীনী খেদমত প্রচার পূর্বক জনসমাজকে অবহিত করা মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। কাশ্‌ফ ও কারামতের প্রতি হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা করিলেই এই বিষয়ে সঠিক তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হইবে।

www.pathagar.com

হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর কারামত

পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে, কাশ্‌ফ ও কারামত অলীগণের জীবনে নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা এবং ইহার সংঘটন তাঁহাদের দীনী খেদমত সম্পাদনে সহায়তাকারী। হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর জীবনে এইরূপ কার্য বহু ঘটিয়াছিল।

প্রথম অবস্থায় হযরত মুজাদ্দিদ (র) হইতে অসংখ্য কারামত জাহির হয়। কোন কোন লেখক ইহার সংখ্যা সাত শত এবং কোন কোন লেখক উহা হইতেও অধিক বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। নিম্নে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর কারামতরাজি হইতে কেবলমাত্র একুশটি কারামত উদ্ধৃত করা হইল ঃ

জুবদাতুল মাকামাত গ্রন্থে তাঁহার একজন খাদেম হইতে বর্ণিত আছে, "একদা হযরত মুজাদ্দিদ (র) এই খাদেমের উপর এইরূপ তাওয়াজ্জুহ্ দান করিয়া ফরমাইলেন যে, যদি আমি এই তাওয়াজ্জুহের প্রভাবকে একটি শুষ্ক কাষ্ঠ অথবা বৃক্ষশাখার উপর বিস্তার করি, তাহা হইলে উহা সবুজ বর্ণ ধারণ করিবে বলিয়া আমার পূর্ণ একিন আছে। যদি ইহা বিশ্বের লোকের উপর বিস্তার করি, তাহা হইলে তাহারা সকলে নূরে ভরপুর হইয়া যাইবে। কিন্তু এই বিষয়ে বড়ই অসুবিধা এই যে, এইরূপ ফেতনা ফাসাদপূর্ণ আখেরী যমানার মধ্যে এইরূপ নূর ও রহস্যাদি ব্যাপক ও সাধারণভাবে বিস্তার ও প্রচার করিবার অনুমতি প্রদান করা আল্লাহ্ তা'আলার মরযী নহে। ইহা প্রকাশ থাকে যে, নক্‌শ্‌বন্দীয়া তরীকার বুযুর্গগণের তাওয়াজ্জুহের বদৌলতে এখনও এক নিমিষের মধ্যে ইনশা আল্লাহ্ দুরারোগ্য রোগীর চিকিৎসা করিয়া স্বাস্থ্যবান, কাফেরগণকে মুসলমান ও ফাসেকগণকে অলী করা যাইতে পারে।

১. তাঁহার উচ্চ পর্যায়ের কারামত হইতেছে মুহাম্মদী শরহে ছদরের ফয়যান। অর্থাৎ ইসলামরূপ নূরের দরুন বক্ষের প্রসারতা ও উহা হইতে উক্ত নূরের বিচ্ছুরণ। ইহা অন্তঃকরণকে জীবিত করিবার পক্ষে অন্য অলীগণের কারামত হইতে উচ্চ দরজাসম্পন্ন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত আম্বীয়া (আ)-এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর কারামত সমস্ত অলীগণের কারামত হইতে শ্রেষ্ঠ। কেননা তাঁহার কারামত সাইয়েদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরহে ছদর হইতে ফয়েযপ্রাপ্ত।

২. তিনি দীন ইসলাম ও শরীয়তের পুরাপুরি অনুসরণ করিয়া আল্লাহ্‌র কিতাব ও সুন্নতকে জীবিত করিয়াছেন এবং শির্‌ক বিদআতকে সমূলে উৎপাটিত করিয়াছেন।

৩. তাঁহার উচ্চ ও খাস মাকামাত হইতেছে বেলায়েতে কুব্‌রা, কামালাতে নবুয়ত ও রিসালাত। তাঁহার কাল্‌বের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার ভেদ প্রজ্বলিত ওহীর ন্যায়

www.pathagar.com

গমনাগমন করিত এবং ইল্‌মে লাদুন্নী বড় আশ্চর্য রকমভাবে সব সময় আরশে বারী হইতে জারি থাকিত।

৪. তাঁহার তৃতীয় পুত্র ও পরবর্তীকালে দ্বিতীয় ক্বাইউম হযরত খাজা মুহাম্মাদ মা'ছুম (র) "মুছাবী উল মাশরাব" ছিলেন। তাঁহার বিশেষ প্রভাবের দরুন হযরত মা'ছুম (র) 'মুহাম্মাদীয়ুল মাশরাব' হইয়া যান।"

৫. হযরত মুজাদ্দিদ (র) তাঁহার জনৈক মুরিদকে সুসংবাদ দান করিলেন যে, তোমাকে বেলায়েতে ইব্রাহীমী দান করা হইয়াছে। উক্ত মুরিদকে উহা তিনি ঐ রাত্রিতে হযরত ইব্রাহীম (আ) হইতে তছদীক করাইলেন। প্রত্যুষে ঐ ব্যক্তি দরবারে আগমন করিলে হযরত মুজাদ্দিদ (র) তাঁহাকে রাত্রির ঘটনাটি বয়ান করিলেন। ইহা শ্রবণ করিয়া ঐ ব্যক্তি তাঁহার কদমের উপর পতিত হন।

৬. জান মুহাম্মাদ সওদাগর নামক তাঁহার কাদেরীয়া তরীকার এক মুরিদের মনে হযরত গাওছুল আযম (র)-এর জিয়ারত করিবার খায়েশ হইল। তিনি তাঁহাকে 'কুতুবে ছেতারার' দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিবার জন্য ইরশাদ ফরমাইলেন। ঐ ব্যক্তি উক্ত ছেতারার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে উহার মধ্য হইতে হযরত গাওছুল আ'যম (র) জাহির হইলেন। ঐ ব্যক্তি খুব ভালরূপে তাঁহার জিয়ারত করিয়া লইলেন। হযরত গাওসুল আ'যম (র) পুনঃ উক্ত স্থানেই অদৃশ্য হন।

৭. মাওলানা ইউছুফ নামক তাঁহার এক মুরিদের মৃত্যুর সময় উপস্থিত কিন্তু তাঁহার সুলুকের কিছু বাকি রহিয়া গিয়াছিল। হযরত মুজাদ্দিদ (র) তাঁহার নিকট তশরিফ আনিয়া তৎক্ষণাৎ সুলুক শেষ করাইলেন। উপস্থিত অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ইহা উপলব্ধি করিয়া বড়ই আশ্চর্য হন।

৮. এক ব্যক্তি তাঁহার খেদমতে নিম্নলিখিত বিষয়টি সম্পর্কে পত্র প্রেরণ করেন, "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে সাহাবী (রা)-গণ তাঁহার সহিত মাত্র একবার দৃষ্টি বিনিময়েই কামেল হইয়া যাইতেন। এখন পরিশ্রম ও আয়াস সত্ত্বেও কিছু হাসিল হয় না।" ইহার উত্তরে তিনি লিখিলেন, "এইরূপ কামালাত সোহবতের উপর নির্ভর করে।" ঐ ব্যক্তি খেদমতে হাজির হইলে, তাঁহার প্রথম সাক্ষাতেই অফুরন্ত নেয়ামত প্রাপ্ত হইলেন।

৯. মাওলানা মুহাম্মাদ হাশেম কাশামী—গায়েবানা হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর সুনাম শ্রবণ করিয়া দাক্ষিণাত্য হইতে তাঁহার খেদমতে একখানি পত্র প্রেরণ করেন। পত্রখানি লক্ষ করিয়া তিনি ইরশাদ করেন, "ইহা হইতে বেলায়েতের নূর জাহির

১. মুছাবীয়ুল মাশরাব- হযরত মূসা (আ) যেই পন্থায় ফয়েজ হাসিল করিতেন অর্থাৎ মুহেব্ব বা প্রেমিকের ধারায়।
মুহাম্মাদীয়ুল মাশরাব- হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যেই পন্থায় ফয়েয হাসিল করিতেন অর্থাৎ মাহবুব বা প্রেমাস্পদের ধারায়।

www.pathagar.com

হইতেছে।" কিছুদিনের মধ্যে উক্ত মাওলানা সাহেব খেদমতে হাজির হইয়া মুরিদ হন ও খেলাফতপ্রাপ্ত হন।

১০. তিনি বয়সের শেষ দিকে কিছুকাল আজমীর শরীফে অবস্থান করেন এবং হযরত খাজা গরীব নওয়াজ রহমাতুল্লাহ্ আলাইহির প্রিয়পাত্র হন। রমযান শরীফে মসজিদের সংকীর্ণতায় বৃষ্টিপাতের দরুন নামাযীগণের তারাবীহের নামায পড়িতে বিশেষ তকলীফ হইতেছিল। তিনি দোয়া করিলেন। কালামুল্লাহ্ শরীফ খতম না হওয়া পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হইল না।

১১. মাওলানা মুহাম্মদ আমীন কয়েক বৎসর যাবত অসুস্থ ছিলেন। কোনরূপ দোয়া দাওয়াতেই রোগের কিছুমাত্র উপশম হইতেছিল না। তিনি হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর নাম-ধাম শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিকট নিজের অসুখের অবস্থা লিখিয়া পাঠাইলেন। উত্তরে হযরত মুজাদ্দিদ (র) প্রবোধ ও সান্ত্বনাপূর্ণ একখানি পত্রসহ নিজ পিরহান মোবারক তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। উক্ত মাওলানা সাহেব তাঁহার পিরহান মোবারক পরিধান করা মাত্রই আল্লাহ্ তা'আলার রহমতে আরোগ্য লাভ করেন।

১২. শবে বরাতে তাঁহার নিকট প্রকাশ করা হয় যে, এই বৎসরই তাঁহার ওফাত হইবে এবং কার্যত উহাই ঘটিয়াছিল।

১৩. তিনি স্বীয় ওফাতের পূর্বে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলির অবস্থা প্রকাশ করিয়াছিলেন, যাহার পর ওফাতের সত্যতা প্রমাণিত হইল।

১৪. তিনি স্বীয় ওফাতের একদিন পূর্বে ওফাত সম্পর্কে সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করেন, এমন কি সময় পর্যন্ত নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন এবং কার্যত উহাই ঘটিয়াছিল।

১৫. হাজার হাজার কাফের তাঁহার দস্ত মোবারকে পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

১৬. হযরত আদম বিননৌরী (র)-কে মাত্র তিন দিনে তিনি সুলুকের সমুদয় ধাপ অতিক্রম করাইয়া খেলাফত দান করেন।

১৭. একজন সওদাগরের উপর তিনি তাওয়াজ্জুহ দান করেন। প্রথমবারেই উক্ত ব্যক্তি বেহুঁশ ও মজযুব হইয়া দুনিয়াদারী পরিত্যাগ করেন। দ্বিতীয়বার তিনি তাওয়াজ্জুহ ফরমাইলে উক্ত ব্যক্তি হুঁশে ফিরিয়া আসেন এবং সালেক হইয়া যান। দুইবার তাওয়াজ্জুহের বদৌলতে উক্ত ব্যক্তি জযব ও সুলুকের সমুদয় ধাপ অতিক্রম করেন।

১৮. একদা তাঁহার হাল্কায় কুরআন মজীদ তিলাওয়াতকারী হাফেয সাহেব রোগাক্রান্ত হন। হযরত মুজাদ্দিদ (র) ফরমাইলেন, "আমি হাফেয সাহেবের রোগ নিজ জিম্মায় গ্রহণ করিলাম।" ইহাতে উক্ত হাফেয সাহেব তৎক্ষণাৎ আরোগ্য লাভ করিলেন।

www.pathagar.com

১৯. হযরত মুজাদ্দিদ (র) কোন আমীরের গৃহে গমন করিলে তাঁহার একজন মুরিদ উক্ত আমীরের গৃহে গমনের দরুন তাঁহার উপর কুধারণা পোষণ করেন। ইহাতে এক গায়েবী আওয়াজকারী উক্ত মুরিদকে অতি কঠোরভাবে সতর্ক করিয়া বলেন, "অলীগণের উপর বদগুমান করার ফল বড়ই তিক্ত হইয়া থাকে। তুমি মার্জনা চাহিয়া লও।"

২০. একজন তালেবে ইল্ম—হযরত আমীরুল মুমিনীন আল কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর সহিত হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা)-এর ঝগড়া-বিবাদ করার দরুন তাঁহার [হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর] প্রতি অন্তরে শত্রুতা পোষণ করিতেন। উক্ত ব্যক্তি হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর মকতুবাত শরীফে লিখিত দেখেন যে, ইমাম মালেক (র)-এর মতানুযায়ী বড় বড় সাহাবী (রা)-গণকে এনকার করার দরুন কোন ব্যক্তি একই ধরনের শাস্তির যোগ্য হয়। তিনি হযরত সিদ্দিকে আকবর (রা)-এর প্রতি এনকার করুন অথবা হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর প্রতি। এই অনুচ্ছেদটির উপর উক্ত তালেবে ইল্ম আপত্তি করিলে রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, হযরত মুজাদ্দিদ (র) তাঁহাকে হযরত আলী (ক)-এর খেদমতে পেশ করিলেন। হযরত আলী (ক) ফরমাইলেন, "খবরদার, এই মকতুবাতের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি করিও না। সাহাবীগণের পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহাদির ভেদ অন্য লোকদের জানা থাকিতে পারে না।"

তুকে দানী সিররে হকরা জাহেলী
তু গ্রেফতারে আবুবকর ও আলী।
হে মূর্খ তুমি কেমনে বুঝিবে আল্লাহ্ ভেদের মূল
আবূ বকর ও আলীরে লইয়া তুমি আছ মশগুল।

২১. তাঁহার ভাই শেখ মাহমুদ কাফেলার সহিত কান্দাহার গমন করেন। উপবিষ্ট অবস্থায় একদিন হযরত মুজাদ্দিদ (র) ফরমাইলেন, "আজ আমি শেখ মাহমুদকে এত অনুসন্ধান করিলাম। কিন্তু তাঁহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না, বরং কান্দাহারে তাঁহার কবর দেখিতেছি।" কাফেলা প্রত্যাবর্তন করিলে তাঁহার এই কাশ্ফ সত্যে পরিণত হইল।

www.pathagar.com

দশম পরিচ্ছেদ

হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর ইজতিহাদ

হিজরী ১০১০ সালে হযরত মুজাদ্দিদ (র) ক্বাইউমিয়াতের ভূষণপ্রাপ্ত হন এবং এই বৎসরই বারেগাহে ছামাদিয়াত হইতে তাঁহাকে 'খাযিনাতুর-রহমত' উপাধিতে বিভূষিত করা হয়। এই বিষয়টি বাতেনী জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণের পক্ষে সহজবোধ্য। হযরত মুজাদ্দিদ (র) যাহেরী ইল্‌ম সংক্রান্ত বিষয়ে হযরত ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম শাফেয়ী (র)-এর ইজতিহাদ অনুযায়ী আমল করিতেন ; যদিও তিনি নিজকে ইজতিহাদের দরজাপ্রাপ্ত স্বরূপ মনে করিতেন। তাফসীর ও হাদীস শরীফ বিশেষজ্ঞ আলিমগণের এইরূপই করা উচিত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জ্ঞাত হওয়া দরকার যে, ইজতিহাদের প্রয়োজন এরূপ ক্বচিৎই কোন মাসয়ালা পূর্ববর্তী ইমামগণের ইজতিহাদ হইতে বাদ পড়িয়াছে। আহলে সুন্নত ও জামায়াতের মতে একজন মুজতাহিদের তকলীদ (অনুসরণ) করিয়া অন্যান্য মুজতাহিদের মতকে বাতিল ধারণা করা অনুচিত। অপরপক্ষে মযহাবের সমুদয় কিতাব ভালরূপ আয়ত্ত না করা ব্যতিরেকে পূর্ববর্তী মুজতাহিদগণের সমালোচনা করাও উচিত নয়। সুতরাং এই অর্থেই বলা হয় যে, সাধারণের জন্য তকলীদ ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

কোন কোন বিষয়ে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এরও নিজস্ব ইজতিহাদ রহিয়াছে। তিনি এই বিষয়ে মকতুবাত শরীফে আলোচনা করিয়াছেন। নিম্নে তাঁহার ইজতিহাদ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল।

উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, হানাফিয়া মাতুরিদিয়া মযহাব অনুযায়ী যে সমস্ত মুশরিকের নিকট পয়গাম্বরের দাওয়াত পৌছে নাই তাহারা দোজখী। ইহার দলীল স্বরূপ কুরআন শরীফের নিম্নলিখিত আয়াত শরীফ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ – আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিক-দিগকে মার্জনা করিবেন না—তাহাদের ব্যতিরেকে যাহাদের চাহিবেন মার্জনা করিবেন।"

(সূরা নিসা)

www.pathagar.com

কিন্তু শাফেয়ী মযহাবের ফকীহগণ কুরআন শরীফের নিম্নলিখিত আয়াত শরীফের মজমুন মোতাবেক ইহাদিগকে জান্নাতী বলেন। مَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا "আমি ঐ পর্যন্ত কাহাকেও আযাব করি না যেই পর্যন্ত তাহাদের নিকট রসূল প্রেরণ না করিয়া থাকি।" (সূরা বনী ইসরাঈল)

এই আলোচ্য বিষয়টিতে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর ইজতিহাদ রহিয়াছে। তিনি স্বীয় পুত্র মুখদুমজাদা খাজা মুহাম্মদ ছাঈদ (র)-এর নিকট লিখিত মকতুবে বলেন, "দীর্ঘকাল পর আল্লাহ্ তা'আলার এনায়েত পথ প্রদর্শন করিয়া এই গোলক ধাঁধার সমাধান পূর্বক কাশ্ফ করিয়া দিলেন যে, এই লোকগণ বেহেশতেও হামেশা অবস্থান করিবে না এবং দোজখেও নয় বরং আখিরাতের পুনরুত্থান ও জীবিত করার পর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে হিসাবের মাকামে দণ্ডায়মান করাইয়া গুনাহের আন্দাজ পরিমাণ ভর্ৎসনা ও শাস্তি দান করিবেন এবং তাহাদের পারস্পরিক হকগুলি পূর্ণ করিয়া গাইর মোকাল্লাফ (শরীয়তের আওতার বহির্ভূত) ওয়ালাদের ন্যায় কোন বস্তু নয় এরূপ করিয়া দিবেন।" .... ফকীরের নিকট এই বিষয়টি বড়ই অপছন্দনীয় মনে হয় যে, হক তা'আলা তাঁহার অপার দয়া ও করুণা সত্ত্বেও আম্বিয়া আলাইহিমুস্সালামের দ্বারা পূর্ণভাবে তাবলীগের কার্য সম্পন্ন ব্যতিরেকে ভুলভ্রান্তির যথেষ্ট সম্ভাবনামূলক আ'কলের উপর চলার দরুন স্বীয় বান্দাগণকে চিরকালের জন্য দোযখে নিক্ষেপপূর্বক চিরন্তন শাস্তিতে গ্রেফতার করিবেন। যেইভাবে শির্ক করা সত্ত্বেও ইহাদের জন্য চিরন্তন বেহেশতে অবস্থানের হুকুম দেওয়া ভাল মনে হয় না। অপরপক্ষে বেহেশত ও দোযখের মাঝামাঝি সম্পর্কের স্বীকার না করার দরুন আশয়া'রী মযহাবের রায় বর্তায়। সুতরাং আমার উপর যাহা ইলহাম হইয়াছে উহাই সত্য যে, কিয়ামতের দিবস হিসাব-নিকাশের পর উহাদিগকে নিশ্চিহ্ন করা হইবে। ফকীরের মতে দারুলহরবের মুশরিকদের শিশুগণের সম্বন্ধেও হুকুম ইহাই। কেননা বেহেশতে প্রবেশের জন্য ঈমান আনা জরুরী, উহা মৌলিক অথবা অনুসরণ সম্পর্কিত—যে ভাবেই হউক না কেন।.... ইহাদের সম্পর্কে ঈমান পাওয়া যায় না। কাজেই ইহাদের বেহেশতে দাখিল হওয়া ধারণা-বহির্ভূত। দোযখে দাখিল হওয়া ও ইহার মধ্যে চিরকাল থাকার তকলিফ শেরেকীর উপর নির্ভরশীল এবং ইহাও তাহাদের সম্পর্কে পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় ইহাদের হুকুম চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়। ইহাদিগকে পুনরুত্থানের পর হিসাবের জন্য দণ্ডায়মান করা হইবে এবং ইহাদের দ্বারা অন্যদের দাবি-দাওয়া পূর্ণ করাইয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়া হইবে। পয়গাম্বরগণের ফিতরতের যামানা অর্থাৎ দুই পয়গাম্বরের মধ্যবর্তী যমানায় যেই সমস্ত মুশরিকের ভাগ্যে কোন পয়গাম্বরের দাওয়াত নসীব হয় নাই তাহাদের হুকুমও এইরূপ। (মকতুব নং ২৫৯, দফতর ১)

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, দারুল হরবের কাফেরদের শিশুগণ ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে যিম্মীগণের শিশুদের ন্যায় বেহেশতী কিন্তু হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর উল্লিখিত মকতুব হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, উহাদিগকে মৃত্তিকায় নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়া হইবে। কেননা হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর মতে জান্নাতে দাখিল হওয়া ইসলাম বা তাবেয়ীয়তে ইসলামের উপর নির্ভর করে। দারুল হরবের শিশুদের জন্য ইসলামের অনুরূপ অবস্থা পাওয়া যায় না। এই যিম্মীগণের শিশুদের অবস্থাটিও উহাদের মত। ফলকথা, ঈমানে এছালাত (ঈমান মূলত) ও ঈমানে তাবেয়ীয়ত (ঈমান অনুসরণবশত)–উভয় অবস্থাই স্থূলভাবে এই উভয়শ্রেণীর মধ্যে পাওয়া যায় না। এই জন্য তাহাদের জান্নাতে দাখিল হওয়া মনে করা যায় না।

পাক-ভারতে নবীর আবির্ভাব

পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টির আদি হইতে মানুষের হেদায়েতকল্পে নবী ও রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন। খাতেমুর রাসূল সাইয়েদুল মুরসালীন হযরত আহমদ মুজতবা মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ রাসূল। কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে সর্বশেষ, সর্বশ্রেষ্ঠ ও বিশ্বনবী আখ্যা দানপূর্বক সারা জাহানের রহমতস্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রচারিত দীন ইসলাম রোজ কেয়ামত পর্যন্ত জারি থাকিবে। তাঁহার নবী জীবনের হেদায়েত কার্যের পরিধি সম্পর্কে হযরত মুজাদ্দিদ (র) বলিয়াছেন, "হে বৎস! এই ফকীর দৃষ্টি প্রসারিতপূর্বক লক্ষ করিয়া আমাদের পয়গাম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত পৌঁছে নাই এরূপ কোন স্থান দেখে না, বরং এইরূপ অনুভূত হয় যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের নূর সূর্যের ন্যায় সর্বস্থানে পৌঁছিয়াছে, এমন কি প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ইয়াজুজ মাজুজদের[১] মধ্যেও পৌঁছিয়াছে।" (মকতুব নং ২৫৯, দফতর ১)

---

১. আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদের সূরা কাহ্ফে–ইয়াজুজ মাজুজের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেন। নিম্নে এই বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল।

ইয়াজুজ মাজুজের প্রসঙ্গটি উত্তমরূপে বুঝিতে হইলে প্রথমেই যুলকারনাইন সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া দরকার। নিম্নে কুরআন মজীদ হইতে সংশ্লিষ্ট আয়াত শরীফ ও উহার ব্যাখ্যা করা হইল ঃ وَ يَسْئَلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ - قُلْ سَاتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا . اِنَّ مَكَّنَّالَهٗ فِى الْاَرْضِ وَ اٰتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَئٍْ سَبَبًا . "এবং লোকগণ আপনাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলুন যে, আমি এখন তাহার কিছু অবস্থা সম্পর্কে তোমাদের নিকট পাঠ করিতেছি। আমি তাহাকে সাম্রাজ্যের মধ্যে বেশ প্রসারতা দান করিয়াছি এবং তাহাকে প্রত্যেক বিষয়ের উপকরণ দান করিয়াছি।"

কুরআন মজীদে ইহার পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি কিরূপে এক সীমান্ত এলাকার অর্ধ সভ্য জাতিকে ইয়াজুজ মাজুজের উৎপীড়ন হইতে রক্ষাকল্পে একটি লৌহ প্রাচীর নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে কুরআন মজীদের বিভিন্ন তফসীরে ভূরি ভূরি আলোচনা পরিদৃষ্ট হয়। এখানে বিশেষ নির্ভরযোগ্য

www.pathagar.com

রূপে বিবেচ্য তফসীরে ইবনে কাছীর ও ফাওয়ায়েদে কুরআন হইতে এই সম্পর্কিত আলোচনার সারাংশ পেশ করা হইল।

আসহাবে কাহফ প্রসঙ্গের পরই বাদশাহ যুলকারনাইন প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। এই বাদশাহ সম্পর্কে ঐতিহাসিক ও তাফসীর কারকগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। কাহারও কাহারও মতে তিনি পৃথিবীর উভয়প্রান্ত অর্থাৎ পূর্ব হইতে পশ্চিম এবং সূর্যোদয় স্থান হইতে সূর্যাস্ত স্থান পর্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে এই লকব দেওয়া হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে তিনি আল্লাহ্ তা'আলার একজন মকবুল বান্দা ও পরহেযগার দীনদার বাদশাহ ছিলেন। হযরত হাফেয ইবনে হাজর আসকালানী (র)-বোখারী শরীফের শরাহ--ফতহুল বারী গ্রন্থে এই মতটি কতিপয় অকাট্য দলীল দ্বারা সমর্থনসহ প্রাধান্য দান করিয়াছেন। পুনঃ কেহ কেহ তাঁহাকে ম্যাসিডোনিয়ার অধিপতি আলেকজাণ্ডার রূপে কল্পনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

সমুদয় বর্ণনা সমষ্টিগতভাবে বিশ্লেষণ করিলে প্রতীয়মান হয় যে, যুলকারনাইন-হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর সমসাময়িক ছিলেন এবং তাঁহার দোয়ার বরকতে হকতা'আলা তাঁহাকে অসাধারণ শক্তি ও উপকরণাদি দান করিয়াছিলেন, যাহার ফলে তিনি পূর্ব হইতে পশ্চিম দেশ পর্যন্ত পরিভ্রমণ করিবার এবং এরূপ জয়ের পর জয়লাভ করার সুযোগ লাভ করেন যাহা মানব সুলভ জ্ঞানবুদ্ধিকে আড়ষ্ট করিয়া দেয়। হযরত খিজির (আ) তাঁহার উজীর ছিলেন এবং সম্ভবত এই কারণে হযরত খিজির (আ)-এর প্রসঙ্গ কুরআন মজীদে সংশ্লিষ্ট সূরায় বর্ণিত হইয়াছে। প্রসঙ্গত ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, আরবের পুরাতন কবিদের লেখনিতেও যুলকারনাইনের নাম তুলনামূলকভাবে গর্বের সহিত লিখিত রূপে দেখা যায়। ফলে ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ঐতিহাসিক যুগ হইতেই যুলকারনাইন একজন প্রতাপশালী বাদশাহরূপে সুপরিচিত।

যুলকারনাইন সম্পর্কে উদ্ভূত নানারূপ মতামতের প্রেক্ষিতে অধ্যাপক শায়খ মুস্তফা আল গেলায়িনী (অধ্যাপক শায়খ মুস্তফা আল গেলায়িনী ছিলেন বৈরুত ইসলামীয়া কলেজের আরবী সাহিত্য ও তাফসীরের অধ্যাপক। তিনি মিসরের জামে আজহারের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও কৃতীবান ছাত্র। আরবী সাহিত্য জগতে তাঁহার বিশেষ সুনাম ও প্রতিষ্ঠা রহিয়াছে এবং বিষয়বস্তুর সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণ হইতে তাঁহার মূল্যবান মতামত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও জনসমাদ্রিত। তিনি আরবী সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি কতিপয় মূল্যবান গ্রন্থের রচয়িতা। তন্মধ্যে (১) الاسلام روح المدنية (২) تاريخ الادب العربى (৩) لباب الخيار فى سيرة المختار ইত্যাদি সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।) স্বীয় আরবী ভাষায় রচিত- 'রিজালুল মুয়া'ল্লাকাতিল আশার' গ্রন্থে যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "বহু তাফসীরকারক, ভাষাবিদ ও ঐতিহাসিক এমন কি এক শ্রেণীর বহু লোক ম্যাসিডোনিয়ার অধিপতি আলেকজাণ্ডারকে যুলকারনাইন উপাধি দান করেন। ইহা মারাত্মক ভুল, কেননা 'যু' শব্দটি খাঁটি আরবী শব্দ এবং যুলকারনাইন আরবের অন্তর্গত ইয়ামেনের বাদশাহগণের উপাধিবিশেষ। তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন যুজাদান (ذوجدان) [যুজাদানের এই লকবে ভূষিত হওয়ার কারণ এই যে, তিনি সর্বপ্রথম ইয়ামেন দেশে গান প্রচলন করেন] যু কালা' (ذوكلاع), যুনাওয়াছ (ذونواس), যুশানাতের (ذوشناتر) এবং যুলকারনাইন। যুলকারনাইনকে আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীতে অশেষ শক্তি দান করেন এবং তাঁহার সাম্রাজ্য ছিল বিরাট। তিনি ইয়াজুজ মাজুজের প্রতিরোধকল্পে প্রাচীন নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম সায়া'ব বিন রায়েশ (صعب بن رائش) এবং রায়েশের নাম হারেছ বিন যি হুদদ বিন আদ বিন নিল মাতাত বিন সাবা (حارث بن ذى سدد بن عاد بن نيل بن ماطاط بن سباء)

কুরআন মজীদে বর্ণিত যুলকারনাইন সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি উত্তরে বলেন, "তিনি হেমিয়ার গোত্রভুক্ত।" ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উক্ত সায়া'ব -হেমিয়ার বংশ সম্ভূত একজন প্রতাপশালী বাদশাহ ছিলেন।

এই তাহকীকের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যুলকারনাইন ও ম্যাসিডোনিয়াধিপতি আলেকজান্ডার এক ব্যক্তি নহেন, কেননা আলেকজান্ডার গ্রীস দেশবাসী এবং যুলকারনাইন আরব দেশবাসী ছিলেন।

এখন ভালোরূপ হৃদয়ঙ্গম করুন ; কেননা ইহাই সত্য এবং ইহা হইতে কোনরূপ অব্যাহতি নাই। বিখ্যাত

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক আবুল ফেদাও স্বীয় ইতিহাস গ্রন্থে এইরূপ প্রমাণ করিয়াছেন। .....
আলিমগণ উল্লিখিত যুলকারনাইনের নবী হওয়ার ব্যাপারে একমত নহেন, অবশ্য তাঁহার উত্তম হওয়ার ব্যাপারে এবং তাঁহার তাকওয়া সম্পর্কে সকলেই একমত। 'যু' লকবধারী বাদশাহগণকে আযওয়া বলা হয়। ইহা 'যু' শব্দের বহুবচন।" (رجال المعلقات العشر)
বর্তমান যুগের ইউরোপীয় পৌরাণিক স্মৃতি-চিহ্নবিশারদগণ বিগত শাম বংশীয় আরবগণের শানদার রাজত্বের বহু সন্ধান দিয়াছেন। ইহার তথ্য তথা বহু বিশিষ্ট খ্যাতনামা বাদশাহের নামও ইতিহাসে দৃষ্টিগোচর হয় না। উদাহরণস্বরূপ বাদশাহ্ হামুরাবীর নাম বলা যায়। তিনি সম্ভবত হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর সমসাময়িক ছিলেন। তিনিই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম আ'ইন কানুন প্রস্তুত করেন। এই কানুনগুলি বাবেলের মিনারায় খোদিত রূপে দেখা যায়। পুরাতন লেখনীতে তাঁহার বড়ই শান, গৌরব ও বুযুর্গি পরিদৃষ্ট হয়। অতএব যুলকারনাইন এরূপ বাদশাহগণের অন্যতম। (ফাঃ কোঃ)
হাফেয ইমাদুদ্দীন ইবনে কাছীর (র) বলেন, "কুরআন শরীফে সেকান্দর প্রথমের বিষয়ে যে উল্লেখ রহিয়াছে, তিনি হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর সমসাময়িক ছিলেন। এই বর্ণনাটি আযরাকী প্রমুখও সমর্থন করিয়াছেন। হযরত ইব্রাহীম (আ) কর্তৃক বায়তুল্লাহ্ শরীফ নির্মাণের পর তিনি তাঁহার সহিত উহা তাওয়াফ করেন এবং আল্লাহ্‌র নামে অনেক কোরবানী করেন। প্রসঙ্গত তাঁহার بداية ونهاية কিতাব দ্রষ্টব্য।
তাঁহার যুলকারনাইন লকব সম্পর্কে ইবনে কাছীর (র) বলেন যে, কাহারও কাহারও মতে রোম ও পারস্যের বাদশাহ্ হিসাবে তাঁহার এই লকব হয়। কেহ বলেন যে, তিনি নেক বান্দা ছিলেন এবং নিজ কাওমকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করিলে একবার তাঁহাকে মস্তকের একদিকে এবং দ্বিতীয়বার অপর দিকে জখম করা হয় বলিয়া তাঁহার এই লকব হয়। কাহারও মতে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ভূ পর্যটনের নিমিত্ত তাঁহার এই লকব হয়।
আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী করিয়া লোক-লশকর ও সমরোপকরণযোগী সমুদয় অস্ত্রশস্ত্র দান করেন। ফলে আরব আযমসহ পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত সমুদয় দেশ তাঁহার করতলগত হয়। উপরন্তু পৃথিবীর বহু কিছু নিদর্শনাবলির জ্ঞান তাঁহাকে দান করা হয়।
তাফসীর সম্পর্কিত রেওয়ায়েত গুলি কষ্টি-পাথরে যাচাইকারী এবং এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়ে অত্যধিক নির্ভরযোগ্য মনীষী হাফেয ইমাদুদ্দীন ইবনে কাছীর (র) এই প্রসঙ্গে কতিপয় দুর্বল সনদ ও প্রমাণ-বিহীন ইসরাইলী রেওয়ায়েত গ্রহণ ও বিশ্বাস সম্পর্কে কঠোর সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। সুতরাং কুরআন মজীদ ও হাদীস শরীফের মুকাবিলায় বনী ইসরাঈলী রেওয়ায়েতগুলি গ্রহণযোগ্য রূপে বিবেচনা করিলে মারাত্মক ভুল হইবে। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, বনী ইসরাঈলী রেওয়াতের দ্বারা মুসলমানগণের মধ্যে বহুবিধ খারাবী ও ফাসাদ বিস্তার লাভ করিয়াছে ও সমূহ ক্ষতি সাধিত হইয়াছে।
ফলকথা, হযরত ইবনে কাছীর (র) বলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা বাদশাহ যুলকারনাইনকে সমুদয় উপকরণাদি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন যদ্দারা তিনি বিজয়াভিযানে প্রসারতা লাভে সমর্থ হন এবং পৃথিবীকে জালিম ও কাফেরের হাত হইতে মুক্ত করিতে থাকেন, আল্লাহ্ তা'আলার তাওহীদের সহিত বিশ্বাস স্থাপনকারীদের রাজত্ব বিস্তার করিয়া যান এবং আল্লাহওয়ালাগণে রাজত্ব কায়েম করেন। (তঃ ইঃ কাঃ)
অতপর যুলকারনাইন এক সফরের প্রস্তুতি করেন। তিনি পশ্চিম দেশের সফর শেষ করিয়া পূর্ব দেশীয় সফরে আগমন পূর্বক সীমান্ত অঞ্চলে এরূপ এক সম্প্রদায় দেখেন, যাহাদের উপর সূর্যকিরণ সরাসরিভাবে পতিত হইতেছিল। তাহারা ছিল গৃহহীন যাযাবর জাতির ন্যায় অসভ্য। তৎপর তিনি এইস্থান হইতে তৃতীয় সফর করেন। তাফসীরকারগণ ইহাকে উত্তর মেরুর সফররূপে চিত্রিত করিলেও কুরআন মজীদ ও হাদীস শরীফে ইহার কোন উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয় না। এই সফরে তিনি এমন এক জাতির সমীপবর্তী হন, যাহাদের ভাষা তিনি বা তাঁহার সঙ্গীগণ কেহই বুঝিতে সক্ষম হন নাই। সম্ভবত তাঁহারা কোন উপায়ে তাহাদের মনোভাব বুঝিতে সক্ষম হন। এই জাতি ও ইয়াজুজ মাজুজের সাম্রাজ্যের মধ্যে দুইটি দুর্ভেদ্য পর্বত পর্দা স্বরূপ দণ্ডায়মান ছিল, অবশ্য এই পর্বতদ্বয়ের মধ্যখানে উন্মুক্ত উপত্যকা ছিল এবং উক্ত উপত্যকা পথ বাহিয়া ইয়াজুজ মাজুজগণ আগমন করিয়া এই লোকগণের উপর অত্যাচার, লুঠতরাজ ও হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করিত। তাহাদের প্রতিরোধ করিবার শক্তি এই লোকগণের ছিল না।
যুলকারনাইনের অসাধারণ শক্তি ও সম্পদ নিরীক্ষণ করিয়া উক্ত লোকগুলির ধারণা হইল যে, এই ব্যক্তির দ্বারা তাহাদের কষ্ট ও মুসিবতের দ্বার রুদ্ধ হইতে পারে। এই জন্য তাহারা যুলকারনাইনের নিকট ইয়াজুজ

www.pathagar.com

মাজুজ কর্তৃক তাহাদের উপর পরিচালিত অকথ্য অত্যাচার ও দুর্দশার কাহিনী পেশ করিয়া আরয করিল যে, বাদশাহ নামদার! এই পর্বতের বিপরীত দিকে অবস্থানকারী ইয়াজুজ-মাজুজ আমাদের দেশে আগমন করিয়া অসহনীয় উৎপাতের সৃষ্টি করে, আমাদিগকে হত্যা করে এবং আমাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়। এবম্বিধ অত্যাচারের প্রতিকার ও ইহার মুকাবিলা করিবার কোনই শক্তি আমাদের নাই। আপনি যদি দয়া পরবশ হইয়া আমাদের ও তাহাদের মধ্যে একটি বাঁধ তৈয়ারি করিয়া দেন, তাহা হইলে আমরা ধনেজনে নিরাপত্তা লাভ করিব। ইহা নির্মাণের ব্যয়ভারও আমরা বহন করিতে প্রস্তুত এবং আপনি ইচ্ছা করিলে কর ধার্য করিয়া আমাদের নিকট হইতেও উসুল করিতে পারেন।

যুলকারনাইন উত্তরে বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে যথেষ্ট দান করিয়াছেন। ধন-সম্পদের কোন অভাব আমার নাই। আল্লাহ্ প্রদত্ত সমস্ত কিছু আমার নিকট মওজুদ রহিয়াছে এবং ইহা তোমাদের মাল হইতে বহু গুণে উত্তম।" প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, অনুরূপ উত্তর হযরত সুলাইমান (আ)-এর পক্ষ হইতে ছাবা দেশের রাণীর কাসেদকেও প্রদত্ত হইয়াছিল।

যুলকারনাইন এই উত্তরের পর বলেন, "হ্যাঁ, তোমরা আমাকে এই ব্যাপারে দৈহিকভাবে সাহায্য দান কর। আমি তোমাদের ও তাহাদের মধ্যে একটি মজবুত প্রাচীর নির্মাণ করিয়া দিতেছি।"

অতপর তিনি আদেশ করেন যে, ইষ্টক আকারে লৌহ শলাকা আমার নিকট আনয়ন কর। এই শলাকাগুলি একত্রিত হইলে তিনি প্রাচীর নির্মাণ শুরু করেন। উক্ত প্রাচীর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থান পরিবেষ্টন করিল এবং উচ্চতায় পর্বত চূড়া বরাবর পৌছিল। এই প্রাচীর নির্মাণ কার্য সমাধা হইলে, তিনি উহার চতুর্দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত করিবার আদেশ দান করেন। অতঃপর অগ্নিতাপে লৌহ প্রাচীরটি একেবারে অগ্নি শলাকার ন্যায় লোহিত বরণ রূপ ধারণ করিলে তিনি আদেশ করেন, এখন গলিত তাম্র আনয়ন কর এবং চতুর্দিক হইতে ইহার উপর ঢালিয়া দাও। তাঁহার আদেশ যথাযথ প্রতিপালিত হইল। লৌহ পাতের মধ্যে তাম্র মিশ্রিত হইয়া জমিয়া শীতল হইলে প্রাচীরটি বড়ই মজবুত ও সুদৃঢ় হইল।

উক্ত প্রাচীর নির্মাণের পর যুলকারনাইন শান্তি লাভ করেন। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করিয়া বলেন, "হে লোকগণ! ইহাও আল্লাহ্র রহমত যে তিনি এই দুষ্টের অনিষ্ট হইতে মানুষকে নিরাপদ করিয়াছেন। অবশ্য যখন আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদা আসিবে তখন ইহা দুর্বল হইয়া যাইবে এবং প্রাচীরের মজবুতী কোন কাজে আসিবে না।"

এই সমস্ত কার্য ঐ যমানায় বাহ্যিকভাবে অসাধারণ ও অলৌকিক তরীকার মাধ্যমে সুসম্পন্ন হইয়া থাকিবে। ইহাকে যুলকারনাইনের কারামতস্বরূপ মনে করিতে হইবে। অথবা ইহাও সম্ভব যে, তৎকালে এই শ্রেণীর অস্ত্রশস্ত্র ও উপাদান পাওয়া যাইয়া থাকিবে, যাহা আমাদের জ্ঞান-বহির্ভূত।

সুতরাং এইভাবে এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর প্রস্তুত হইল যাহা লঙ্ঘন বা ভেদ করিয়া পরপারের ইয়াজুজ মাজুজগণ আগমন করিতে সক্ষম হইল না ; ফলে তাহাদের অত্যাচার রোধ হইল। হকতা'আলা ইয়াজুজ মাজুজকে বর্তমানে এরূপ শক্তি দান করেন নাই যদ্দারা তাহারা এই প্রাচীর ভেদ করিয়া বাহিরে আগমন করিতে সক্ষম। এই প্রতিহত কার্যটি একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ফযল করমে কায়েম রহিয়াছে ও এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত কায়েম থাকিবে। সহীহ হাদীস দ্বারা জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে যে, হযরত ঈসা (আ)-এর আসমান হইতে অবতরণ ও দাজ্জালের কতল হওয়ার পর কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে ইয়াজুজ মাজুজের বাহির হইবার যে ওয়াদা আছে ঐ সময় তাহাদের হইতে অবরোধরূপ পর্দা সরাইয়া লওয়া হইবে এবং তাহারা প্রাচীর ভাঙিয়া এত অধিক সংখ্যক এই দুনিয়ার বুকে বিস্তার লাভ করিবে যাহা একমাত্র সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলাই জ্ঞাত। দুনিয়ার কোন শক্তি তাহাদের মুকাবিলা করিতে অসমর্থ হইবে। তখন হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতি আদেশ হইবে, "আমার খাস বান্দাগণকে লইয়া তুর পাহাড়ের উপর গমন কর।" শেষ পর্যন্ত হযরত ঈসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে হস্ত উত্তোলনপূর্বক দোয়া ফরমাইবেন। ইহার পর ইয়াজুজ মাজুজগণ গায়েবী প্লেগ রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। ইহার বিস্তারিত বিবরণ জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত হাদীস শরীফের امارات الساعة অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ফলকথা, এখন প্রশ্ন হইল যে ইয়াজুজ মাজুজ কাহারা, তাহাদের অবস্থিতি কোথায় এবং তাহাদের অবরোধকারী প্রাচীরটি-ই বা কোথায় ?

এই প্রসঙ্গে নিম্নে আহলে সুন্নত ও জামায়াতের কতিপয় মুহাক্কিক আলিমের অভিমত উদ্ধৃত করা হইল যাহাতে বিষয়টি পরিষ্কাররূপে উপলব্ধি করা সম্ভব হইবে।

এই ব্যাপারে হাফেয ইবনে কাছীর (র) বলেন, "বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফের হাদীস হইতে ছাবেত

www.pathagar.com

হয় যে, ইয়াজুজ মাজুজও মানুষ বটে।" তিনি স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন যে, বনী ইসরাইলী রেওয়ায়েতের দ্বারা এই ব্যাপারে যে সমস্ত বানোয়াট কিস্যা কাহিনী প্রকাশ লাভ করিয়াছে, তদসমূদয়ই ভুল। (তঃ ইঃ কাঃ)

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র) স্বীয় তাফসীর কিতাব 'বায়ানুল কোরআনে' লিখিয়াছেন, "ইয়াজুজ মাজুজের প্রাচীর নির্ধারণকল্পে এক শ্রেণীর লেখক নিজ নিজ মত ও ধারণা খাড়া করিয়াছেন এবং নিজস্ব এই মত ও ধারণার সমর্থনে বহু কিছু করিয়াছেন।" (বাঃ কোঃ)

এই প্রসঙ্গে শাইখুল ইসলাম উমদাতুল মুফাসসিরীন হযরত আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (র) যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি স্বীয় তাফসীর কিতাব 'ফাওয়ায়েদে কোরআনে' বলেন, "ইহা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই জ্ঞাত। ইয়াজুজ মাজুজ সাধারণ মনুষ্য সম্প্রদায় ও জিনদের মাঝামাঝি ধরনের সৃষ্ট জীব। হযরত কা'ব আহবার (রা)ও অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইমাম নববী (র) স্বীয় ফতুয়াতে সমস্ত আলিমগণ হইতে নকল করিয়াছেন যে, ইহাদের নসবের সিলসিলা পিতৃকুল হযরত আদম (আ) পর্যন্ত। কিন্তু মাতৃকুল হযরত হাওয়া (আ) পর্যন্ত পৌঁছে না। ইহারা যেন পিতৃ পক্ষ হইতে সাধারণ মানুষের পিতৃ শরিকী ভাই। ইহা বিচিত্র নহে যে, হযরত তামীমদারী (রা) কোন এক দ্বীপে দাজ্জালকে বন্দী অবস্থায় দেখিয়াছিলেন। সেও এই কওমের অন্যতম। কেবল আদমজাদ খাতুন হযরত মরিয়ম (আ) হইতে ফেরেশতার ফুৎকারের মাধ্যমে সৃষ্ট হযরত ঈসা (আ) যখন আসমান হইতে অবতরণ করিবার পর দাজ্জালকে কতল করিবেন, তখন ইয়াজুজ মাজুজ সম্প্রদায় দুনিয়ার বুকে বাহির হইয়া পড়িবে এবং শেষ পর্যন্ত হযরত ঈসা (আ)-এর দোয়ায় অসাধারণভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। এমতাবস্থায় কুরআন মজীদ ও হাদীস শরীফ হইতে প্রাপ্ত উল্লিখিত বিবরণীগুলি যে ব্যক্তি পেশনযর রাখিবেন, তিনি অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, এক শ্রেণীর মানুষ কর্তৃক মনগড়া কওম ও প্রাচীরের সন্ধানমূলক সমষ্টিগত বিবরণীগুলির একটিও কুরআন মজীদ ও হাদীস শরীফের সহিত সামঞ্জস্য রাখে না। কাজেই, মনগড়া ঐ সমস্ত মত ও ধারণা সঠিক বলিয়া মনে হয় না। অপরপক্ষে, ইহা নছুছ ও সহীহ্ হাদীসের এনকার এবং উপরন্তু মনগড়া ব্যাখ্যা দীনের খেলাফ। অবশ্য বিরোধী দলের সন্দেহ এই যে, পৃথিবীর সমুদয় অংশ যাচাই ও অনুসন্ধানের পরও ইহার সন্ধান মিলেনা কেন? মুফাসসিরীন এই সন্দেহ দূরীকরণের চেষ্টা করিয়াছেন। আল্লামা আলুসী স্বীয় তাফসীর রুহুল মায়া'নীতে এই বিষয়ে বলেন যে, আমাদের ইহা জানিবার সুযোগ-সুবিধা এখনও হয় নাই এবং ইহা খুবই সম্ভব যে, আমাদেরও ঐ কওমের মধ্যে বড় বড় সমুদ্রের অন্তরায় বিদ্যমান। পৃথিবীর সমুদয় জলস্থলের জ্ঞান ও করায়ত্ত করার দাবি নিছক অযৌক্তিক। জ্ঞানের দিক দিয়া ইহাই সমীচীন যে এখন হইতে বেশ কিছু দিবস পূর্বে আমেরিকার কথা কাহারও বিদিত ছিল না। (অনুরূপভাবে আমাদের অতি নিকটে অবস্থিত হিমালয় পর্বতের গর্ভস্থিত সমস্ত কিছু জ্ঞাত হইবার সুযোগ অদ্যাপিও আমাদের হয় নাই।) এখনও এরূপ বহু দেশ অনাবিষ্কৃত অবস্থায় থাকিতে পারে—যাহার জ্ঞান আমাদের নাই। ক্রমে ক্রমে উক্ত অজানা দেশ ও দেশবাসী এবং আমরা—উভয়ের নিকট পরস্পর পরিচিতি লাভ করিবে। অষ্ট্রেলিয়ার পূর্বতীরে সমুদ্রের মধ্যে যে বিরাট প্রাচীরটি বিদ্যমান রহিয়াছে ; অধুনা ইংরাজ বৈজ্ঞানিক ডঃ সি.এম. ইয়াংগ-এর নির্দেশানুযায়ী উহার তথ্য অনুসন্ধান করা হইতেছে। এই প্রাচীরটি দৈর্ঘে হাজার মাইলেরও অধিক, উচ্চতায় হাজার ফিট এবং কোন কোন স্থানে ১২ মাইল প্রশস্ত। ইহার উপর অসংখ্য মানব বসবাস করিতেছে। এই অনুসন্ধান কার্যেরত দলটি সম্প্রতি বাৎসরিক তাহকীকাত করিয়াছে। যদ্দারা সমুদ্রের অত্যাশ্চর্য ও অভিনব রহস্য উদ্ঘাটিত হইতেছে এবং উহা মানুষের নিকট আশ্চর্যজনক একটি নূতন বিশ্বরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। এমতাবস্থায় পৃথিবীর সমুদয় জল ও স্থলের সব কিছুর পূর্ণ আবিষ্কারের দাবি কি করিয়া যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে? যাহা হউক মুখবেরে সাদেক রাসূলুল্লাহ্ (সা) যাহার সততা অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণ করিয়া যখন ঐ প্রাচীরটির বর্ণনাসহ খবর দান করিয়াছেন, তখন উহা সত্য বলিয়া জানা ও বিশ্বাস করা আমাদের উপর ওয়াজেব। আমরা এরূপ ঘটনাবলির প্রতীক্ষায় আছি যদ্দারা অস্বীকারকারী ও সন্দেহ সৃষ্টিকারীদের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়।

ستبدی لك الايام ما كنت جاهلا

ويأتيك بالاخبار مالم تزود -

সময়- তোমার জ্ঞানের অতীত বিষয় জানাবে হায়,
এমন খবর দেবে যার তরে তুমি ছিলে অজানায়।

[আলোচ্য কবিতাটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট পেশ করা হইলে তিনি বলেন, কথাটি নবীদের কালামের অনুরূপ।]

www.pathagar.com

হযরত মুজাদ্দিদ (র) স্বীয় অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা জ্ঞাত হইয়া ঘোষণা করেন যে, পূর্ব কালীন ভারতীয় কাফেরগণের হেদায়েতের নিমিত্ত পাক ভারতে নবী (আ)-গণ আগমন করিয়াছিলেন। সিরহিন্দ শরীফের সন্নিকটবর্তী 'বরছ'[১] নামক স্থানে এই সকল নবী (আ)-এর মাযার শরীফের অবস্থিতির কথা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। হযরত মুজাদ্দিদ (র) ফরমাইয়াছেন, "এই সকল নবী (আ)-এর সৌজন্যেই হিন্দুস্থানে আল্লাহ্ বিষয়ক ইল্‌ম প্রসার লাভ করে। হিন্দুস্থানে নবীর আবির্ভাব না হইলে হিন্দুস্থানের আদি ভাষায় নবীর জন্য 'বসিঠ' শব্দটি হইত না। হযরত আমীর খসরু স্বীয় 'খালেক বারী' পুস্তকে লিখিয়াছেন, "রাসূল পয়গাম্বরকে 'বসিঠ' বলা হয়।" (ছাওয়ানে উমরী মুজাদ্দিদ আলফেসানী) হযরত মুজাদ্দিদ (র) পাক-ভারতে নবী (আ)-গণের আবির্ভাব সম্পর্কে বলিয়াছেন, "পূর্ববর্তী উম্মতগণের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে উপলব্ধি হয় যে, পয়গাম্বরের আবির্ভাব হয় নাই এরূপ স্থান বিরল, এমন কি এই ব্যাপারে ভারতবর্ষ দূরে অনুভূত হইলেও ফকীর অনুভব করে যে, ভারতবাসীর মধ্য হইতে পয়গাম্বর প্রেরিত হইয়াছেন এবং সৃষ্টিকর্তা জাল্লাশানুহুর দিকে দাওয়াত ফরমাইয়াছেন। হিন্দুস্থানের কোন কোন শহরে নবী (আ)-গণের নূররাজি শেরেকীর তিমির রাশির মধ্যেও মশালের ন্যায় দেদীপ্যমানরূপে অনুভূত হয়। এই শহরগুলিকে কেহ্ নির্দিষ্ট করিতে চাহিলে তাহা করা সম্ভব ; এবং দেখা যাইবে যে, কোন কোন পয়গাম্বর (আ) এরূপ আছেন যাঁহার অনুসরণ কেহই করে নাই ও দাওয়াত কবুল করে নাই, কোন কোন পয়গাম্বর (আ) এরূপ আছেন যাঁহার উপর কেবল একজন লোক ঈমান আনিয়াছে, কোন কোন পয়গাম্বর (আ)-এর অনুসরণকারী কেবল দুইজন হইয়াছিল এবং কোন কোন পয়গাম্বর (আ)-এর উপর তিনজন ঈমান আনিয়াছে। এই তিনজন হইতে অধিক নযরে আসে না যাহারা হিন্দুস্থানের কোন পয়গাম্বরের উপর ঈমান আনিয়া থাকিবে অথবা চারিজন লোক একজন পয়গাম্বরের উম্মত হইয়া থাকিবে।" (মকতুব নং ২৫৯ দফতর ১)

বিরোধী ও প্রশ্নকারিগণের নযরে হযরত মুজাদ্দিদ (র)

আল্লাহ্ তা'আলা মানব সৃষ্টি করিয়া প্রত্যেককে স্বতন্ত্র মনের অধিকারত্ব প্রদানপূর্বক

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র)-ও স্বীয় তাফসীর কিতাব--বায়ানুল কোরআনে আল্লামা আ-লূসীর এই অভিমতটি সমর্থন দান করিয়াছেন।

১. অত্র পুস্তকের প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সিরহিন্দ শরীফের সন্নিকটবর্তী ২০ মাইল দূরে 'বরছ' নামক স্থানে ভারতবর্ষে প্রেরিত নবী (আ)-গণের মাযার শরীফ অবস্থিত। একদা ফুরফুরা শরীফের পীর সাহেব কেবলা হযরত মুজাদ্দিদে যমান শাহ্ সূফী মাওলানা আবুবকর সিদ্দিকী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি স্বীয় কতিপয় মুরিদসহ সিরহিন্দ শরীফে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর মাযার শরীফ জিয়ারত করিতে গমন করেন। মদীয় পীর সাহেব কেবলা হযরত শাহ্ সূফী মাওলানা আবদুল খালেক (র) ও হযরত শাহ্ সূফী মাওলানা মুহাম্মদ হাতেম আলী সাহেবও উক্ত কাফেলার সঙ্গী ছিলেন। তাঁহারা সকলেই উক্ত সফরকালে 'বরছ' নামক স্থানে গমনপূর্বক ভারতীয় নবী (আ)-গণের মাযার শরীফ যিয়ারত করেন। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ হাতেম আলী সাহেব কর্তৃক বর্ণিত সূত্র মোতাবেক অত্র পুস্তকে ইহা সন্নিবেশিত হইল। –লেখক

www.pathagar.com

পৃথক পৃথক স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দান করিয়াছেন। তাই মানব নিজ মনের আপেক্ষিক গুরুত্ব সহকারে প্রতিটি বিষয়ে দুই ধারায় বিচার বিবেচনা করে ভালো অথবা মন্দ।

ভালো এবং মন্দ এই দুই ধারার প্রেক্ষিতে প্রতিটি কার্যের সহিত দুইটি দিক জড়িত—বিরোধিতা অথবা সমর্থন। বিশেষ করিয়া প্রত্যেক বড় কার্যের সহিত বিরোধিতা দানা বাঁধিয়া উঠে এবং উক্ত বড় কার্যের গুরুত্বের সহিত বিরোধিতার সংখ্যাও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পৃথিবীর আদি হইতে এইরূপে অধিকাংশ নবী (আ) ও সংস্কারকগণের বিরুদ্ধে এই বিরোধীদল বিরোধিতা করিয়া আসিতেছে। নবী (আ) ও নেক লোকগণের জীবন চরিতের আলোচনায় প্রায়শ ইহাদের উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়।

হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। তাঁহার মুজাদ্দিদসুলভ কার্য পদ্ধতির প্রথম দিকে এই বিরোধী দলের মোকাবিলা তাঁহাকে করিতে হইয়াছিল, এমন কি এই দলের চক্রান্তস্বরূপ তিনি কারাগারেও বন্দী হন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার মদদ তাঁহার সহায়। শেষ পর্যন্ত আলিম, নেককার ও মশায়েখগণ এবং রাজনীতিকগণ পর্যন্ত তাঁহার কামালাত তছলীম করিয়া লন। বিরোধিতা করার পর জনসাধারণ তাঁহার সহিত মতৈক্য স্থাপন করার দরুন তাঁহার দরজা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী পর্যালোচনা পূর্বক দেখা যাইবে যে, মক্কাবাসীগণ তাঁহার অনুগামী অথবা বিরোধী--এই উভয় পরিস্থিতির কারণবশত রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাঁহার মু'তাকেদ হন।

হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর কামালাত ও দীন ইসলামের খাতিরে সংস্কারমূলক কার্যকলাপের দরুন উলামায়ে ছু' ও ইসলামের নামে অনর্থ সৃষ্টিকারিগণের অন্তরে নিজ নিজ স্বার্থের অনুকূলে ঈর্ষা জাগিয়া উঠা স্বাভাবিক। এই বিরোধীদল অন্যান্য বিরোধিতামূলক কার্যকলাপের সহিত কতিপয় প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিল। ইহার অধিকাংশই ভুল এবং কতিপয় প্রশ্ন ইল্মে বাতেন সম্পর্কে অনভিজ্ঞতার ফল। এই সকল প্রশ্নের উত্তরে বহু রিসালা রহিয়াছে। হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর পুত্র শাহ মুহাম্মাদ ইয়াহ্ইয়া (র) 'দফায়ে এনকারে মুনকের' 'دفع انار منكر' নামে একখানি পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন। তাঁহার দৌহিত্র শেখ মুহাম্মাদ ফররুখও 'কাশফুল গেতা আ'ন অজহিল খাতা' 'كشف الغطاء عن وجه الخطا' নামে একখানি রিসালা লিখিয়াছেন। মাওলানা মুহাম্মাদ বেগ 'আ'তিয়াতুল ওহ্হাব আল ফাছেলু বাইনাল খাতায়ে ওয়াছ ছওয়াব' 'عطية لوهاب الفاصل بين الخطاء والصواب' নামে একখানি রিসালা মক্কাশরীফে লিপিবদ্ধ করিয়া চার মযহাবের মুফতীগণের মোহরঅঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। মাওলানা আবদুল হাকীম শিয়ালকোটীও এই সকল বিরোধী প্রশ্নকারীর মোটামুটিভাবে উত্তর প্রদান করিয়াছেন। ইহার মর্ম এই যে,

www.pathagar.com

"আমার পীর দাস্তগীর হযরত শেখ আহমদ ফারুকী (র)-এর কালামের বিরুদ্ধে বলার কারণ হইতেছে তাঁহার উক্তির মর্ম উপলব্ধি না করা।" কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথীও হযরত মুজাদ্দিদ (র)-কে সমর্থন করিয়াছেন। হযরত মুজাদ্দিদ (র) স্বয়ং মকতুবাত শরীফে এই সকল বিরোধী প্রশ্নকারীর জবাব প্রদান করিয়াছেন যাহা উত্তমরূপে অনুধাবন করিলেই বিষয়টির তাৎপর্য বোধগম্য হইবে।

তৎকালীন মশহুর আলিম হযরত শেখ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী কতিপয় লিখিত আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনিও নিজ মত পরিবর্তন করিতে বাধ্য হন। এই সমস্ত প্রশ্নের সহিত সম্ভবত শেখ সাহেব নিজ পুত্র নূরুল হক সাহেবকে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রত্যাবর্তনের পর শেখ সাহেব প্রকৃত অবস্থা অবগত হইলে তাঁহার অন্তঃকরণে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর আযমত কায়েম হয়। কিন্তু মাওলানা শাহ আবদুল হকের ন্যায় তৎকালীন গণ্যমান্য ব্যক্তির কলম হইতে যে সমস্ত আপত্তি ও প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল, উহা ফিরাইয়া আনা তাঁহার আয়ত্তাধীন ছিল না, বরং মাওলানা সাহেবের বিরোধিতা মুছিয়া ফেলা সত্ত্বেও কতিপয় বিরোধী ব্যক্তি এই সমস্ত আপত্তি ও প্রশ্নকে সনদরূপে পেশ করিত।

নিম্নে কতিপয় প্রশ্ন ও উহার উত্তরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল ঃ

১. প্রশ্ন ঃ আপনি নিজ পীর হযরত খাজা বাকীবিল্লাহ (র)-এর সম্পর্কে আদবের লক্ষ্য রাখেন না।
   উত্তর ঃ ইহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কেননা হযরত মুজাদ্দিদ (র) কৃত মাবদা ও মা'য়াদ এবং মকতুবাত শরীফে এই কথাটি নিছক মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয়।

২. প্রশ্ন ঃ আপনি হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র) সম্পর্কে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার নুযুল নাকেছ ছিল।
   উত্তর ঃ এই প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ মকতুবাত শরীফের তৃতীয় দফতরের ১২৩ নং মকতুব দ্রষ্টব্য। নুযুল সম্পর্কে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর মত হইতেছে এই যে, হযরত গাউছে আযম (র)-এর উরুজ অধিকাংশ আউলিয়া হইতে উচ্চ ছিল, কিন্তু নুযুল--রূহের মাকাম পর্যন্ত হইয়াছিল যাহা আলমে আছবাবের (স্থুল জগৎ) উপরে অবস্থিত। ইহাতে তাঁহার শানের কি লাঘব হয় ?

৩. প্রশ্ন ঃ আপনি লিখিয়াছেন যে, আমাকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য ছিল যেন ইব্রাহীমী ও মুহাম্মাদী কামালাত একস্থানে সমাবেশ হয়। এরূপ উক্তি অবাঞ্ছনীয়।
   উত্তর ঃ হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর প্রকৃত উক্তি এই যে, "আমি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম যে, বেলায়েতে মুহাম্মাদীকে—বেলায়েতে ইব্রাহীমীর রঙে রঙিন করাই হইতেছে আমাকে পয়দা করার উদ্দেশ্য। যেন বেলায়েতে মুহাম্মাদীর কামালাত

www.pathagar.com

(হুসনে মালাহাত)—বেলায়েতে ইব্রাহীমীর কামালাতের (জামালে ছাবাহাত) সহিত সংমিশ্রিত হইয়া যায়।" (মকতুব নং ৬ দফতর ২) এই বর্ণনার উপর উক্ত প্রশ্নটি খাটে না। অবশ্য ইহা বলা যাইতে পারে যে, এই উক্তিটি সাধারণের জন্য বোধগম্য নহে। হযরত মুজাদ্দিদ (র) তাঁহার মুরিদগণকে ইহার তাৎপর্য বুঝাইয়া দিয়াছেন।

৪. প্রশ্ন ঃ আপনি বলিয়া থাকেন যে, আপনাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খামীরের পরিত্যক্ত মাটির দ্বারা প্রস্তুত করা হইয়াছে।

উত্তর ঃ এরূপ বলিলে দোষ কি বর্তায় ? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় আহলে বাইতের শানে ফরমাইয়াছেন, "তাহাদিগকে আমার তিনাত (মাটি) দ্বারা প্রস্তুত করা হইয়াছে।" হযরত ইবনে মাসঊদ (রা) হইতে খতীব রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, "আমার, আবূ বকরের ও উমরের সৃষ্টি একই তিনাত (মাটি) হইতে করা হইয়াছে।" সহীহ বোখারীর শরাহ্ কেতাবুল জানাযের মধ্যে ইবনে শিরীন হইতে একটি কথা বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবূ বকর এবং উমর একই তিনাত হইতে সৃষ্ট। হযরত আবদুল্লাহ বিন জা'ফর (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন যে, তুমি আমার তিনাত হইতে পয়দা হইয়াছ। শেখ ইবনে আরাবী (র) ফতুহাতে মক্কীয়া গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, হযরত আলী (রা)-এর অজুদ মোবারক—রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তিনাত হইতে। হাদীস শরীফে আসিয়াছে যে, হযরত আদম (আ)-এর তিনাত হইতে খেজুরের সৃষ্টি।

৫. প্রশ্ন ঃ আপনি নিজকে মুজাদ্দিদ আলফেসানী বলেন ?

উত্তর ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে সুনানে আবূ দাউদে বর্ণিত আছে—'আল্লাহ্ তা'আলা এই উম্মতের জন্য প্রত্যেক শত বৎসর পর একজন এরূপ ব্যক্তি প্রেরণ করিবেন যিনি উক্ত শতাব্দীর জন্য ধর্মীয় ব্যাপারে তাজদীদ করিবেন।' হযরত ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র) সুনানে আবু দাউদের টীকায় এই দীনের মুজাদ্দিদগণের বিবৃতি প্রদানপূর্বক নিজকেও মুজাদ্দিদগণের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। এই মর্মে খলীফাগণের মধ্যে হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয (র), আলিমগণের মধ্যে হযরত ইমাম শাফেয়ী' (র), সূফীগণের মধ্যে হযরত শেখ মা'রূফ কার্খী (র), ইল্‌মের রহস্য বর্ণনাকারিগণের মধ্যে হযরত ইমাম গাযালী (র), মুহাদ্দিসগণের মধ্যে হযরত ইমাম শেখ জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র) এবং ফয়েয বিতরণ করার মধ্যে হযরত গাউছুল আযম (র)-কে মুজাদ্দিদ বলা সমীচীন হইবে। এইভাবে হযরত

www.pathagar.com

শেখ আহমদ ফারূকী সিরহিন্দী (র)-কে হিজরী একাদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ বলিলে কি অন্যায় হইবে ?

৬. প্রশ্ন ঃ আপনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণের ব্যাপারে পাঁচটি দরজা কায়েম করিয়া উহা হাসিল করিয়াছেন বলিয়া দাবি করেন? ইহা অসমীচীন মনে হয়।

উত্তর ঃ হযরত মুজাদ্দিদ (র) এই ব্যাপারে পাঁচটি নহে বরং সাতটি দরজা কায়েম করিয়াছেন। উহার সূত্র হইতেছে যথা ঃ (১) শরীয়তের আহকাম পালন, (২) চরিত্র সংশোধন, (৩) হাল ও জওক্বের অনুসরণ, (৪) কাল্‌বের শান্তি অর্জন, (৫) সারওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কামালাতের অনুসরণ, (৬) মাকামে মাহ্‌বুবিয়াতের কামালাতের অনুসরণ এবং (৭) মানুষকে ধর্মের দিকে আহবানের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ। হযরত মুজাদ্দিদ (র) এই দরজাগুলি হাসিল করিয়াছেন বলিয়া দাবি করিলে ইহাতে আশ্চর্য হইবার কি আছে ?

৭. প্রশ্ন ঃ আপনি বলিয়া থাকেন যে, "কামালাতে মুহাম্মাদীয়ার সব কিছু আমা হইতে উদ্ভূত।"

উত্তর ঃ হযরত মুজাদ্দিদ (র) এরূপ উক্তি করেন নাই। অবশ্য তিনি ইহা বলিয়াছেন যে, যে সমস্ত কামালাত আমাকে দান করা হইয়াছে, ইহা একমাত্র রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণের ফল।

৮. প্রশ্ন ঃ আপনি বলেন যে, "আমি আম্বীয়া (আ)-গণেরও উর্ধ্বে আমার মাকাম দেখিতে পাই।"

উত্তর ঃ ইহা ভুল। মকতুবাত শরীফের তৃতীয় দফতরের ১২২ নং মকতুবে আছে যে, এই উম্মতের খাস খাস ব্যক্তি যতই তরক্কী করেন না কেন, তাঁহাদের মস্তক একজন সাধারণ দরজার পয়গাম্বরের পদ পর্যন্তও পৌঁছিতে সক্ষম নহে।

৯. প্রশ্ন ঃ আপনি বলেন যে, "আমি আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয়তম হইবার ব্যাপারে এইরূপ মাকামে পৌঁছিলাম যেস্থানে রাসূলেরও ওয়াস্তা (মধ্যস্থতা) নাই। যদি কোন ওয়াস্তা থাকিয়া থাকে তাহা রাস্তা অতিক্রমকালে ছিল। উক্ত স্থানে পৌঁছিলে ঐ ওয়াস্তা সম্পর্কচ্যুত হয়।"

উত্তর ঃ ইহাও ভুল। মকতুবাত শরীফের তৃতীয় দফতরের ১২১ নং মকতুবে এরূপ লিখিত আছে যে, জয্‌বা ইত্যাদি তরীকায় ওয়াস্তা না হওয়ার যে উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহার দ্বারা রাসূলের আবির্ভাবের জরুরত সম্পর্কে একটুও প্রয়োজন নাই এরূপ যেন ধারণা করা না হয়। কেননা ইহা কুফরী ও শরীয়তের এনকার করার পর্যায়ভুক্ত। হাদীস শরীফে আসিয়াছে যে, "বান্দা যখন নামায পড়ে তখন

www.pathagar.com

বান্দা ও আল্লাহ্ তা'আলার মধ্যের পরদা উঠিয়া যায়।" মকতুবাত শরীফের তৃতীয় দফতরের ২৮ নং মকতুবে আছে যে, "আমি দৌলতের শরীক। কিন্তু এই শরীক হওয়া এরূপ-যেরূপ খাদেমের সম্পর্ক তাহার মনিবের সহিত হইয়া থাকে।" দৌলতের অর্থ এ স্থলে ফয়েয।

হযরত শাহ গোলাম আলী দেহলভী (র) হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে একজন কামেল ফকীর ছিলেন। তিনি হযরত শাহ আবদুল আ'যীয দেহলভী (র)-এর মুরিদ ছিলেন। তিনি স্বীয় سبع سيارة (ছবয়ে' ছাইয়ারা) নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, "হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর বিরুদ্ধে শেখ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র) যে সমস্ত প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন, ইহাদের ব্যাপারে টীকার আকারে হযরত শাহ আবদুল আ'যীয (র) লিখিয়াছেন, 'হযরত শেখ আহমদ (র)-এর লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে ফয়েয পৌঁছিবার ব্যাপারে কোন কোন লোকের মধ্যে অনেক উসিলার মাধ্যমে আসিয়া থাকে, কিন্তু ফয়েযে ওহ্হাবী (আল্লাহর দান) পৌঁছিবার ব্যাপারে কোন উসিলার দরকার নাই এবং ইহাই ঠিক; কেননা যে সমস্ত ওয়াস্তা ছিল, উহা শিক্ষাকালীন অবস্থার সময়ে ছিল। যখন রাস্তা শেষ হইল এবং নৈকট্য হাসিল হইল, তখন ওয়াস্তা কোথায় রহিল ?"

১০. প্রশ্ন ঃ আপনি নিজকে আল্লাহ্র মুরিদ বলিয়া থাকেন। ইহা আদবের খেলাফ।

উত্তর ঃ কুরআন শরীফে আছে- يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ "তাহারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের ইচ্ছা করে।" এই আয়াত শরীফটি সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর শানে নাযিল হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য এই যে, তাঁহারা হইতেছেন আল্লাহ তা'আলার যাতের মুরিদ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হস্তে বাইয়াত করার অর্থই হইতেছে আল্লাহ্ তা'আলার সহিত বাইয়াত করা। اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ। "যাহারা আপনার হস্তে বাইয়াত গ্রহণ করে তাহারা আল্লাহ্রই হস্তে বাইয়াত গ্রহণ করিয়া থাকে।" (সূরা ফাত্হে)

১১ প্রশ্ন ঃ আপনি বলেন যে, "আমি তরবিয়াতের ব্যাপারে অন্য হইতে উত্তম তরবিয়াতপ্রাপ্ত হইয়াছি। এই ব্যাপারে কেহ আমার পর্যায়ভুক্ত নহে।"

উত্তর ঃ 'অন্য' শব্দটির দ্বারা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাক জাত বুঝায় ? কখনই নহে। মকতুবাত শরীফের তৃতীয় দফতরের ১২১ নং মকতুব দ্রষ্টব্য। হযরত গাউছে ছাকালাইন (র) বলেন, "যখন মুরিদ তাহার পীরের অবস্থায় পৌছে, তখন তাহাকে পীর হইতে পৃথক করিয়া দেওয়া হয় এবং তাহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন হয়। তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এই ব্যক্তির ভার গ্রহণ করেন।"

www.pathagar.com

অত্র অনুচ্ছেদের সহিত হাছান খান কাবুলী বিরোধী কার্যকলাপও বিশেষভাবে জড়িত। কিন্তু এই আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। (ছাওয়ানে উমরী মুজাদ্দিদ আলফেসানী ও মকতুবাত শরীফ)

ওফাত

ওফাতের কয়েক মাস পূর্বে হযরত মুজাদ্দিদ (র) বলিতেন, "মনে হয় আমার বয়স এখন ৬৩ বৎসর।" সুন্নতের পায়রবী করার উপর যাঁহার এত অনুরাগ আল্লাহ পাকের তরফ হইতে মানবীয় ক্ষমতা-বহির্ভূত বিষয়াদিতে ও সুন্নতের সাদৃশ্য তাঁহাকে দান করা হইয়া থাকে।

তাঁহার বয়সের শেষ শা'বান মাসে অভ্যাস অনুযায়ী তিনি ১৫ই শা'বানের রাত্রে ইবাদত করিবার জন্য নিভৃত প্রকোষ্ঠে গমন করেন। ভোরে তিনি ঘরে তশরিফ আনিলে বিবি সাহেবা ফরমাইলেন, "জানা নাই, আজ কাহাদের নাম হাস্তীর দফতর হইতে কাটা গিয়াছে।" ইহা শুনিয়া হযরত ইমাম রব্বানী মুজাদ্দিদ আল্‌ফেসানী (র) ফরমাইলেন, "তুমি তো ইহা সন্দেহের ভাষায় বলিতেছ, কিন্তু যে স্বয়ং তাহার নাম দফতরে হাস্তী হইতে মিটাইয়া দেওয়া দেখিয়াছে ঐ ব্যক্তির কি হাল হইবে?"

ইহার পর তিনি এরশাদ ও হেদায়েতের সমস্ত কার্য পুত্রগণের উপর সোপর্দ করিয়া নিজের সমস্ত সময় কেবল তেলাওয়াতে কুরআন মজীদ এবং যিকির ও শোগলের মধ্যে কাটাইতে লাগিলেন। নামায ছাড়া তিনি খাস-কামরা হইতে বাহিরে আসিতেন না। নফল রোযা, সদকা ও খয়রাত ইত্যাদি তিনি অত্যন্ত অধিক করিতে লাগিলেন।

হিজরী ১০৩৩ সালের শবে বরাতে হযরত মুজাদ্দিদ (র) প্রকাশ করেন যে, এই বৎসর তাঁহার ওফাত হইবে। ঈদুল-আযহার নামায হইতে ফারেগ হইয়া তিনি নিজ গৃহে তশরীফ আনিলেন এবং স্বীয় খলীফা ও মুরিদগণকে বলিলেন, "রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওমর শরীফের সংখ্যানুযায়ী আমার বয়সও ৬৩ বৎসর হইবে এবং ঐ সময় বড়ই নিকটবর্তী। এখন প্রত্যেকের উচিত যে আল্লাহ্‌র কিতাব ও সুন্নতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর আমল করা অবশ্য কর্তব্য বলিয়া মনে করে।" যিলহজ মাসের মাঝামাঝি হযরত মুজাদ্দিদ (র) হাঁপানী রোগসহ ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হন। রোগ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই সময় তিনি একদিন বলেন, "আমি পীরানে পীর রাহমাতুল্লাহকে দেখিলাম যে, তিনি আমার উপর বড়ই মেহেরবান।" হিজরী ১০৩৪ সালের ১২ই মুহাররম তারিখে তিনি বলিলেন, "এখন মাত্র ৪০/৫০ দিনের মধ্যে আমাকে এই আলমে ফানী (নশ্বর জগত) হইতে সফর করিতে হইবে।" কার্যত ইহাই ঘটিয়াছিল।

www.pathagar.com

একদিন তিনি তাঁহার ওয়ালেদ মাজেদের মাযার শরীফ যিয়ারত করিবার উদ্দেশ্যে গমন করিলেন। তিনি তথায় দীর্ঘকাল মোরাকাবায় মশগুল রহিলেন এবং ঐ গোরস্তানের কবরবাসীর জন্য দোয়া ও মাগফেরাত চাহিলেন। ঐ স্থান হইতে তিনি তাঁহার প্রপিতামহ হযরত ইমাম রফীউদ্দীন (র)-এর মাযার শরীফে গমন করিলেন এবং ঐ স্থানে ও ঐরূপভাবে মোরাকাবা ফরমাইলেন এবং কবরবাসীর জন্য দোয়া ও মাগফিরাত চাহিলেন। ঐ স্থান হইতে বিদায় হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। ২২শে সফর তিনি স্বীয় মুরিদ ও পুত্রগণকে ফরমাইলেন, "মানুষকে যতটুকু দান করা যাইতে পারে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তাহা দান করিয়াছেন।" ইহা শুনিয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণের উপর তাঁহার বিচ্ছেদ হইবার এক গভীর ছাপ পড়ে। ২৩শে সফর তিনি স্বীয় পোশাক পরিচ্ছদ ফকীরদিগকে দান করেন। ঐ দিন হাঁপানী রোগের আক্রমণ বিশেষভাবে আরম্ভ হইল।

ওফাতের ঠিক পূর্ব জুময়ার দিন তিনি জামে মসজিদে গমন করিয়া অনেক ওসীয়ত করেন। পূর্বেও একবার তিনি বাঁচিয়া থাকা হইতে আশাহীন হইয়া ওসীয়ত করিয়াছিলেন। এইবার অনেক কথা বলিবার পালা আসিল। ওসীয়ত দুনিয়া সংক্রান্ত বিষয়ে ছিল না বরং ছিল দীনের বিষয়াদি সম্পর্কে হেদায়েত। সুন্নতে নববীর একটুও যেন তরক না করা হয় এই বিষয়ের দিকে তিনি সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট করেন এবং ইহাও ফরমান, "আমার তাজহীয ও তাকফীন (মৃত ব্যক্তির কাফন ও গোসল ইত্যাদি) যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত অনুযায়ী পালন করা হয়। গোসলের সময় যেন আমার পুত্রগণ ও দুইজন খলীফা মওজুদ থাকেন।" তিনি ইহাও ফরমাইয়াছেন, "আমার কবর যেন পাকা না করা হয়—অল্প দিনের মধ্যে নাম ও নিশান বাকি না থাকে।"

এক বর্ণনায় লিখিত আছে যে, তিনি কেবল জুময়ার দিন খাস কামরা হইতে বাহিরে আসিতেন। অন্য বর্ণনা মতে তিনি শেষ সময় পর্যন্ত পাঞ্জেগানা নামায জামায়াতের সহিত আদায় করেন। ইহাতে এইরূপ মনে হয় যে, খাস কামরার নিকটেই জামে মসজিদ ছাড়া কোন মসজিদ ছিল যেখানে তিনি পাঞ্জেগানা নামায আদায় করিতেন। এই নামাযে তাঁহার পুত্র খাযীনাতুর রহমত ইমামতি করিতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতেছে যে, খাযীনাতুর রহমত—দরজায়ে ক্বাইউমীপ্রাপ্ত হন নাই, নতুবা দরজার অন্যান্য বিষয়ে তিনি দ্বিতীয় ক্বাইউম হইতে কম ছিলেন না।

ওফাতের পূর্ব রাত্রিতে সকলের অনুরোধে তিনি উঠিয়া বসেন ও যে সমস্ত হাকীকত তিনি অবগত হইয়াছিলেন তাহা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, 'আমার হিম্মতের পাখি পাক-আস্তানা পর্যন্ত পৌঁছিলে আওয়াজ আসিল যে, ইহাই হাকীকতে কা'বা। ইহার পর আরও উরুজ হইল এবং মাকামে ছেফাতে হাকীকীয়া পর্যন্ত পৌঁছিলাম যাহা

www.pathagar.com

অজুদে যাতে মওজুদ রহিয়াছে। তৎপর আমি শুয়ুনাতে যাতী পর্যন্ত পৌছিলাম এবং ঐ স্থান হইতে যাতে বাহত পর্যন্ত পৌছিলাম যাহা সমস্ত নিসবত ও এতেবারাত (এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি) হইতে বিমুক্ত এবং জিল্লিয়াতের ধূলি ঐ স্থান পর্যন্ত পৌছিতে অক্ষম।"

ইহারপর ক্রমে তিনি অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িলেন। ওফাতের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তাঁহার আমলের মধ্যে কোন প্রভেদ হয় নাই। যেই রাত্রির ভোরে তিনি দুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহণ করিবেন, উক্ত রাত্রিতে তিনি তাঁহার অভ্যাসগত আমল অনুযায়ী তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য উঠিলেন এবং বড়ই এতমিনানের সহিত ওযূ করিয়া নামায পড়িলেন। তিনি খাদেমদিগকে ফরমাইলেন, "তোমরা আমার শুশ্রূষার ব্যাপারে বড়ই তকলীফ উঠাইয়াছ। এখন এই তকলীফ শেষ হইল।" পরে তিনি ফজরের নামাযও জামায়াতের সহিত আদায় করেন ও মোরাকাবা করেন।

তৎপর তিনি এশরাকের নামায একাগ্রতার সহিত আদায় করেন। ইহার পর তিনি দোয়ায়ে মাছুরা পড়িতে থাকেন। এস্তেঞ্জা করিবার জন্য তিনি তশ্‌ত (পাত্র) তলব করেন। খাদেম পাত্র হাজির করিলে তিনি বলিলেন, "এখন এতটুকুও অবসর নাই যে এস্তেঞ্জা করিবার পর তাজা ওযূ করি।" বিছানায় তিনি মস্তক উত্তর দিকে এবং মুখ কেবলার দিকে করিয়া শয়ন করিলেন। ডান হাত গণ্ড মোবারকের নিচে রাখিয়া তিনি যিকিরে মশগুল হইলেন। নিশ্বাস ঘন ঘন দেখিয়া তাঁহার পুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "হুযূর! মেযাজ কেমন আছে?" তিনি ইরশাদ ফরমাইলেন, "ভাল আছি। যে দুই রাকাত নামায আদায় করিয়াছি ইহাই যথেষ্ট।" ইহাই তাঁহার শেষ কালাম। অন্তিম সময় তিনি যিকিরে যাত—আল্লাহ আল্লাহ বড়ই বেশি করিতে লাগিলেন এবং যিকির করিতে করিতে তাঁহার রূহ মোবারক রফীকে আ'লার সহিত মিলিত হইলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। হিজরী ১০৩৪ সাল মোতাবেক ঈসায়ী ১৬২৪ সালের ২৮শে সফর সোমবার এশরাকের সময় ৬৩ বৎসর বয়সে তিনি ইন্তিকাল ফরমান।

তাঁহাকে গোসল দেওয়ার সময় নিম্নলিখিত ঘটনাটি প্রকাশ পায়। তিনি নামাযে কেয়াম থাকাকালীন দুই হাত যেরূপ বাঁধিতেন, তাঁহার দুই হাত মোবারক ঠিক অনুরূপ ভাবে বাঁধা ছিল। গোসল দিবার সময় কয়েকবার হাত খুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু হাত পূর্বের ন্যায় বাঁধা অবস্থায় ফিরিয়া আসে। তাঁহার চেহারা মোবারকে মৃদু হাসি ফুটিয়াছিল। তাঁহাকে সুন্নতী সংখ্যা অনুযায়ী কাফন দেওয়া হইয়াছিল।

হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর দ্বিতীয় পুত্র খাজা মুহাম্মাদ ছাঈদ (র) তাঁহার জানাযার নামায পড়াইলেন এবং খাস সিরহিন্দ শরীফে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হযরত খাজা মুহাম্মাদ ছাদেক (র)-এর কবর মোবারকের পার্শ্বে তাঁহাকে দাফন করা হয়। এই পবিত্র স্থান

www.pathagar.com

সম্পর্কে তিনি তাঁহার মকতুবে লিখিয়াছেন, "আমার কাল্‌বের নূর এই স্থানে উদ্ভাসিত হইতেছে।"

সিরহিন্দ বলিও না ইহা কুহেতূর
এ পাক জমির সব নূরে ভরপুর।

তাঁহার জানাযা মোবারক এই মাযার পাকে নীত হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার পুত্র হযরত ছাদেক (র)-এর কবর মোবারক পূর্ব দিক দিয়া প্রায় এক হাত সরিয়া যায় ও মাযার পাকের স্থান প্রশস্ত হয়। কাজেই পশ্চিম দিকে তাঁহার কবর মোবারক খনন করা হইল এবং এই স্থানে তাঁহাকে দাফন করা হইল। এই মাযার মোবারক অদ্যাবধি আম ও খাস সকলের যিয়ারতগাহ্‌। প্রতি বৎসর ২৮শে সফর এই স্থানে ইছালে সওয়াব হইয়া থাকে। এই মহফিলে পাক ভারত তথা পৃথিবীর অন্যান্য স্থান হইতেও বহু মুসলমান সমবেত হইয়া মুজাদ্দিদী ভাণ্ডারের বরকত ও ফয়্যুযাত লাভ করিয়া থাকেন। এই স্থানে সর্ব অবস্থায় শরা-শরীয়তের পাবন্দীর প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হইয়া থাকে।

www.pathagar.com

একাদশ পরিচ্ছেদ

হযরত মুজাদ্দিদ (র) লিখিত কিতাবাদি

হযরত মুজাদ্দিদ (র) অনেক কিতাব ও রিসালা লিখিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কিতাবগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ ঃ

১. মাআ'রেফে লাদুন্নিয়া, ২. রেছালায়ে মাবদা ও মা'য়ার, ৩. রেছালায়ে জযবা ও ছুলুক, ৪. রেছালায়ে মোকাশেফাত, ৫. রেছালায়ে শারহে রোবা আইয়াত খাজা বাকীবিল্লাহ, ৬. রেছালায়ে তাহ্লিলিয়া, ৭. রেছালায়ে রদ্দিশীয়া, ৮. তালিকাতে আ'ওয়ারেফ, ৯. রেছালায়ে এছবাতে নবুয়ত। ইহা ছাড়া ৫৩৬ খানি মকতুবের সমন্বয়ে তিন খণ্ড মকতুবাত শরীফ যাহার প্রথম খণ্ডে ৩১৩টি মকতুব, দ্বিতীয় খণ্ডে ৯৯টি মকতুব ও তৃতীয় খণ্ডে ১২৪টি মকতুব সংকলিত হইয়াছে।

নিম্নে মকতুবাত শরীফ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হইল। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের প্রত্যেকটি ভাব ও বিষয় বস্তুর সৌকর্যে মহামূল্যবান সম্পদ বিশেষ।

মকতুবাত শরীফ–প্রথম দফতর ঃ ইহাকে দুর্‌রুল মা'রেফাত অর্থাৎ মা'রেফাতের মুক্তা বলা হয়। ইহাতে মোট ৩১৩টি মকতুব (পত্র) সংকলিত হইয়াছে। হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর মুরিদ খাজা ইয়ার মুহাম্মাদ জদীদ বদখশী তালেকানী ইহার সংগ্রহীতা। মকতুবাতের দ্বিতীয় দফতরের ভূমিকায় লিখিত আছে যে, হযরত মুজাদ্দিদ (র) ৩১৩ খানি মকতুব একত্রিত হওয়ার কথা শ্রবণ করিলে ইরশাদ ফরমাইলেন, "৩১৩ সংখ্যাটি একটি মোবারক সংখ্যা কেননা প্রেরিত রাসূলগণের সংখ্যা এই এবং বদরে অংশগ্রহণকারী যোদ্ধাগণের সংখ্যাও এই। এই জন্য এই দফতরটিকে এই মোবারক সংখ্যার উপর বরকতের জন্য খতম করা হউক।"

মকতুবাত শরীফ–দ্বিতীয় দফতর ঃ ইহাকে নূরুল খালায়েক অর্থাৎ সৃষ্টির আলো বলা হয়। ইহা একটি ঐতিহাসিক নাম। ইহা হিজরী ১০১৯ সনে সংকলিত হয় এবং নামের অক্ষরের সংখ্যার মান হইতেও সংকলনের তারিখ সূচক হিজরী সনটি নিরূপিত হয়। ইহাতে মোট ৯৯টি মকতুব সংকলিত হইয়াছে। হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর মুরিদ খাজা আবদুল হাই ইবনে খাজা চাকার হেছারী ইহার সংগ্রহীতা। তিনি লিখিতেছেন,

www.pathagar.com

"হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর দৌহিত্র মখদুম যাদা শেখ মাজদুদ্দীন ওরফে হযরত খাজা মুহাম্মাদ মাছুম (র)-এর হুকুমে আমি এই মকতুবগুলি একত্রিত করিয়াছি।" তৃতীয় দফতরে ভূমিকায় লিখিত আছে যে, ৯৯ মোবারক সংখ্যা বরাবর মকতুব সংগৃহীত হইলে দ্বিতীয় দফতর শেষ করা হয়। কেননা আসমায়ে হুসনার সংখ্যা ইহাই।

মকতুবাত শরীফ–তৃতীয় দফতর ঃ ইহাকে মা'রেফাতুল হাকায়েক অর্থাৎ হাকীকত দর্পণ বলা হয়। ইহাতে ১২৪টি মকতুব সংকলিত হইয়াছে। হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর মুরিদ ও খলীফা খাজা হাশেম কাশামী বোরহানপুরী (র) ইহার সংগ্রহীতা। হিজরী ১০৩১ সনে তিনি হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর সান্নিধ্যে থাকিয়া এই মকতুবগুলি সংগ্রহ করেন। সংগ্রহীতা কর্তৃক লিখিত ভূমিকা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, এই খণ্ডে কুরআন মজীদের সূরাগুলির সংখ্যা অনুযায়ী ১১৪টি মকতুব আছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাতে মোট ১২৪খানি মকতুব রহিয়াছে। মকতুব নং ১১৫-এর হাশিয়ায় লিখিত আছে যে, পরবর্তী বর্ণিত ৯ খানি মকতুব সম্ভবত পরে লিখিত হইয়া ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে। অতএব, পূর্ববর্তী সংখ্যার সহিত ৯ যুক্ত হইয়া মোট মকতুবসংখ্যা হইল ১২৩খানি। তৎপর ১২৪ নং মবতুবের হাশিয়ায় লিখিত আছে যে, এই মকতুবখানিও পরে প্রাপ্ত হইয়া সংযোজিত হইয়াছে। এই মকতুব সংযোজিত করার পর এই দফতর সমাপ্ত করা হইয়াছে। হযরত খাজা মুহাম্মাদ মাছুম (র) এই মকতুব খানি সম্পর্কে বলিয়াছেন, "এই মকতুব খানি পবিত্র মকতুবাতের মধ্যে শামিল ছিল না।"

হযরত মুজাদ্দিদ (র) এক মকতুবে হযরত মীর মুহাম্মাদ নু'মান (র)-কে লিখিয়াছেন, "আপনি লিখিয়াছিলেন যে, তৃতীয় দফতর কাহার নামে রেজিস্ট্রী করা হইবে। ফকীর পূর্বেও ইহা আপনার নামে লিখিতে নির্দেশ দিয়াছিল এবং এখনও উহাই নির্দেশ করিতেছে।......সব সময় অন্তঃকরণের তাওয়াজ্জুহ ও আকর্ষণ আপনার দিকেই থাকে।" এই উক্তিসহ সমগ্র মকতুবটি তৃতীয় দফতরে ১২ নং মকতুবরূপে সন্নিবেশিত আছে।

হযরত মীর নূমান (র) আরজ করেন যে, "এই বিচ্ছুরিত ও বিক্ষিপ্ত মুক্তাগুলিকে একত্রিত করিয়া তৃতীয় দফতরের সম্পদ তৈয়ার করা হউক।" তাঁহার এই আরজু কবুল হইল এবং ৩০টির কিছু বেশি মকতুব জমা হইল। তৎপর কিয়ৎদিবস প্রতিবন্ধকতার মধ্যে কাটিয়া গেল। "হিজরী ১০৩১ সালে এই হাকীর হুযুরের বড় দরবারে 'খাক নশিনীর' সৌভাগ্য লাভ করে।" এই সময় হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর লেছানুল গাইবের সমুদ্র উথলিয়া উঠে।...মবতুবের সংখ্যা ১১৩ পর্যন্ত পৌঁছিল। ইহা হইতে بَاقِی শব্দটির সংখ্যার উদ্দেশ্য প্রকাশ পাইতেছে। ইহাতে তিনটি রহস্য যথা ঃ (১) হযরত খাজা মুহাম্মাদ বাকীবিল্লাহ (র)-এর নাম, (২) এই মা'রেফাতগুলি কিয়ামত পর্যন্ত বাকি থাকা এবং (৩) মাকামে বাকার দিকে ইশারা। তৃতীয় দফতর এই সংখ্যাতে শেষ করা হয়।

www.pathagar.com

ইহাও দৃষ্ট হয় যে, মোল্লা তাহের বদখশীর চিঠির উত্তরস্বরূপ লিখিত মকতুবটিও ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়া শেষ মোহর অঙ্কিত করিয়া কুরআন মজীদের ১১৪টি সূরার সংখ্যায় তৃতীয় দফতর সমাপ্তির আদেশ করা হয়।

ফলকথা মকতুবাত শরীফের তিন খণ্ডে সংকলিত মোট ৫৩৬খানি মকতুবের মধ্যে ২০খানি মকতুব তাঁহার পীর হযরত খাজা বাকীবিল্লাহ (র)-এর নামে লিখিত, ২ বা ৩ খানি মকতুব তাঁহার কোন স্ত্রীলোক মুরিদা—এক ছালেহা আওরত এই শিরোনামায় লিখিত, একখানি মকতুব নাম প্রকাশ না করিয়া তৎকালীন বাদশাহকে (সম্ভবত বাদশাহ জাহাঙ্গীর) লিখিত, একখানি মবতুব হৃদয়রাম হিন্দুকে লিখিত এবং অবশিষ্ট মবতুবগুলি সমসাময়িক মুতাকেদীন ও মুরিদীনকে লিখিত।

হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর লিখিত মকতুবগুলি প্রত্যেকটি মহা মূল্যবান সম্পদ। সমগ্র মকতুবাত শরীফের প্রধান প্রধান বিষয়বস্তু নিম্নে আলোচনা করা হইল ঃ

(ক) আল্লাহ্ তা'আলার জাত, সিফাত ও তাওহীদ সম্পর্কে বর্ণনা। (খ) কুরআন শরীফের হাকীকত ও তাৎপর্যের ব্যাখ্যা তৎসহ কতিপয় আয়াতের তফসীর ও হাদীস শরীফের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা। (গ) ইসলামী শরীয়তের ব্যাখ্যা। ফিকাহের কিতাব পাঠের প্রতি গুরুত্ব ও শরীয়তের আহকাম পালনের প্রতি কঠোর তাকিদ। (ঘ) হাকীকত, মা'রিফাত, উচ্চ ইল্ম ও বাতেনী কাশ্ফ ইত্যাদির বর্ণনা ও উহাদের সহজ-সরল ব্যাখ্যা। (ঙ) রাসূলুল্লাহ (সা) ও সুন্নতে নববীর প্রশংসা এবং সুন্নতের পায়রবীর কঠোর তাকীদ। (চ) সাহাবায়ে কিরাম (রা) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের গুণাবলি বর্ণনা ও তাঁহাদের অনুসরণের তাকীদ। (ছ) দীন ইসলামের আকীদার বর্ণনা এবং উহা আমল ও বিশ্বাসের প্রতি গুরুত্ব দান। (জ) খাস্ভাবে হযরত আবূ বকর সিদ্দিক ও হযরত ওমর (রা)-এর বড় শান ও বুযুর্গীর ব্যাখ্যা। অবশিষ্ট সাহাবী (রা)গণেরও শান ও বুযুর্গীর ব্যাখ্যা তৎসহ ইসলামের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারিগণের প্রতি হুঁশিয়ারি। (ঝ) পূর্ববর্তী সূফীগণের শুদ্ধ ও অশুদ্ধ বাণীগুলির বিশ্লেষণ। (ঞ) বিদআতের কদর্যতার ব্যাখ্যা ও বিদআত রহিতকরণ। তৎসহ ওয়াজেব, মোস্তাহাব, হালাল, হারাম ইত্যাদির ব্যাখ্যা। (ট) ওয়াহ্দাতুল অজুদ মতবাদের ব্যাখ্যা। (ঠ) দুনিয়াদার আলিম ও জাহিল সূফিগণের দুষ্কর্মের বর্ণনা, তাঁহাদের সংসর্গ ও ভ্রান্ত আ'কীদা ও শরার খেলাফ রসমগুলির জাল বিদীর্ণকরণ, অপর পক্ষে হক্কানী আলিমগণের প্রশংসা ও তাঁহাদের সোহবতের তাকীদ। (ড) তৎকালীন দীনী অবস্থার বিশ্লেষণ ও সংস্কারমূলক কর্মপদ্ধতি পরিচালনাসহ মুসলমানগণের পরস্পর ঐক্য ও সংহতির প্রতি গুরুত্ব দান। (ঢ) নকশবন্দীয়া তরীকার বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনাসহ অন্যান্য সিলসিলার বর্ণনা। (ণ) শরীয়তের মোকাবিলায় কতিপয় তাসাউফের কিতাবের বিশ্লেষণ ও

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা। (ত) মুজতাহিদীন ইমামগণের অনুসরণের তাকীদ। তৎসহ ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মযহাবের ভূয়সী প্রশংসা। (থ) মুরিদ, মুতাকেদ, প্রতিবেশী ও অন্যান্য লোকের অর্থনৈতিক ও নানাবিধ সুবিধার্থে বাদশাহ, ওমরাহ ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট সুপারিশ। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই নিজের জন্য নহে। সন্তান-সন্ততি ও পরিবারবর্গের ইসলাহ, প্রতিপালন ও অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতি গুরুত্ব ও উপদেশ প্রদান। (দ) দীনী ইল্‌ম অর্থাৎ কুরআন শরীফ, হাদীস শরীফ ও বিশেষ করিয়া ইল্‌মে ফিকহের মাধ্যমে শরীয়তের বিধানগুলি পূর্ণভাবে জানিবার জন্য নিজ সন্তান-সন্ততি, পরিবারবর্গ ও মুরিদগণকে কঠোর তাকীদ।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, তিন খণ্ডে সংকলিত মকতুবাত শরীফে সর্বমোট ৫৩৬ খানি মকতুব স্থান লাভ করিয়াছে। উক্ত মকতুবগুলির ২৫খানি ব্যতীত সমুদয়ই ফারসী ভাষায় লিখিত, কেননা তৎকালে হিন্দুস্থানে ফারসী ভাষা ছিল রাজভাষা। অবশিষ্ট ২৫ খানি মকতুব আরবি ভাষায় লিখিত, যাহা হইতে সুস্পষ্টরূপে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, তৎকালে আরবি ভাষায় লিখিত কতিপয় পত্র বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের দরবারিগণের নামে লিখিত হইয়াছিল। ইহা হইতে সুস্পষ্ট হয় যে, শাহী দরবারের কিছুসংখ্যক ব্যক্তি আরবি ভাষায় বিশেষ দক্ষ ছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তাঁহাদের দক্ষতা সত্ত্বেও তাঁহারা বহুবিধ বিদআত ও কুসংস্কার হইতে নিজকে মুক্ত করিতে সক্ষম হইতেন না। ফারসী ভাষার সহিত আরবী ভাষার প্রচার ও প্রসার বহুল পরিমাণে ছিল। নিম্নে আরবী ভাষায় লিখিত মকতুবগুলির বিবরণী প্রদত্ত হইল ঃ

(ক) মকতুবাত শরীফের প্রথম দফতরে আরবী ভাষায় লিখিত ১৫খানি মকতুব স্থান লাভ করিয়াছে। যথা ঃ মকতুব নং ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ১২০, ১৩৫, ১৫৮, ২০৫, ২৪৭, ২৮৯, ২৯৭, ৩০৩ ও ৩০৮।

(খ) মকতুবাত শরীফের দ্বিতীয় দফতরে আরবি ভাষায় লিখিত ৩খানি মকতুব স্থান লাভ করিয়াছে। যথা ঃ মকতুব নং ১৯, ৫১ ও ৬৬।

(গ) মকতুবাত শরীফের তৃতীয় দফতরে আরবি ভাষায় লিখিত ৭খানি মকতুব স্থান লাভ করিয়াছে। যথা ঃ মকতুব নং ৪৫, ৪৬, ৫১, ৭৪, ১১৭, ১১৮ ও ১১৯।

(ঘ) হযরত মুজাদ্দিদ (র) আরবি ভাষায় লিখিত মকতুবগুলির দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুন্নতে আ'দীয়া অর্থাৎ আরবি ভাষায় কথা বলার সুন্নতটিও পালন করেন।

(ঙ) মকতুবাত শরীফের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করিলে ইহা পরিদৃষ্ট হইবে যে, তিনি একটি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি মাফিক যিনি যে কাজের যোগ্য তাঁহাকে সেই বিষয়ে কর্ম সম্পাদনের আদেশ দান করিয়াছেন। যেমন যাঁহার দ্বারা ইসলাহের কার্য হইবে—তাঁহার নিকট এরূপ আদেশ করিয়াছেন। অনুরূপভাবে কাহাকেও

www.pathagar.com

শরীয়ত—কাহাকেও তরীকত ইত্যাদি বিভিন্নরূপ কার্য সম্পাদনের আদেশ প্রদান করিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ শেখ ফরীদ, ছদরে জাহান, খান আযম প্রমুখের মাধ্যমে ইসলাহের কার্য সম্পাদনের আদেশমূলক মকতুব লিখিয়াছেন।

একদিকে আবুল ফযলের যাদুকরী প্রভাব এবং অন্যদিকে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর কলমের শক্তি স্থাপন করিয়া যাচাই করণের ক্ষেত্রে আন্দাজ করিলেই উপলব্ধি করা সম্ভবপর হইবে যে, রচনা শক্তিতে কে অধিক শক্তিশালী। অধিকন্তু হযরত মুজাদ্দিদ (র) ধর্মীয় হাকায়েক বর্ণনার ক্ষেত্রে তৎকালীন সময়ের সহিত সঙ্গতি পুরাপুরি বজায় রাখিয়াছেন। তিনি উহাই বলিতেন যাহা ১৩০০ বৎসর পূর্বে বলা হইত কিন্তু তাঁহার বর্ণনা ভঙ্গিমায় শ্রবণকারীদের উপলব্ধি হইত যে, যেন তাহারা কোন নূতন কথা শ্রবণ করিতেছে। যেন একটি নূতন দর্শন, নূতন দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা এবং নূতন শৃঙ্খলা তাহাদের সম্মুখে পেশ করা হইতেছে। ইহাই মুজাদ্দিদ সুলভ কোড়া যদ্দ্বারা তিনি নিজ যামানার সাধারণ লোকের মস্তিষ্কের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইতেন এবং তৎপর তাহাদের অন্তকরণে যাহা ইচ্ছা করিতেন—ঢালিয়া দিতে সক্ষম হইতেন। উলামায়ে ছু যেই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে বদ্‌দীনী সৃষ্টি করিয়াছিল, হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর মকতুবগুলি পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, তিনি ঠিক ঐ সমস্ত বিশ্লেষণ দ্বারা সরাসরিভাবে কুরআন মজীদের শিক্ষা ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নতগুলির আযমত ও বুযুর্গি লোকের অন্তঃকরণে ঢালিয়া দিতেন।

হযরত মুজাদ্দিদ (র) স্বীয় মুজাদ্দিদ সুলভ তেজস্বিতা ও অনুপ্রেরণার দ্বারা দরবারী আমীরগণকে বশীভূত করেন, কিন্তু এই পর্যায়ের পর তাঁহার উপর কিছু কষ্ট আপতিত হয়। তৎকালীন কতিপয় আলিম হযরত মুজাদ্দিদ (র)-কে ও তাঁহার আদর্শকে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম না হইয়া তাঁহাদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির দরুন তাঁহার উপর দোষ বর্তায় এবং ঈর্ষা ও বিদ্বেষ বশত তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করেন। তাঁহাদের কেহ কেহ তাঁহাকে কাফের ও ফাসেক বলিয়া ফতোয়া প্রচার করেন ও বাদশাহকে বদগুমান করিতে প্রয়াস লাভ করেন। ফলে কিছু দিনের জন্য তিনি শাহী আদেশে গোয়ালীয়র দুর্গে বন্দী হন। কয়েদখানার এই দিনগুলি তাঁহার আনন্দময় ছিল–যাহা তিনি মকতুবাত শরীফে স্বয়ং উল্লেখ করিয়াছেন।

কিন্তু সত্যিকার সূর্য কতদিন লুক্কায়িত থাকিবে ? সাময়িক আবরণে ঢাকা পড়িলেও পুনঃ তাহার জ্যোতির্ময় রূপ পৃথিবীকে সমুদ্ভাসিত করিবে। দ্বিতীয় হাজার বর্ষের মুজাদ্দিদরূপে যাঁহার আগমন তাঁহাকে মানব সুলভ বাধা-বিপত্তি দিয়া রোধ করা ছিল অসম্ভব। তাঁহার কর্তব্য সম্পাদনে ছিল আল্লাহ তা'আলার মদদ।

www.pathagar.com

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী (র)-এর সন্তান-সন্ততি

হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর সাত পুত্র ও দুই কন্যা ছিলেন। পুত্রগণ ঃ

১. হযরত খাজা মুহাম্মদ ছাদেক (র)

২. হযরত খাজা মুহাম্মদ ছাইদ—খাযীনাতুর রহমাত (র)

৩. হযরত খাজা মুহাম্মদ মা'ছুম—উরওয়াতুল উছকা (র)

৪. হযরত মুহাম্মদ ঈছা

৫. হযরত মুহাম্মদ ফররুখ

৬. হযরত মুহাম্মদ আশরাফ এবং

৭. হযরত শাহ মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া (র)।

মুহাম্মদ ঈছা, মুহাম্মদ ফররুখ ও মুহাম্মদ আশরাফ শৈশবেই ইন্তিকাল করেন। অবশিষ্ট পুত্রগণের বিষয় ইনশাআল্লাহ পরবর্তী খণ্ডে আলোচিত হইবে।

কন্যাগণ ঃ খাদীজা বানু ও উম্মে কুলছুম। তাঁহারা শৈশবেই ইন্তিকাল করেন।

হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর আওলাদগণ সকলেই নেক এবং জাহেরী ও বাতেনী ইল্‌মে ভরপুর ছিলেন। নকশবন্দীয়া ও মুজাদ্দিদীয়া তরীকা তাঁহাদের দ্বারা বড়ই প্রচার লাভ হয়।

খাজা মুহাম্মদ ছাদেক ও খাজা মুহাম্মদ ছাইদ (র)-এর মাযার হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর মাযারে অবস্থিত। খাজা মুহাম্মদ মা'ছুম (র)-এর মাযার এক আলীশান গম্বুজে 'অবস্থিত। খাজা শাহ মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া (র)-কে হযরত মুজাদ্দিদ (র)-র মাযাবের বেষ্টনীর মধ্যে পশ্চিম দিকে দাফন করা হইয়াছে এবং তাঁহার মাযারের উপর একটি ছোট গম্বুজ তৈয়ার করা হইয়াছে। এই গম্বুজটি হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর মাযাবের গম্বুজের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত। সিরহিন্দ শরীফ শহরে আজিও উক্ত মাযার সকল বিদ্যমান এবং ইহা আম ও খাস সকল শ্রেণীর লোকের যিয়ারতগাহ।

www.pathagar.com

হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর খলীফাগণের নাম

১. হযরত মীর মুহাম্মদ নূমান আকবরাবাদী
২. হযরত শেখ তাহের লাহোরী
৩. হযরত শেখ নূর মুহাম্মাদ খতনী
৪. হযরত শেখ মুয্যাম্মেল পূরবী
৫. হযরত শেখ হামীদ বাঙ্গালী
৬. হযরত শেখ হামীদ বিহারী
৭. হযরত মাওলানা ফর্রুখ হোসেন
৮. হযরত সৈয়দ বাকের সারঙ্গপুরী
৯. হযরত সৈয়দ মুহেবুল্লাহ মানকপুরী
১০. হযরত মাওলানা শেখ আবদুল হাদী বদাউনী
১১. হযরত শেখ আব্দুল হাই
১২. হযরত মাওলানা আমানুল্লাহ লাহোরী
১৩. হযরত শেখ তাহের বদখশী
১৪. হযরত আল্হাজ্ খেজের আফগান
১৫. হযরত মাওলানা সাদেক কাবুলী
১৬. হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ হাশেম (খাদেম)
১৭. হযরত খাজা মুহাম্মাদ হাশেম বোরহানপুরী
১৮. হযরত মুর্শেদ মীর যামান বেগ
১৯. হযরত শেখ ফযলুল্লাহ বোরহানপুরী
২০. হযরত মাওলানা হামীউদ্দীন আহমদাবাদী
২১. হযরত হাজী হোসাইন
২২. হযরত শেখ দাউদ সাওকী
২৩. হযরত মাওলানা গাজী নওগুজরাতী
২৪. হযরত শেখ নূর মুহাম্মদ বিহারী
২৫. হযরত খাজা মুহাম্মাদ সিদ্দিক কাশমী দেহলভী
২৬. হযরত শেখ বদীউদ্দীন সাহারান পুরী
২৭. হযরত শেখ আহমদ দীনি (দেওবন্দী)
২৮. হযরত শেখ আবদুল কাদের আম্বালবী
২৯. হযরত শেখ মুহাম্মাদ হারী
৩০. হযরত শেখ সলীম বেননূরী
৩১. হযরত শেখ আদম বেননূরী
৩২. হযরত মাওলানা বদরুদ্দীন সিরহিন্দী
৩৩. হযরত শেখ খিযির বাহলুল পুরী
৩৪. হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ সমরকন্দী
৩৫. হযরত মাওলানা আবদুল গফুর সমরকন্দী
৩৬. হযরত মাওলানা সালেহ্ কোলাবী

www.pathagar.com

৩৭. হযরত শেখ করিমউদ্দীন বাবা হাসান আবদালী

৩৮. হযরত আদম খান

৩৯. হযরত আল্হাজ মুহাম্মাদ ফরগনী

৪০. হযরত মাওলানা ইয়ার মুহাম্মাদ কাদীম তালেকানী

৪১. হযরত মাওলানা ইয়ার মুহাম্মাদ জাদীদ

৪২. হযরত সূফী কোরবান কাদীম

৪৩. হযরত সূফী কোরবান জাদীদ আর্কানজী

৪৪. হযরত মাওলানা কাসেম আলী

৪৫. হযরত শেখ হাসান বার্কী

৪৬. হযরত শেখ ইউসুফ বার্কী

৪৭. হযরত শেখ আবদুর রহীম বার্কী

৪৮. হযরত মাওলানা ছগির আহমদ রুমী হানাফী

৪৯. হযরত শেখ আবদুল আযীয নহবী মাগরেবী মালেকী ইয়া হাম্বলী

৫০. হযরত শেখ আলী আল মুহাক্কেক মালেকী মাদানী

৫১. হযরত শেখ জয়নুল আবেদীন

৫২. হযরত শেখ আলী তাবারী শাফেয়ী মক্কী

৫৩. হযরত শেখ আহ্মদ ইস্তম্বুলী হানাফী

৫৪. হযরত ফকীহ ওসমান ইয়া মনী-শাফেয়ী

৫৫. হযরত সৈয়দ মোবারক শাহ বোখারী

৫৬. হযরত মাওলানা হাসান বোখারী

৫৭. হযরত কাজী তাওলাক বোখারী

৫৮. হযরত শেখ ঈছা মাগরেবী মুহাদ্দিছ

৫৯. হযরত শেখ মুহাম্মদ মাদানী

৬০. হযরত সৈয়দ হোসায়েন মানকপুরী এবং তাঁহার সাহেব জাদাগণ রাহমাতুল্লাহে আলাইহিম আজমাইন।[১]

---

১. আল্ কালামুল মুন্জী-

www.pathagar.com

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

আলফেসানী রাহ্মাতুল্লাহ্ আলাইহির ইবাদত ও অভ্যাসাদি

দুনিয়াবাসী যাঁহাকে কেবল মুরশেদ অথবা কুতুবে আলমের খেতাব দিয়াই সন্তুষ্ট হন নাই বরং দ্বিতীয় হাজারের মুজাদ্দিদরূপে তছলীম করিয়াছেন, তাঁহার ইবাদতের আধিক্য যে একটি অতি স্বাভাবিক ব্যাপার ইহাতে সন্দেহের অবকাশ কোথায় ?

হযরত মুজাদ্দিদ আল্‌ফেসানী রাহ্মাতুল্লাহ্ আলাইহি ইবাদত ও আদতের ব্যাপারে পুরাপুরি সুন্নতে নববীর অনুসরণ করিতেন। তিনি বলিতেন, "আল্লাহ্ তা'আলা যাহা কিছু আমাকে দান করিয়াছেন তাহা একমাত্র তাঁহার ফযল ও করমবশত এবং হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর উসিলায়।" তিনি কাগজের উপর লিখিত বিষয় বা কাগজের লিখন ও হাফেযে কুরআনের বড়ই তাযীম করিতেন। হাদীসে বর্ণিত খাস খাস সময়ের দোয়াগুলি রীতিমত বাধ্যতামূলকভাবে পড়া যেন তাঁহার স্বাভাবিক আমল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই সমস্ত দোয়া যেন ইচ্ছা ব্যতিরেকে আপনা-আপনি প্রকাশ লাভ করিত। নিম্নে তাঁহার ইবাদত ও অভ্যাসাদির বর্ণনা করা হইল।

রাত্রিকালীন আমল ঃ হযরত মুজাদ্দিদ (র) স্বদেশে অথবা বিদেশে অবস্থান -কালীন কি গ্রীষ্ম কি শীত–সর্ব অবস্থায় অর্ধরাত্রি অতিবাহিত হইবার পর জাগরিত হইতেন এবং এই দোয়া اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ পড়িতেন এবং নিম্ন আয়াতটিও اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّوْرَ - ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ - هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰى اَجَلًا - وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ - وَهُوَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَ فِى الْاَرْضِ - يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَ جَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ- (সূরা আন'আম) পড়িতেন।

www.pathagar.com

পায়খানায় আদব ঃ ইহার পর তিনি পায়খানায় গমন করিতেন। প্রবেশকালীন প্রথমে তিনি বাম পা তৎপর ডান পা রাখিতেন এবং এই দোয়া اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ পাঠ করিতেন। পায়খানায় উপবিষ্ট অবস্থায় তিনি বাম পায়ের উপর বিশেষ চাপ দিতেন। পায়খানাঅন্তে তিনি তিন, পাঁচ বা তদূর্ধ্ব বেজোড় সংখ্যার ঢিলার সাহায্যে এস্‌তেঞ্জা করিতেন। তৎপর পানি দ্বারা ধৌত করিতেন। পায়খানা হইতে বাহির হইবার সময় প্রথমে ডান পা স্থাপন করিতেন এবং বাহির হওয়ার দোয়া اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّى الْاَذٰي وَعَافَانِىْ পাঠ করিতেন।

ওযূ করিবার আদব ঃ ওযূ করিবার সময় তিনি কেবলামুখী হইয়া বসিতেন এবং অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে ওযূ করিতেন। তিনি বদনা হাতের বাম দিকে রাখিতেন এবং প্রথমে এই দোয়া بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى دِيْنِ الْاِسْلَامِ - اَلْاِسْلَامُ حَقٌّ وَّ الْكُفْرُ بَاطِلٌ - পড়িতেন।

তিনি প্রথমে ডান হাতে পানি ঢালিতেন তৎপর বাম হাতে। ইহার পর উভয় হাতকে একত্র করিয়া ধুইতেন ও অঙ্গুলিগুলিকে খেলাল করিতেন। কুলি করিবার সময় মেসওয়াক ব্যবহার করিতেন এবং তিনবার ডান দিকে ও তিনবার বাম দিকে তৎপর জিহ্বার উপর মেসওয়াক করিতেন এবং অতিরিক্ত করিলে বেজোড় সংখ্যার দিকে খেয়াল রাখিতেন। প্রথমত ডান দিকের উপরের দাঁতগুলিতে ও পরে নিচের দাঁতগুলিতে এবং ইহার পর বাম দিকের উপরের দাঁতগুলিতে ও তৎপর নিম্নের দাঁতগুলিতে মেসওয়াক করিতেন। প্রত্যেকবার ওযূ করিবার সময় তিনি অবশ্যই মেসওয়াক করিতেন এবং ওযূর শেষে মেসওয়াক খাদেমদের দিয়া দিতেন। তাঁহারা ইহা পাগড়ির ভাঁজে রাখিয়া দিতেন। তিনি কুলির পানি দূরে নিক্ষেপ করিতেন এবং তিনবারের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। তিনি কুলি করিবার সময় এই দোয়া اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَعَلٰى تِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ عَلٰى صَلٰوةِ حَبِيْبِكَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ পড়িতেন। তিনবার তাজা পানি দ্বারা পৃথক পৃথকভাবে তিনি নাকে পানি দিতেন এবং এই দোয়া اَللّٰهُمَّ اَرِحْنِىْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَاَنْتَ مِنِّىْ رَاضٍ –পড়িতেন।

তৎপর চেহারা মোবারকের উপর খুব ধীরে ও কোমলতার সহিত কপালের উপর হইতে পানি ঢালিতেন এবং ডান হাত ডান গণ্ডের উপর এবং বাম হাত বাম গণ্ডের উপর অতিক্রম করাইতেন। ডাইনকে বামের উপর অগ্রগামী করিতেন যেন সূচনা ডান

www.pathagar.com

দিক হইতে হয়। তিনি মুখ ধুইবার সময় এই দোয়া اَللّٰهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِىْ بِنُوْرِكَ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهُ اَوْلِيَاءِكَ وَلَا تُسَوِّدْ وَجْهِىْ يَوْمَ تَسْوَدُّ وُجُوْهُ اَعْدَائِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ - পড়িতেন।

ইহার পর তিনি ডান হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করিতেন এবং প্রত্যেক বার উহার উপর হাত ফিরাইতেন যেন পানির কাতরা অবশিষ্ট না থাকে। বাম হাতও এই নিয়মে ধৌত করিতেন এবং অঙ্গুলিগুলির দিক হইতে পানি ঢালিতেন। ডান হাত ধুইবার সময় তিনি এই দোয়া اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِىْ كِتَابِىْ بِيَمِيْنِىْ وَحَاسِبْنِىْ حِسَابًا يَّسِيْرًا وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ - পড়িতেন। তিনি বাম হাত ধুইবার সময় এই দোয়া اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ تُعْطِيَنِىْ كِتَابِىْ بِشِمَالِىْ اَوْمِنْ وَرَاءِ ظَهْرِىْ وَتُحَاسِبْنِىْ حِسَابًا يَسِيْرًا وَاَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ- পড়িতেন। ইহার পর তিনি ডান চুল্লুতে পানি লইয়া বাম হাতের তালু ও অঙ্গুলিগুলির উপর ঢালিয়া এইভাবে জমিনের উপর ঢালিতেন যেন পানির ছিটা না পড়ে। তৎপর তিনি সমস্ত মাথা মোসেহ করিতেন ও মাথার চতুর্দিকে উভয় হাতের তালু পিছন দিক হইতে সামনের দিক পর্যন্ত ফিরাইয়া আনিতেন এবং দোয়া এই اَللّٰهُمَّ غَشِّنِىْ بِرَحْمَتِكَ وَاَنْزِلْ عَلَىَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ وَ اَظِلَّنِىْ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ - পড়িতেন। ইহার পর (উক্ত পানি দ্বারা) শাহাদাত অঙ্গুলির দ্বারা তিনি কানের ভিতর দিক ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা কানের বাহিরের দিক মোসেহ করিতেন এবং এই দোয়া اَللّٰهُمَّ اَعْتِقْ رَقَبَتِىْ مِنَ النَّارِ وَرِقَابَ اٰبَائِىْ وَاَعِذْنِىْ مِنَ السَّلَاسِلِ وَالْاَغْلَالِ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ - পড়িতেন। ইহার পর ডান পা টাখনু পর্যন্ত তিনবার ধৌত করিতেন এবং প্রত্যেকবার উহার উপর এইভাবে হাত ফিরাইতেন যেন শুকাইবার উপক্রম হইত। অনুরূপভাবে বাম পা ধৌত করিতেন এবং এই দোয়া اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ تَزِلَّ قَدَمِىْ وَقَدَمَ وَالِدِىْ عَلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ يَوْمَ تَزِلُّ اَقْدَامُ لِمُنَافِقِيْنَ وَ الْكَافِرِيْنَ فِى النَّارِ ،

www.pathagar.com

بِحُرْمَةِ النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلاَمُ – পড়িতেন। ওযূ শেষ হইবার পর তিনি এই দোয়া اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ وَاَجْعَلْنِىْ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ وَاَجْعَلْنِىْ مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ – وَاَجْعَلْنِىْ مِنَ الَّذِيْنَ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ وَاَجْعَلْنِىْ عَبْدًا شُكْرًا وَاَجْعَلْنِىْ اَنْ اَذْكُرَكَ كَثِيْرًا وَ اُسَبِّحَكَ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلاً – اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ – পাঠ করিতেন ও সূরা انا انزلنا শেষ পর্যন্ত পাঠ করিতেন এবং এই দোয়া اَللّٰهُمَّ اشْفِنِىْ بِشِفَاءِكَ وَدَاوِنِىْ بِدَوَا ئِكَ وَعَافِنِىْ مِنَ الْبَلاَءِ وَاعْصِمْنِىْ مِنَ الْاَهْوَالِ وَالْاَمْرَاضِ وَالْاَوْجَاعِ – পড়িতেন। তিনি ওযূর শেষে হাত মুখ ইত্যাদি বস্ত্র দ্বারা মুছিয়া ফেলিতেন না।

তাহাজ্জুদ নামায ও মোরাকাবা ঃ উপরিউক্তভাবে ওযূ করিবার পর তিনি উত্তম পোশাক পরিধান করিতেন এবং পূর্ণ সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্যের সহিত নামাযের দিকে মনোনিবেশ করিতেন এবং হাল্কাভাবে দুই রাকায়াত নামায পড়িতেন। এই দুই রাকায়াতের প্রথম রাকায়াতে সূরা ফাতেহার পর এই আয়াত وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوْا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ – اُوْلٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ– (সূরা আল ইমরান) পাঠ করিতেন এবং দ্বিতীয় রাকায়াতে এই আয়াত শরীফ ঃ وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوْا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوْا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا – وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءً اَوْيَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا – (সূরা নিসা) পাঠ করিতেন। তৎপর তিনি তাহাজ্জুদের অবশিষ্ট নামায দীর্ঘ কেরায়াতের সহিত আদায় করিতেন। অধিকাংশ সময় তিনি কুরআন মজীদের দুই তিন পারা পড়িতেন। সময় সময় তাঁহার হুযূরী অবস্থা গালেব হওয়া-বশত অর্ধ রাত্রি হইতে ভোর পর্যন্ত এক রাকায়াতেই কাটিয়া যাইত। এই অবস্থায় খাদেম কর্তৃক ভোর হইয়া যাইবার আওয়াজ শ্রবণ করিয়া তিনি দ্বিতীয় রাকায়াত হালকাভাবে আদায়

www.pathagar.com

করিয়া সালাম ফিরাইতেন। ইহার পর পরবর্তী দুই রাকায়াত দীর্ঘ কেরায়াতের সহিত আদায় করিতেন কিন্তু দ্বিতীয় রাকায়াত প্রথম হইতে কম দীর্ঘভাবে আদায় করিতেন। এই নিয়মে পরবর্তী রাকায়াতগুলি পূর্ব হইতে পরবর্তী কম দীর্ঘভাবে আদায় করিতেন। ইহার পর রাত্রির প্রথম ভাগে বেতের না পড়িয়া থাকিলে তিন রাকায়াত বেতের পড়িতেন। অধিকাংশ সময় ইহাতে প্রথম রাকায়াতে سبح اسم ও দ্বিতীয় রাকায়াতে قل يا ও তৃতীয় রাকায়াতে قل هو الله পড়িতেন। তৃতীয় রাকায়াতে قل هو الله। এর পরে হানাফীগণের কিতাবে উল্লিখিত দোয়ায়ে কুনুতে খফীকে–কুনুতে শাফেয়ীর সহিত মিলাইয়া পড়িতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اهْدِنَا فِىْ مَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنَا فِىْ مَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنَا فِىْ مَنْ تَوَلَّيْتَ - وَبَارِكْ لَنَا فِىْ مَنْ اَعْطَيْتَ - وَقِنَا رَبَّنَا شَرَّمَا قَضَيْتَ - اِنَّكَ تَقْضِىْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ اِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ وَلَا يَعِزُّمَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوْبُ اِلَيْكَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِىِّ -

তিনি অধিকাংশ সময় বার রাকায়াত তাহাজ্জুদের নামায পড়িতেন এবং কখনও কখনও আট কি দশ রাকায়াত পড়িতেন। কখনও কখনও তাহাজ্জুদের নামাযে তিনি সূরা ইয়াসিন পড়িতেন ও বলিতেন যে, ইহা পাঠে অনেক ফায়দা ও অগণিত সওয়াব পাওয়া গিয়াছে। কখনও কখনও তিনি সূরা الم سجدة, সূরা ملك, সূরা مزمل, সূরা واقعة ও চার কুলও পড়িতেন। নামাযের পরে তিনি সূরা আল ইমরানের এই আয়াত ঃ – اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ হইতে শেষ পর্যন্ত পড়িতেন। তৎপর ৭০ বার اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اَسْتَغْفِرُ এবং কখনও কখনও এই আয়াত ঃ رَبِّىْ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَغَفَرَلَهٗ ৭০বার পড়িতেন। ইহার পর ভোর পর্যন্ত তিনি মোরাকাবা করিতেন বা কলেমায়ে তাইয়েবা পড়িতে থাকিতেন। অথবা তিনি ভোরের পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত অনুযায়ী নিদ্রা যাইতেন যেন দুই নিদ্রার মাঝখানে তাহাজ্জুদ অনুষ্ঠিত হয়।

ফযরের নামায ঃ ভোর হইবার পূর্বে তিনি জাগরিত হইতেন এবং নূতন ওযূ করিয়া গৃহে সুন্নত নামায আদায় করিতেন। ইহার পর তিনি কেবলামুখী হইয়া ডান

www.pathagar.com

হস্ত ডান গণ্ডের নিম্নে স্থাপন করিয়া শুইয়া পড়িতেন এবং পরে উঠিয়া মসজিদের দিকে অগ্রসর হইতেন। শেষের দিকে তিনি এইরূপ নিদ্রার অভ্যাস ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি আউয়াল ওয়াক্তে বহু লোকের সহিত জামায়াতে নামায আদায় করিতেন। তিনি স্বয়ং ইমামতি করিতেন এবং طوال مفصل (সূরা হুজরাত হইতে সূরা বুরুজ পর্যন্ত) পড়িতেন। ফরয আদায়ের পর তিনি ঐ বৈঠকেই দশবার لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ – এবং সাতবার اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ পড়িতেন। ইহার পর এই আয়াত শরীফ وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ পড়িতেন এবং حم – تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ হইতে اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ (সূরা মোমেন) পর্যন্ত এবং আয়াতুল কুরসী ও সুরা রুমের আয়াত শরীফ فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ হইতে تُخْرَجُوْنَ পর্যন্ত পড়িতেন। তৎপর তিনি মুসল্লিগণের ডান অথবা বাম দিকে ফিরিয়া দোয়া করিবার জন্য হাত উঠাইতেন ও দোয়ার শেষে উভয় হাত চেহারার উপর ফিরাইতেন।

হালকায়ে যিকিরের মজলিস ঃ ইহার পর তিনি সঙ্গীদের সহিত যিকিরের হাল্কা ও মোরাকাবা করিতেন এবং সূর্য এক নেত্রা পরিমাণ উর্ধ্বে উঠা পর্যন্ত এই কাজে নিমগ্ন থাকিতেন। হালকার মধ্যে তিনি কোন কোন সময় হাফেয সাহেব হইতে কুরআন শরীফ তেলাওয়াতও শ্রবণ করিতেন।

তাঁহার মজলিসে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইত কুরআন পাক ও হাদীস শরীফের অর্থ ও ব্যাখ্যা এবং ওয়ায-নসীহতের উপর। অনেক হাফেয সাহেব ও নবাগত কারীগণ কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করিয়া শুনাইতেন। কুরআন পাক সম্পর্কে মুহব্বত ও অনুরাগের স্ফুরণস্বরূপ তিনি জামীর এই কবিতা সব সময় পাঠ করিতেন ঃ

এ আবে হায়াত হইতে পিপাসা
চাহিনা মিটাতে কভু,
এর মাঝে যেন হরদম মোর
তৃষ্ণা বাড়ান প্রভু।

এশরাক, এসতেখারা ও আউয়াবীনের নামায ঃ ইহার পর তিনি দুই রাকায়াত এশরাকের নামায পড়িতেন। এই নামাযের প্রথম রাকায়াতে তিনি সূরা ফাতেহার পর আয়াতুল কুরসী ও সূরা ইয়াসিনের نُفِخَ فِى الصُّوْرِ পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় রাকায়াতে সূরা ইয়াসিনের শেষ পর্যন্ত ও সূরা الشمس পড়িতেন। তৎপর দুই রাকায়াত নামায

www.pathagar.com

এসতেখারার নিয়তে পড়িতেন। এই নামাযে কোন সময় তিনি প্রথম রাকায়াতে সূরা কাফেরুন ও দ্বিতীয় রাকায়াতে সূরা ইখলাস এবং কোন কোন সময় প্রথম রাকায়াতে সূরা আ'লা, সূরা এনশেরাহ্ ও সূরা কাফেরুন এবং দ্বিতীয় রাকায়াতে সূরা এখলাস তিনবার ও সূরা মাউযাতাইন (সূরা ফালাক ও নাস) এক এক বার করিয়া পড়িতেন। তাশাহ্হুদের পরে দরূদ ও এসতেগফার এইভাবে পড়িতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَااِلٰـهَ اِلاَّ اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اَسْتَطَعْتُ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتُ اَبُوْلُكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَ اَبُوْءُبِذَنْبِى فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهُ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ-

ইহার পর ইসতিখারার দোয়া ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَ اَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ اَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ - اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ مَا اُرِيْدُ مِنْ اَيِّ عَمَلٍ خَيْرٌلِّى فِىْ دِيْنِىْ وَدُنْيَاىَ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةَ اَمْرِىْ اَلْيَوْمَ فَاقْدِرْهُ لِىْ وَيَسِّرْهُ لِىْ ثُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ مَا اُرِيْدُ مِنْ اَيِّ عَمَلٍ شَرِّلِىْ فِىْ دِيْنِىْ وَدُنْيَاىَ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةَ اَمْرِىْ اَلْيَوْمَ فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَ اصْرِفْنِىْ عَنْهُ وَ اقْدِرْهُ لِيَ الْخَيْرَحَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِىْ بِهٖ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ -

পড়িতেন।

তিনি মাগরিবের নামাযের আউয়াবীনের পরও এসতেখারার দোয়া পড়িতেন কিন্তু তথায় اليوم এর স্থলে الليل। পড়িতেন। তিনি এশরাকের নামাযের পরে এই দোয়াগুলি -

اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ - اَللّٰهُمَّ اَسْئَلُكَ خَيْرَمَا فِيْ هٰذَا الْيَوْمِ فَتْحَهُ وَنَصْرَهُ وَنُوْرَهُ وَبَرَكَتَهُ وَهُدَاهُ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا

www.pathagar.com

فِيْ هٰذَا الْيَوْمِ وَشَرِّمَا بَعْدَهُ اَللّٰهُمَّ مَا اَصْبَحَ لِيْ مِنْ نِعْمَةٍ اَوْبِاَحَدٍ
مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ –
পাঠ করিতেন। তিনি সন্ধ্যাবেলায় অধিকাংশ সময় এই দোয়াগুলি পাঠ করিতেন কিন্তু
اَعُوْذُ এর স্থলে الليل এবং اَصْبَحَ স্থলে امسى পড়িতেন। তিনি اليوم
بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا ,তিনবার بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ
يَضُرُّ مَعَ اَسْمِهٖ شَيْءٌ فِيْ الْاَرْضِ وَلَا فِيْ السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ
اَللّٰهُمَّ ,তিনবার সাতবার اَللّٰهُمَّ الْهِمْنِيْ رُشْدِيْ وَاَعِذْنِيْ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ
نَبِّئْنِيْ قَبْلَ اَنْ يُنَبِّئَنِيْ الْمَوْتُ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ
وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ,সাতবার هَدَيْتَنَا
اَللّٰهُمَّ ,সাতবার يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قُلُوْبَنَا عَلٰى طَاعَتِكَ ,সাতবার
رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ ,সাতবার اغْفِرْ لِاُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سُبْحَانَ ১০০ বার এবং سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ ,সাতবার نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ
لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ৩৩ বার এবং اَللّٰهُ اَكْبَرُ ,৩৩ বার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ,৩৩ বার اَللّٰهُ
وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيْرٌ একবার পাঠ করিতেন। তিনি এই চারটি কলেমাকে প্রত্যেক ফরযের পর উপরের বর্ণিত সংখ্যায় পাঠ করিতেন।

নির্জন প্রকোষ্ঠ ঃ ইহার পর তিনি গৃহাভ্যন্তরে গমন করিতেন এবং অবস্থানুযায়ী কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করিতেন। কোন কোন সময় তিনি কলেমায়ে তাইয়েবা বারংবার পড়িতেন। তিনি কোন কোন সময় সালেকগণকে পৃথক পৃথক ডাকিয়া তাঁহাদের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেন এবং প্রত্যেকের অবস্থানুযায়ী এরশাদ করিতেন। অনেক সময় এমনও হইত যে, তিনি সালেকগণের পূর্ব ও পরের পুশিদা অবস্থা স্বয়ং বিস্তারিত বর্ণনা করিতেন এবং মাকামাত ও কাইফিয়ত ইত্যাদি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করিতেন। কোন কোন সময় তিনি খাস খাস মুরিদগণকে আহবান করিয়া তাঁহাদের নিকট রহস্যাদি ও কাশফী মারিফাত বয়ান করিতেন। তিনি ইহা পুশিদা রাখিতে চেষ্টিত থাকিতেন। মা'রিফাত বর্ণনাকালীন সালেকগণের মধ্যে হালের আতিশয্য পরিদৃষ্ট হইত। অনেক সময় মা'রিফাতের ভেদ শ্রবণকালীন তাঁহার তাওয়াজ্জুহের

www.pathagar.com

প্রভাবে ঐ মাকামটির রহস্যদ্বার তালেবগণের নিকট সঙ্গে সঙ্গে উদ্‌ঘাটিত হইয়া হাকীকত উপলব্ধি হইত। তিনি প্রত্যেককে তাহার হাল ও গ্রহণ করিবার শক্তি অনুয়ায়ী যিকির ও ফিকির তালীম ফরমাইতেন এবং প্রত্যেককে উচ্চ আশাবাদী হইতে, সুন্নতের অনুসরণ ও সর্বদা যিকির করিতে এবং হুযূরী মোরাকাবা ও স্বীয় অবস্থা পুশিদা রাখিবার জন্য তাকীদ করিতেন। তিনি কলেমায়ে তাইয়েবা বারংবার পড়িবার জন্য ঔৎসুক্য প্রদান করিতেন এবং ফরমাইতেন যে, সমস্ত আলম এই কলেমায়ে আ'যমের মোকাবিলায় যেন মহাসমুদ্রে একটি পানির বিন্দু। তিনি বলিতেন যে, "এই কলেমায়ে তাইয়েবাটি কামালাতে বেলায়েত ও নবুয়তের সমষ্টি। এই ফকীর উপলব্ধি করিয়াছে যে, যদি আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত জাহানকে এই কলেমা একবার মাত্র পড়িবার বরকতে মাফ করিয়া দেন এবং বেহেশতে প্রেরণ করেন তাহা হইলেও ইহা সঙ্কুলান হইতে পারে।" তিনি আরও বলিতেন, "ইহা হইতে অন্য আরযু অন্তঃকরণে নাই যে, এক নিভৃত স্থানে বসিয়া এই কলেমা বারংবার পড়িয়া আনন্দ লাভ করি ও সৌভাগ্যবান হই কিন্তু কি করা যাইতে পারে-এই আরযু পূর্ণ হয় না।"

(মকতুব নং ৩৭ দফতর ২)

ফরয, ওয়াজেব, সুন্নত, হালাল, হারাম, বিদআত ইত্যাদি বিষয়ে পূর্ণ ওয়াকিফহাল হওয়ার নিমিত্ত তিনি মুরিদগণকে ফেকাহ্ ও ফতোয়ার কিতাব পড়িবার জন্য তাকিদ ফরমাইতেন। সঙ্গীদের সহিত তিনি মৌনতা অবলম্বন করিতেন। তাঁহার সঙ্গীগণের উপর এইরূপ সশ্রদ্ধভয় ও উৎকণ্ঠা গালেব থাকিত যে, তাঁহার সহিত কেহ কোন কিছু বলিবার সাহস করিত না। কাল্‌বের মধ্যে উপর্যুপরি নানারূপ ওয়ারেদাত পড়া সত্ত্বেও কোনরূপ পরিবর্তন তাঁহার চেহারা মোবারকে পরিলক্ষিত হইত না বা কচিৎ চোখে অশ্রু আসিত। হাকীকত বর্ণনাকালীন কোন কোন সময় তাঁহার চিবুক মোবারকে ও চক্ষুতে চমকদার নূর পরিলক্ষিত হইত।

চাশতের নামায ঃ ইহার পর তিনি চাশতের আট রাকায়াত নামায পড়িতেন অর্থাৎ প্রথমের আদায়কৃত চার রাকায়াত ছাড়াই ইহা আদায় করিতেন যেন চাশতের নামায বার রাকায়াত হয়। তিনি কখন কখন সময়ের অল্পতাহেতু এশরাকের নামে পড়া চার রাকায়াতই বা কোন সময় দুই রাকায়াতই যথেষ্ট মনে করিতেন। তিনি চাশতের নামাযে সূরা ফাতেহার পর সূরা আ'লা, সূরা শামস, সূরা লায়ল, সূরা অদ্দাহা এবং চার কুল পড়িতেন। প্রথমত তিনি অধিকাংশ সময় তাহাজ্জুদ, চাশত ও যাওয়ালের নামাযে সূরা ইয়াসিন বারংবার পাঠ করিতেন-এমন কি কোন কোন সময় তাঁহার এই মোবারক সূরা রাত্রদিনে ৮০ বার পড়িবার সুযোগ ঘটিত । তিনি অধিকাংশ সময় চাশতের নামায নির্জন প্রকোষ্ঠে আদায় করিতেন।

www.pathagar.com

আহার ও কাইলুলা (দ্বিপ্রহর কালীন বিশ্রাম) ঃ ইহার পর তিনি অন্দরমহলে গমন করিতেন ও আহার করিতেন। আহারের সময় তিনি নিজ পুত্র ও দরবেশগণকে আহার বন্টন করিতেন। খাদেমগণের কেহ উপস্থিত না থাকিলে তাঁহাদের অংশ রাখিয়া দিবার জন্য এরশাদ ফরমাইতেন। তাঁহার ঘরের খানা বড়ই মযাদার হইত।

তিনি শাহী লশকরের সঙ্গী থাকাকালীন একদা বাদশাহ স্বয়ং সিরহিন্দ শরীফ দিয়া গমন করিতেছিলেন। হযরত মুজাদ্দিদ (র) বাদশাহকে দাওয়াত করিলেন। বাদশাহ আহার করিয়া বড়ই খুশি হইয়া বলিলেন, "আমি জীবনে কখনও এরূপ সুস্বাদু খাদ্য আহার করি নাই।"

তিনি আহার করিবার সময় ডান জানু খাড়া করিয়া রাখিতেন এবং বাম জানু বিছাইয়া দিতেন। কোন কোন সময় তিনি ডান জানু বিছাইয়া দিতেন এবং সময় সময় উভয় জানু খাড়া করিয়া রাখিতেন। তিনি বিসমিল্লাহ্ বলিয়া খাওয়া শুরু করিতেন এবং কোন কোন সময় এই بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ فَا للّٰهُ خَيْرٌ حَا فِظًا وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ দোয়া পড়িতেন ও সূরা কুরাইশ পড়িতেন। আহার নিমকি জাতীয় হইলে খাওয়া শেষে এই দোয়া اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنِىْ هٰذَا الطَّعَامَ اللَّطِيْفَ الْمَلِيْحَ بِغَيْرِ حَوْلٍ وَّلَاقُوَّةٍ – পড়িতেন।

আহার মিষ্টি হইলে هٰذَا الطَّعَامُ اللَّطِيْفُ স্থলে هٰذَا الطَّعَامُ الْحَارُ বলিতেন। তিনি কখনও কখনও এই দোয়া ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَاَسْقَانَا وَاَشْبَعَنَا وَاٰوَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ – পড়িতেন। তিনি কাহারো দাওয়াত খাইলে اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاٰ كِلِهٖ وَلِبَاذِلِهٖ وَلِمَنْ كَانَ لَهُ شَيْئًا فِيْهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَسَلَّمَ – পড়িতেন।

দাওয়াতকারী মওজুদ থাকিলে جَزَاهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا ও গায়েব থাকিলে جَزَاكُمُ اللّٰهُ خَيْرًا পড়িতেন এবং কখনও কখনও এই দোয়া اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ مَاتُحِبُّ وَتَرْضٰى اجْعَلْهَا عَوْنًا عَلٰى مَاتُحِبُّ পড়িতেন; কিন্তু খাওয়ার পর হাত উঠাইয়া তিনি ফাতেহা পড়িতেন না, যেমন আজকাল কেহ কেহ করিয়া থাকেন। তিনি তিন অঙ্গুলির সাহায্যে লোকমা উঠাইতেন। খাওয়ার ইচ্ছা না থাকিলে হলক

www.pathagar.com

পর্যন্ত লইয়া খাওয়ার স্বাদ গ্রহণ করিয়া খাওয়ার অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেন। তিনি কেবল সুন্নতের নিয়তে আহার গ্রহণ করিতেন।

তিনি অতি অল্প আহার করিতেন। গমের দুইটি চাপাতি তাঁহার জন্য যথেষ্ট হইত। তিনি বকরীর গোশ্‌ত ও মগয বড়ই পছন্দ করিতেন। অধিকাংশ সময় তাঁহার দস্তরখানে কাবাবও থাকিত। আহার্য বিষয়ে এইরূপ পাবন্দী করা সত্ত্বেও তিনি ফরমাইতেন, "আখেরী যমানার পরিবেশের দরুন ক্ষুধার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নতের পুরাপুরি অনুসরণ করার সুযোগ হয় না।" তিনি অতি বিনয় ও ভয়ের সহিত আহার করিতেন। তিনি এই বিষয়ে মুরিদগণকে বড়ই তাকীদ করিতেন এবং ফরমাইতেন, "আ'রেফকে ফেরেশতা-খাসলত হইতে মানুষের পর্যায়ে আনয়ন করিতে আহারের মত অন্য জিনিস নাই।" ইহার পর অল্প সময়ের জন্য সুন্নতের নিয়তে কাইলুলা ফরমাইতেন। যোহরের আযানের আল্লাহু আকবর শুনিবামাত্রই তিনি বে-এখতিয়ার তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিতেন এবং চৌকি হইতে জমিতে নামিয়া আসিতেন।

ফাইউয যাওয়ালের নামায ঃ তিনি আযান শ্রবণকালীন জওয়াব দান করিতেন। শাহাদাতের সময় শাহাদাত ও বৃদ্ধাঙ্গুলিতে চুম্বনপূর্বক قُرَّةُ عَيْنِيْ بِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ। বলিয়া চক্ষুতে বুলাইতেন এবং حَيْعَلَتَيْنِ এর সময় لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ ফরমাইতেন ও তৎক্ষণাৎ ওযূ করিয়া মসজিদে তশরীফ আনিতেন। তিনি প্রথমত দুই রাকায়াত তাহিয়্যাতুল মসিজদ পড়িয়া তৎপর চার রাকায়াত সুন্নতে ফাইউয যাওয়াল[১] লম্বা কেরায়াতের সহিত আদায় করিতেন। তিনি বলিতেন, "হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুয়তপ্রাপ্তির পর হইতে ওফাতের সময় পর্যন্ত কখনও সুন্নতে ফাইউয যাওয়াল তরক করেন নাই।" ইহাতে তিনি তেওয়ালে মুফাসসাল পড়িতেন এবং অবস্থানুযায়ী সংক্ষেপও করিতেন।

যোহরের নামায ঃ ইহার পর চার রাকায়াত সুন্নতে মোয়াক্কাদা পড়িতেন এবং একামতের পর স্বয়ং ইমাম হইয়া যোহরের ফরয নামায আদায় করিতেন। তিনি কেরাত লম্বা পড়িতেন এবং নামায শেষ হইবার পর এই দোয়া ঃ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَاِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ পড়িয়া খাড়া হইয়া যাইতেন ও দুই রাকায়াত সুন্নতে মোয়াক্কাদা পড়িতেন। ইহার পর তিনি চার রাকায়াত সুন্নতে যায়েদ পড়িতেন। ইহার পর তিনি যোহরের পরের দোয়ায়ে মাসুরা পড়িতেন।

---

১. ফাইউয-যাওয়াল– সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলিয়া গেলে যে নফল নামায পড়া হয়।

www.pathagar.com

হালকায়ে যিকির, তা'লীম তাওয়াজ্জুহ, আসরের নামায ও খত্মে খাজেগান ঃ ইহার পর তিনি লোকদিগের দিকে তাওয়াজ্জুহ করিতেন ও সঙ্গীদের সহিত হালকা করিতেন এবং হাফেয সাহেব কুরআন শরীফ পাঠ করিতেন। তিনি মুরিদগণকে মোরাকাবা করাইতেন এবং ইহা হইতে অবসর হইবার পর দীনী কেতাবের দুই-এক সবক পড়াইতেন। ছায়া দুই মেছাল হওয়ার পর তিনি নূতন ওযূ করিয়া আসরের চার রাকায়াত সুন্নত আদায় করিতেন এবং বড় জমায়াতের সহিত স্বয়ং ইমামতি করিয়া আসরের নামায আদায় করিতেন। ইহার পর আসরের নামাযের ওয়াক্তের দোয়ায়ে মাছুরা পড়িয়া লোকদের সহিত কথাবার্তা বলিতেন। তাঁহার মুরিদগণ খতমে খাজেগান পড়িতেন ও হালকা করিতেন। হাফেয সাহেব কুরআন শরীফ পাঠ করিতেন এবং তিনি ও তাঁহার সঙ্গীগণ মোরাকাবা করিতেন। তিনি কখনও কখনও সকলের হাল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেন ও সালেকদিগের দিকে তাওয়াজ্জুহ ফরমাইতেন, তাঁহাদের বাতেনী তরক্কীর জন্য চেষ্টা করিতেন বা অন্য কোন নেক কাজে মশগুল থাকিতেন।

মাগরিব ও আউয়াবীনের নামায ঃ ইহার পর তিনি আউয়াল ওয়াক্তে মাগরিবের নামায পড়িতেন এবং ফরয আদায় করার পর ১০ বার لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يَحْيِ وَيُمِيْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَئٍ قَدِيْرٌ পড়িতেন এবং সাতবার اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ পড়িতেন। তৎপর মাগরিবের সুন্নত ও নফল আদায় করিবার পর তিনি চার অথবা কোন কোন সময় ছয় রাকায়াত আউয়াবীনের নামায পড়িতেন। এই নামাযে তিনি অধিকাংশ সময় সূরা ওয়াকেয়া' ও সূরা ইখলাস পড়িতেন।

ইশা ও বেতেরের নামায ঃ আসমান হইতে সাদা আভা দূর হইবার পর তিনি ইশার নামাযের জন্য মসজিদে গমন করিতেন। কেননা ইমাম আযম (র)-এর মতে شَفَق এর অর্থ সাদা আভা—। উহা দূর হইবার পর ইশার সময় আরম্ভ হয়। প্রথমে তিনি দুই রাকায়াত তাহইয়াতুল মসজিদ পড়িতেন। ইহার পর তিনি চার রাকায়াত বা দুই রাকায়াত সুন্নত আদায় করিতেন। তৎপর তিনি ফরয আদায় করিতেন ও দোয়া পড়া ব্যতিরেকে মাত্র উল্লিখিত اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ পড়িয়া উঠিয়া খাড়া হইয়া যাইতেন ও দুই রাকায়াত সুন্নতে মুয়াক্কাদা পড়িতেন। ইহার পর তিনি চারি রাকায়াত মোস্তাহাব পড়িতেন। তৎপর তিনি বেতেরের নামায আদায় করিতেন। ইহার পর সূরা আলিফ লাম্ মীম্ সিজদা পড়িতেন। তিনি কখনও কখনও ফরযের পরে চার রাকায়াতের মধ্যে সূরা সিজদা ও তাবারাকা ও সূরা কাফেরুন ও এখলাস পড়িতেন। তিনি হানাফীগণের কিতাবে উল্লিখিত কুনুতে হানাফীকে কুনুতে শাফেয়ীর সহিত মিলাইয়া

www.pathagar.com

পড়িতেন। ইহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। ইহার পর তিনি দুই রাকায়াত বসিয়া পড়িতেন যাহার প্রথম রাকায়াতে সূরা যিলযিলা ও দ্বিতীয় রাকায়াতে সূরা কাফেরুন পড়িতেন। তিনি শেষ বয়সে মতভেদহেতু এই দুই রাকায়াত নামায পড়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

অযীফা ঃ প্রত্যহ নিয়মিতভাবে তিনি যোহরের নামাযের পরে এবং কখনও কখনও ইশার নামাযের পরে "রেসালায়েসালাত নামী" নামক একটি কিতাব এবং হযরত গাওসুল আ'যম (র)-এর অযীফা পাঠ করিতেন।

নফল নামায ঃ নফলের মধ্যে তিনি যে সমস্ত জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ করিতেন তাহা লেখা অসমীচীন হইবে না। প্রথম দিকে নফল নামাযের মধ্যে তিনি সূরা ইয়াসীন পড়িতেন যাহার সংখ্যা ৮০ পর্যন্ত পৌঁছিত কিন্তু তিনি পরবর্তী জীবনে প্রত্যহ নফলের ভিতর একবার কুরআন শরীফ খতম করিতেন।

নামাযের সাধারণ মসলা ঃ তিনি নামাযের নিয়ত বাঁধিবার সময় উভয় বৃদ্ধাঙ্গুলি কানের লতি পর্যন্ত লইয়া যাইতেন এবং হাতের অঙ্গুলিগুলিকে খোলা ও বিস্তারিত না রাখা অবস্থায় কেবলামুখী করিতেন এবং আল্লাহু আকবর বলিয়া হাত নিচে আনিয়া নাভির নিচে ডান হাত বাম হাতের উপরে এইরূপে রাখিতেন যেন ডান হাতের কনিষ্ঠ ও বৃদ্ধাঙ্গুলি উভয়ে মিলিয়া একটি বৃত্ত হয় এবং তিনটি অঙ্গুলি কবজির উপর থাকে। দাঁড়াইবার সময় তিনি উভয় পায়ের মাঝখানে চার অঙ্গুলি পরিমাণ দূরত্ব রাখিতেন এবং দুই পায়ের কোনটিকে আরাম না দিয়া উভয় পায়ের উপর সমভাবে ভর দান করিতেন এবং তিনি দাঁড়াইবার সময় সেজদার জায়াগায় লক্ষ্য রাখিতেন। তিনি তজবীদ ও অর্থের দিকে গভীরভাবে লক্ষ্য রাখিয়া কেরাত পড়িতেন। ইহার পর তাকবীর বলিয়া রুকূতে যাইতেন এবং পায়ের পাতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ছের মোবারককে পিঠের সমান্তরাল রাখিতেন। অঙ্গুলিগুলিকে খুলিয়া তিনি সজোরে হাঁটু ধরিয়া রাখিতেন যেন ইহা বাঁকা না হয়। ইহার পর দাঁড়াইয়া তিনি বসিবার তসবীহ পরিমাণ বিলম্ব করিতেন এবং একা হইলে সামিয়াল্লাহু লেমান হামিদাহ ও রাব্বানা লাকাল-হামদ বলিতেন। তিনি উভয় সিজদার মধ্যে এক তসবীহ পরিমাণ বসিতেন এবং সিজদার মধ্যে নাকের অগ্রভাগের দিকে দৃষ্টি রাখিতেন। তিনি পেটকে জানু হইতে এবং জানুদ্বয়কে বাহু হইতে পৃথক রাখিতেন। সিজদার সময়ে তিনি সমস্ত শরীরের উপর সমভাবে ভর দিতেন। তাশাহুদের মধ্যে উভয় পায়ের অঙ্গুলিগুলিকে তিনি কেবলামুখী রাখিতেন। তাঁহার সঙ্গিগণ নামাযের মধ্যে তাঁহার অনুসরণ করিতেন, এমন কি অনেকে তাঁহার নামায পড়া দেখিয়া আত্মহারা হইয়া যাইত।

তিনি ইশার নামাযের পর এবং শুইবার পূর্বে সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী, আমানার রাসূলো হইতে শেষ পর্যন্ত, সূরা আ'রাফের اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ

www.pathagar.com

قُلْ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِادْعُوا الرَّحْمٰنَ হইতে শেষ পর্যন্ত এবং চার কুল পড়িতেন। তিনি السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ হইতে مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ পর্যন্ত, সূরা বনী ইসরাঈলের ডান দিকে কাত হইয়া শুইতেন এবং শোয়াকালীন ডান হাতকে ডান চিবুকের নিচে রাখিতেন ও এই দোয়া –

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ رَبِّيْ وَضَعْتُ جَنْبِيْ وَبِكَ اَرْفَعُ لِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِيْ فَاغْفِرْلَنَا وَاِنْ اَرْسَلْتَنَا فَا حْفِظْنَا بِمَا تَحْفِظُ بِهٖ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ - اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيْ اِلَيْكَ وَفَرَّضْتُ اَمْرِيْ اِلَيْكَ وَالْجَاتُ ظَهَرِيْ اِلَيْكَ رَغْبَةً وَ رَهْبَةً اِلَيْكَ - لَامَلْجَاءَ وَلَا مَنْجَاءَ مِنْكَ اِلاَّ اِلَيْكَ - اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ اَنْزَلْتَ وَ بِرَسُوْلِكَ الَّذِيْ اَرْسَلْتَ - اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَحْمَدُكَ بِكُلِّ لِسَانٍ وَ وَسْتَعِيْذُكَ مِنَ الْبَلَايَا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ - اَعُوْذُ بِكَامَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ পড়িতেন।

তিনি এই কলেমা তিনবার আবৃত্তি করিতেন। তৎপর ৩৩ বার সোবহান আল্লাহ্, ৩৩ বার আলহামদুল্লিাহ,৩৩ বার আল্লাহু আকবার এবং একবার لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ اَبَدًا اَبَدًا ذُوْ الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ পড়িতেন।

তিনি কোন সময়ে তাশাহুদে শাহাদাত অঙ্গুলি উঠাইয়া ইশারা করিতেন না কিন্তু কখনও কখনও নফল নামাযে অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করিতেন। তিনি কখনও তারাবীহ্ ও কুসুম ব্যতিরেকে নফল নমায জামায়াতের সহিত পড়িতেন না। তিনি খুসুফের নামায একাকী আদায় করিতেন।

তিনি ভালো-মন্দ প্রত্যেক লোকের পিছনে নামায আদায় করা জায়েয মনে করিতেন। তিনি ভালো-মন্দ প্রত্যেক ব্যক্তির জানাযার নামায পড়িতেন। তিনি রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করিতেন এবং কবর জিয়ারতের জন্য গমন করিতেন। তিনি প্রথম প্রথম স্বীয় পিতার মাযারে গমন করিয়া মাযারের উপর হাত ফিরাইতেন কিন্তু শেষের দিকে মাকরুহ্ মনে করিয়া ইহা পরিত্যাগ করেন। তিনি কবরে চুমা দিতে নিষেধ করিতেন

www.pathagar.com

কিন্তু কবরবাসীকে উসিলা বানাইয়া আল্লাহ তা'আলার নিকট হইতে সাহায্য প্রার্থনা জায়েয মনে করিতেন। তিনি সজোরে যিকির করিতে নিষেধ করিতেন। তিনি শরীয়তের সামান্যতম খেলাফও বরদাশ্‌ত করিতেন না এবং তিনি বলিতেন, "হাল[১]—শরীয়তের অধীন-শরীয়ত হালের অধীন নয়।" তিনি ইহাও বলিতেন, "গায়ের মুকাম্মিল দরবেশগণের[২] ব্যাপারে আমি আশ্চর্য হই যে, তাঁহারা তাঁহাদের কাশ্‌ফের উপর ভরসা করিয়া শরীয়তের খেলাফ কাজ করেন; কিন্তু যদি হযরত মূসা (আ)-ও এই সময় জীবিত থাকিতেন তাহা হইলে তিনি শরীয়তে মুহাম্মদী সা)-এর অনুসরণ করিতেন। হযরত ঈসা (আ) যিনি আসমান হইতে অবতরণ করিবে, তিনিও শরীয়তে মুহাম্মদী (সা)-এর পায়রবী করিবেন।

তিনি নক্‌শবন্দীয়া তরীকা সমস্ত তরীকা হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন এবং বলিতেন, "অন্যান্য তরীকায় যে সমস্ত নিয়ামত শেষ পর্যায়ে প্রাপ্ত হওয়া যায় এই তরীকায় উহা প্রারম্ভেই হাসিল হয়।"

তিনি সহীহ বোখারী, মেশকাত, হেদায়া, শরহে মাওয়াকেফ (আ'কীদামূলক কিতাব) ইত্যাদি পড়াইতেন এবং বলিতেন, "ইল্‌মে যাহের অর্জন করা সূফীদের সুলুকের অগ্রগণ্য।" তিনি নামায, রোযা ইত্যাদি ইসলামের জরুরী মসলাগুলি শিক্ষা করা ফরয মনে করিতেন। তিনি সুন্নতঅনুযায়ী দিনগুলিতে সফর করিতেন কিন্তু কোন খাস ঘণ্টা বা মিনিটে রওয়ানা হওয়া খারাপ মনে করিতেন। তিনি আল্‌হামদু লিল্লাহ ও আসতাগফিরুল্লাহ খুব বেশি পড়িতেন। তিনি বিপদরাজিকে বাতেনী তরক্কীর উপলক্ষ বলিয়া মনে করিতেন।

লেবাস ঃ তাঁহার পোশাক-পরিচ্ছদ সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর অনুরূপ ছিল। তাঁহার মাথায় পাগড়ি, মেসওয়াক পাগড়ির ভাঁজে গোঁজা, পাগড়ির শিম্‌লা দুই কাঁধের মধ্যস্থলে, কোর্তার চাক-দুই কাঁধের উপর কাটা, পায়জাম পায়ের গিটের অনেক উপরে উঠানো, পায়ে পাদুকা, হাতে লাঠি ও কাঁধের উপর জায়নামায থাকিত। দ্বিতীয় হাজারের মুজাদ্দিদের এই ছিল পোশাক-পরিচ্ছদ। তিনি নামাযে, হালকায় এবং রাজদরবারে এইরূপ পোশাকই সর্বদা ব্যবহার করিতেন।

জুময়া, ঈদ ও তারাবীহের নামায ঃ তিনি জুময়ার নামায হানাফী আলিমগণের তরীকামত আদায় করিতেন এবং জুময়ার ফরয আদায়ের পর ৭ বার সূরা এখলাস এবং ৭ বার সূরা মাউযাতাইন (সূরা ফালাক ও নাস) বিসমিল্লাহ্‌সহ পড়িতেন।

---

১. হাল—কাল্‌ব ও রূহের উপর আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে যে অবস্থা প্রকাশ পায়।

২. যে দরবেশ—তরীকতের সমুদয় ধাপ তায় না করার দরুন অপরকে কামেল করিতে পারেন না।

www.pathagar.com

জুময়া আদায়ের পর সতর্কতার খাতিরে তিনি যোহরের নামাযও আদায় করিতেন, কেননা জুময়ার সমস্ত শর্ত কতক ফকীরের মতে সেই সময় পাওয়া যাইত না। তিনি এইভাবে নিয়ত করিতেন ঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَةٍ اٰخِرَ فَرْضِ الظُّهْرِ اَدْرَكْتُ وَ قْتَهُ وَ لَمْ اُؤَدِهٖ

কোন সময় অসুস্থতা নিবন্ধন জুময়ার নামাযে পৌঁছিতে না পারিলে তিনি যোহরের নামায একাকী পড়িতেন। এইভাবে সফরের মধ্যেও এইরূপ তরীকা জারি থাকিত।। তিনি রমযানের শেষ দশ তারিখ মসজিদে এ'তেকাফ করিতেন এবং জিলহজের দশ দিনও একাকী থাকিতেন। এই দশ দিনের মধ্যে তিনি ইবাদত-বন্দেগী, যিকির-আযকার ও রোযার দিকে বড়ই ঔৎসুক্য দেখাইতেন ও দরূদ শরীফ পড়িতেন। জুময়ার রাত্রিতে তিনি সঙ্গীদিগকে লইয়া হাল্কা করিতেন ও দরূদ শরীফ পড়িতেন। তিনি ঈদুল ফিতরের মধ্যে মৃদুস্বরে এবং কুরবানীর ঈদের মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলিতেন। তিনি জিলহজের দশ দিনে হাজীগণের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া মাথার চুল এবং নখ কাটিতেন না, কেবল কতক দোয়ায়ে মাসুরা পাঠ করিতেন। তিনি হজের দশদিনে প্রতিদিন ইশা ও ফযরের ২য় রাকায়াতে সূরা ফযর পড়িতেন। তিনি আরাফার দিন ছাড়া হজের উদ্দেশ্যে আরাফাতে হাজীদের কৃত সমস্ত কাজ অন্য সময় করাকে মাকরূহ জানিতেন।

'তিনি ২০ রাকায়াত তারাবীহের নামায আদায় করিতেন। এই নামায তিনি সফরে ও নিজদেশে জামায়াতের সহিত আদায় করিতেন। রোযার মাসে তিনি কুরআন মজীদ তিন খতমের কম করিতেন না। তিনি চারি রাকায়াত তারাবীহের নামাযের পরে এই দোয়া ঃ

سُبْحَانَ ذِيْ الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ سُبْحَانَ ذِيْ الْعِزَّةِ وَالْعَظْمَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ وَ الْكِبْرِ يَاءِ وَالْجَبْرُوْتِ سُبْحَانَ الْمَلِكُ الْحَىُّ الَّذِىْ لاَ يَنَامُ وَلاَ يَمُوْتُ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَ رَبُّ الْمَلاَ ئِكَةِ وَ الرُّوْحِ - اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ - ৩ বার এবং প্রত্যেক দুই রাকায়াতের পরে এই দোয়া ঃ يَا قَدِيْمَ الاِحْسَانِ اَحْسِنْ عَلَيْنَا بِاِحْسَانِكَ الْقَدِيْمِ يَا اَللّٰهُ পড়িতেন।

www.pathagar.com

তিনি সমস্ত তারাবীহ শেষ হওয়ার পর এই দোয়া ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ الرِّضْوَانَ وَالْجَنَّةَ وَنَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ اَللّٰهُمَّ يَا خَالِقَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَاعَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا كَرِيْمُ يَا سَتَّارُ يَا رَحِيْمُ يَا بَارُّ اَجِرْنَا يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ بِعِزَّتِكَ وَفَضْلِكَ رَبِّىْ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا يَا غَفُوْرُ يَا غَفُوْرُ يَا غَفُوْرُ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاتَ الدَّائِمَةَ فِى الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ – পড়িতেন।

তিনি স্বয়ং হাফেযে কুরআন ছিলেন। এইজন্য অন্যান্য দিনে যোহরের নামাযের পর সর্বদা কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করিতেন এবং হালকার মধ্যে সর্বদা কুরআন শরীফ তেলাওয়াত শোনা জারি রাখিতেন। নামাযের মধ্যে তিনি এইভাবে কেরাত পড়িতেন যেন শব্দের ভিতর দিয়া অর্থও প্রকাশ পাইতেছে। শ্রোতাগণ স্বাভাবিকভাবে এরূপ উপলব্ধি করিতেন যেন আল্লাহ্ তা'আলার মোকাররব বান্দার উপর কুরআন মজীদের রহস্য নাযিল হইতেছে। তাঁহার মুরিদ নহেন এরূপ বহুলোকও বলিতেন যে, হযরত মুজাদ্দিদ (র) কুরআন শরীফ এইভাবে পড়িতেন যেন শব্দগুলি অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে বাহির হইতেছে। তিনি কখনও আওয়ায বানাইয়া পড়িতেন না। তারাবীহের নামাযের অধিকাংশ সময় মুসল্লিগণের মধ্যে তন্দ্রার ভাব আসিত কিন্তু তাঁহার কখনও এইরূপ অবস্থা হইত না। তিনি (ঐভাবে) দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কুরআন শরীফ শ্রবণ করিতেন। মোল্লা বদরুদ্দীন সিরহিন্দী লিখিয়াছেন, "একদিন আমি হযরতকে [মুজাদ্দিদ (র)] জিজ্ঞাসা করিলাম, হযরত আপনার যে কখনও তন্দ্রাভাব আসে না ইহার কারণ কি ?" তিনি উত্তরে বলিলেন, "রহস্যপূর্ণ কুরআন সমুদ্রে সাঁতার কাটিবার সময় এক পলক মারিবার মত তন্দ্রা আসিবার অবসর মিলে না।" সফরকালীন তিনি মঞ্জিলে পৌঁছা পর্যন্ত কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করিতেন এবং সিজদার আয়াত আসামাত্র তৎক্ষণাৎ সওয়ারী হইতে নামিয়া সিজদা আদায় করিতেন।

ইমামতি করিবার সময় তিনি অন্ততপক্ষে পাঁচ বার রুকূ ও সিজদার তসবীহ পড়িতেন যেন মোক্তাদিগণ আসানীর সহিত ৩বার পড়িতে পারেন। একাকী হইলে তিনি ৫ হইতে ৭, ৯, ১১ বার পর্যন্ত পড়িতেন; কেননা অনেক সময় তিনি বলিতেন যে, শক্তি ও সামর্থ্য থাকা অবস্থায় তসবীহ সংক্ষেপ করিতে লজ্জা হয়।

হযরত মুজাদ্দিদ আল্‌ফেসানী (র)-এর আদত ও ইবাদতের ধারা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, তিনি সর্বতোভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

www.pathagar.com

অনুসরণকারী ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা যাঁহাকে বিরাট এক কার্যভার ন্যস্তপূর্বক দ্বিতীয় হাজারের মুজাদ্দিদ ও ফাইউমের লকব দ্বারা ভূষিত করিয়াছিলেন তাঁহার আদত ও ইবাদতের আধিক্য যে তাঁহার নিজ শান মোতাবেক হইবে–এ বিষয়ে কোন মন্তব্যের অবকাশ নাই। আল্লাহ্ তা'আলা কাদেরে মতলক—তিনি মহাজ্ঞানী—সর্ব শক্তিমান।

رَبَّنَا اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا – سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَ سَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ والْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ –

رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا اِنَّكَ عَلٰى كُلِّشَيْءٍ قَدِيْرٌ – وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَ عَلٰى جَمِيْعِ الْاَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَ بَارِكْ وَسَلِّمْ –

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জি

মকতুবাত শরীফ, হযরত মুজাদ্দিদ আল্‌ফেসানী (র)
মাব্‌দা ও মায়া'দ, হযরত মুজাদ্দিদ আল্‌ফেসানী (র)
মাআরেফে লাদুনীয়া, হযরত মুজাদ্দিদ আল্‌ফেসানী (র)
ফাওয়ায়েদে কোরআন, মাওলানা শাব্বীর আহমদ উছমানী (র)
তফছীরে ইবনে কাছীর, হাফেয ইমাদুদ্দীন ইবনে কাছীর (র)
বায়ানুল কোরআন, মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র)
মুনকেজ আনিদ্দালাল, হযরত ইমাম গাযালী (র)
এরশাদুল তালেবীন, কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী (র)
খাযীনাতুল আছফীয়া, মাওলানা গোলাম ছরওয়ার চিশতী
মুনতা খাবুত তাওয়ারীখ, মোল্লা আবদুল কাদের বদাউনী
শর্‌হে রেছালা, হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (র)
তুয্‌কে জাহাঁগীরী, বাদশাহ জাহাঙ্গীর
মলফুযাত, হযরত মীর্জা মাযহার জান জানান (র)
হাদীয়ায়ে মুজাদ্দিদীয়া, মাওলানা ওকীল আহমদ নকশবন্দী
আল্ কালামুল মুন্‌জী, মাওলানা ওকীল আহমদ নকশবন্দী
খুলাছায়ে তারীখে হিন্দুস্থান, শামসুল উলামা যাকাউল্লাহ
রেজালুল মুয়া'ল্লাকাতিল আ'শার, অধ্যাপক শায়েখ মুস্তাফা আলগেলায়িনী
হালাতে মশায়েখে নকশবন্দ, মাওলানা মুহাম্মদ হাছান নকশবন্দী
উছুলে তফছীর, উছুলে হাদীছ ও উছুলে ফিকাহ; হযরত মাওলানা মুনাওয়ার আলী মুহাদ্দিসে রামপুরী (র)
জুবদাতুল মাকামাত, হযরত খাজা হাশেম কাশামী (র)
জাওয়াহেরে মুজাদ্দিদীয়া, খাজা আহমদ হোছায়েন খান নকশবন্দী
মাকামাতে ইমাম রব্বানী, মওলবী আবদুল আহাদ
ছাওয়ানেহ্ উমরী মুজাদ্দিদ আল্‌ফেসানী, এহ্‌সানুল্লাহ আব্বাসী
শানদার মাযী, মাওলানা মুহাম্মদ মিয়া দেওবন্দী
তাযকেরায়ে মুজাদ্দিদ আল্‌ফেসানী, মাওলানা মনযুর নু'মানী
রাওযাতুল কাইউমিয়া, খাজা মুহাম্মদ এহ্‌ছান

www.pathagar.com

আলমগীর, শেখ হাবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন
Akbar the Great Mughal, V. A. Smith
A Short History of Muslim Rule in India, Dr Iswari Prasad
Imperial Indian Gazette of 1923
'আল ফোরকান' পত্রিকা (মুজাদ্দিদ সংখ্যা) এবং মাসিক 'প্রবাসী' পত্রিকা ইত্যাদি।

ইফাবা-২০০১-২০০২-প্র/৯০৬৫ (উ)-৫২৫০

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ